বলিয়া ১০। ১২ জন ডাকাইতের ৭ বৎসর করিয়া মেয়াদ হইল। ৭ বৎসর জেলে থাকিয়া তাহারা পুনরায় বাটী ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত ব্যক্তি যেমত দুঃখী তেমনিই রহিল। যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এই কয়েদীদিগের মজুরি হইতে যত লাভ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অর্থ, সর্ব্বস্বান্ত ব্যক্তিকে দিতেন, তাহা হইলেও তাহার কিছু দুঃখের উপশম হইতে পারিত। আর যদি লাভের যৎ-সামান্য অংশও কয়েদীদিগকে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগের পরিশ্রম করিতে উৎসাহ জন্মে; সুতরাং অলস বলিয়া আর তাহা-দিগকে বেত্রাঘাত করিবার আবশ্যক থাকে না। এবং জেল হইতে বাহির হইয়াই অন্ন বা বস্ত্রের জন্য তাহাদিগকে লালায়িত হইতে হয় না।

যদি ইহাকে জেলে রাখা[illegible]তের লোকসান হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহার [illegible] হইতে ইহার খাই খরচেরও টাকা উঠে না, তবে এক জনের অপরাধের জন্য সমগ্র সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে। কারণ ইহার খাই খরচের বাকি টাকা তোমার আ-মার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে; সাধারণ ধনাগার এই টাকা যোগাইয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করাতে ইহার [illegible] হইয়াছে, [illegible] হইয়াছে। অপরাধী ব্যক্তির জন্য নিরপরাধী ব্যক্তিকে ট্যাক্স দিতে হইতেছে, ইহা বড় মন্দ শুনায় না!

যদি গবর্ণমেণ্টের 'লাভও নাই লোকসান নাই' এরূপ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে গবর্ণমেণ্ট পাঁচ বৎসর কাল এক জনকে কারাবাসে রাখিয়া তাহাকে বাদসাই অলস করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ আলস্যপ্রিয় ব্যক্তি পুনরায় সমাজে প্রবেশ করিলে, সমা-জের ক্ষতি হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা রহিল। তবে কেন সমাজ, গবর্ণমেণ্টের এরূপ অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ না করেন? কেবল জি-ঘাংসাবৃত্তির তুষ্টির জন্য কাহাকেও জেলে দেওয়া হয় না। সমাজের ক্ষতি করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি না হয় এরূপ শিক্ষা দেওয়া ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। নিকৃষ্ট বদ্-মাএসদিগের সঙ্গে দিন রাত্রি যাপন করিয়া সংশিক্ষা যাহা হইবার তাহা ত বিলক্ষণ হই-য়াছে। লাভের মধ্যে ইহাকে আলস্যপ্রিয় করা হইয়াছে; সুতরাং সমাজকে সর্ব্বদাই ইহার জন্য শশঙ্কিত থাকিতে হইবে। কে-বল আধপেটা ভাত খাইতে দিলে, দুষ্টের দমন হয় না; অল্প বিস্তর শারীরিক কষ্ট দিবার সঙ্গে২ সংশিক্ষা না দিলে দুষ্ট প্রবৃত্তি সমস্ত চিরকাল নিবৃত্ত থাকে না। যেখানে এরূপ শিক্ষার অভাব, সেখানে শান্তিরক্ষার জন্য বৃথা আড়ম্বর করিবার কোন আবশ্যক নাই।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা যে জেলের নিয়ম সমস্তের দোষ গুণ পরীক্ষা জন্য একটি কমিশ্যন বসান হয়।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বাদানুবাদ।

যে দুর্ভিক্ষের ভীষণ নিনাদ আজ ছয় মাস পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে শব্দিত হইতেছিল; যে দুর্ভিক্ষের নিবারণোপায় নির্দ্ধারণে শুদ্ধ ভারতবর্ষের নয়, ইংলণ্ডের সম্বাদপত্রলেখকগণপর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, যে দুর্ভিক্ষ অনেকানেক সম্বাদপত্রের শরীর পুষ্টির একমাত্র উপায় ছিল, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রায় সকলে ব্যবহার করিবার কারণ এই যে অদ্যাপিও গবর্ণমেণ্টকে অনূন পঞ্চ বিংশতি লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে হইতেছে। এই পঞ্চ বিংশতি লক্ষ লোক যদি গবর্ণ-মেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত না হইত অনেক দিন পূর্ব্বে অনাহারে নিশ্চয়ই শমন ভবনে গমন করিত। অধিকন্তু, গবর্ণমেণ্টকে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক লোককে আ-হার দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কারণ যে সকল প্রজাদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ভাল ছিল, তাহাদিগের জীবনোপায় ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে ও তাহারা ক্রমেই গবর্ণমেণ্টের প্রত্যাশী হইয়া পড়িতেছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশস্থ কর্ম্মচারীগণ আশ্চর্য্য অধ্যবসায় সহকারে কার্য করিয়াছেন, কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণপণ করি-য়াছেন, শারীরিক বা মানসিক কোন কষ্ট জ্ঞান করেন নাই, এ সকলই সত্য; কিন্তু শেষ রক্ষাই রক্ষা। আমা-দের ভয় হইতেছে পাছে তাঁহারা এক কলস দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র নিক্ষেপ করিয়া সমুদায় পূর্ব্বকার্য্যকল বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। বঙ্গদেশের কোন২ জেলায় দুর্ভিক্ষের চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। বর্দ্ধমানের পশ্চিম, ও চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশ নিবাসী অর্থহীন প্রজাবর্গের অন্ন বিনা কষ্টের একশেষ হইয়াছে। এখন হইতে অধিক লোকের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্টের কোন বিষয়েই ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা দুই মাস কাল বৃথা নষ্ট করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তৎপরে মুক্তহস্তে প্রচুর পরি-মাণে অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহারা সে ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কেন সেই ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা দুর্ভিক্ষান্তে যে কমিশ্যনরগণ দুর্ভিক্ষের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের রিপোর্ট না প্রচারিত হইলে আমরা জানিতে পারিতেছি না। কিন্তু সম্বাদপত্র প্রকাশকদিগের ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকা কষ্টকর হইয়া উঠিল। ইহারই মধ্যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের উপর অমিতব্যয় প্রভৃতি দোষারোপ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা একবারও ভাবিতেছেন না যে গবর্ণমেণ্ট এ স[illegible] ব্যয় কাতর হইলে কি ভয়ানক ঘটনা সঙ্ঘটিত হইত। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণোপায় অবলম্বন করণে কাল বিলম্ব করিয়া যে ভয়ানক কার্য করিয়াছেন, মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করণ ভিন্ন তাহার প্রতিবিধান অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। সেই জন্য যদিও কখন২ তাঁহাদিগকে একগুণের স্থানে দশগুণ ব্যয় করিতে দেখা যাইতেছে, তথাপি তাঁহাদিগের উপর আমাদিগের একেবারে খড়্গ-হস্ত হওয়া উচিত নহে। তিন প্রদেশের মধ্যে বঙ্গ প্র-দেশে পূর্ত্ত কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা ব্যয় হইলেও তাহা কেবল ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করা হইয়াছে। যথা২ রাস্তা, ঘাটের নিতান্ত প্রয়োজন, তথা২ প্রায়ই সে সকলের অসদ্ভাব। সুতরাং দ্রব্যাদি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া সহজেই ব্যয় সাধ্য! ইহার উপর আবার বাঙ্গালী গাড়োয়ানেরা গবর্ণমেণ্টের কোন আদেশ পালনে এত অনিচ্ছুক, যে বেগার ধরিবে বলিয়া তাহারা অনেক সময় আপনাদের গাড়ি আপনারা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। এতদবস্থায় রাজপ্রতিনিধি নর্থব্রুক সাহেব ধনাগারের উপর বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া যদি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কি মার্জ্জনা করা যাইতে পারে না? সত্য বটে লর্ড ক্যানিং শিপাহী বিদ্রোহের সময় যেরূপ অজস্র ধন ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, লর্ড নর্থব্রুক তেমনি করিয়াছেন; কিন্তু উভয়াবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ শিপাহী বিদ্রোহাপেক্ষা বড় কম ভয়ানক ঘটনা বলিয়া বোধ হইবে না। জলের ন্যায় টাকা খরচ না করিলে কি গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর চিরশত্রু নীলকরগণের, অর্থলোলুপ কণ্ট্রাক্টর ও মহাজনবর্গের, সরকারের আজ্ঞা বহনে অনিচ্ছুক গাড়োয়ানদিগের, সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন? তাহারা কি সকলে একত্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য দুর্ভিক্ষ নিবারণে যত্নবান হইত? আর এই সকল লোক আনুকূল্য না করিলে কি গবর্ণমেণ্ট একা এই ভয়া-নক দুর্ব্বিপাক হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিতে পারিতেন? কখনই নহে। দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে আমরা গবর্ণমেণ্টকে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তন্মধ্যে অনেকগুলি তাঁহাদিগের নিকট গ্রাহ্য হইয়াছিল। স্থানে২ বড়২ গোলা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তণ্ডুল রক্ষিত হইয়াছিল। সামান্য২ গোলা যাহাতে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হয় তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ যত্ন করিয়া ছিলেন। ইহা ভিন্ন গ্রামে২ যাহাতে খাদ্যশস্য নিয়মিত-রূপে বিতরিত হইতে পারে তজ্জন্য বন্দোবস্ত করিতেও গবর্ণমেণ্ট ত্রুটি করেন নাই। বর্ষার আগমনে তণ্ডুলাদি যথাস্থানে প্রেরণ করিবার অসুবিধা ঘটিয়াছে বলিয়া স্যর রিচার্ড টেম্পল আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত গ্রামের যুবা ও সবল ব্যক্তিদিগকে বেগার ধরিয়া আপন২ গ্রামে শস্য বহন করিতে বাধ্য কর।

দেশীয় বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করণে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নাই ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়া মহাজন ও তণ্ডুল ব্যবসায়ীগণ প্রচুর পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শস্য ক্রয় করিতেছে। কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্ট তাহা-দিগকে এই স্বীকার করাইয়া লইতেছেন যে তাহারা শস্য করা দুই টাকার অধিক লাভ করিতে পারিবে না। ইহাতেই উক্ত মহাজনবর্গের এত লাভ হইতেছে যে প্রতি সপ্তাহে সরকারী গোলা হইতে তাহারা ত্রিশ হাজার মণেরও অধিক শস্য খরিদ করিতেছে। এইরূপ নানা কৌশলে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে হঠাৎ কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া সে স্থানের লোকদিগের বিশেষ কোন অনিষ্ট করিবে এ প্রকার আশ-ঙ্কার কোন কারণ নাই। তাঁহারা যেরূপ গোলার সংখ্যা বর্দ্ধন ও শস্য চালানের সুবিধা করিয়াছেন, তাহাতে দূর দর্শী কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে তাঁহারা যে অচিরাৎ স্বকার্য সাধনে সক্ষম হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের সমস্ত কর্ম্মচারী স্থির জানিয়াছেন যে এ সময় কার্য শৈথিল্য প্রকাশ করিলে পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের কোন আপত্তি শুনিবেন না। সুতরাং সকলেই স্ব২ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কায়মনোবাক্যে তৎপর।

এখনও ত্রিহুতের রিলিফ কার্যে নিযুক্ত লোক সংখ্যা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে গবর্ণমেণ্টকে আরও পাঁচ মাস কাল তথায় গরিবদিগের সাহায্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ত্রিহুতের উত্তরাংশে ইহার পরও গবর্ণ-মেণ্টের সাহায্য আবশ্যক হইলে হইতে পারে। যদি না হয় তবে গবর্ণমেণ্ট অচিরাৎ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবেন। প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট আর এক দিনের নিমিত্তও বৃথা শ্রম ও ধন ব্যয় করিবেন না। তাঁহাদিগের হস্তে আজও অপরিমিত শস্য রহিয়াছে সত্য, কিন্তু মনে করিলে গবর্ণমেণ্ট যৎকিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া এক মাসের মধ্যে সে সমুদায় বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারেন। আর তাহাও যদি না হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি স্পষ্ট বাক্যে রিলিফ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বলেন, তোমরা

আপন২ বাটী গিয়া আপনাদের খাদ্য আপনারা সংগ্রহ করিয়া লও, আমরা আর তোমাদের সাহায্য করিব না; তাহা হইলেই বা গবর্ণমেণ্টের কে কি করিবে? ইংরাজ শাসনের ভিত্তি কিছু এত অপটু নহে, যে ত্রিহুতের কতকগুলি শ্রমজীবীর সামান্য বলে তাহা কম্পিত হইবে।

এক্ষণে স্বীকার করিতে হইতেছে যে কতকগুলি ইংলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্রের প্রবর্ত্তনায় এবং মেং ডিসরেলি ও লর্ড সালিসবরির উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে গুরুতর কার্যভার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে কোন গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন কি না তাহা সন্দেহ। তাঁহারা পূর্ণ এক বৎসর কাল অন্যূন ত্রিশ লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে উদ্যোগ করিয়াছেন এবং ঈশ্বর কৃপায় যদি নৈসর্গিক নিয়ম বহির্ভূত কোন ঘটনা আশু সঙ্ঘটিত না হয়, তবে যে তাঁহাদের উদ্যোগ সফল হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যিনি যে প্রশংসার যথার্থ অধিকারী জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে সেই প্রশংসা প্রদান না করিলে অধার্ম্মিকের কার্য করা হয়। সেই জন্য আমরা আজ একদেশদর্শী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় সর্ব্বকার্যে গবর্ণমেণ্টের অপযশ ঘোষণা না করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের গুণানুবাদ করিব। সূর্য্যে কি কলঙ্ক নাই? সূর্য্যেও কলঙ্ক আছে; কিন্তু লোকে চির কালই, সূর্য্যরশ্মির প্রশংসা করিয়া আসিতেছে, তেমনি দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দুই একটি কার্য ভ্রমপূর্ণ হইলেও আমরা এক্ষণে তাহা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা করিব। যে সকল সম্বাদপত্র সেই দুই একটি কার্যের উদাহরণ দেখাইয়া সমস্ত গবর্ণমেণ্টকে চিরকাল তিরস্কার করিতে চাহেন, তাহারা তাহা করুন কিন্তু আমরা তাহা করিতে পারিব না। লর্ড নর্থব্রুক যখন সর জর্জ্জ কাম্বেলের পরামর্শানুসারে কার্য করেন নাই, তখন আমরা তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছি। আজ আবার সেই লর্ড নর্থব্রুক দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যে সকল সুপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রশংসা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

লর্ড নর্থব্রুক স্বকার্যসাধনে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিয়াছিলেন। এতটা যে হইবে প্রথমতঃ তিনি তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তিনি প্রকৃত বিষয় সমস্ত অবগত হইলেন, যখন তিনি জানিলেন যে সত্য সত্যই তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই ভ্রম সংশোধনের নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন তিনিও সেই উপায় অবলম্বন করিলেন; অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন; টাকাকে টাকা জ্ঞান করিলেন না; মানবজীবনের তুলনায় টাকা অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিঞ্চিৎকাল দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে কার্য নির্ব্বাহ করাতে তাঁহার ভ্রম নিবন্ধন যে ঘোর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল তাহা আর ঘটিল না। মধ্যে২ অন্ন বিনা দুই ২। ৪ জন লোক মরিয়াছে বটে, কিন্তু উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের লোমহর্ষণ ব্যাপার মনে করিলে উক্ত মৃত্যু সংখ্যা ধর্ত্তব্যের ভিতর আইসে না। বিশেষতঃ যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্ক থাকিলেও খাদ্যাভাব নিবন্ধন মৃত্যু একেবারে রোধ করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্য। সেই জন্য লর্ড নর্থব্রুক কিঞ্চিৎ কার্যশৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া যদ্যপি ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী করিয়াছি, তথাপি এক্ষণে তিনি যেরূপ দক্ষতা সহকারে কার্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহাতে, বোধ হয়, তাঁহার উক্ত অপরাধের সম্যক প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে! আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল প্রকৃত ইংরাজের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন। ইংরাজগণ যেমন মধ্যে২ সজ্জা করিতে বিলম্ব করিয়া যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন ও পরে অকুতোসাহস ও আশ্চর্য বিক্রম দেখাইয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়েন, লর্ড নর্থব্রুকও তেমনি করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় অনবধানতা বশতঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু এক্ষণে তিনি যে সুপ্রথানুসারে কাজ চালাইতেছেন, তাহাতে, বোধ হয়, সেই সংগ্রাম আরও কিছু কাল স্থায়ী থাকিলেও তদ্দ্বারা বঙ্গবাসী দিগের বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধন হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ড সম্যক প্রস্তুত না হইয়া কোন দীর্ঘকাল স্থায়ী সমরে প্রবৃত্ত হইলে প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে সচরাচর যে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, লর্ড নর্থব্রুক স্বীয় ভ্রম সংশোধনার্থ তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করেন নাই। তিনি যে অতিরিক্ত টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাহার সংখ্যা এক কোটির অধিক হইবে না; কিন্তু আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষে এই কারণের জন্য ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ ঠিক উহার তিনগুণ অর্থব্যয় করিয়াও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ লর্ড নর্থব্রুক নৌকা প্রায় জলমগ্ন হয় দেখিয়া তাহার উদ্ধারার্থ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এক কথা হইতে পারে নৌকার সে অবস্থা তিনিই ঘটাইয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন তাহার পুনরুদ্ধার করণে সকল যত্ন হইয়াছেন, তখন তাঁহার অর্থব্যয় ততটা অযথা বোধ হইতেছে না। স্যর সিসিল বিডনেরও উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু মনে করিয়া দেখ সেই ভ্রম হেতু উড়িষ্যায় কি শোচনীয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। স্যর সিসিল বিডিন দুই হস্তে অর্থ ছড়াইয়া যদি সেই অকালমৃত প্রাণীপুঞ্জের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন তবে কি তাঁহাকে কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইত? সেইজন্য বলিতেছি লর্ড নর্থব্রুক যখন অর্থব্যয় করিয়া কামনা সুসিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তখন তজ্জন্য কুণ্ঠিত হইবার আমরা কোন বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। আর একটি কথা হইতেছে যে আমরা বঙ্গপ্রদেশ নিবাসী। আমাদিগের সহিত ইংরাজ বাহাদুর বরাবর অন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আমাদের নিকট হইতে যে রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে, তাহাতে আমাদের

প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া অনেক উদ্বর্ত্ত থাকে। সেই উদ্বর্ত্ত টাকা ইংরাজ বাহাদুর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল আপনাদিগের প্রয়োজনমত ব্যয় করিয়াছেন, দেশের উন্নতি সাধনার্থ কিছুই ব্যয় হয় নাই বলিলেও চলে। এতদবস্থায় বাঙ্গালার এমন দুঃসময় লর্ড নর্থব্রুক আমাদের উপকারার্থ এক কোটি টাকা ব্যয় করাতে গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হয় নাই। ইংরাজগবর্ণমেণ্ট যেন মনে করেন যে আমাদের যাহা প্রাপ্য তাহার কিয়দংশ পরিশোধ হইল।

ইংরাজ বাহাদুর এত করিয়াও ভারতীয় সম্বাদপত্রলেখকগণের মন পাইলেন না! এমন দুর্ভিক্ষের সময় আমাদিগকে ছয় টাকা মণ চাল কিনিয়া খাইতে হইল না, সেই জন্যই হউক, অথবা দশজনে যাহা বলিবে আমাদিগকে তাহার বিপরীত, বলিতেই হইবে, এই মনে করিয়াই, হউক তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বলিতেছেন প্রকৃত দুর্ভিক্ষ দেশে উপস্থিত হয় নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের, এত আড়ম্বর, এত আয়োজন কেবল মশা মারিতে কামান পাতা হইয়াছে। যাঁহারা চক্ষু, কর্ণ সত্ত্বেও এমন কথা বলিতে পারেন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা কোন তর্ক করিতে চাহি না। লেখকদিগের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা সাধারণ মত যথার্থ জানিয়াও তদ্বিপরীত মত প্রচার দ্বারা যশোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন। আমরা উক্ত সম্পাদকগণকে সেই শ্রেণীভুক্ত ধরিয়া লইলাম। তাঁহারা একটু স্থির বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে দুর্ভিক্ষ কিছু শূন্য হইতে নিক্ষিপ্ত হয় না। উহার ঘটনা কতকগুলি নৈসর্গিক কারণ সাপেক্ষ। অনাবৃষ্টি সেই নৈসর্গিক কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান। সেই কারণ যথা ক্রমান্বয়ে দুইবৎসর বর্ত্তমান ছিল। তৃতীয় বৎসরে তাহা হইতে কার্য উৎপন্ন হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কেহ কেহ বলিতেছেন ত্রিহুত প্রভৃতি স্থানে এরূপ ব্যাপার প্রতি বৎসর ঘটিয়া থাকে। তথাকার লোক সংখ্যা এত অধিক, যে তদ্দেশোৎপাদিত খাদ্য শস্য হইতে তাহাদের ভরণ পোষণ কখনই সম্ভবে না। অতএব এ বৎসর স্বভাবের মনে যাহা ছিল, অবাধে তাহা হইতে দিলেই ভাল হইত, অর্থাৎ ত্রিহুতের কতকগুলা লোক মরিয়া অধিবাসী সংখ্যার ও উৎপাদিত শস্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইলেই ভাল হইত। এ তর্কটি রাক্ষসোচিত, বা দেবোচিত, হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মানুষে মানুষের দুঃখ দেখিয়া এমন কথা বলিলে, তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে।

আমাদিগের ধ্রুববিশ্বাস এই যে এবৎসর গবর্ণমেণ্ট উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে, সাত ঘাটের জল এক ঘাটে না করিলে, অন্ততঃ ত্রিশ লক্ষ লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণ একটি প্রকৃত সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে জয়লাভ মুখ্য উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন দিক দেখেন নাই এবং যদিও সম্পূর্ণ জয়লাভ হইয়াছে এমন কথা এখনও বলিতে পারা যায় না, তথাপি আমারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি তাহার আর বিলম্ব নাই। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া লর্ড নর্থব্রুক এক কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত আছি। কিন্তু এটিও সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ঐ টাকা ব্যয় না করিলে, ত্রিশ লক্ষ মনুষ্য জীবন বিনষ্ট হইত। ত্রিশ লক্ষ লোকে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় প্রাণে মরে নাই, ইহা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের গৌরবের কথা আর কি হইতে পারে?

সংবাদ।

গত ২২ শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার রাত্রে চুঁচুড়ার নিকটস্থ ধর্ম্মপুর গ্রামের উত্তর পাড়ায় হুগলী কালেক্টরির জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গোরাচাঁদ দত্তের কন্যার বিবাহের নিমিত্ত ঐ বাটীতে বিশেষরূপ জনতা ছিল। ঐ বাটীর দুইখানি বাটীর পরে একটি স্ত্রীলোক নিজ বাস ভবনে একাকিনী শুইয়া ছিলেন, রাত্রি প্রায় ২ টার সময় পাঁচ জন চোর তাঁহার ঘরে সিঁদ কাটিয়া ৪ জন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে, একজন বাহিরে থাকে। ২ জন ঐ স্ত্রীলোকটীর ২ হাত ধরে, এক জন তাঁহার মুখে কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরে, আর একজন দ্রব্যাদি লুট করিতে থাকে। ঐরূপ অবস্থাতে পড়িয়াও স্ত্রীলোকটী সাধ্যমতে এক একবার কথঞ্চিতরূপে চীৎকার করেন এবং তাঁহার ঐ অস্ফুট চীৎকার ধ্বনি শ্রবণে একজন প্রতিবাসী দেখিতে আইসেন, বহিস্থিত চোর তাঁহাকে তাড়া দিয়া মারিতে যাওয়ায় তিনি পলাইয়া গিয়া পাড়া শুদ্ধ গোলমাল করেন এই অবকাশে চোরেরা দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে। একজন সর্ব্বশেষে পলাইতেছে দেখিয়া অন্য একজন বলবান্ ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিতে যাওয়ায় সেই চোর তাঁহার কোমরে সজোরে পদাঘাত করে ঐ ব্যক্তি আঘাত পাইয়া যন্ত্রণায় অজ্ঞানবৎ পড়িয়া যান, (কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ধরাইবেন তাহার কোথাও অব্যাহতি নাই)। ঐচোর আঘাত করিয়া যেমন দৌড়াইয়া পলাইয়া যাইবে অমনি সম্মুখস্থিত একটি পুষ্করিণীতে পড়িয়া গড়াইয়া গিয়া পড়ে। তাহার উঠিবার অবকাশ মধ্যে পূর্ব্ব আঘাতিত ব্যক্তি কথঞ্চিতরূপে উঠিয়া গিয়া পুষ্করিণীর ভিতর নামিয়া ঐ চোরের মস্তকের চুল ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে ঐ অবকাশে অনেকগুলি প্রতিবাসী লোক আসিয়া তাঁহার সাহায্য করে ও চোরকে পীড়ন করায় সে অপরাপর চোরগণের নাম বলিয়া দেয় পরে তাহাকে বান্ধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া পুলিসে সম্বাদ দেওয়া হয়।

পরে কি হইয়াছে আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। বিবাহের বাটীর দরজার পার্শ্বে এরূপ চুরি অতি ভয়ানক কথা।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে খাদিনা হইতে তালডাঙ্গা যাইতে যে স্থানে বিবীর গোর আছে, ঐ স্থানে ২জন দস্যু এক জনকে তাড়া করে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া খাদিনার দোকানে আসিয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচান।

ইয়ুরোপ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে রেলওয়ে করিবার জন্য লিসেপস্ সাহেব যে আবেদন করিয়াছিলেন, রুষিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গারস্থের রাজা শাহ্ নসিরুদ্দীন সিস্তানে অনেক গুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। অভিপ্রায় কি?

কাবুলের রাজ শের আলী স্বয়ং সৈন্যদিগের সহিত মহম্মদ য়াকুব খাঁর বিরুদ্ধে কান্দাহার যাত্রা করিবেন। তার পর?

য়াকুখাঁ নাকি রুষিয়াদের বিরুদ্ধে সসজ্জ হইয়া কাসগারের নিকট অবস্থিতি করিতেছেন।

ইয়ুরোপে এরূপ প্রচার যে তাহ্মান্দের একজন দূতকে শেরআলী রুদ্ধ করিয়াছেন এবং রুষিয়াদের সহিত যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া কাবুলের সীমান্ত দেশে ১০,০০০ দশ হাজার সেনা সজ্জা করিয়া রাখিয়াছেন। বার্লিণ এবং সেণ্ট পিটর্স বর্গের সংবাদ পত্র সমূহে আন্দোলন হইতেছে।

হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করিবার তাহার বেতন ভিন্ন অন্য কোন উপায় যদি না থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে কয়েদ করা যাইতে পারে না।

টাঁকশালের অধ্যক্ষ কর্ণেল হাইড্ সাহেব, মান্দ্রাজ এবং অন্যান্য উপকূলের কোয়ার্টজ প্রস্তর হইতে স্বর্ণ বাহির করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থ পাণামা বা ডেরিয়ন নামক যে ১৮১ মাইল প্রশস্ত একটী যোজক আছে, তাহা কাটিয়া মহাসাগরদ্বয়ের সংযোগ করিয়া দিবার প্রস্তাব হইতেছে। যদি পানামার এপার হইতে ওপার পারে জাহাজ দ্বারা যাইবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে হয় উত্তর অথবা দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরিয়া যাইতে হয়। তাহাতে বিস্তর সময় নষ্ট এবং অর্থব্যয় হয়। তজ্জন্য উক্ত যোজক কাটিবার প্রস্তাব হইতেছে। এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ১২ কোটী টাকা ব্যয়ে তাহা সম্পন্ন হইবে। তাহা হইলে বাণিজ্য কার্যের পরম সুবিধা হইবে। মনুষ্য স্থলচর কিন্তু স্থল কাটিয়া জল করিতে বিশেষ উৎসুক।

সমস্ত আগষ্ট মাস আসাম দর্শনোপলক্ষে অতিবাহিত করিয়া, গবর্ণর জেনারেল নর্থব্রুক সাহেব ২৯ আগষ্ট কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। তিনি গোয়ালন্দ, ঢাকা, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ছট্রক, শিলং প্রভৃতি পরিদর্শন করিবেন।

"ফ্রেডরিক" নামক একখানি অষ্ট্রিয়ান জাহাজ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত গত মে মাসের শেষে যাত্রা করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধনই ইহার উদ্দেশ্য এবং তজ্জন্য বাণিজ্য সম্বন্ধীয়, সামুদ্রিক, ভূতত্ত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ, জীবতত্ত্ব, শুক্রের অয়ন পর্য্যবেক্ষণ, সমুদ্রের গভীরতা পরিমাণ প্রভৃতি বিষয় বিচার করিবে এবং এই সমস্ত গবেষণার উপযোগী যন্ত্রাদি সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছে।

"কোন কোন দেশে ভেকে বায়ুমান যন্ত্রের কার্য করিয়া থাকে। সচরাচর সবুজ "গেছো ব্যাং" এবিষয়ে বিশেষ কার্য্যকর। বড় বড় বোতলের মধ্যে উহাদিগকে পুরিয়া উহাতে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠের সিঁড়ি রাখা হয়। আকাশ যত পরিষ্কৃত হয় ভেকগণ উক্ত সিঁড়ির উপর তত উঠিতে থাকে এবং যত হাওয়ার গোলযোগ হয়, তত নিম্নে আগমন করে।"

কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন বিচারপতি বিদায় লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। এবং ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক স্মিথ সাহেব ও ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। মান্দ্রাজ মেল সম্পাদক ফ্রেণ্ডের সম্পাদক হইলেন।

বারাসতের জেলদারগা উমেশচন্দ্র মিত্র, অধিক বেতনে বীরভূমে বদলি হইয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মে একজন মুসলমান আসিয়াছেন। মুসলমানটিকে দেখিলে বড় ভদ্র বলিয়া বোধ হয়।

লণ্ডনে একটি যুবতী নাচিতে নাচিতে মাথার শির ছিঁড়িয়া রক্তস্রাবে মরিয়া গিয়াছে। এমন নাচ ভাল নয়।

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে চারিটার সময় খন্নান ষ্টেশন ছাড়াইয়া তেলাণ্ডুর মাঠে, কোন দরিদ্রের মেয়ে লাইনের এপার হইতে ওপারে যাইতে ছিল, রেলের উপর পড়িয়া যায়, সেই সময় গাড়ী তাহার উপর আসিয়া পড়ায় তাহার হাত পা কাটিয়া যায়। গার্ড গাড়ী পরে থামাইয়া, পিছু হাঁটাইয়া লইয়া গিয়া, শব দেহ তুলিয়া লইয়া হুগলী ষ্টেশনে আনিয়া দেয়। এরূপ দুর্ঘটনা মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলার নদীর জলের অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ফশলের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ডেইলিনিউস পত্র লিখিয়াছেন, যে ষ্ট্রাচী সাহেবের পূর্ত্তবিভাগে সচিবত্ব পদে নিযুক্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ফষ্ট আর্টস পরীক্ষা, আগামী ৩০এ নবেম্বর সোমবার আরম্ভ হইবে। বি এ পরীক্ষা ২৮এ ডিসেম্বর সোমবার আরম্ভ হইবে। প্রথম দুই পরীক্ষার, আবেদন ৩১এ অক্টোবরের পূর্ব্বে এবং বিএ পরীক্ষার আবেদন ২৮এ নবেম্বরের পূর্ব্বে রেজিষ্টরের কাছে করিতে হইবে। গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর ৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রিতে পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে স্পেশিয়াল ট্রেনে দলবলে আসাম যাত্রা করিয়াছেন।

পোর্ট ব্লেয়ারে উপরি উপরি দুইবার ভূমিকম্প হইয়াছে; দুইবার ভূমিকম্পের পূর্ব্বে হুঙ্কারের মত ভয়ানক শব্দ হইয়াছিল।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্বীয় কর্ম্মচারীবর্গের বেতন বাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সেখানেও কি দুর্ভিক্ষ?

দ্বীপান্তরিত আমীর খাঁর কতকগুলি আত্মীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কাছে দরখাস্ত করিয়াছেন, যে আমীর খাঁ বৃদ্ধ, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ছাড়িয়া দিউন, আমীর খাঁর জন্য আবেদনকারীরা জামিন থাকিবে।

বঙ্কিম বাবুর ইচ্ছানুসারে, আমরা প্রকাশ করিতেছি, যে গতসপ্তাহে মৃণ্ময়ী সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংশোধন আবশ্যক। মৃণ্ময়ী লেখক, বঙ্কিম বাবুর কোন বন্ধুর অনুমতি পাইয়া ঐগ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ইহা জানিতে পারিয়া, ঐ গ্রন্থ প্রচার পক্ষে বঙ্কিম বাবু আর কোন আপত্তি করেন না।

পাঁচতোপীর সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এতদ্দেশে চাষাদির অবস্থা বড় শোচনীয়। সকল গ্রামে জলাভাব, কোন স্থানে আবাদ হয় নাই। পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ জল হইয়াছিল তাহাতে ধান্যের বীজ সকল প্রস্তুত হইয়াছিল এবং আশুধান্য রোপন কার্য সমাধা হয়। এক্ষণে জলাভাবে সমস্ত বীজ রোয়াণী মারা গেল। লোকের আশা ছিল আশু ধান্য ৮ পূজা পর্য্যন্ত খাইব। কিন্তু ঈশ্বরের এমন চক্র, আশুধান্য জলাভাবে প্রায় নির্ম্মূল হইল।

২। বিগত ১৬ই তারিখ একটী বন্যা হইয়া গিয়াছে। এই বন্যাটী কুইয়া নদীতেই হইয়াছিল এই নদীর তীরস্থ কেন্দ্রা, মৌড়ী, সিংহারী, পুলা প্রভৃতি স্থানে কতক আবাদ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে ময়ূরাক্ষী নদীর বন্যাতে এক আনা রকম আবাদ হইয়াছিল।

৩। জিলা বীরভূমের অন্তঃপাতী সিংহাড়ী গ্রামে অতিশয় গুলিখোরের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। গ্রামে বার আনার উপর লোক গুলী খাইয়া থাকে। এই গ্রামের লোক প্রায় নির্ধনী। বোধহয় গুলীর গন্ধে লক্ষ্মী গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই গ্রামে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাসছিল। এক্ষণে গুলীদেব সবগুলিকে উদরস্যাৎ করিয়া, নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। কি ভয়াবহ কাণ্ড।

৪। উপস্থিত দুর্ভিক্ষহেতু এতদ্দেশে প্রতিদিন চুরী ও ডাকাইতী হইতেছে। এখনকার লোকে চোরের ভয়ে, কেহ কেহ দ্রব্যসকল মাটীতে পুঁতিয়া রাখিতেছে। কেহ কেহ ধানের ভিতরে রাখিতেছে। মহাশয় সে দিবস মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পুনাহাটা গ্রামে শ্রীজীবনচন্দ্র ঘরের একটী বাক্সতে কতক গুলি স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্যের অলঙ্কার সহিত চুরী গিয়াছে। শুনিলাম উক্ত ঘর চোরের ভয়ে গোলাতে উক্ত বাক্সটী রাখিয়াছিল এবং এক এক দিন স্থানান্তর করিয়া রাখিত। এক দিবস কে সন্ধান পাইয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। পুলিস অনুসন্ধান করিয়া কিছু করিতে পারে নাই।

৫। সম্প্রতি এই পাঁচতোপীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক সাধারণ প্রজা নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। এস্থানে এটী শুভ ঘটনা বলিতে হইবে। এস্থানের লোকেরা পীড়িত হইলে স্থানান্তর হইতে খরচ পত্র করিয়া ডাক্তার আনাইতে হইত। এবং ঔষধের মূল্যও লাগিত। সুতরাং তাহাদের পক্ষে এটী কতদূর শুভ, তাহা বর্ণনাতীত।

৬। এস্থানে শৃগালের অতিশয় প্রাদুর্ভাব শৃগালের উপদ্রবে লোকে অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছে। এইগ্রামে স্থানে স্থানে জঙ্গল থাকাতে এই উপদ্রব হইতেছে। সম্প্রতি একটী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তি কাতর হইয়া মৃত্যু শয্যায় পতিত হয়। শৃগালে টের পাইয়া তাহাকে জীবিতাবস্থায় জীবন সংহার করিয়াছে এবং একটী শিশু সন্তান লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় শিশুটী পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ জমিদার মহাশয়ের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এইযে, এই জঙ্গল গুলি কর্ত্তন করিয়া সকলের উপকার করুন।

৭। এতদ্দেশে গোখাদকের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। ইহারা গোরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতেছে। এক্ষণে এক জন গোচিকিৎসক আসাতে অহিতকর কার্য্যের অনেক হ্রাস বলিতে হইবে। গত বর্ষ খড় না হওয়াতে অনেক গোরু খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে। এই স্থানে এত খড়ের অভাব হইয়াছে যে, লোকে হাতে টাকা লইয়া দ্বারে দ্বারে ও গ্রামে গ্রামে যাইয়া খড় পাইতেছেনা। এবার কেবল মানুষের দুর্ভিক্ষ নয়, গোরুরও বলিতে হইবে।

হুগলী জেলার বর্ত্তমান অবস্থা।

(পরিব্রাজকের পত্র।)

চুঁচুড়ার পশ্চিম খাদিনাতে বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা বাহাদুরের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধের অতিথি শালায় সুব্যবস্থা দর্শন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তথা প্রত্যহ ৪।৫ শত দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি আহার পাইতেছে, অতিথিশালার ঘরগুলি সুব্যবস্থিত রূপে সংস্থাপিত, আহার্য্য দ্রব্যাদিও মন্দ নহে আরও শুনিলাম তথায় পূর্ব্বে ৭০০।৮০০ শত ব্যক্তি আহার করিত, কিন্তু এক্ষণে কতক কমিয়াগিয়াছে তাহার কারণ পূর্ব্বে ৩টার সময় খাদ্য দেওয়া হইত বলিয়া ঐ স্থানের কতকগুলি কার্য্যক্ষম কুলি খাটিয়া আসিয়া আহার করিত কিন্তু এক্ষণে দুই প্রহরের সময় খাদ্য দেওয়া হইতেছে। এই জন্যই প্রোক্ত কুলিরা আসিয়া জুটিতে না পারায় লোক সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। আরও শুনিলাম তথা প্রতি রবিবারে ৭ সাত মণ ডাল চাউল ও তদুপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যাদি দুঃখি ভদ্র লোকদিগের বাটীর বিতরণ করা হয়। আরও শুনিলাম রাজার প্রতিষ্ঠিত নিজ বর্দ্ধমান, কালনা, বুদ্ বুদ্ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে এই প্রকার অতিথিশালা হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত রাজা বাহাদুরকে সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না।

২। গবর্ণমেন্ট সংস্থাপিত বাঁশবেড়িয়া থানার অন্তর্গত গুলতান গাছা দাতব্য বিভাগের মধ্যে আকনা, কামিন্দা, বাড়োল, কোনা, সোনপুর, সোণাটিক্রি, মেড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের তণ্ডুল বিতরণ কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, অন্যান্য গ্রামের বিষয় আমরা দেখি নাই।

৩। হুগলী থানার অন্তর্গত সুগন্ধ্যা গ্রামের তণ্ডুল বিতরণ কার্য্যের তত সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায় না। শুনিলাম দুঃখি লোকদিগের অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা হয় না; বাস্তবিক মেম্বরগণ অধীনস্থ প্রত্যেক

গ্রামে গিয়া লোকের বাটীং না যাইয়া দেখিলে প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন না।

৪। বর্দ্ধমান জেলাতে যে প্রকার লোকদিগের মজুরি কার্য্য করাইয়া ও জমি ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়া চাউল ধার দেওয়া হইতেছে, এ জেলায়ও ঐ প্রকার বাঞ্ছনীয়রূপ কোন ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই মজুরি অভাবে লোকের কষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেশের উপস্থিত ও ভাবি অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদিগের বিবেচনায় পুষ্করিণী খননের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অধিক মনোযোগী হইলে ভাল হয়। হুগলী জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সত্বর এ বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

৫। হুগলী জেলায় ধান্যের আবাদের পক্ষে বড়ই অমঙ্গল, একেত বৃষ্টি উত্তমরূপ হইতেছে না, তাহাতে ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানের চারাবীজ দুই প্রকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এক প্রকার বৃষ্টির অভাবে রৌদ্রের উত্তাপে, দ্বিতীয়, মধ্যেং অল্পং বৃষ্টি হওয়াতে, ঘাস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া চারাবীজ অনেক মারিয়া ফেলিতেছে।

৬। এই জেলায় আশু বুনানী ধান্য অনেক মরিয়া গিয়াছে; কেবল নদী তীরস্থ বুনানী আশুধান্য এক প্রকার ভাল আছে। তা আবার এ জেলাতে চর বিস্তৃত নদী অধিক নাই; চর ব্যতীত মাঠান জমিতে যে সকল আশুধান্য আছে তন্মধ্যে বুনানী ধান্য ইতিপূর্ব্বে অনেক মরিয়া কতকস্থানে রোয়া আশু ধান্য কতক ভাল আছে। এ জেলার পশ্চিমাংশে আশুধান্যের চাষ প্রায় নাই বলিলেই হয়, পূর্ব্বাংশ থানা পাণ্ডুয়া, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, শ্রীরামপুর ও বৈদ্যবাটী থানার আশুধান্য সামান্যরূপ হইতে পারে।

৭। উপরোক্ত থানা সকলে আমন ধানের অবস্থাও ঐরূপ। যদি এখনও সুবৃষ্টি হয় অর্দ্ধেক রকম হইতে পারে। বনিয়াখালি থানাতে আশুধান্য প্রায় নাই। আমাদের অবস্থা ভাল নহে।

৮। ডোমজুড় ও শাঁকরালের অবস্থা কতক ভাল, সেখানে জল বেশী হইলে বাহির করিয়া দিবার উপায় আছে ও অভাব হইলে গঙ্গা হইতে আনিবার প্রণালী আছে; তদ্দ্বারা সেখানকার, কতক স্থানে উপকার হইতে পারে।

৯। জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর, হরিপাল, ও জাহানাবাদ থানার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল সেখানে ধান প্রায় নাই এখনও কিছু মাত্র বৃষ্টি হয় নাই। অনেক বীজ ধান মরিয়া গিয়াছে। এখনও সুবৃষ্টি হইলে কতকং ধান হইতে পারে।

১০। বড় নদী দামোদরের ধারে জল বাড়িয়া অনেকজমি আবাদ হইয়াছে, কিন্তু নদী অধিক বাড়িলেও ঐ সকল ধান ডুবিয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হুগলী জেলায় আশুধান্য ৵০ দুই আনা রকম; আমনধান্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা রকম। এখনও সুবৃষ্টি হইলে ৴০ এক আনা রকম আশুধান্য ও ৷৵০ সাত আনা রকম আমন ধান হইতে পারে।

১১। জেলার কোনং গ্রামের ২।৪ বিঘায় আমন রোপণ করা হইয়াছে কিন্তু সে সকলের ভরসা করা যায় না। ৫।৭ দিবসের মধ্যে আরও বৃষ্টি না হইলে সে সকল মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

১২। গত বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে যেরূপ জলকষ্ট গিয়াছে, যদি এবৎসর অধিক বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে জলের নিমিত্ত লোকের যে কি অবস্থা হইবেক ভাবিয়াও স্থির করা দুষ্কর।

মহারাষ্ট্রী ও শিখ্।

ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির মধ্যে মহারাষ্ট্রী এবং শিখ জাতি অপেক্ষাকৃত পরাক্রমশালী এবং বাহুবল সম্পন্ন। সকলেই অবগত আছেন যে এক সময়ে এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্য পশ্চিম প্রদেশীয় শ্মশ্রু ধারী ব্যক্তি বৃন্দের শাসন রজ্জু ছিন্ন করিয়া পর্ব্বতগুহা বাসী মারহাট্টা জাতির করকবলিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল। যে জাতির আবাসের স্থিরতা নাই, সুকৌশল সম্পন্ন সৈন্য পরিচালন নাই, আহারে পারিপাট্য নাই,—সেই অর্দ্ধবস্ত্র, অর্দ্ধসভ্য অনিয়ম বদ্ধ, নিরানিষাশী এবং অধিকাংশ সময় অনাহারী মহারাষ্ট্রী জাতির অন্তঃকরণে ভারতবর্ষ করগত হইবার আশা জাগরূক হইয়াছিল। যে নিরীহ জাতির সহস্র সহস্রকে বাহাদুর শা প্রভৃতি পাতশা গণ শূলে দিয়া, দগ্ধ করিয়া, বন্য পশুর ন্যায় নিপাত করিয়া ছিলেন, সেই জাতিই ইংরেজদিগকে শশব্যস্ত করিয়াছিল। তাহারাই বর্ত্তমান ইংরেজদিগের সৈন্যের অর্দ্ধভাগ। দুই জন মহাপুরুষের বলে মৃত ভারতে এরূপ বীরত্ব ফলিয়াছে।

ভারত ভূমির অন্যান্য জাতিরা হীন বল, ভীরু, এবং, কেবল এই দুই জাতিই পরাক্রমশালী হইয়া উঠে কেন?

অতি পূর্ব্বকালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সকল সময়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হয় যে, যে জাতি যখন উন্নতি পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে, কোন বিষয়ে অন্যকে পরাভব করিয়াছে, সে জাতি কোন প্রবলতর উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাধান্য লাভ করে। কোন মহাপুরুষ দেশ, কাল, সুযোগ বুঝিয়া, এরূপ মন্ত্রপাঠ করেন; যে তাহার প্রভাবে তাহারা কীর্ত্তিরথে আরোহণ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত স্বর্গ লাভ করে।

জঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ্গ, নাদের শাহ, সেকন্দর শাহ প্রভৃতি বীরগণ ভুবন বিজয়ী, কেন না তাঁহারা মন্ত্রদাতা এবং তাঁহাদের সৈনিক সাগর সেই মন্ত্রবলেই অপরাভবনীয় হইয়া উঠে। সেই মন্ত্র, বাহুবলে ধনার্জ্জন। পূর্ব্বোক্ত বীর গণ যখন যে দেশ জয় করিতেন তখন তাঁহাদের সৈনিক গণ সেই দেশ লুঠ করিয়া আপনাদের লোভ রিপুর চরিতার্থতা সম্পাদন করিত এবং সেই দুর্জ্জয় রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা প্রাণ পণ করিয়া যুদ্ধ করিত। উপর্যুক্ত কারণ ব্যতীত আর একটী কারণেও উক্ত মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহা ধর্ম্মবিস্তার। যখন একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুশলমানেরা পালস্থানযাত্রী

গণের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, তখন সুবিখ্যাত হার্মীট উপাধি ধারী পিটর মহান্ (Peter the Hermit) ইয়ুরোপের কর্ণে কর্ণে যে মন্ত্র প্রদান করেন, তাহার বলে সিসিলি হইতে লাপ্লাণ্ড পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে ইয়ুরোপের পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশস্থ ব্যক্তি বর্গ রণতৃষ্ণায় উন্মত্তবৎ নাচিয়া উঠিয়াছিল। সেই মহামন্ত্রে সমরানলে সময়ে সময়ে আহুতি প্রদত্ত হইল। অন্য পক্ষে, যাথার্থ মহাত্মতা গুণের অভাব থাকাতেই, মহম্মদ বিন তোগলক বিশেষ চেষ্টা করিয়াও চীন ও পারস্য দেশের জয়াশা করিয়াও সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে পারেন নাই, এবং, স্বয়ং উন্মাদ বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত হইয়াছেন।

মহারাষ্ট্র এবং শিখ জাতি দ্বয় এইরূপ এক সময়েই উত্তেজিত হইয়াছিল। কিন্তু, বিভিন্ন কারণে। মহারাষ্ট্রীয়েরা লুট করিবার প্ররোচনায় এবং শিখেরা ধর্ম্মার্থে উত্তেজিত হন। সুচতুর মহারাষ্ট্র পতি সুযোগ বুঝিয়া এমনি করাল মন্ত্র প্রদান করেন যে তদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে তিনি ভারতবর্ষ হস্তগত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। সেই মহামন্ত্র দাতা মহাত্মা শিবজি বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সমরানুরাগ প্রকাশ করেন এবং গুরু দাদাজি কন্দেও দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ একটী কীর্ত্তি রাখিয়া যান।

শিখ জাতি ধর্ম্মার্থে উত্তেজিত হন। তাঁহাদের আদি গুরু নানক পারস্য আরব প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া, ঐ সকল দেশবাসীরা কিরূপে মহম্মদ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়াছিলেন তাহা অবগত হইয়া এবং তাঁহাদের নীতি, রীতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাদের ধর্ম্মের সারাংশ লইয়া, হিন্দুধর্ম্মের সহ মিশাইয়া শিখদিগের ধর্ম্ম সৃজন করেন, এবং স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে, মহম্মদ তদীয় শিষ্যবর্গকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন সেইটী প্রকারান্তরে স্বীয় শিষ্যবর্গের উপর আদেশ করিয়া গেলেন। তাহারই ফলে, শিখেরা সংগ্রাম প্রিয়, পরাক্রমশালী জাতি এবং এক্ষণে তাঁহাদিগকে ইংরেজেরা সাদরে সৈন্য মধ্যে গ্রহণ করেন।

মহারাষ্ট্র দেশ পর্ব্বত জঙ্গলাদি পূর্ণ বন্ধুর ভূভাগ। কঙ্কণ প্রদেশস্থ পাহাড়ের উপর অসংখ্য গিরিদুর্গ আছে। তাহা দুরারোহী এবং পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই তাহা আরোহণে সক্ষম নহে। শিবজির পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র জাতি এক প্রকার লোকের অজানিত জাতি ছিল। তাহারা আপনাদের যথেষ্ট পরিশ্রমে যে শস্যোৎপাদন করিত তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিত। তাহাদের দেশের পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থা প্রযুক্ত তাহারা চির কালই পরিশ্রম সহিষ্ণু, এবং পর্ব্বতাদিতে সচরাচর গমনা গমন দ্বারা নীতভীতি হইয়া ছিল। তাহারা আপনাদের স্বভাব সিদ্ধ পরিশ্রম সহিষ্ণুতার গুণে ক্রমে ক্রমে ক্ষুধার প্রভাব ছাড়াইয়া চলিল। এমন কি তাহারা সামান্য মাত্র চনকমুষ্টি আহার করিয়া, সময়ে সময়ে মোগল সৈন্যদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছে এবং তাহাদিগকে পরাভবও করিয়াছে। সুতরাং ভারত বাসী অন্যান্য জাতি হইতে তাহারা বিভিন্ন চরিত্র।

মহাত্মা শিবজির বাল্যাবস্থা হইতেই মুসলমান দিগের প্রতি স্বভাবতঃ ঘৃণা এবং যুদ্ধে অনুরাগ ছিল। তিনি স্বজাতিকে এই বিষয়ের যথার্থ উপযুক্ত জানিয়া, তাহাদিগের সহিত এরূপ নিয়ম করেন যে তাঁহারা যে দেশ জয় করিবে, তাহারা সেই দেশ লুঠ করিয়া যাহা পাইবে, তাহা তাহাদেরই হইবে। এরূপে, তিনি সমস্ত স্বদেশবাসীকে উত্তেজিত করেন, এবং তাহাদের সাহায্যে মুসলমান রাজাগণকে যেরূপ বিপর্য্যস্ত করেন, ইতিহাসে তাহা বর্ণিত আছে। শিবজীর পরবর্ত্তী দুই এক জন রাজা এ বিষয়ে কৃত কার্য্য হইয়াছিলেন। তৎপরে, সৈন্যদিগের যুদ্ধ জয় করা অপেক্ষা লুঠ করিবার তৃষ্ণা সমধিক বলবতী হয় এবং সেই অবধিই মহারাষ্ট্রীয়দের অধঃপতন হয়। তদ্ভিন্ন গৃহ বিবাদ দ্বারা ও তাহাদের ধ্বংশের সূত্র হয়। এই গৃহ বিবাদই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এবং করিতেছে। গৃহ বিবাদ উপলক্ষ করিয়াই মুসলমানেরা আমাদের দেশ জয় করে—একে একে হিন্দু রাজা গণকে সবংশে নিধন করে—দেশের সমগ্র আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। গৃহবিবাদ লইয়াই মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বতঃ উচ্ছিন্ন যাইবার পর পরিষ্কার করিতে ছিলেন। সত্য বটে, তাঁহারা পানিপথের তৃতীয় সমরে সকলে একত্র হইয়াছিলেন কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কেবল মৌখিক—অন্তঃকরণের নহে, এবং সুতরাং পরাজিতও হইয়াছিলেন। তৎপরেও সেই গৃহ বিবাদ উপলক্ষ করিয়া ওয়েলেসলি প্রভৃতি সুযোগ্য সুচতুর গবর্ণর জেনারেল গণ, লেক প্রভৃতি যুদ্ধ কুশল সেনাপতি পাঠাইয়া, দিগ্বারণ স্বরূপ পেশোয়া, সিন্ধিয়া, হল্কার প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সামন্তকে পরাজয় করেন এবং বিশাল ভারতের আধিপত্য নিষ্কণ্টকে প্রাপ্ত হয়েন।

ধর্ম্মার্থে উত্তেজিত শিখ জাতিও পূর্ব্বোক্ত কারণে হীনবল হয়েন। আনুপূর্ব্বিক তাঁহাদের ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ সাহস পরাক্রম সঞ্চয় করেন। তাঁহারা ক্রমশ নির্ভীক এবং ক্ষমতা শালী হইয়া, রণজিৎ সিংহের সময় মহা পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। এমন কি কাবুল জয় করিয়া পারস্য জয় করিবেন, এরূপ আশা করিতেন। এদিকে ইংরেজ বাহাদুরেরাও মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে শীখ দিগকে রাগাইলে মহা বিপদ হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, রণজিতের মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা কেবল মৌচাককে রাগাইয়াছিলেন, ভ্রম ক্রমেও কাল সর্পের লাঙ্গুলে হস্তার্পণ করেন নাই। রণজিতের মৃত্যু হওয়াতে যাই শীখেরা আত্ম বিবাদে প্রবৃত্ত হইল অমনি সুযোগ বুঝিয়া ইংরাজ রাজ তাহাদিগকে হস্তগত করিলেন। এইরূপ আত্ম বিবাদ বশ হইয়া ভারতের স্বাধীনতা সূর্য—সৌভাগ্য সূর্য চিরকালের জন্য অস্ত গত হইয়াছে। আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও আমরা আত্মদোষ বুঝিতে পারি না। ভূমণ্ডলে আমাদের তুল্য দুর্ভাগা জাতি আর নাই।

বিজ্ঞাপন।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

পুস্তক	মূল্য	মাসুল
বঙ্কিমবাবুরকৃত,		
দুর্গেশনন্দিনী,	১।০	৵০
মৃণালিনী,	১৲	৵০
কপালকুণ্ডলা,	১৲	৵০
বিষবৃক্ষ,	১৲	৵০
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত,		
যুগলাঙ্গুরীয়	৵১০	/০
ইন্দিরা,	৵১০	/০
মধুমতী,	৵১০	/০
হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত,		
ব্যায়াম শিক্ষা	।০	/০

শব্দ কল্প দ্রুম।

মহাত্মা স্যর রাজা ৺ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত উপরি উক্ত মহাকোষ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি মাসে ২০ ফরমার একএক—খণ্ড করিয়া বাহির হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাসুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার ৩০ নং রাজাকালী কৃষ্ণের লেন শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাকমাসুল সমেত পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। নবম খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী খণ্ড সকল মুদ্রিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট পাকা গোঁপ ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিবার অব্যর্থ ঔষধ আছে। মূল্য ১।০, ১৫ দিবসান্তর ব্যবহার করিতে হইবে। প্লীহারও উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে, মূল্য ১৲ টাকা, চারি দিবস সেবন করিতে হইবে মাত্র। দক্রর ঔষধ মূল্য ।০ আনা। গরল বায়ের চমৎকার ঔষধ আছে, ৭ দিবস ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। বাধক বেদনার মহৌষধ আছে, রোগ কি প্রকার জানিতে পারিলে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। চুঁচুড়া কদমতলার ১৯৮ সংখ্যক ভবনে ডিস্পেনসারিতে প্রাপ্য।

শ্রী শ্রীকান্ত শর্ম্মা,

জনৈক ম্যানেজার হিন্দুস্কুল চুঁচুড়া।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক-টাকা আনা করিয়া কমিশুন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধরণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাঁহার মূল্য প্রেরিত হইবে তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর,
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনর্স অফিস, কলিকাতা।
ইনি কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব পালিত,	কলিকাতা ...	৬॥০
„ „ মহিমচন্দ্র রায়,	নওগাঁ আসাম ...	১৲
„ „ কালীপ্রসন্ন মিত্র,	হিতৈষীণী সভা মহেশপুর, বারাসত	১৲
„ „ আনন্দচন্দ্র বসু,	যশোহর	৩৲
„ „ বামনদাস বসু,	ঐ	৫৲
„ „ স্বরূপচন্দ্র মিত্র,	চাঁচড়া	৫৲
„ „ সারদাচরণ মিত্র,	কলিকাতা ...	৬॥০
„ „ বিপিনবিহারী বসু,	বাবুগঞ্জ ...	১৵০
„ „ বৈদ্যনাথ ত্রিবেদী,	চাঁইবাসা ...	৩॥০
„ „ যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়,	হুগলী ...	৩৲
„ „ শ্যামাচরণ হালদার,	ঐ ...	১॥০
„ „ সুরেন্দ্রনাথ দাস,	লক্ষ্মীপুর, আসাম	২৲
„ „ যাদবচন্দ্র বসু,	হুগলী	১৲
„ „ শিবেশ্বর ভট্টাচার্য্য,	রাণীসঙ্কল, দিনাজপুর	৫৲
„ „ মতিলাল মুখোপাধ্যায়,	চুঁচুড়া ...	৪৲
„ „ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	দিনাজপুর ...	৫৲
„ রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ,	হুগলী ...	৩৲

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	৬।০
অগ্রিম যাণ্মাসিক	৩॥০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	২৲
মাসিক	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৴১০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রী পাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

সাধারণী।

২ ভাগ। } চুঁচুড়া—১ লা ভাদ্র। রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১৬ ই আগষ্ট ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। { ১৮ সংখ্যা।

কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস।

সংসারে ঘটনাপ্রবাহের গতি অতি চমৎকার। ঘটনাপ্রবাহ ছুটিতেছে, কখন কোন্ দিক্ ভাঙ্গিবে, কোন দিক্ গড়িবে তাহা কে বলিতে পারে? সম্প্রতি এই স্রোত এমনি ভাবে বহিতেছে, যে তদ্দ্বারা ভারতের ভাঙ্গা কপাল আরও ভাঙ্গিয়া সেই সকল ভগ্নাংশে ক্রমেই ইংলণ্ডের শরীরপূর্ত্তি হইতেছে। যে ঘটনাক্রমে বঙ্গ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল, অকালে শত২ জীব অন্ন বিনা শমন সদনে গমন করিল, সেইঘটনাক্রমেই জেনারেল ষ্ট্রাচি সাহেব ভারতের পূর্ত্তবিভাগের সচিবত্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন। ষ্ট্রাচি সাহেবের ন্যায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষে; তৎপ্রতিবিধান চেষ্টায় ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীগণ প্রাণপণ করিতেছেন; তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ, বা পুরস্কার দূরে রহিল। ষ্ট্রাচি সাহেব দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ অঙ্গ হেলাইলেন না, ক্ষণনিমিত্ত মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিলেন না, অথচ তিনি ভাবি দুর্ভিক্ষ নিবারণের সর্ব্বে সর্ব্বা নিযুক্ত হইলেন। আমরা এত চীৎকার করিলাম, এত বলিলাম, যে, যেন ষ্ট্রাচি সাহেব উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত মনোনীত না হয়েন, আমাদের চীৎকার কে গ্রাহ্য করে? এইরূপ সর্ব্ব কার্য্যেই আমাদের কেবল অরণ্যে রোদন হইয়া থাকে মাত্র। ইংরাজ বাহাদুর আমাদিগকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যেমন সুখী করিয়াছেন, ক্রমান্বয়ে সেই মত অগ্রাহ্য করিয়া আবার তাঁহারা আমাদিগকে তেমনি দুঃখিত করিতেছেন।

পূর্ত্তবিভাগের এক মাত্র কর্ত্তা হইবেন বলিয়া ষ্ট্রাচি সাহেব বহুকাল হইতে নানা কৌশল করিতেছেন। এত দিনের পর আমাদিগের সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের অনুগ্রহে তাঁহার সেই মন্ত্র সফল হইল। যে মন্ত্রবলে ষ্ট্রাচি সাহেব আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইলেন, সেই মন্ত্র তিনি একবার মেও সাহেবের কর্ণে প্রদান করিয়াছিলেন। মেও সাহেব তাহাতে প্রায় লুপ্তচেতন হয়েন, পরে কতকগুলি বিচক্ষণ ও বহুদর্শী সভ্যের বাড়ান মন্ত্রে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হয়। ষ্ট্রাচি সাহেব তথাপি ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহার প্রস্তাব ইংলণ্ড পর্য্যন্ত প্রেরিত ও ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই, কারণ তখন ইণ্ডিয়ান কৌন্সিলে যে কয়েকজন ভারততত্ত্বজ্ঞ ও সুবিবেচক সভ্য ছিলেন তাঁহারা তাঁহার প্রস্তাব উপহাস্য করিয়া উড়াইয়া দেন। ডিউক অব্ আর্গাইলও সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিবার কোন বিশেষ কারণ দেখিতে পারেন নাই। সেই কারণ এক্ষণে আসিয়াছে অর্থাৎ বঙ্গ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ রূপ সুযোগ পাইয়া জেনারেল ষ্ট্রাচি বহুদিনের আশা সফল করিয়া লইলেন। ১৮৬৭ শালে যখন উড়িষ্যায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ সঙ্ঘটিত হয় তখন আমাদের বর্ত্তমান ষ্টেটসেক্রেটরী কিঞ্চিৎ কার্য্যদক্ষতা

প্রকাশ করিয়া একটু সুখ্যাতি লাভ করেন। সেই সুখ্যাতি চিরস্থায়ী রাখিবার জন্যই বোধ হয় তিনি পুনরায় এবার ষ্ট্রাচি সাহেবকে পূর্ত্তবিভাগীয় সচিবত্বে নিযুক্ত করিয়া বাহাদুরী দেখাইলেন।

কিন্তু এ বাহাদুরী কোন কাজের বাহাদুরী নহে। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ প্রশংসায়, কার্য্যাপস্থত স্যর জর্জ কাম্বেল ও লর্ড নর্থব্রুক ভিন্ন অন্য কাহারও অধিকার নাই। দুর্ভিক্ষের আরম্ভ হইতে লর্ড নর্থব্রুক যেরূপ দূরদর্শীতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন তাহা দেখিলে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে কোন সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য লর্ড নর্থব্রুক তাহা সকলই করিয়াছেন, অন্য কাহারও তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা তিনি রাখেন নাই। সেই জন্যই লর্ড সালিসবরি আর কিছু করিবার নাই দেখিয়া হয় ত সাত পাঁচ ভাবিয়া ষ্ট্রাচি সাহেবকে পদ প্রদান পূর্ব্বক ভারতবাসীদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, লর্ড সালিসবরি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার এইরূপ অর্থ না করিলে অন্য কোন অর্থই হইতে পারে না। যশোলিপ্সাই ইহার মূল। ও যশোলিপ্সা অনেক সময় লোককে একেবারে বিবেচনাহীন করিয়া ফেলে। নতুবা তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিজীবী, কার্য্যক্ষম রাজপুরুষ যে ষ্ট্রাচি সাহেবের মন্ত্রণার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিবেন না, এরূপ অনুমান করা অন্যায়।

যে নূতন পদটি সৃজন হইল, তজ্জন্য আমাদিগকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইতেছি না। ষ্ট্রাচি সাহেব বৎসর২ সাধারণ ধনাগার হইতে ৮০,০০০ টাকা গ্রহণ করুন তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু কথা হইতেছে, যে, উক্ত টাকা ব্যয় করিয়াই কি আমরা নিস্তার পাইব? আমাদের ভয় হইতেছে যে যখন উক্ত মহাত্মার হস্তে পূর্ত্ত কার্য্যের সমুদায় ভার অর্পিত হইল, তখন ভারতের ধনাগার ধনশূন্য হইয়া সাধারণের গবর্ণমেণ্টের উপর যে বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাস একবারে ধ্বংশ হইয়া না গেলে দেশে ব্যয়স্রোত বন্ধ হইবে না। এতদিন যে প্রথানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল, তাহাতেই একজন রাজস্ব সচিব একবার সভা সমক্ষে স্পষ্ট বাক্যে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে তিনি পূর্ত্তবিভাগের অপব্যয় দমনে নিতান্ত অক্ষম। যখন সেই পূর্ত্তবিভাগ ষ্ট্রাচি সাহেবের অধীনে থাকিয়া এক্ষণ হইতে যথেচ্ছা ব্যয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল, তখন আমাদের কপাল নিতান্ত মন্দ বলিতে হইবে। গবর্ণর জেনারেল পূর্ব্বমত সুপ্রিম কৌন্সিলের সভাপতি রহিলেন সত্য, কিন্তু এখন যেন আমাদের কপালগুণে লর্ড নর্থব্রুকের মত লোক ভারত শাসন করিতেছেন, গ্রহ বৈগুণ্য হইলে আবার ইংলণ্ড দ্বিতীয় লর্ড মেওকেও ত আমাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া এখানে পাঠাইতে পারেন। তখন পবনে হুতাশনে একত্র হইলে দেশের দশা কি হইবে? ষ্ট্রাচি সাহেব পূর্ব্বে পূর্ত্ত বিভাগের সেক্রেটরী ছিলেন, এখন তিনি উহার সচিব হইয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার হস্তে অবশ্যই অধিক ক্ষমতা অর্পিত হইয়া থাকিবে, এবং সেই অধিক ক্ষমতা হইতে আমাদের কি দুর্দশা ঘটিবে, পাঠকবর্গ একবার মনে করিয়া দেখুন। ফলতঃ নূতন পূর্ত্ত বিভাগীয় সচিব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই এত প্রতাপ দেখাইবেন যে তাহাতে হয় ত লর্ড নর্থব্রুককেও সশঙ্কচিত্তে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আমরা বিশেষ জানি যখন মান্যবর জেম্‌স উইল্‌সন প্রথম রাজস্ব সচিব নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন লর্ড ক্যানিং হেন গবর্ণর জেনারেলকেও তাঁহার প্রতাপ দেখিয়া ভীত হইতে হইয়াছিল। উইল্‌সন্ সাহেবের উপর খোলা হুকুম ছিল রাজস্ব বিভাগের ভ্রম সংশোধনার্থ তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন

এবং সেই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভারতভূমে পদার্পণ করিয়াই তিনি তিনটি গুরুতর কর দেশে সংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হয়েন। কিন্তু নিঃসহায়ের সহায় ভগবান্, তাহাতেই আমরা সেই অবশ্যম্ভাবী করভার হইতে মুক্তি লাভ করিলাম। উইলসন্ সাহেব যে লর্ড ক্যানিংয়ের অনভিমতে উক্ত করত্রয় দেশে সংস্থাপন করিতে যাইতেছিলেন, তাহার প্রমাণার্থ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যখন শেষোক্ত মহাত্মা স্বদেশ যাত্রা করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে তিনি লাইসেন্স কর উঠাইয়া দেন ও তামাকুর উপর যে কর আদায় করিবার কথা হইতেছিল তাহাতে অমত প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন অনেক সময় লর্ড ক্যানিংকে মেঃ উইলসনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে; কেন না উইলসন্ সাহেব ভারতস্থ রাজস্ব বিভাগের পরিত্রাতা স্বরূপ বিলাত হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু প্রস্তাব করিতেন, তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে কাহারও বড় সাহস হইত না।

রাজস্ব বিভাগের উপর উইলসন্ সাহেব যেরূপ প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেন, ষ্ট্রাচি সাহেব আপন বিভাগে যে সেই রূপ করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিলাতের রাজপুরুষগণ মনে করিতে পারেন যে, আমাদের দেশে রীতিমত রাস্তা, জলনালী, লৌহবর্ত্ম প্রভৃতি নাই বলিয়া সময়ে২ আমাদিগকে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু আর কেহ জানুক আর নাই জানুক, ঈশ্বর জানেন, উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের পর হইতে পূর্ত্তকার্য্যের উন্নতি করণার্থ লর্ড মেও ও ষ্ট্রাচি সাহেবের হাত দিয়া আমাদের কত টাকা কোথায় গিয়াছে। যদি সেই সকল অর্দ্ধ খাত খাল, সেই সকল অর্দ্ধ প্রস্তুত রাস্তা আমরা একবার লর্ড সালিসবরির চক্ষের সম্মুখে লইয়া ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা গর্ব্ব করিতে পারিতাম এত অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ত্ত কার্য্যের নিমিত্ত এত টাকা কোন রাজ্যে কখন অপব্যয় হয় নাই এবং লর্ড সালিসবরিও আমাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই সকল কথার কিয়দংশ প্রফেসর ফসেটের জেরায় ষ্ট্রাচি সাহেব স্বয়ং ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে যিনি কিছু দিন পূর্ব্বে স্বকার্য্যানভিজ্ঞ বলিয়া কমন্স কমিটির নিকট স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, নূতন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই আবার মনোনীত করিয়া পূর্ত্তবিভাগের পরিত্রাতা স্বরূপ এখানে পাঠাইতেছেন। কেহ২ আশা করিতেছেন যে লর্ড সালিসবারি এরূপ ব্যবস্থা কিছু দিনের নিমিত্ত করিলেন; চিরকালের জন্য নহে। তাঁহাদের সেই আশা অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। লর্ড সালিসবরি যখন প্রথম পার্লিয়ামেণ্টে এই বিষয় প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত মত একটি তাড়িত সম্বাদ প্রেরণ করা হয়;—

"লর্ড সালিসবরি ভারতবর্ষীয় সভায় এক জন অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছেন: সেই সভ্যের কার্য্য ভবিষ্যতে অনাবশ্যক বোধ হইলে, তাঁহাকে স্থানচ্যুত করা হইবে। তিনি কেবল দুর্ভিক্ষ প্রতিবিধানার্থ যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক তাহাই করিবেন, এবং তাঁহার নাম পূর্ত্তবিভাগীয় সভ্য হইবে ইত্যাদি।"

এক্ষণে সকলে এই তাড়িতবার্ত্তার অর্থ সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন লর্ড সালিসবরির অভিপ্রায় কি। দুর্ভিক্ষ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। এখন ষ্ট্রাচি সাহেব দুর্ভিক্ষ প্রতিবিধানার্থ পূর্ত্ত বিভাগীয় সভ্য নিযুক্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করি, তিনি এক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ কি করিবেন? তিনি ভারতে পদার্পণ করিয়া দুর্ভিক্ষের সমস্ত বিবর সবিশেষ অবগত হইতে২ উহার শেষ হইবার সম্ভাবনা তবে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে তিনি আসিয়া কি কাজ করিবেন আমরা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান

হইতেছে যে ষ্ট্রাচি সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত আমাদের গলগ্রহ থাকিলে পরে আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে তদুদ্দেশে তাঁহাকে ভারতে প্রেরণ করা হইতেছে এবং সেইরূপ করিবার অর্থ কি তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গকে বলিয়া দিতে হইবে না। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ষ্ট্রাচি সাহেব আসিয়াই পূর্ত্তকার্য্য সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করিবেন, শত করা ১০ টাকা ইনকম্ ট্যাক্স আদায় করিলেও তাহার ব্যয় সঙ্কুলান হইবে না। মুমূর্ষু ভারতের নিস্তেজ শরীর হইতে এত রক্ত মোক্ষণ করিলে কি আর ভারত জীবিত থাকিবে? একে ত পর্ব্বত প্রমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া উপস্থিত দুর্ভিক্ষ হইতে দেশ উদ্ধার করিতে হইবে। সেই টাকার আবার বর্ষে২ সুদ গণিতে হইবে। তাহার উপর লর্ড সালিসবরির কৃপায় আবার আমরা ভাবি দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে বাধ্য হইলাম। সব ঠিক হইয়াছে। এক্ষণে কেবল একটী বিষয়ের অভাব। সে অভাবটির মনুষ্যের চেষ্টায় পূরণ হইবার নহে। তাহা দৈবানুকম্পা সাপেক্ষ। এই সময় কুবের আসিয়া আমাদের যদি বরদান করেন যে আমার যেমন ভাণ্ডার তোমাদের তেমনি ভাণ্ডার হউক তাহা হইলেই আমাদের আর কোন কথা বলিবার থাকে না। যথার্থ কথা বলিতে কি, পুনঃ২ আর্ত্তনাদে আমাদের কণ্ঠ কর্কশ হইয়া গিয়াছে, স্বর বদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি চীৎকার করিতে ক্ষান্ত হই না কেন? কেবল ইংরাজ বাহাদুর মুখে যাহা বলেন, কাজে যে তাহা কখনই করিবেন না, সেই বিষয় বার বার প্রতিপন্ন করিবার জন্য। সামান্য একজন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে যখন, তাঁহারা দেশ শুদ্ধ লোক এক দিক হইলেও তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না, তখন কালে ভারত ইংরাজ প্রসাদে স্বতন্ত্রতা লাভ করিবে এ কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

কলিকাতা পুলিস রিপোর্ট।

দেশীয় একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি একদা বলিয়াছিলেন, যে উপন্যাস এবং নাটক অপেক্ষা পুলিসরিপোর্ট অধিকতর মনোহর। বাস্তবিক কথাটী সঙ্গত বটে। উপন্যাস এবং নাটকের বিষয় গুলি কল্পনাসম্ভূত হইলেও প্রকৃত ঘটনা বিশেষের ন্যায় চিত্তরঞ্জক হইতে পারেনা। এইরূপ বিশেষ প্রকৃত ঘটনা পুলিস রিপোর্টে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। সত্যবটে মনুষ্য দিগের নিকৃষ্ট প্রকৃতির কার্য্যাবলীই পুলিস রিপোর্টে অধিক পরিমাণে বিবৃত থাকে; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহার মনোহারিত্বের হ্রাস হয় না। 'আয়াগো, নিজের দুষ্ট অভিসন্ধি কিরূপে সিদ্ধ করিল তাহা জানিতে, কোন পাঠকের না কৌতূহল জন্মে? যিনি যাহাই বলুন, পুলিস রিপোর্ট সকলেরই পাঠ্য। ইহাতে অনেক জানা যায়, অনেক শিক্ষা করা যায়। ইহা বড় চিত্তরঞ্জক। কিন্তু এবৎসরের কলিকাতা পুলিস রিপোর্ট যতদূর মনোহারী হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে কিনা, বলিতে পারিনা; লেঃ গবর্ণর কর্ত্তৃক ইহার সমালোচনী তত ভাল হয় নাই।

রাজধানী কলিকাতা নানা দেশীয় এবং নানা জাতীয় লোকের সমাগম স্থান। কোন্ দেশীয় বা কোন্ জাতীয় লোক কোন্ কোন্ অপরাধে অধিকতর অপরাধী, তাহা দেখান হয় নাই। অধিক কি, হিন্দু, মুসলমান এবং ইউরোপীয়, এই তিন জাতির মধ্যে কোন্ জাতীয় কত লোক সাজা পাইয়াছে, তাহা লিখা নাই। গতবৎসর একজন উচ্চকর্ম্মচারী ইংরাজ দেখাইয়াছিলেন যে, ইউরোপীয়েরা হিন্দু কিংবা মুসলমান দিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অপরাধ করিয়া থাকে। ফ্রেণ্ডঅব্ ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক উক্ত সাহেবকে এইজন্য কতই তিরস্কার করিয়াছিলেন। এবার ইউরোপীয় দিগের সেরূপ কোন অপবাদের ও উল্লেখ নাই, এবং সে [illegible] ও নাই।

কলিকাতার এবং উপনগরের পুলিস এক কমিস্তনরের অধীন। উপনগরের মিউনিসিপালিটি চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের অধীন; কিন্তু পুলিস কলিকাতার কমিস্তনরের অধীন। এ বন্দোবস্ত কি ভাল? বর্ত্তমান লেঃ গবর্ণর বলিয়াছেন, যে ইহা বড় উত্তম বন্দোবস্ত; সুতরাং উপনগরের মিউনিসিপালিটি, উপনগরের পুলিশ চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের অধীনে আনিতে যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা বিফল হইয়াছে।

গত তিনবৎসরের অপরাধের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে,—

সাল	১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩
নগর—	২৭,৮৬৭	৩৮,৮৭৯	৬৯,১৬৯
উপনগর—	৫,৮৯৪	৮,৬৫৯	৯,১৫৩

নগর এবং উপনগরের অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? আমাদিগের লেঃ গবর্ণর বলেন যে মিথ্যানালিশপ্রিয়তা ইহার প্রধান কারণ। এই জন্য যাহারা মিথ্যা নালিশকরে তাহাদিগকে বিশেষ শাস্তি দিবার জন্য তিনি পুলিস মাজিষ্ট্রেট দিগকে একপ্রকার অনুরোধ করিয়াছেন। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এত মিথ্যা নালিশ করিতে লোকে কেন সাহসী হয়? আদালতে মধ্যে মধ্যে "হয়, নয়, এবং নয়, হয়." বলিয়াই কি মিথ্যা নালিশের এত প্রাদুর্ভাব? যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে যাহাতে অধিক পরিমাণে সদ্বিচার হয় এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। গতবৎসরে অপরাধ জন্য ৫৮,২৯০ লোককে আদালতে আনা হয়, তন্মধ্যে ৩৮,৫৫৮ জন দোষী সাব্যস্ত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্য সত্যই কি এসকলেই দোষী? অবশ্য এবিষয়ে সন্দেহ করা ধৃষ্টতার কার্য্য; কিন্তু এস্থলে একটী গল্পের উল্লেখ না করিয়া থাকা গেলনা।

একজন পুরাতন সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট একদা বারাসত নিবাসী পণ্ডিতবর বাবু কালিকৃষ্ণ মিত্র মহাশের নিকট বলেন, যে, মাজিষ্ট্রেট হইয়া অবধি তিনি প্রায় ৭৫১ জনকে মেয়াদ দিয়াছেন; কিন্তু তন্মধ্যে একজন ভিন্ন আর কেহ যথার্থ অপরাধী কি না, তাহা তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। কি ভয়ানক কথা! [illegible]তর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উঁহাদিগের মধ্যে প্রায় ২৩।২৪ জন স্বীয় স্বীয় দোষ নিজমুখে স্বীকার করিয়াছিল। তাহাদিগেরও অপরাধের বিষয়ে সাহেবের সন্দেহ ছিল। ধন্য সাহেবের বিশ্বাস!!! গত বৎসর কলিকাতা এবং উপনগর মধ্যে আটটী হত্যাকাণ্ড হয়, তন্মধ্যে ছুইটীর এপর্য্যন্ত কোন সন্ধান হয় নাই। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় এবৎসর হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বড় অধিক হইবে। বায়ুর উষ্ণতার সহিত কি ইহার কোন সম্বন্ধ আছে?

রিপোর্টে যেরূপ লেখা আছে, পড়িলে বোধ হয় যে, দুইটী মকোদ্দমায় জুরি মহাশয়েরা কিছু অবিচার করিয়াছিলেন; অর্থাৎ পুলিস যে দুইজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, জুরিরা তাহাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়াছেন। বড়ই অন্যায় করা হইয়াছে!

গতবৎসর কলিকাতা এবং উপনগর হইতে ১২০,৫৭২ টাকার সম্পত্তি অপহৃত হয়, তন্মধ্যে ৬১,৭০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং চোরেরা এবৎসর প্রায় ৫৯ হাজার টাকা লাভ করিয়াছে। বড় মন্দ ব্যবসায় নহে! কিন্তু এটাকারও ভাগিদার আছে!!!

চব্বিশটী জালিয়াতের মোকদ্দমা হয়; কিন্তু ৯ জন মাত্র দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। ইংরাজী আইনে, জাল অপরাধ ফিলনি (Felony) বলিয়া গণ্য হয়; অর্থাৎ অপরাধীর বিষয়াদি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। কলিকাতারও হইয়া থাকে; কিন্তু মফস্বলে এই অপরাধ জন্য কাহাকেও বিষয়চ্যুত হইতে হয় না।

কলিকাতায় গত বৎসর জুয়া খেলা সম্বন্ধে ৩৩৫টী মকদ্দমা এবং ৫৩৬জন দণ্ডিত হয়। লেঃ গবর্ণর বলেন, কেবল অর্থদণ্ড করিলে শীঘ্র কোন সুফল দর্শিবে না। যাহারা জুয়াব্যবসায়ী, তাহাদিগকে মেয়াদ না দিলে তাহারা নিরস্ত হইবে না। আইনে ও এইরূপ শাস্তি দিবার বিধান আছে। চুঁচুড়ায় জুয়া খেলার নিষেধক আইন প্রচারিত আছে; আমরা বলি এখানে কেবল অর্থদণ্ড করিলেই খেলা নিবারণ হইতে পারে, কারণ ধনী কিংবা ভদ্রলোকের এ 'বাই' এখানে বড় কম। পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার অপরাধে ২,০৩৬ জন গ্রেপ্তার হয়, তন্মধ্যে ১,৯৬০জন দণ্ড পায়, লেঃ গবর্ণরের এরূপ বিশ্বাস যে, এই সমস্ত মোকদ্দমার বড় তড়ি ঘড়ি বিচার হইয়া থাকে। আমাদিগের মতে এরূপ বিচার প্রার্থনীয়, অন্যথা গরিব গরুর গাড়োয়ানদিগের সর্ব্বনাশ। মহাজনদিগের দ্রব্য লইয়া তাহারা মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসে। তাহাদিগের এমত কোন সম্বল নাই যে তাহারা দুই একদিন বসিয়া খায়। সুতরাং ইহাদিগের পক্ষে আদালতের বাদসাই চলন বড় কষ্টদায়ক। এতৎ সম্বন্ধে আর একটী কথা এই যে, আমা-

দিগের বিশ্বাস যাহারা এ অপরাধে দণ্ডিত হয় তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। হিন্দু দিগের ন্যায় দয়াশীল জাতি আর দ্বিতীয় নাই।

নগর এবং উপনগরে গতবৎসর ৩,২৭০ জন কনষ্টেবল থাকে, তন্মধ্যে ১৫৭ জনকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়, এবং ৬১ জন পলাইয়া যায়। ওয়াকুপ সাহেবের ইচ্ছামতে, পুলিসের লোক সংখ্যা আরও কমান হইয়াছে।

লেঃ গবর্ণর দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, কলিকাতা পুলিসে যে পরিমাণে বাঙ্গালি কনষ্টেবল থাকা উচিত তাহা নাই। তিনি বলেন, যে শান্তি রক্ষার্থ হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলেরা পারদর্শী বটে; কিন্তু অপরাধ অনুসন্ধান করিতে এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে বাঙ্গালিরা বড় চতুর। লেঃ গবর্ণর ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা বাঙ্গালি এবং হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলের সংখ্যা প্রায় সমান রাখা হয়।

বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।

এই নামে একখানি পুস্তক আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার ভূমিকাটি সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম।

"যখন প্রথমে সাধারণ জনসমাজের প্রতি আমার চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং আমাদের বঙ্গীয় সমাজের বিষয় বিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে প্রবৃত্ত হই, তদবধি কিছুদিন আমার মানসিক অতি অসুখের অবস্থাই গিয়াছে।

বাল্যকালাবধি অধিক দিন পিতা পিতামহের নিকট ধর্ম্মের আলোচনা এবং স্বজাতীয় রীতি নীতি প্রতিপালন দ্বারা আমার রুচি মতি এরূপে বদ্ধিত হইয়াছিল যে, সেই সকল বিষয়াপেক্ষা উত্তম কিছু পাইলে তাহাতে আরো আগ্রহ জন্মিত; তাহা অপেক্ষা অধম বিষয় সকল অতি হেয় ও পরিত্যাজ্য বোধ হইত। ইহাই পরিশেষে আমার জীবনের যাবৎ সুখ দুঃখের হেতুভূত হইয়া উঠিয়াছে। পঠদ্দশায় নানা দেশের বৃত্তান্ত ও নানা লোকের জীবন চরিত পাঠ দ্বারা জ্ঞান বর্দ্ধিত হইল—চিত্ত প্রসারিত হইল—অধিকতর কর্ত্তব্যোপদেশ লাভ করিলাম; সে সময়ও সুখের সহিত অতিবাহিত হইয়াছিল। পরে যখন সমাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাহার প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে উন্মুখ হইলাম, তখন দেখি, আমি বিষমাবস্থায় পতিত হইয়াছি।

তখন বর্ত্তমানে অবস্থিত থাকিয়া অতীত কাল স্বরূপ পিতৃপুরুষদিগের পদবীতে স্থির হইয়া থাকিতে একান্ত অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইব অন্তঃকরণ ইহাই কামনা করে; সত্যেতে প্রীতি পাই, সমাজের সেবা করিতে চাই, এই রূপেই অন্তঃকরণের বৃত্তি পোষিত হইয়াছিল। দেখি, যাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা আমারই সমধর্ম্মী। তাঁহাদিগকে দেখিয়া উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রসর হইলাম—কর্ত্তব্যক্ষেত্রে এক প্রকার অবতরণ করিলাম। কিন্তু তাঁহারাই আবার আমাকে বিষাদ অন্ধকারে নিঃক্ষেপ করিলেন।

তাঁহারা যাহা চাহেন—যাহা তাঁহারা মহা গৌরবের বিষয় জ্ঞান করেন—যাহার জন্য তাঁহারা মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাই কি উন্নতি? তাহাই কি অগ্রসর হওয়া? তাহাই কি পুরুষার্থ? আমার হৃদয় তাহাতে সায় দেয় না। সুতরাং এই অপরিচিত দুর্গম সংসারে একাকী পড়িতেছি—এই আমার তখনকার বিষম অবস্থা!

তৎকালে আমাদের বঙ্গীয় সমাজের সুশিক্ষিতগণ এই কয়েকটী বিষয়কেই বঙ্গভূমির সমুদায় দুর্গতির মূল ও তাহা রহিত হওয়াকেই তাহার সমূহ কল্যাণের কারণ বলিয়া ঘোষণা করিতেন,—বিধবার অবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পিতার অভিপ্রায়ানুসারে বিবাহ ও জাতিভেদ প্রথা। ইহার মধ্যে তখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া আরম্ভ হইয়াছিল—দুই একটী বিধবার বিবাহ সংঘটন হইয়াছিল; বহুবিবাহ রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই; বাল্যবিবাহ, পিতার অভিপ্রায়ানুসারে বিবাহ ও জাতিভেদ প্রথা রহিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ আলোচনা করিতেছিলেন।

সে সময়ে সুশিক্ষিতগণ নানা স্থানে নানা প্রকার সভা করিতেন, সে সকল সভাতে ঐ সকল বিষয়ে বক্তৃতা হইত। কোন কারণে তাঁহারা একত্রিত হইলে ঐ সকল বিষয় আলোচনা হইত। সর্ব্বদা মুখে ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে কাহারো প্রশংসা, কাহারও প্রতি উত্তেজনা, কাহারো বিষয়ে কেবল জল্পনা শ্রবণ করা যাইত। ক্রমে অনেক গুলি সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রে প্রকাশ হইল। তাহাতে আবার আর এক প্রকারে ঐ সকল বিষয়ের তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ হইল। অনেক কবিতালেখক বিধবাবঙ্গাঙ্গনা ও বহুপত্নীক কুলীন ব্যক্তির পত্নীর অন্তরের অসহ্য যাতনা বিবিধচ্ছন্দে রচনা পূর্ব্বক সেই সকল সংবাদপত্র দ্বারা দেশময় গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অল্পবয়সে বিবাহ দিলে, অথবা বর কন্যার পরস্পর সন্দর্শন ও পরস্পরের মধ্যে প্রণয় উৎপাদনের পূর্ব্বে বিবাহ দিলে, তাহা পরিশেষে কি শোচনীয় হইয়া উঠে—উদাহরণের সহিত তাহা বিবিধ প্রকারে ঐ সকল লেখক কর্ত্তৃক ঐ সকল পত্রে বর্ণিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ ত্যাগেরও উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে কত লোকের আনন্দ, কত লোকের উৎসাহ, কত লোকের যশোঘোষণা এবং কত লোকের প্রতি ধন্যবাদ ও জয়োচ্চারণ হইতে লাগিল। এক এক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানাড়ম্বরে ও অনুষ্ঠাতাদিগের জয় নিনাদে বঙ্গভূমি কম্পিত হইল!

কিন্তু হায়! এই সকল সময়ে আমি কি দুঃখে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তাহা অনেকে জানেন না। কত বন্ধুর ঐ রূপ ক্রিয়া জন্য উৎসাহ দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস আমার মনের ক্লেশ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করেন নাই। হায়! ভারতভূমির গৌরবস্বরূপ বঙ্গবাসের প্রকাণ্ড-কায় নিয়মতরু গুলি ভূমিসাৎ হয়! এই সকল তরুর কি গুণ ছিল, তদ্দ্বারা কি কার্য্য সাধন হইয়াছে, বন্ধুগণ তাহা দেখিতেও অবকাশ দেন না। ভাল, যদি হিন্দুদিগের এই অনৈক্য, অযোগ্যতা এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য অবস্থায় কিছু দিন সে [illegible] গি থাকিলে কোন প্রকারে কিছু উপকার হয়, তবে [illegible] কিছু দিনের জন্যও না হয় থাকুক। এ আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে না। এইরূপ বাত্যা! যখন সামান্য বাতাসে [illegible] আমি অসুখী ছিলাম, এক্ষণে এই ঝড় দেখিয়া মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছি। ঈশ্বর জানেন, এই রূপ আমার এক এক দিন গিয়াছে।

যখন সাধারণের সহিত আমার রুচির এই সকল বিষয়ে প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তখন আমার এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল যে, কেবল আমার হৃদয় ঐ গুলি চায় না, এই জন্য আমি উহার বিপক্ষ, না বাস্তবিক ঐ সকলের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু আছে? পরে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্ব চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। দুই এক খানি শাস্ত্র ও আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল। তখন, এই স্রোত কোথা হইতে কোন দিকে যাইতেছে, তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে পুনরায় বিবাহিতা বিধবার সন্তান পৌনর্ভবও হইবে না, একবারে ঔরস পুত্র তুল্য গণ্য হইবে; তাঁহার মতে পুনর্ব্বিবাহার্থিনী বিধবার বয়সেরও কোন নিয়ম নাই। কোন ব্রাহ্মের যত্নে নূতন এক বিবাহ ব্যবস্থা হইল, তাঁহার জাতিনির্ব্বিশেষ হইল, তাহাতে কন্যা বরের বয়সের যোগ্যাযোগ্যতারও নিরূপণ রহিল না—বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীর ও বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবার বাধা ত্যাগ হইল। এ সকলেরই এক গতি বুঝিতে পারা যায়। বৃদ্ধ ঋষিগণ একেবারেই অধিকারচ্যুত। মহাজ্ঞানী মহাপ্রবীণ মহামহোপাধ্যায় প্রাচীনগণ ইংরাজীর "ওল্ড ফুল" হইলেন!! তখন তাঁহাদের সারগম্ভীর মধুরাক্ষরযুক্ত বচনগুলিই কেবল মনে হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে এক একটি ব্যবস্থার জন্য কত তর্ক, কত বিচার, কত আন্দোলন হইয়াছে, তাহার চিহ্ন দর্শন করা যায়। এত করিয়া বর্ত্তমান কালের প্রচলিত এই সকল ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে। আবার বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐ সকল স্থিরীকৃত ব্যবস্থা এক জন নয়, দুজন নয়, প্রায় প্রত্যেক শাস্ত্রকার ঋষি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাক্যে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে সকল প্রকার প্রশ্নের উত্থাপন, সকল প্রকার প্রশ্নেরই বিচার ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা হইয়াছে। সে সমস্ত প্রত্যক্ষগোচর। স্থির হইল, সবর্ণা পত্নীই কি আচার বিচারে, কি অন্যান্য লৌকিক ব্যবহারে, সর্ব্বপ্রকারে সমতুল্য ও মনোরমা হয়;—

মনু বলিলেন—

"সবর্ণা" গ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

যম বলিলেন—

ভার্য্যাঃ "সজাত্যাঃ" সর্ব্বেষাং শ্রেয়াঃ প্রথমকল্পিকাঃ।

ব্যাস বলিলেন—

"সমানা" মসমানার্ষমমাতৃপিতৃগোত্রজাং।

গোতম বলিলেন—

গৃহস্থঃ "সদৃশীং" ভার্য্যাং বিন্দেত। ইত্যাদি।

স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বয়োধিকা হওয়া অতি লজ্জা-জনক, অহিতকর ও অস্বাভাবিক। অতএব প্রায় প্রত্যেক শাস্ত্রবক্তা বিশেষ করিয়া বলিলেন, আপনা হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করিবে।

মনু—"ত্রিংশদ্বর্ষো" বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং "দ্বাদশবার্ষিকীং"।

যাজ্ঞবল্ক্য—অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং "যবীয়সীং"।

ব্যাস—অনন্যপূর্ব্বিকাং "লঘ্বীং" শুভলক্ষণসংযুতাং।

গোতম—বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং "যবীয়সীং"।

বশিষ্ঠ—"যবীয়সীং" সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত।

শৌনক—আত্মনো "হ্রস্ববর্ষাঞ্চ বিবহেদ্বিধিপূর্ব্বকং।"

ইত্যাদি।

যদি নীচ জাতীয় কন্যার সহিত অনুরাগ হয় তবে তাহাকে লোক বিবাহ করিতে ছাড়িবে না। তৎপক্ষে শাস্ত্রকারদিগের মত এই হইল, সে স্ত্রী সেই অনুরাগান্ধ ব্যক্তির রত্যর্থই হইবে, ধর্ম্মার্থ হইবে না।

দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ ক্বচিৎ।

রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা॥

পুরুষের বহু বিবাহ নিতান্ত অপ্রশস্ত; এই শ্লোকার্দ্ধ উক্ত মতের যথেষ্ট পরিপোষক হইল,—

প্রথমা ধর্ম্মপত্নী তু দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী।

স্ত্রীর পক্ষেও এক ভিন্ন দ্বিতীয় স্বামী বিবাহ অসাধ্বীর লক্ষণ, তদর্থে এই শ্লোকার্দ্ধের অখণ্ডনীয় প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইল;—

[১] ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে।

এখন কি এ সকলই ভাসিয়া গেল? এখন যাহার যে অভিপ্রায় তাহাই শাস্ত্র এবং গবর্ণমেণ্ট সেই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হইবেন! উল্লিখিত ব্যবস্থা সকলে কি কিছু যুক্তি নাই—সত্য নাই—বিজ্ঞানের সম্মতি নাই? ঋষিগণ কি এতই মূর্খ ছিলেন? হা দৌর্ভাগ্য!

তৎকালে এই সকল চিন্তায় ও শোকে আমার হৃদয় পর্য্যাকুলিত হইতেছিল। কাহাকেও কিছু বলিতে পারি না; আর কেই বা শুনে? একটি উপলক্ষ পাইয়া আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক, সোমপ্রকাশে (২১ জানুয়ারী ১৮৬৭) এই কয়েকটী কথা লিখিয়া দিলাম—"কিছু দিন পূর্ব্বে যে দেশে পতিব্রতা নারীরা স্বামীর বিয়োগে সমস্ত সংসারকে শূন্যময় দেখিয়া অম্লানবদনে স্বীয় স্বীয় শরীর ভস্মসাৎ করিত, সে দেশে কি স্বামীপরিত্যাগ স্ত্রীদিগের জাতিগত লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে? যে দেশে স্থানে স্থানে সুরূপা যুবতীরা প্রসন্নচিত্তে কুষ্ঠরোগ গলিতাঙ্গ স্বামীর এখনো শুশ্রূষা করিতেছে, সে দেশে কি কুলাঙ্গনা সকল দুই তিন প্রণয়ীর হৃদয় বিদারণের পর একজনের সহিত উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ ভাজন হইতে পারিবেন? * * * এক্ষণকার ভাব দেখিয়া ইহা সম্ভব বোধ হয় বটে, কিন্তু * ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, এদেশের কপালে বিধাতাপুরুষ এতদ্রূপ উন্নতির ব্যবস্থা লিখিয়া দেন নাই।" কিন্তু সে সময়ে সেই সকল "দেশ সংস্কার" ভাবের মেঘে সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন; তাহার উপর সেই সকল অনুষ্ঠানের অথবা অনুষ্ঠানের উপযোগী আলোচনার ঝড়; কাহার সাধ্য, তাহার প্রতিকূলে মস্তক উত্তোলন করে? কিছু দিন এইরূপ চলিল। আমিও নিরাশার জলে ভাসিয়া ভাসিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এক্ষণে আনন্দ সহকারে দেখিতেছি, যে সে দিন গিয়াছে; ঝড় থামিয়াছে; স্রোতও ফিরিয়াছে। আর কাগজে কাগজে বিধবাদিগের, কুলীনপত্নীদিগের ও অল্পপত্নী-বিয়োগী সব সভ্য যুবকদিগের "মনের আগুণ" প্রজ্জলিত হয় না; ঘন ঘন ইংলণ্ডেশ্বরীকে সম্বোধন হয় না; ইংরাজদিগের সমাজ আমাদিগের সমাজ গঠনের আদর্শ স্বরূপ গণ্য হয় না; জাতিভেদ ত্যাগই সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া ঘোষিত হয় না; ভারতভূমিকে লজ্জার সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। সময়ের এই লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, এক্ষণে শাস্ত্রকার ঋষিদিগের কোন গুণ থাকিলেও থাকিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট অবকাশ হইয়াছে।

সেই "শ্রাবণের মেঘে" কোন দিন কোন নক্ষত্রটী প্রথম দেখা দিলেন, ঠিক স্মরণ হয় না। বোধ হয় টেকচাঁদ ঠাকুরকেই প্রথমে দেখিয়াছিলাম। পাঠকগণ অভেদীর (১৯ ৬১ পৃষ্ঠার) কথাগুলি স্মরণ করুন। পরে বঙ্গদর্শন কামিনীকুসুম রূপে মধুর আলোক বিকীর্ণ করিলেন। তাহার কিয়দ্দিন পরে সোমপ্রকাশে প্রিয়াবিয়োগীর বিলাপোক্তি দেখিলাম।

---

† ১২৭৯ সাল—বৈশাখ। ‡ ১২৮১ সাল ১৮ আষাঢ়।

তাহার দুই মাস পরে* অভাবনীয় রূপে বিবিধ প্রকারে পূর্ব্বতন ঋষিদিগের জয়োচ্চারণ হইতে লাগিল এবং হিন্দু সমাজিক রীতি নীতির বিশেষতঃ হিন্দু বিবাহের উৎকর্ষ বিশেষ রূপে উদ্ঘোষিত হইল।

তদবধি এই স্রোত ক্রমাগত এই দিকে প্রবহমান হইতেছে। এক এই চৈত্র মাসের মধ্যেই দেখিলাম, বঙ্গদর্শনে, জ্ঞানাঙ্কুরে ও এমন কি ইণ্ডিয়ান্ মিরারেও এই প্রচলিত হিন্দু রীতি নীতির গৌরব উদ্ভাসিত হইয়াছে। স্ত্রীর পুরুষত্ব, পুরুষের স্ত্রীত্ব, বৃদ্ধা স্ত্রীর যুবক পতি—এ সকল কি কুৎসিত দৃশ্য—লজ্জাকর ও ঘৃণাকর, বঙ্গদর্শনের সুবর্ণগোলক তৎপ্রদর্শন গুণে "সুবর্ণ" গোলক হইয়াছে। জ্ঞানাঙ্কুরও বলেন, "সুলজ্জা বিদেশিনীগণ! তোমরা বঙ্গসতীর কাছে প্রেম শিক্ষা করনা কেন?" বিধবা বিবাহের কি গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, গত ১৮ মার্চের ইণ্ডিয়ান্ মিরার তাহার দুইটি বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দিয়া বঙ্গদর্শনের মধুনতিকে বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে পুন প্রদর্শিত করিয়াছেন। আবার এই "সহমৃতা সতীর রাজ্যে" লক্ষ্মীপ্রণয় স্বয়ং মূর্ত্তিমান আছেন, তাঁহাকে সাধিতে হয় না।—তিনি হিন্দু বিবাহের পবিত্রতা গুণে মুগ্ধ হইয়া দম্পতীর অকলঙ্ক হৃদয়ে আপনি আসিয়া বাস করেন,—তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। হা! এ আমার সামান্য সুখের দিন নহে। আমি একদিন মনের দুঃখে মৃত্যুশ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আনন্দে পরলোকের অভিলাষী হই। বস্তুতঃ এই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবলতার কালে হিন্দুগণ যদি স্বদেশীয়দিগের এই রূপভাব দেখিয়া মরিতে পারেন, তদপেক্ষা তাঁহাদের সুখের মৃত্যু ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই।

কিন্তু আমার হৃদয়ে আশঙ্কার অধিকার অধিক। আমি ভয় করি, আবার স্রোত বিপরীত দিকে যাইবে। কে বলিতে পারে, যাইবে না? আমি পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছি, আমাদের দেশীয় লোকেরা উপযুক্ত রূপে না বুঝিয়া কেবল হুয়া ধরিয়া চলেন—যখন যে দিকে স্রোত, সেই দিকে মিশিয়া যান। এখন যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই স্রোত আবার ফিরিয়া যাইতে অল্পই অপেক্ষা।

এই সমস্ত স্মরণ ও চিন্তা পূর্ব্বক আমি হিন্দুকুলশিরোমণি মনুর বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মত এই প্রস্তাবে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মনুর গভীর জ্ঞান, অসাধারণ ব্যবস্থা-প্রণয়ন কৌশল ও তাঁহার মতের বিশুদ্ধতা প্রদর্শন ভিন্ন আরো কিছু লক্ষ্য আছে। ইহাতে উত্তম মধ্যম অধম বহু প্রকার বিবাহ নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সমুদায়ই প্রাচীন প্রথা ও তাহা মনুর ব্যবস্থাসম্মত। সে প্রচলিত হিন্দু বিবাহ রীতির গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইল. যদি এই বিশুদ্ধ রীতি কাহারো দৃষ্টিতে অবিশুদ্ধ বোধ হয়—যদি ইহার ব্যত্যয় করিয়া অন্যবিধ বিবাহে প্রবৃত্ত হইতে কাহারো একান্ত আগ্রহ হয়, মনুর ব্যবস্থা তাঁহার অনুকূল হইবে। তাঁহার সহিত অন্য লোকের সহানুভূতি না হইতে পারে, কারণ "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" কিন্তু তাঁহার কার্য্য একান্ত শাস্ত্র বহির্ভূত হইবে না—তাঁহাকে হিন্দু সম্প্রদায়চ্যুত হইতে হইবে না। এইরূপ মনোমত বিবাহ করিতে পান না বলিয়া অনেকে হিন্দুদিগকে গালি দিয়া যান—অসভ্য বলিয়া বোধ করেন তখন সকলের নিকট হিন্দু সভ্য হইবেন!

কিন্তু একটী কথা আছে। কতকগুলি বিবাহ-নিয়ম আছে, সেইগুলিকে মনু শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়াছেন, কতকগুলিকে অশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং তদনুসারে তাহাদের মর্য্যাদাও স্থাপন করিয়াছেন। সেই শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ বিবাহের পরস্পর যেরূপ মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট আছে, বর্ত্তমান কালে তাহার তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সেই মর্য্যাদাভেদ চিরকাল থাকিবে। তাহা হিন্দুগণ প্রাণান্তেও ভুলিতে পারিবে না। তাহা হিমাচলের অঙ্গে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত, সমুদায় ভারত-সমুদ্রের জলেও তাহা ধৌত হইবে না।"

* ভাদ্র মাসে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও আশ্বিন মাসে হিন্দু আচার ব্যবহার বিষয়ক বক্তৃতা হয়।

ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার কয়েকখানি পত্র তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশ হয়। শেষ প্রেরিত পত্রে জাতিভেদ, কৌলীন্য, স্ত্রীদিগের অবরোধ প্রণালী, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। উক্ত সমুদায় পত্র এক পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল।

সংবাদ।

মরক্কো দেশের তাঞ্জের প্রদেশস্থ পার্ব্বতীয়েরা তাহাদিগের নূতন পাশার বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছে এবং বলে যদি তিনি তাহাদিগের কথা না শুনেন তাহা হইলে তাহারা সমস্ত প্রদেশ পোড়াইয়া দিবে এবং যথাসাধ্য নরহত্যা করিবে। উত্তম সঙ্কল্প, ভাল বন্দোবস্ত!

সম্প্রতি ইংলণ্ডে প্রাণীবিদ্যা সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে হস্তী গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বৃহদাকারের জন্তু সকল রাখিবার নিমিত্ত একটী বাটীর প্রয়োজন এবং তাহা আগামী বসন্ত কালে আরম্ভ করিয়া গ্রীষ্মের মধ্যে প্রস্তুত করা হইবে। সভ্যেরা নূতন বাটীতে যাইবেন না?

মান্দ্রাজে কোম্পানির বাগানে ১৮৭২।৭৩ সালে, ১৮৬ টা ব্যাঘ্র, ৮৯৮ প্যান্থর, ৬১৭ ভল্লুক, ৩৪ নেকড়িয়া বাঘ এবং ২০৩ টা জরক্ষু রক্ষিত হইয়াছিল। সাহেব কজন?

গত ৪ঠা জুলাই মিসিসিপি এবং সেণ্ট লুইস নদীর উপরকার সেতু খোলা হইয়াছে। ইহা প্রস্তুত করিতে ৯ কোটী ডালর খরচ হইয়াছে এবং ৫ বৎসর লাগিয়াছে। ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের মধ্যে এই সেতুটীই সর্ব্ব প্রধান; এবং খুলিবার সময় মহোৎসব করা হইয়াছিল।

ইংলণ্ড প্রদেশের "রয়েল জিওগ্রাফিকেল সোসাইটী" সভাতে সকলে একমত হইয়া, সুমাত্রা দ্বীপের অজ্ঞাত অংশ আবিষ্কার করিবার জন্য সম্মত হইয়াছেন। তাহারা বলেন যে ইহাতে প্রায় ২০০০০ টাকা খরচ হইবে।

গ্রীকদিগের সহ ইয়ুরোপীয় তুরুষ্কের লোকদিগের একটী ছোট খাট দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

ফরাসডাঙ্গার আদালত সমূহে পূর্ব্বে কি বাঙ্গালী কি সাহেব সকলেই ওকালতী করিতে পারিত, মাসদ্বয় গত হইল, বড় আদালতে, বাঙ্গালির ওকালতী নিষেধ হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, একজন বাঙ্গালী উকীল, কোন সাহেব বারিষ্টারকে, কি শালা গালি দেয়, সেই অপরাধেই এই নির্ঘাত হুকুম পাস হইয়াছে।

কলিকাতার হোগলকুঁড়ের ধনাঢ্য হিন্দু বাবু শিবচন্দ্র গুহ, গত রবিবারে ৮২ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করিয়াছেন।

যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ইন্নিশ সাহেব কাৎলামারির কুটীর নীলকর মিরান্‌স্ সাহেবকে যে দুই মাস কঠিন পরিশ্রমসহ মিয়াদ দিয়াছিলেন আপিলে তাহা বাহাল আছে।

ইটালির পাইসা নগরের বণিকেরা রুটী মহার্ঘ করিয়া বিক্রয় করায়, তাহাদিগের সহ খরিদার দিগের দাঙ্গা চলিতেছে। মহাজনগণ সাবধান।

ব্রিটীস বর্ম্মার কাজ করিবার নিমিত্ত যে সকল বাঙ্গালী তুলি গিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে বসন্ত এবং ওলউঠার আবির্ভাব হইয়াছে।

বিক্টোরিয়া উপনিবেশের, গিপ্‌সলণ্ড প্রদেশে, অস্মিয়ম্ এবং ইরিডিয়ম নামক ধাতুদ্বয় সংযোগে উৎপন্ন অস্মিরিডম্ নামক ধাতুর খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং কুইন্সলাণ্ডে একটিবৃহৎ মেটে সিন্দুরের আকর প্রকাশ পাইয়াছে।

সর্ম্মাকে যে হীরকের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অতিশীঘ্রই পরীক্ষা হইবে।

গত জুন মাসে বোম্বাই হইতে ১,৫৫,২৭,৬১২, টাকার তুলা রপ্তানি হইয়াছে।

গত মাসের শেষ দিন, উত্তম দিন ছিল ইহা গণকেরা এক মত হইয়া বলায়, বারাণসীর মহারাজ বাহাদুর সেন্ট্রাল "বেনারস সিটী লাইব্রেরীর" ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করিয়াছেন। মহারাজের সদিচ্ছা সফল হউক।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ত্রিপেতি নামক স্থানে একটী প্রাচীন হিন্দু দেবালয় আছে। উহার নির্ম্মাণে হিন্দুগণ অসাধারণ স্থপতি নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে কালের করাল গ্রাসে উহা বিনষ্ট হইবার উপক্রম হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট উহা পুনঃ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেবালয়ের মোহন্ত যাত্রীগণের প্রদত্ত প্রণামী হইতে ৫০০০০, টাকা দিয়া গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা কার্য্য গ্রহণ করিলেন। ভালই হইল।

ওঙ্গ গোলযোগের পর ব্যারিষ্টর ফিলিপ সাহেব প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ব্যবহার শাস্ত্রাধ্যাপক হইলেন।

"এলিয়ট নামক একজন সাহেব "আমাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিপদ" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেউলা হইবেন। ইংলণ্ডের অনেকেরই এই মত এবং অনেকেই এই বিশ্বাসে ভারতবর্ষে তাহাদের যে টাকা কড়ি খাটিতেছে তাহা উঠাইয়া লইতেছেন; একথা এদেশে রাষ্ট্র হইলে লোকে আবার হয়ত কোম্পানীর কাগজ অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিতে থাকিবে।"

উপর বর্ম্মা অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

নদীয়া জেলার অধীন সাকাশীপাড়ার নিকট [illegible] গ্রামে অত্যন্ত সর্প জন্মিয়াছে। প্রতিবৎসর সর্প[illegible] তির অকাল মৃত্যু হয়। এবং প্রতি বৎসর মাসাবধি [illegible] দিয়া গ্রামখানি হইতে প্রায় একশত সর্প ধরিয়া [illegible] এ গ্রামটীতে সমস্যা অনুগ্রহ বিলক্ষণ। এই [illegible] মধ্যে সর্পাঘাতে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে।

পাঁচতোপীর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। বিগত ২৪ শে তারিখ বেলা ১ টার সময় এখানে একটি শোকাবহ ঘটনা হইয়াছে। পাঁচতোপীর দক্ষিণ পার্শ্বে ময়ূরাক্ষী নদী। ঐ নদী বর্ষাকালে অতিশয় প্রবল হয়, লোকের যাতায়াতের অতিশয় কষ্ট হইয়া উঠে। নদী পারের জন্য একখান ডোঙা (তাল নৌকা) আছে। উক্ত ডোঙাতে উপরোক্ত তারিখে কতকগুলি লোক পার হইতেছিল; ডোঙা নদীর তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত গিয়াছে, এমত সময় ঐ নদীর স্রোত অতিশয় প্রবল হইল; ডোঙা ডুবিয়া গেল। ডোঙা আরোহীগণ মধ্যে কয়েক জনের উদ্ধার হইয়াছে। এবং দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে।

২। জেলা মুরশিদাবাদের অধীন ভরতপুর থানার এলাকায় নিম্নলিখিত কয়েকখান গ্রামে এ প্রকার দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে যে, আর কিছুদিন এই প্রকার থাকিলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা; কারণ মধ্যবৃত্তি লোকের যে প্রকার অবস্থা তাহা বর্ণনাতীত। ইহাদের একবেলা আহার পাওয়া কঠিন হইয়াছে; ছোট লোকের একবেলা আহার জুটিয়া উঠিতেছে না। তাহারা পুষ্করিণীর শাক, শুশুনী ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এক্ষণে সরকার বাহাদুর একবার দৃষ্টি করিয়া এই দুঃখী ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালন করুন। নচেৎ মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা।

যে যে গ্রামে হইয়াছে।

১। গুনীপুর।	৫। হরিশ্চন্দ্রপুর।
২। ভীমপুর।	৬। গয়াগ্রাম।
৩। ফুলপুর।	৭। কোল্লাগ্রাম।
৪। মাধবপুর।	৮। মাথীনাগ্রাম।

৩। এখানে এপ্রকার গরম হইয়াছে যে, দিবাভাগে বাটী হইতে বহির্গত হওয়া কঠিন হইয়াছে। বর্ষাকালে এমন প্রচণ্ড রবির কিরণ আমরা কখন দৃষ্টি করি নাই। তাপমান যন্ত্রে ৮৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পারা উঠিয়াছে। এই সঙ্গে২ স্থানে স্থানে ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৪। মালদহ জেলাতে এবার ভাদুই শস্য অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়াছে। আশুধান্যের অবস্থা বড় মন্দ নহে। আমন ও শুনা ধান্য, জলাভাবে মরিয়া যাইতেছে।

৫। এতদ্দেশে প্রজা হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাগাবী সম্বন্ধে যে নিয়ম অবধারিত করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ প্রজা সমূহের সম্পূর্ণ বিপদ বলিতে হইবে। যেহেতু জমিদার মহাশয়েরা মনোযোগী না হওয়াতে সাধারণ প্রজারা তাগাবী পায় না। ক্ষুদ্র প্রজারা রিলিফ কর্ম্মাধ্যক্ষ মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা করে; তাহাতে উক্ত মহোদয়গণ পুরাতন দলিলাদি না পাইয়া উহাদের প্রার্থনা নামঞ্জুর করিয়া দেন। ইহাতে গরিব প্রজাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হয়। কারণ দলিলাদি বহুদিনের হওয়াতে পোকাতে কাহারও নষ্ট হইয়াছে, কাহারও বা গৃহদাহনে নষ্ট হইয়াছে, কাহারও বা বন্যা ইত্যাদিতে নষ্ট হইয়াছে.

কিন্তু বহুদিন তাহারা অবিরোধে ভোগবান্ ও দখিলকার আছেন। এক্ষণে যে তাহারা সামান্য কারণে ভাগাবী পারলা ইহা বড়ই শোচনীয় ও আক্ষেপের বিষয়। যাহা হউক শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মহাশয়ের নিকট আমাদের করযোড়ে সানুনয় প্রার্থনা এইংবে ভাগাবী সম্বন্ধে যে অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা নিবারণ করিয়া গরিব প্রজাদিগের দুঃখ বিমোচন করত প্রজাবৎসল নামের গৌরববৃদ্ধি করুন।

৬। উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন এস্থানের আউট পোষ্টে কতক মণ চাউল আমদানী হইয়াছে। ঐ সমস্ত চাউল দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে দেওয়ার জন্য আনিয়াছে। শুনিতেছি পুলিস বাবুরা চাউল দিতে তাহাদিগকে অতিশয় যাতনা দেন। এবং সময়ে তাহাদিগকে চাউল দেন না। এই বিষয় সম্বন্ধে এস্থানের কতিপয় ভদ্র লোক দরখাস্ত করে। মাজিষ্ট্রেট হইতে তদারকের লোক যাহির হইয়াছেন। মহাশয় এস্থানের পুলিসের অত্যাচার ভয়ানক বটে, ভরসা করি মাজিষ্ট্রেট মহোদয় এই অনিষ্টকর কার্য্য নিবারণ করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদের ভাজন হউন। এস্থানের পুলিসের রাজ্য বলিলেও ক্ষতি হয় না।

প্রেরিত পত্র সকলের সারাংশ।

আতপুরের শুভাকাঙ্ক্ষী লিখিয়াছেন ‘চাকরি মিলা ভার।’ তার আর সন্দেহ কি? তিনি পরামর্শ দেন যে “বাণিজ্য ইংরাজদের লক্ষ্মী, বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করুন।” “শিল্পকার্য্যেও অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে।” তাঁহার বাসনা যে কলিকাতার (Useful Arts School) শিল্প বিদ্যালয়টির উন্নতি হয় এবং অনেকেই শিল্প কার্য্য শিক্ষা করিয়া স্বস্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

২। ত্রিবেণী হইতে ‘বংশধর সাতকড়ি’ ‘মায়ার ছলনা’ পদ্য লিখিয়াছেন; পদ্যের প্রথম দুই ছত্র:—

“কেন ভুলিলাম আমি, মায়ার ছলনে
মিছামিছি এতদিন। না পেলেম সুখ”
আর এক ছত্র আমরাও লিখি;
মায়ার ছলনে পুনঃ, পদ্য লেখ কেন?

৩। J. N. Banerjea, Serampore বর্ষা বর্ণন পাঠাইয়াছেন:—

পদ্য হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম:—
“প্রখর তপন তাপে তাপে না বসুধা।
তটিনীর গর্ভ ভূমি করিছে না দ্বিধা।”

৪। আসাম নওগাঁ হইতে “দুষ্টের যম” স্থানীয় “উন্নতি শীল ব্রাহ্ম” গণের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। বলেন যে নওগাঁর কোন ব্রাহ্ম গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথচ জুতার দোকান করেন। আরো বলেন যে ব্রহ্ম সভার উপাচার্য্য ও সম্পাদকে হিসাবের কাগজ পত্র লইয়া বড় বিবাদ হইয়াছিল, পত্রপ্রেরক ও অন্যান্য লোকে তাহা মিটাইয়া দিয়াছেন। অপরঞ্চ কোন ব্রাহ্ম একটী যুবতী বিধবা কুলীন কন্যাকে পত্রাদি লিখিতেন; কন্যার অভিভাবকেরা জানিতে পারিয়া বিধবাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। ইত্যাদি।

পত্র প্রেরকের মত লোক যাঁহাদিগকে নিতান্ত নরাধম স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার বন্ধ করিলেই ভাল হয়। সামাজিক অপরাধীদিগের জন্য সামাজিক দণ্ডই যথেষ্ট।

৫। সুবর্ণপুর, শ্রীঃ—২৭ হাউসের বিল সম্বন্ধে আপনি অন্য দাবির মোকদ্দমায় যে শালিস নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দেন তাহা সৎপরামর্শ বটে, কিন্তু শুনে কে? শালিস কেন? গ্রামে গ্রামে যদি পঞ্চায়ত থাকে তাহা হইলে সুবিচারও হয়, এত ব্যয়ও হয় না। কিন্তু এককথা আর বার বার বলিয়া ফল কি?

একখানি ছাপান প্রেরিত পত্র আমরা অখণ্ড প্রকাশ করিলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে দুএকটী টিপ্পনী করিতে হইল।

মহাশয়,

নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি অনুগ্রহ করিয়া আপনার সাধারণীতে প্রকটিত করিলে বাধিত হইব।

বিগত ৪ঠা শ্রাবণের সাধারণীতে চতুর্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা চিকিৎসাদর্পণের সমালোচন পাঠে চমৎকৃত হইলাম (১)। শারীর-বিধানের যে অংশটী আপনি দুর্ব্বোধ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য কি না, দুর্ভাগ্যতঃ আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাহা জানিতে পারেন নাই (২)। কেননা যাঁহারা মূলের সহিত আপনার উদ্ধৃত অংশ ঐক্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারিয়াছেন, আপনার নির্দ্দিষ্ট দুর্ব্বোধ্য অংশটী বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য কি না (৩)। আপনি যে স্বয়ং উদ্ধৃত অংশটী দুর্ব্বোধ্য করিয়া আপনার পাঠকবর্গকে জানাইয়াছেন, তাহা যে তাঁহারা জানিতে পারিলেন না এইটাই অতীব আক্ষেপের বিষয় (৪)। আপনি একজন সুযোগ্য সম্পাদক হইয়া, সমালোচন স্থলে উদ্ধৃত অংশটী বিকৃত করিয়া যে পাঠকবর্গের নিকটে তাহার দোষাদোষের বিচার করিবেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না (৫)। একরূপ করা কি নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ নহে (৬)? আপনি উদ্ধৃত অংশটী অবিকৃত রাখিয়া যদি তাহার দোষাদোষ বা গুণাগুণের বিচার করিতেন, তাহা হইলে কিছু মাত্র আক্ষেপ হইত না (৭)। সমালোচন স্থলে, যখন যে অংশ উদ্ধৃত করিতে হয়, তাহা অবিকৃত রাখাই শ্রেয়ঃ। তাহা না রাখিলে, পাঠক বর্গকে বিষম ভ্রমে পাতিত করা হয়, এবং তাঁহারাও সমালোচনার যাথার্থ্য বুঝিতে সমর্থ হন না (৮)। যাহা হউক, আপনি যে উদ্ধৃত অংশটী বিকলাঙ্গ করিয়াছেন, তাহা আপনার পাঠকবর্গের গোচরার্থ এখানে বিকলীকৃত শব্দ গুলির উল্লেখ করিলাম (৯) যথাঃ—রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের পরিবর্ত্তে, রাসায়নিক “যৌগিক” পদার্থ; বাহ্যশক্তি প্রয়োগের স্থলে, বাহ্যশক্তি “প্রয়োজনের”; উল্লেখ করা হইয়া থাকে এই বাক্যটীর পর (;) চিহ্নের অসদ্ভাব; উক্ত যৌগিক পদার্থ সকলের পরিবর্ত্তে, উক্ত “যৌগিক” পদার্থ সকল এবং লঙ্ক বস্তু স্থানে “লঙ্গ বস্তু”। বিকলীকৃত উদ্ধৃত অংশটী ত আপনি শুদ্ধ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু আপনার পাঠক বর্গ, উহা বাঙ্গালা কি হিব্রু, তাহাই স্থির করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। আপনি যে উদ্ধৃত অংশটী দুর্ব্বোধ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য কি না, এবং তাহা আর কি রূপেই বা সুবোধ্য হইতে পারে, আপনার পাঠকবর্গই তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন (১০)। যাহা আপনার দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা যে সকলেরই পক্ষে সেই রূপ দুর্ব্বোধ্য হইবে, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না (১১)। এরূপ ভাবাও অসামান্য গর্ব্বের পরিচয়, সন্দেহ নাই (১২)। চিকিৎসাদর্পণের যে অংশটী সমালোচনার নিমিত্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বোধ্য এইমাত্র বলাতেই কি সমালোচনা হইল (১৩)? সমালোচনা করিবার কি এই রীতি? (১৪) যাহা হউক এসম্বন্ধে কিছুমাত্র বলিতে চাহি না (১৫); এবং বলিবার আবশ্যকতাও নাই। উপসংহার কালে একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না; অপরাধ গ্রহণ করিবেন না (১৬)। আপনি আবার লিখিয়াছেন “রাসায়নিক যৌগিক (১৭) খেচরান্ন “চিকিৎসকের পক্ষে উপকারী হইলেও বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ তাহা কখনই গৃহে গ্রহণ—করিবেন না”(১৮)। আপনার ১২৮০ সালের ১৪ই পৌষের সাধারণীতে লিখিয়াছেন “সর্ডেকলে বলিয়াছেন, যে এক প্রকারের শাসন কর্ত্তারা আছেন তাঁহারা বলেন যে তাঁহারা সমাজেরপ্রত্যেকের জন্য সকল বিষয়েই এমন সুব্যবস্থা করিতে পারেন যে তাহার মধ্যে কোন বিষয়েই কেহ কাহারও জন্য তেমন ব্যবস্থা কখনই করিতে পারে না”—যদি ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ গৃহে গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে চিকিৎসাদর্পণের উক্ত অংশকে (বিকলীকৃত...) প্রোক্ত গৃহে সাদরে স্থান দান করা উচিত।

কাচগৃহাভ্যন্তরে [illegible] বহির্বাক্তি না বস্তুর প্রতি প্রস্তর নিক্ষে[illegible] হয়। [২০]

২২এ [illegible] শ্রীঃ—

চিকিৎসাদর্পণে পূর্ব্ব সমালোচিত অংশটি পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

“কতগুলি নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, বিশেষতঃ কার্ব্বণিক য়াসিড্ এবং য়্যামোনিয়া, বিসমাসিত করোপোকেলে, সূর্য্যের আলোকে এবং উত্তাপ রূপ বাহ্য শক্তি প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ উদ্ভিদিক পদার্থ-সৃষ্টির উল্লেখ করা হইয়া থাকে; অর্থাৎ উক্ত যৌগিক পদার্থ সকল যে সমস্ত উপাদান বিরচিত তৎসমুদায় বিচ্ছিন্ন, এবং এই রূপে লব্ধ বস্তু দ্বারা কোন বিশেষ বিধান (structure) নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত উল্লিখিত বাহ্যশক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।”

১। রাগ করেননিত?

২। তজ্জন্য বিশেষ লজ্জিত আছি। এইরূপ ভুল করে বলিয়াই ছাপাখানার লোক দিগকে ইংরাজিতে ভূত বলে। তাহার যাহাই হউক, আমরা দোষী বটে।

৩। তাহা হইলেই কি যথেষ্ট হইল না?

এখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, সুতরাং আর আক্ষেপের কারণ রহিল না।

জ্ঞানকৃত পাপ নহে; সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত আছে; হইবার হইল।

জ্ঞানকৃত হইলে ন্যায় বিরুদ্ধ কেন? অবশ্য... বাছি জ্ঞানকৃত নহে।

৭। এবার অবিকৃত রাখিয়া প্রকাশ করিলাম, আর আক্ষেপ করিবেন না।

৮। এসকল কথা ছাপাইয়া পাঠাইয়া অনর্থক টিকিপ ক্ষয় করিবার প্রয়োজন ছিল না।

৯। আমাদেরই একাপ সংশোধন করা কর্ত্তব্য ছিল, আপনি আমাদের কার্য্য করিয়া দিয়াছেন, বাধিত রহিলাম।

১০। যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি অবশ্য দেখিবেন বৈকি?

১১। কথাটি সাময়িক পত্রের সম্পাদকের মত বলা হইল না। সম্পাদকেরা একলাই এক সহস্র। সাময়িক সাহিত্যের প্রথম মতঃসিদ্ধ হইতেছে; ‘সম্পাদক মাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ।’

১২। ও রূপ ভাবা দূরে থাকুক, আপনার ভাবার সমালোচন করিতে যাওয়াই যে ঘোরতর গর্ব্বের পরিচয়। তবে যতদিন পিত্তপিত্তেঃ সহত দোষ থাকিবে ততদিন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, একরেকটাও থাকিবে। ইহার জন্য এত দুঃখিত হইলে চলিবে না।

১৩। আর কি করিতে বলেন? দেখাইয়া দিন, কিসে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে? যে লেখার কিছুই বুঝিতে পারি নাই তাহা কি রূপে সহজ সরল করিতে হয় তাহা আমরা জানি না। সুতরাং সংশোধনে অপারগ।

১৪। হাঁ। অন্য রীতিও আছে।

১৫। আর বাকিই বা কি রাখিলেন? যদি কিছু থাকে ভবিষ্যতে অন্য পত্রে প্রকাশ করিবেন। সাধারণী ক্ষুদ্রাবয়বা।

১৬। এমন কথা মুখে আনিবেন না। আপনার অপরাধ! ভবাদৃশ লোকের কটুকাটিও আমাদের পক্ষে সার্টিফিকেট।

১৭। যৌগিক হইবে। বার বার এরূপ লজ্জা দেওয়া ভাল নয়।

(১৮) এটুকু আমরা লিখিয়াছিলাম বটে। এখন তাহার বিপরীত বলিলেও আপনার কোন উপকার হইবে না। সুতরাং এখন আর হাত নাই।

(১৯) নচেৎ নহে? সাধারণী সাপ্তাহিকী পত্রিকা, ভাল হউক, মন্দ হউক, আমরা সপ্তাহের জন্য লিখি মাত্র; আপনি চিকিৎসাদর্পণে যে “শারীর বিধান শাস্ত্র” প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদ্বারা যুগযুগান্তরে পশুপক্ষীকীটপর্য্যন্ত উপকৃত হইবে, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী সাধারণীর ভাষার সহিত আপনি আপনার অবিনশ্বর শারীর বিধান শাস্ত্রের ভাষার তুলনা করিয়া আপনার বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেরূপ কার্য্যে যে আত্মতত্ত্বদর্শী বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করিয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারিলাম না।

(২০) বিবেকশূন্য না হইয়া যথাবোধ সমালোচন করা প্রস্তর নিক্ষেপ করা নহে। আর আপনি যদি এরূপ উপদেশ দেন, যে, সর্ব্বাংশে সুবিজ্ঞ না হইলে কাহারও ভাষার সমালোচনা করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে চিকিৎসাদি ব্যবসায়েরও লোপ হয়।

বিজ্ঞাপন।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

পুস্তক	মূল্য	মাস্থল
বঙ্কিমবাবুরকৃত,		
দুর্গেশনন্দিনী,	১।০	৵০
মৃণালিনী,	১৷	৵১
কপালকুণ্ডলা,	১	৵০
বিষবৃক্ষ,	১	৵০
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত,		
যুগলাঙ্গুরীয়	৵১০	/০
ইন্দিরা,	।১০	/০
মনুষ্মতী,		/০
হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা,		
ব্যায়াম শিক্ষা		/০

শব্দ কল্প দ্রুম।

মহাত্মা স্যর রাজা ৬ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত উপরি উক্ত মহাকোষ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি মাসে ২০ ফরমার একএক—খণ্ড করিয়া বাহির হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাস্থল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার ৩০ নং রাজাকালী কৃষ্ণের লেন শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাকমাস্থল সমেত পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। নবম খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী খণ্ড সকল মুদ্রিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট পাকা গোঁপ ও কেশ যোর কৃষ্ণবর্ণ করিবার অব্যর্থ ঔষধ আছে। মূল্য ১০, ১৫ দিবসান্তর ব্যবহার করিতে হইবে। প্রীহারও উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে, মূল্য ১ টাকা, চারি দিবস সেবন করিতে হইবে মাত্র। দদ্রুর ঔষধ মূল্য ।০ আনা। গরল বায়ের চমৎকার ঔষধ আছে, ৭ দিবস ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে। মূল্য ২ টাকা। বাধক বেদনার মহৌষধ আছে, রোগ কি প্রকার জানিতে পারিলে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। চুঁচুড়া কদমতলার ১৯৮ সংখ্যক ভবনে ডিস্পেনসারিতে প্রাপ্য।

শ্রী শ্রীকান্ত শর্ম্মা,
জনৈক মাস্টেরার হিন্দুস্কুল চুঁচুড়া।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেন্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর,
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা।
ইনি কলিকাতার গ্রাহকগণের নিটক হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

FOR SALE.

A two-storied house in good order, with a large compound measuring about 15 cattahs of land, with a number of fruit trees, at Panchrokey, a mile west of Hooghly Railway Station. For further particulars, apply to

Chundra Nauth Neogy,
Pay Examiner's Office, Calcutta.

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারাসত	৬।০
" " সুরেন্দ্র নাথ পালা, চুঁচুড়া ...	২।০
" " অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, বহরমপুর ...	৬৷০
" " নফর চন্দ্র ভট্ট, ঐ ...	৬৷০
" " বিষ্ণু চন্দ্র রায়, ঐ ...	৬৷০

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	৬৷০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	৩৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	২
মাসিক	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৶০

ডাকমাস্থল লাগিবে না।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রী পাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
শ্রেণী নং
কলিকাতা।

REGISTERED No. 138.

সাধারণী।

২ ভাগ } চুঁচুড়া—৮ই ভাদ্র। রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ২৩ শে আগষ্ট ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। { ১৯ সংখ্যা।

ভোজ বাজী।

১।

'ভোজ বাজী' এই কথাটার ব্যুৎপত্তি কি? এবিষয়ের নানা মত আছে। এবিষয়ে ইয়ং বেঙ্গাল অর্থাৎ নূতন দলের এবং ওল্ড বেঙ্গাল অর্থাৎ প্রাচীন দলের মত বিভিন্ন। ইয়ং বেঙ্গাল বলেন ভোজবাজী শব্দের অর্থ, ভোজই বাজী এইরূপ। ইয়ং বেঙ্গাল স্বল্পাহারী; ইঁহারা পুরাতন বামাদের কুচা নৈবেদ্যের অগ্রভাগ মাত্র স্পর্শ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন; সন্ধ্যার পর যে, হোটেলে যান তাহাও (Gluttony বা) ঔদারিকতা সাধনার্থ নহে, কেবল সভ্যতা দেখাইবার জন্য মাত্র; সুতরাং ইয়ংবেঙ্গাল যে পুরাতন প্রথানুযায়ী বঙ্গ সমাজের 'ভোজ'কে বাজী বলিবেন তাহা বিচিত্র নহে। নূতনদলের বাবুরা বলেন, যে দ্বাদশটি যজ্ঞসূত্রধারী ব্যক্তিকে মধ্যাহ্নে একস্থানে এক পংক্তিতে বসাইয়া দিউন, আর তাঁহাদের সম্মুখে, অন্নাচল, সূপসাগর, মৎস্যখণ্ড, রোহমুণ্ড, দধিকুণ্ড, পায়স-পয়োধি, পিষ্টকপর্ব্বত, যাহা কিছু আনিবেন, সকলই উড়িয়া যাইবে। ইহা ঐন্দ্রজাল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সুতরাং ভোজই বাজী, তাহাতেই ভোজ বাজী।

পুরাতন দলের লোকেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের পরে ভোজ নামে এক নৃপতি ছিলেন, তাঁহার সময়ে ঐন্দ্রজাল বিদ্যার বিস্তর উন্নতি হয়, তদীয় নামানুসারে তাহাতেই ঐ বিদ্যার নামকরণ হইয়াছে। একথা সত্য হউক মিথ্যা হউক, ইহার সমর্থনার্থ কয়েকটি যুক্তি আছে।

১মতঃ। বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ হইতে ভোজরাজের একান্ত ইচ্ছা ছিল; তাহারই রূপক বর্ণন বত্রিশসিংহাসনে দেখিতে পাওয়া যায়; ইচ্ছা ছিল, সেই জন্য তিনি বিক্রমের মৃত্যুর পরে কালিদাসাদিকে স্বীয় সভায় আনয়ন করেন, ও সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থ উৎসাহদান করিয়া বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা বিফল হইল, কেন না শকুন্তলা দুইবার জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। ভোজরাজ সাহিত্য সংসারে কিছু না করিতে পারিয়া বৈদেশিক ঐন্দ্রজালের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ক্রমে তদীয় সময় মধ্যে ভোজবিদ্যা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

২য়তঃ। কালিদাস, বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজ উভয়ের সমকালবর্ত্তী। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে ঐন্দ্রজালের ও ঐন্দ্রজালিকের উল্লেখ আছে; এবং সেই সময়ে ভোজবিদ্যা ভারতবর্ষে যে নূতন প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাও বোধ হয়।

৩য়তঃ। ভানুমতী নামে রাজ্ঞীও যে বিক্রমাদিত্য ও ভোজের সমকালবর্ত্তিনী, এরূপ চির প্রসিদ্ধি আছে। এই ভানুমতী একাল পর্য্যন্ত ঐন্দ্রজালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে দর্শন দান করেন, তাঁহার নামে জয়োচ্চারিত হইয়া থাকে, এবং ভোজবাজী

ভানুমতী বাজী বলিয়া অনেকের নিকট অভিহিত হইয়া থাকে।

ঐন্দ্রজালের গৌরব সুসভ্য অসভ্য সকল-দেশের লোকই করিয়া থাকে। কিন্তু মিসর বাসী কতকগুলি লোকের জাতীয় ব্যবসায় এই ঐন্দ্রজাল। ইহারা ভারতবর্ষে "বেদে" নামে প্রসিদ্ধ; এবং ইহারা ইয়ুরোপ খণ্ডে জিপ্‌সী নামে খ্যাত।

ইয়ুরোপীয়েরাও এ ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ নহেন। যাহাতে অর্থলাভ হয় ইয়ুরোপীয় তাহাতেই অগ্রসর। এবং ভাগ্যপরীক্ষার্থ সকল জাতিই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া থাকেন। জিলবর্ট্ ও জাভিলার, স্কট্‌লাণ্ড ও আয়র্লাণ্ড বাসী, ভেল্কি দেখাইয়া কিছু লইয়া গেলেন; বাণেক জর্ম্মণ-দেশী 'মাথা কাটিয়া', (Decapitation) কিছু লইয়া গেলেন; বুণ্ডিন ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় ঘড়িবাজি করিয়া কিছু লইয়া গেলেন; আবার আজিকালি ইতালীয় সাইমন্ ভায়া আমাদের এখানে আসিয়া হংসডিম্ব দেখাইয়া কিছু কিছু সংগ্রহ করিতেছেন। সুতরাং ইয়ুরোপীয়দিগের ভেল্কিতে ভারতের অনেক টাকা উড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রধানঐন্দ্রজালিক স্বয়ং ইংরাজ বাহাদুর; টাকা উড়াইবার এমন ভেল্কি আর কোন জাতি জানেনা। এই হাতে টাকা, ইংরাজের ভেল্কিতে পরক্ষণেই হাতে খোলা; কিরূপে তাহা পরে বলিব।

বাঙ্গালি সাহেব।

আজ কাল অনেক বাঙ্গালীকে সাহেব হইবার জন্য ব্যগ্র দেখা যায়। ইহারা ভাবেন কোট হাট পরিলেই, বাম হস্তে শ্মশ্রু ধারণ পূর্ব্বক সময় সময় তাহা অধো দিকে টানিবার অভ্যাস করিলেই এবং চুরুটের ধূম মুখের দুই-পাশদিয়া বাহির করিতে করিতে ইলি বিলি বলিতে পারিলেই সাহেব হওয়া হইল। ইহাতে সাহেব হওয়া হয় না, সাহেবের জঘন্য নকল মাত্র হয়। সাহেব হইবার জন্য প্রথমতঃ বাহ্য আকার এবং দৃশ্যের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সেই পরিবর্ত্তন সম্পন্ন করিবার জন্য কেশে অতি সূক্ষ্ম তাম্রচূর্ণ লেপন করত এবং চক্ষুর তারা দ্বয়ের উপর নীল পদ্ম স্থাপন পূর্ব্বক কিছু কালের জন্য হিমগিরির ধবল শৃঙ্গপদে পড়িয়া থাকিতে হয়! তৎপরে ইংলণ্ড "ধামে" গমন পূর্ব্বক যুগ চারি ধরিয়া পুরুষানুক্রমে তেমস নদীর সলিল পান এবং মহাসমুদ্রের বায়ু সেবন করিতে হয়। এরূপ করিয়া পুনরায় স্বদেশে আসিলে কি হয় বলা যায় না। হয় ত ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশাইয়া যায়, অথবা স্ত্রী পুরুষ উভয় চিহ্নযুক্তা শ্মশ্রু ধারিণী বৃদ্ধা ছাগীর ন্যায় এক বিস্ময়কর পদার্থ হইয়া দাঁড়ান। যাহা হউক ব্যাঘ্র চর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া কেহ প্রকৃত ব্যাঘ্র হইতে পারে না। কেবল কোট দ্বারা শরীর ঢাকিয়া বাঙ্গালীর সাহেব হওয়াও দুঃসাধ্য।

কয়েক বৎসর হইতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে বিলাত যাইয়া বারিষ্টার ডাক্তার বা সিবিলিয়ান হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। ইহাদের প্রায় সকলেই হিন্দুসমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাঙ্গালী সাহেব হইয়াছেন। কেন? হিন্দু সমাজ কি এককালেই ইঁহাদিগকে পুনগ্রহণ করিতে অসম্মতি দেখাইয়াছিল? ইঁহারা কি তাহাতে পুনঃ প্রবেশ করিবার জন্য কখন যত্ন করিয়াছিলেন? বোধ হয় না। শ্মশ্রু ধারণ এবং কোট পরিধান না করিলে কেহ বারিষ্টার মণ্ডলীতে থাকিতে পারিবেন না, বালিগঞ্জে ইংরেজদের মধ্যে না থাকিলে, মধ্যাহ্নে অন্য কিছু না হউক ল্যুন কালে দুই এক টুকরা রুটি না খাইলে, অন্যান্য বারিষ্টারেরা পুচ্ছ কাটিয়া তাড়াইয়া দিবেন, বোধ হয়, বারিষ্টার কোড মধ্যে এরূপ কঠোর অন্যায় বিধি না থাকিতে পারে। তথাপি বাঙ্গালী বারিষ্টরেরা হিন্দুসমাজ প্রতি অকারণ বিদ্বিষ্ট এবং তাহা অতি ঘৃণেয় মনে করিয়া তাহার ত্রিসীমায় আসিতে চাহেন না। একজন বঙ্গদেশীয় বাঙ্গালী ইংরেজ কৌন্সলীর ন্যায় ইংরাজিতে কথা বার্ত্তা এবং বক্তৃতা করিতে সক্ষম, এটী বাঙ্গালী জাতির পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বটে। কিন্তু কৃষ্ণকায় কয়েকটি মিষ্টারের জ্বালায় তাঁহাদের অসঙ্গত ব্যবহার জন্য সেই শ্লাঘার প্রত্যাশা কোথায়? বন্ধু

বান্ধব এবং পরিচিত ভিন্ন যে কেহ ইঁহাদিগকে আদালতে ঘাড় মুখ নাড়িতে দেখিয়াছেন তিনিই ইঁহাদিগকে গণেশ ডিক্রুজের কুটুম্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বাবু শব্দ সম্মান সূচক হইলেও উপরোক্ত মহাত্মাদের নিকট ইহার আদর নাই। ইঁহাদের কেহ বাবু বলিলে ইঁহারা অপমান বোধ এবং বিলক্ষণ রাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহার পিতা পিতামহকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করিলাম তাহাকে আবার কি বলিয়া ডাকিব? শৈশব অভ্যাস বা কি করিয়া ভুলিব? পোড়া জিহ্বা যে দুর্দ্দমনীয়। চারি পাঁচজন ব্যক্তির আবদার রক্ষা করিবার জন্য নামতা পড়ার ন্যায় 'বাবু নয় মিষ্টার' এই কথা আমাদের মুখস্থ করিতে হইবে নাকি?

আমরা দুই একটী বাঙ্গালী বারিষ্টারের ভদ্র ছালা ব্যাগের উপর এম্ এন্ বানরজি, জেড্ পলীট্, লেখা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ফরাসডাঙ্গা আমাদের অত্যন্ত নিকট। এস্থানে কতক গুলিন পিয়ারা পত্রে প্রিয় লোক আছেন তাঁহারা কোন বিষয়ে বাহুল্য ভাল বাসেন না। নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে নিঃ ফঃ কিনা "নিবাস ফরাসডাঙ্গা" এই বলিয়া সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। টিঃ মিঃ বাবুরা "বিষ্ণু" সাহেবেরা কি ঐ রকম ধাতুর লোক? তাহাদের মতন সংক্ষেপ প্রিয়? অধিকন্তু এম্ "বাড়ুয্যে," জেড্ পালিত না হইয়া মহাত্মারা পলীট্ এবং বানরজী হইলেন কেন? যাহা কিছু বাঙ্গালী তাহাই কি পরিত্যজ্য? গো জন্মটারকি? না, তাহাতে আসে যায়না। জুলিয়েটের ন্যায় "নামে কি ক্ষতি?" বলিয়া নামরক্ষণ কার্য্যটা সমাধা করিলে কি হানি ছিল? কিন্তু তাহা হইলে তাহাদের নিজের যাহা হউক তাহাদের বংশধরেদের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। পালিত এবং বাঁড়ুয্যে বলিলে কৃষ্ণকায় ভাত চিংড়ী ভোজী গঙ্গাতীর বাসী বাঙ্গালীকে বুঝায়। "পলীট," এবং "বনরজি" গৌরদেহ, মার্জ্জারাক্ষ, তাম্রকেশ, মিডিলসেক্সবাসীর উপাধি না হইলে হইতে পারে কিন্তু তাহাতে অন্ততঃ বাউরীমাতৃক "ট্যাস" কে বুঝাইবে সন্দেহ নাই। এই উভয় উপাধির মধ্যে শেষোক্তটী বাঞ্ছনীয়, কেন না তাহাতে ইঁহাদের অজাত পুত্র পৌত্রেরা ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া কাল সহকারে কালা বাঙ্গালী এই দুর্নাম দূর করিতে পারিবে।

গত বৎসর এই সময়ে জনৈক বাঙ্গালী বারিষ্টার আমাদের হুগলীর জজ আদালতে আসিয়াছিলেন। আমাদের জজ প্রিন্‌সেপ সাহেব বাঙ্গালা তত ভাল জানেন না। প্রায় বাঙ্গালা কহিতে কষ্ট বোধ করেন। প্রিন্‌সেপ সাহেবের বাঙ্গালা শুনিয়া বারিষ্টার প্রভু অম্লান বদনে জলের ন্যায় বলেন "আমি প্রিন্‌সেপ সাহেব অপেক্ষা বাঙ্গালা শতগুণে ভাল বলিতে পারি।" আমরা সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিলে তাঁহাকে বলিতাম "আপনি শতগুণে ভাল পারেন, আপনার পিতা সহস্র গুণে ভাল পারিতেন।" "কালে কালে একি হলো সব গেল ভাই। এমন দুর্ভাগা দেশে মারি ভয় নাই।"

আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্যেরা ইংলণ্ডে গমন করেন ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। বাঙ্গালিরা যেরূপ অচল পদার্থ তাহাতে ভীষণ সিন্ধু আদি পার হইয়া দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে পারিলে তাঁহাদের দৈহিক এবং মানসিক জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে। জ্ঞান পূর্ণ ও সবিদ্যাশালী ইয়ুরোপ সন্দর্শনে তাঁহারা অনেকাংশে উন্নতি ও শ্রেষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয়েন। পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনাদের এবং দেশের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত এবং মনোযোগী হইতে পারেন। যে কয়েকজন বাঙ্গালী বিলাত যাইয়া ফিরিয়া আইসেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বীয় স্বীয় অবস্থার অনেক উন্নতি করিয়াছেন। কিন্তু শুধু তাঁহাদের নিজের মঙ্গলে কি হইল? তাঁহাদের নিজ নিজ মঙ্গল লইয়া সমষ্টিভাবে দেশের মঙ্গল হওয়া চাই। তাহা না হইলে কি হইল? সক্ষম এবং কৃতী সন্তানেরা মাতার দুঃখমোচন না করিলে তাহাদের জন্ম বৃথা। আপনাদের উদরান্ন সঞ্চয় এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন ভিন্ন বাঙ্গালী

সাহেবদের মধ্যে কে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন একণে সে বিষয়ের বিবেচনা করা যাউক।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংলণ্ড যাইয়াছিলেন এবং ইংলণ্ড ভিন্ন ইউরোপের অনেক স্থান দর্শন করেন। তিনি কবি, সাহিত্য কাননের মধুপ ছিলেন। কিন্তু কই দেশে আসিয়া ত কিছুই করেন নাই। নানাদেশ দেখিয়াছিলেন, নূতন নূতন দৃশ্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া নব নব ভাব সংগ্রহ এবং নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, নূতন নূতন প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসমুদায়ের কি ব্যবহার করিয়াছিলেন? কিছুই নয়। অনেক মধু সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিতে হইবে; কিন্তু কোন নূতন চক্র নির্ম্মাণ করত দেশীয় লোকের মধুপানের সুবিধা করেন নাই।

আর একজন বাঙ্গালী বারিষ্টর উইল আক্টের একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। আমাদের তাদৃশ বিষয়াদি নাই যে উইল করিব, অথবা উক্ত পুস্তক চরমকালের জন্য প্রয়োজনীয়, তৎকালেই তাহার দোষ, গুণ এবং উপকারিতার বিষয় বিবেচনা করা যাইবে। সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত দেশীয় লোকের নিকট বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিত; অবশ্য দেশের উপকার কার্য্যে ব্রতী আছেন এবং বঙ্গভূমিকে আপনার দেশ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে এবং বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারপূর্ণ করিবার জন্য ইনি বিলক্ষণ যত্ন করেন। রমেশ বাবুর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিলাত যান। তাহার ফল "সুলভ সমাচার" "ইণ্ডিয়ান মিরার" এবং "ভারত সংস্কারক সভা।" "সুলভের" সৃষ্টির পর এক পয়সা মূল্যের কাগজের বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে এবং ময়রা মুদী সকলেই খবরের কাগজ পড়িতে শিখিয়াছে। মিরারের পূর্ব্বে দৈনিক ইংরাজি সম্বাদপত্র কোন বাঙ্গালীর দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। কিন্তু দুই একজন ছাড়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত যুবকদের মধ্যে অত্যল্প ভাগই মাতৃভূমির উপকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই না গির্জ্জা, না মসজিদ্, না "সমাজ" গৃহ, না শিবমন্দির কোথাও উপাসনা বা পূজার্থ গমন করেন না। ইহাদের "শেষ গতি" কি হইবে? ক্রিশ্চিয়ান বা মুসলমানদের সমাধিক্ষেত্রে ইঁহাদের অধিকার নাই। সমস্ত জীবন এত কষ্টে মান রাখিয়া শেষে অন্তিমকালে গঙ্গাকূলে আসিয়া কবুল জবাব দিতে ইঁহারা কোন মতে প্রাণ থাকিতে সম্মত হইবেন না। অনেকের আপন "ভিটা" করিবার টাকা নাই—সুতরাং তাঁহারা ভাড়াটিয়া বাটীতে বসবাস করেন। তাহাতে সমাধি জন্য গহবর করা হইতে পারে না। বিশেষতঃ বাড়ীটী ভূতের বাসা হইলে ভবিষ্যতে ভাড়াটিয়া যোটা দায় হইবে। জীবিত সময় একরূপে কাটিতে পারিবেন, কিন্তু মরণান্তে বাঙ্গালী সাহেবদের গতি কি হইবে, ভাবিয়া স্থির করা গেল না। সমস্যা বিষম।

✓ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটি।

আমরা ঈসপরচিত গল্পাবলীর মধ্যে পড়িয়াছি একটি পর্ব্বতের গর্ভ বেদনা হইয়াছিল। পর্ব্বত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করাতে চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সকলেই বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে পর্ব্বতের প্রতি চাহিয়া রহিল ও মনে মনে ভাবিতে লাগিল পর্ব্বতের গর্ভবেদনা হইয়াছে, না জানি কি অপূর্ব্ব জীবই তৎকর্ত্তৃক প্রসূত হইবে। এই কৌতূহল পরবশ হইয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর তাহারা দেখিল পর্ব্বতের একদেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র ইন্দুর বাহির হইল ও তাহার পরক্ষণেই পর্ব্বত সুস্থতা লাভ করিল। আর সে অস্থৈর্য্যের লক্ষণ বা চীৎকার ধ্বনি নাই, পর্ব্বত পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে। তখন দর্শকমণ্ডলী বলিয়া উঠিল ছি! এত চীৎকারের পর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড পদার্থের ইন্দুর প্রসব করাটা ভাল হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সভা বহুল আড়ম্বর সহকারে কার্য্যারম্ভ করিয়া পরিশেষে যেরূপ ফল প্রসব করিলেন, তাহাতে আমরা উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না।

বিগত ৬ই আগষ্ট তারিখে উক্ত সভার শেষ অধিবেশন হয়। এতদিনের পর সভ্যগণ যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। যে ব্যয় ভার ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য, তাহার কোন অংশ অযথারূপে ভারতবর্ষের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে কি না, ও ভারতবর্ষের ধন ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের অনবধানতা বশতঃ অপব্যয়িত হইয়াথাকে কি না ইহাই স্থির করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তবিক কথা বলিতে কি, অধ্যাপক ফসেট প্রভৃতি কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি ভারতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে প্রকার আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক আয় ব্যয় সম্বন্ধে ভারতের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই মনে [illegible] ছিলাম যে কোন না কোন বিষয়ে অবশ্যই আমাদিগের [illegible] মঙ্গল সাধিত হইবে। কিন্তু সেই আশা নির্ম্মূল হ[illegible]। সভা স্থির করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের ব্যয়ের কোন কোন অংশ ভারতবাসীগণ সঙ্কুলান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেটি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে ধরিতে হইবে, কেননা ভারত ইংরাজ সাম্রাজ্যের একটি অংশ বিশেষ, আমরাও বলি ভারতবর্ষ ইংরাজ সাম্রাজ্যের একটি যেমন তেমন অঙ্গ নহে, প্রধান অঙ্গ। ভারত ইংরাজ সাম্রাজ্যের মস্তক। মহারাণীর শিরোমুকুটে অন্যান্য হীরক খণ্ডের মধ্যে কোহিনুর যেমন সমধিক জ্যোতিঃ বিশিষ্ট ও নয়ন ঝলসকারী, অসীম ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষও তেমনি। ভারতস্বামী বলিয়া ইংরাজগণ যথা তথা স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়ান ও সেই স্পর্দ্ধা সকলে গ্রাহ্যও করিয়া থাকে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে অন্যান্য সম্বন্ধে ভারতের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া শুদ্ধ ব্যয়ের সময় সেইটি করিলে আমরা যে মারা যাই। ইংরাজেরা যদি আমাদিগকে স্পষ্ট বাক্যে বলেন তোমাদিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এই যে তোমরা কেবল দিতে থাকিবে, আমরা কেবল লইতে থাকিব, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কথার আমরা এক প্রকার অর্থ করিতে পারি। কিন্তু তাঁহারা যখন তাহা না বলিয়া ছলে আপনাদের ন্যায্য ব্যয়ভার আমাদের স্কন্ধে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করেন, তখন তাঁহাদিগের কার্য্যার্থ দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। ইংরাজেরা স্বদেশস্থ ১৬০০০ সৈন্যের ব্যয় ভার আমাদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন। আমরা আপত্তি করাতে বলিলেন ইংলণ্ডেশ্বরীর মর্য্যাদা রক্ষণার্থ সৈন্য প্রতিপালনে যে অর্থব্যয় হইয়া থাকে, ভারতবাসীগণ তাঁহার প্রজা বলিয়া সেই ব্যয়ের কিয়দংশ সঙ্কুলান করিতে বাধ্য। আমাদিগের অচলা রাজভক্তি আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম, উত্তরটি ন্যায় সঙ্গত বটে। সেই অবধি আর উক্ত ব্যয় সম্বন্ধে আমরা কোন কথা উত্থাপন করিনাই কিয়দ্দিন পরে ইংলণ্ডে সৈন্যদিগের নিমিত্ত কুপার্স হিল কালেজ নামক একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ সংস্থাপিত হইল। তাহার পোষণ ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে। কেন হইতেছে তাহা আমরা অদ্যাপি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলে ইংরাজ বাহাদুর উত্তর করেন, ভারতবর্ষীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ সমূহে যে প্রণালীনুসারে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহাতে তথাকার বহিঃস্থ ছাত্রগণের দ্বারা মিলিটরি বিভাগের পূর্ত্তকার্য্য সকল উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। কিন্তু এ উত্তরটিতে যে সত্যের গন্ধও নাই, তাহা বোধ হয় পাঠক[illegible] বলিয়া দিতে হইবে না। তাঁহাদি[illegible] যে কুপার্স হিল কালেজর ব্রগণ কিছু এ[illegible] হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন না। আ[illegible] বলিতে পারি মান্দ্রাজ রুড়কি ব[illegible] কালেজের ছাত্রগণ কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে নবাগত বি[illegible] এঞ্জিনিয়ারগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। আর যদিও তাহারা ন্যূন হয়েন; তা[illegible] কোথায় যাবে? গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে কি উক্ত কালেজদ্বয়ের এমন উন্নতি [illegible] পারেন না যে, যে অভাব বিমোচনের জন্য ইংলণ্ডে ব[illegible] সংস্থাপন করিতে হইল, সেই অভাব আমাদিগের দেশ হইতেই পরিপূরণ হয়? যদি বল তাহাতেও সেই ব্যয়। সেই সুযোগ্য বিলাতী অধ্যাপক, সেই সুযোগ্য বিলাতী শিক্ষকদিগকে এখানে আনাইয়া তাঁহাদিগকে বেতন দিতে হইবে। কিন্তু তাহা দিতেও আমরা প্রস্তুত আছি। ইংলণ্ডে যে কার্য্যের জন্য আমরা পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিতে সঙ্কোচ বোধকরি, দেশে তাহার জন্য আমরা তাহার দশ গুণ ব্যয় করিতেও দুঃখিত নহি। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ডে সৈন্যদিগের নিমিত্ত একটি বাতুলাশ্রমের প্রতিপালন আমাদের দেশীয় অর্থ হইতে হইয়া থাকে। সে ব্যয় সঙ্কুলান করিতে আমরা আপাততঃ এক প্রকার বাধ্য আছি। কেন না আমাদের দেশ গ্রীষ্ম প্রধান। এখানে আসিয়া যদি মহারাণীর কোন সৈন্য উন্মাদ গ্রস্ত হইয়া যায়, তাহার চিকিৎসার ব্যয়ভার আমরা ভিন্ন আর কে গ্রহণ করিবে!!

যদি ফাইনান্স কমিটিতে প্রকৃত কেহ ভারতের বন্ধু থাকিতেন, যদি অধ্যাপক ফসেটের ন্যায় আরও দুই চারি জন ভারতের হিতসাধনার্থ কৃতসংকল্প হইয়া বসিতেন, তাহা হইলে উপরোক্ত নানা মত তর্ক সভামধ্যে উপস্থিত হইত। কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, তাহার কিছুই হয় নাই। আর হইবেই বা কিরূপে? যাঁহাদিগের সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সভা কার্য্য সমাধা করিলেন, তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের বেতন ভোগী ভৃত্য। এতকাল গবর্ণমেণ্টের লবণ উদরসাৎ করিয়াছি, এক্ষণে কেমন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা বলি, সাক্ষ্য প্রদান কালে ভৃত্য গণের মনে এই বিবেচনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবতী ছিল। স্বর্গীয় যিশু প্রচারিত ধর্ম্মের অনুগামী হইলেও তখন তাঁহাদের সত্যের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা ছিল না। তাহাতেই তাঁহারা প্রকৃত বিষয় গোপন রাখিয়া আশ পাশ কতকগুলা কথা বলিয়া সভার সভ্যগণকে প্রতারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ফসেট হেন বিচক্ষণ ও সত্যোদ্ভাবনে পারদর্শী ব্যক্তিও তাঁহাদের প্রতারণায় মুগ্ধ হইলেন। আর তিনি একাই বা কি করিবেন। শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে একজন বা দুইজন বন্ধু থাকিলে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অধিক

সাহায্য প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ফসেটের ছায়াপরতায় আমাদের অন্যকোন লাভ হউক, আর নাই হউক, একটি বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে প্রকৃত ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা অল্প। নতুবা আমাদিগের [illegible] নিশ্চয়ই ভারতে যে রাজকীয় [illegible] করিবার কথা হয় তাহা প্রেরিত হইল [illegible] ফাইনান্স কমিটীতে শ্রীয় ভদ্রলোকদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ [illegible] করিবার প্রস্তাব হইল, তাহা অঙ্কুরেই পরিত্যক্ত হইল কেন? পার্লিয়ামেণ্ট সমক্ষে লর্ড সালিসবরি প্রস্তাবিত নূতন আইন দ্বিতীয়বার পাঠ করিবার সময় ফসেটের ন্যায় [illegible] চীৎকার কোন [illegible] হইল কেন? এ সমুদায়ই আমাদের দুরদৃষ্টের ভারতের অনিষ্ট কামনায় ঘটিতেছে। [illegible] বু শ্যামাচরণ বিশ্বাসের ফাইনান্স সভা সমক্ষে সাক্ষ্য [illegible] জন্য বিলাত যাইবার কথা হইল। কোন উচ্চতম ইংরাজ কর্ম্মচারী বলিলেন শ্যামাচরণবাবু যদি বিশেষ সাবধান না হইয়া ভারতীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধের কথা সভায় ব্যক্ত করেন, তবে তজ্জন্য তাঁহাকে পরিণামে আপন কার্য্যের ফলভোগ করিতে হইবে। শ্যামাচরণবাবু এই ভয়ে ভীত হইয়াই হউক অথবা জাতিভ্রষ্ট হইবেন বলিয়াই হউক, বিলাতে যাইবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ বলেন শ্যামাচরণ বাবুর বয়স অধিক হইয়াছে। বিলাতে যাইলে পাছে কোন উৎকট পীড়াগ্রস্ত হয়েন, এই ভয়ে তিনি তথায় যাইতে অস্বীকার করিলেন। ভগবান জানেন, ইহার ভিতর কোন প্রবাদটি সত্য।

পাবনার ভূতপূর্ব্ব মুনসেফ শীতলবাবু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিলাতে যাইতে চাহেন; অমনি তাঁহাকে পেনাল কোড অন্তর্গত চারিটি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। তিনি আর বিলাতে যাইবেন কি, বহু আয়াসলব্ধ কর্ম্মটি পর্য্যন্ত হারাইলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, এখান হইতে সাক্ষী যাইবার প্রস্তাব হওনাবধি কেহ যেন পশ্চাৎ হইতে এমনি ভাবে কল টিপিতে লাগিলেন, যে সেই প্রস্তাব মত আর কার্য্য হইল না।

ভারতবাসীদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইলে যে আমাদিগের মঙ্গল হইত, এমন কথা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি না। তবে উপস্থিত অবস্থায় সভা সমক্ষে যে সকল তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা যে অধিক হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে কি এমন এক ব্যক্তিও নাই যে তিনি বিলাতে গিয়া অকুতোভয়ে সভার নিকট প্রকৃত বিষয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে পারিতেন? তাহা যদি না থাকে তবে আমাদের কপাল নিতান্ত মন্দ বলিতে হইবে! তবে আমাদের উন্নতি, বিদ্যা ও সভ্যতাভিমান সকলই বৃথা।

সভার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে ভারতবর্ষকে অন্যায় পূর্ব্বক দোহন করা গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগেরই ইচ্ছা নহে; সুতরাং তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে বলিবার কোন কারণ নাই। আশ্চার্য্য সিদ্ধান্ত! পূর্ব্বে আমরা জানিতাম বিচারকগণ কেবল কার্য্য দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি ইংলণ্ডের বিচারকগণের অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহারা মানবেচ্ছার ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া বিচার কার্য্য সমাধা করণে সক্ষম। তুমি হাজার অপকর্ম্ম কর, সাক্ষ্য দ্বারা যদি প্রমাণ হয়, তোমরা ঐ সকল কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা ছিল না, তুমি তাঁহাদিগের বিচারে মুক্তিলাভ করিবে। ফাইনান্স কমিটি আর কিছু করুন আর নাই করুন, ভূমণ্ডলে একটি আশ্চর্য্য অভিনব বিচার প্রথা উদ্ভাবন করিলেন। আজ হইতে গবর্ণমেণ্ট আমাদের অর্থ জলে ফেলিয়া দেন, অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন, [illegible] দিয়া দেন, তাঁহাদিগকে কেহ কিছু বলিবে না, [illegible] ফাইনান্স কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সে সকল কার্য্য [illegible] হাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের অপব্যয়ের শত শত প্রত্যক্ষ উদাহরণ বিরাজমান থাকিলে কি হয়, পূর্ত্ত বিভাগের রাক্ষসী ক্রিয়ার স্পষ্ট চিহ্ন দেশের সর্ব্বত্র [illegible] হইলে কি হয়, গবর্ণমেণ্ট অপব্যয় করণে অনিচ্ছুক ইহা ফাইনান্স কমিটী নিশ্চয় জানিয়াছেন, সুতরাং কাহার সাধ্য গবর্ণমেণ্টের সেই সকল কার্য্যে দোষারোপ করে? এখন হইতে জানিলাম, যদিও ইচ্ছা সর্ব্বদা কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তিনী, তথাপি কার্য্য হইতে ইচ্ছার অনুমান ন্যায় সঙ্গত নহে। এখন হইতে গবর্ণমেণ্ট কোন অসৎকার্য্য করিলে বুঝিব তাঁহারা সদিচ্ছায় তাহা করিয়াছেন, আবার সৎকর্ম্ম করিলে বুঝিব তাঁহারা অসদিচ্ছায় তাহা করিয়াছেন, কেন না ফাইনান্স কমিটী বলিয়া দিলেন, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক-কার্য্য করণে অসমর্থ। ফলতঃ কমিটীর এই সিদ্ধান্তটি মনোমধ্যে যত আন্দোলন করা যায়, ততই এইরূপ নানা কৌতুকজনক সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। এতৎ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই।

কমিটী আর একটি কথা বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া যেন ইংলণ্ডকে কোন ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়। এবিষয়ে ইংলণ্ডকে সতর্ক করিয়া দিবার কমিটির কোন আবশ্যক ছিল না। ইংলণ্ড ভারত অধিকার করিয়া অবধি কবে আমাদের জন্য এক পয়সা খরচ করিয়াছেন? উপনিবেশ সমূহের প্রতিপালন ভার ইংলণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন বটে। তথায় সৈন্য রক্ষণ ও উপনিবেশিক সেক্রেটরী বিভাগের ব্যয় ইংলণ্ড সঙ্কুলান করেন সত্য, কিন্তু ভারত কখন্ খরচের অপ্রতুল হেতু মহারাণীর দ্বারস্থ হইয়াছে? ভারত আপনার খরচ আপনি [illegible] আপন সেক্রেটরীর বেতন আপনি দেয়, আপন সৈন্য [illegible] আপনি সঙ্কুলান করে, কখন কোন কারণে মহারাণীর নিকট করযোড়ে অর্থ যাচ্ঞা করে নাই। আর ঈশ্বর কৃপায় যেন আমাদের তাহা কখন না করিতে হয়। আমরা অনেক দিন হইতে জানি উপনিবেশ সমূহ ইংলণ্ডদেবীর প্রিয় পুত্র। অনেক দিন হইতে তিনি তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। তাহারা আবদার করিল পার্লিয়ামেণ্ট সভাগৃহে আমাদের প্রতিনিধি বসিবে, ইংলণ্ডদেবী তটস্থ হইয়া তাহাদের আবদার গ্রাহ্য করিলেন। আর আমরা আজ বিশ বৎসর ধরিয়া সেই ভিক্ষা চাহিতেছি, আমাদের বাক্যে কেহ কর্ণপাত করিল না। উপনিবেশ সমূহের সহিত ইংলণ্ড সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ। আমাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অন্য প্রকার। ইংলণ্ড জেতা, ভারত বিজিত। ইংলণ্ড অস্ত্রবলে ভারতে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই অস্ত্রবলেই ভারত যুগান্ত পর্য্যন্ত শাসিত হইতে থাকিবে। তাহার অন্যথা হইবে না। এমত স্থলে "লাভের বেলা ইংলণ্ড লোকসানের বেলা ভারত" ইত্যাকার আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করায় কোন ফল নাই।

আন্দুলিয়া গ্রামে হাউস্ টেক্স্।

রাণাঘাট উপবিভাগে হাউস-টেক্স ধার্য্য হইয়া গিয়াছে। প্রজার উপর কোন কর ধার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ আইনটী বিশেষরূপে অবগত হওয়া চাই। কেবল আইনজ্ঞ হইলেও চলিবে না, একটু দয়ালু ও বিচক্ষণ হওয়া আবশ্যক। হাউস-টেক্স সম্বন্ধে এতদিন কোন কথাই বলি নাই, সম্প্রতি আঁসমালি হইতে জনৈক ব্যক্তি এই বিষয়ে হালিসহর পত্রিকায় লিখিয়াছেন এবং কার্য্য যে সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়নাই,—তাহাও এক প্রকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তথাপি তাহা অসম্পূর্ণ হওয়ায় আমি কয়েকটী কথা বলিতেছি—এই কয়টী পড়িলে জানিবেন যে কিরূপ জঘন্য প্রণালীতে কর ধার্য্য হইয়াছে।

কর ধার্য্যের সমুদায় কার্য্য রাণাঘাটের সব-ডিপুটী বাবু হীরালাল বিশ্বাসের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহাঁর কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ইনি আইনের কোন ধার ধারেন না। প্রত্যেক কার্য্যেই ইহাঁর আইন-অনভিজ্ঞতা ও যথেচ্ছাচারিতার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের কথার পোষকতায় আজি কেবল আন্দুলিয়া গ্রামের বিষয় বলিব।

যাঁহারা রোডসেস দিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে আর হাউস-টেক্স দিতে হইবেক না; কিন্তু যদি তাঁহারা তাঁহাদের বসত বাটীতে কোন রূপ ব্যবসায় বা বৃত্তি চালান, তাহাহইলে যে ঘরে বা বাড়ীতে উক্ত ব্যবসায়াদি চালান হয়, সেই ঘর বা বাড়ীর উপর কর ধার্য্য করা যাইবেক।

হাউস-টেক্স ধার্য্য করিবার পক্ষে এইটীই প্রধান কথা। কর ধার্য্য করিতে হইলে উক্ত বিধিটীর উপর সম্যক দৃষ্টি চাই। কিন্তু সবডিপুটী বাবুর কার্য্য দেখিয়া আমাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি এই মূলবিধিটী ভুলিয়া গিয়াছিলেন, অথবা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আইন খানি পড়েন নাই। আন্দুলিয়া গ্রামের যে সকল ব্যক্তি রোড-সেস দিতেছেন, অথচ নিজবাড়ীতে কোন প্রকার ব্যবসায় বা বৃত্তি চালান না, তাঁহারা সকলেই সব-বাবুর বিষনয়নে পড়িয়াছেন—তাঁহাদিগকে হাউস-টেক্স দিতে ধার্য্য করা হইয়াছে। এটী সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ কার্য্য। আইনের ৪০ ধারা কিজন্য হইয়াছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

দোকানঘরের মূল্য ২৬. টাকা কি ততোধিক হইলে তাহার উপর কর ধার্য্য করা হইবে এটীও একটী বিধি। আন্দুলিয়া গ্রামে দোকান আছে, মূল্যও অধিক, কিন্তু তাহার উপর কোন কর ধার্য্য হয় নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যাঁহারা আইনমতে কর হইতে মুক্ত, তাঁহাদিগকে কর দিতে হইল, আর যাহারা আইনমতে কর দিতে বাধ্য, তাহারা অব্যাহতি পাইল। এবড় সূক্ষ্ম বিবেচনার কার্য্য সন্দেহ নাই। আমাদের ছোট হাকিমের অপার লীলা!

আমাদের গ্রামে এক বাড়ীর উপর দুইবার কর ধরা হইয়াছে। শ্রীধর ভট্টাচার্য্যের একটী বাড়ী আছে, তাঁহার নামে কর ধরা হইয়াছে; আবার তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নামে ঐ বাড়ীর বাবদ কর ধরা হইয়াছে। এ বড় মন্দ খেলা নহে! শুনিলাম একজন কর আদায় করিবার জন্য পিতা ও পুত্রের নামে পৃথক পৃথক দুইখানি বিল আনিয়াছিল; পুত্র নিজের নামীয় বিলের টাকা দিয়া বলে যে তাঁহার পিতার নিকট যাইয়া অপর বিলের টাকা আদায় করিতে পারে।

আর এক কথা,— আসেসর বাড়ীর মূল্য স্থির করিয়া গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে তৎকর্ত্তৃক নিরূপিত-মূল্যের ফর্দ্দ লটকাইয়া দিবেন; এটীও একটী বিধি। (৪৩ ধারা) কিন্তু এ কাজটী সব-ডিপুটী বাবু মূল্য নিরূপণের প্রায় [illegible] মাস পরে সমাধা করেন! কাহার বাড়ীর কত মূল্য ধরা হইল তাহা আমরা ২০ এ মার্চ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। ওদিকে কেলার কমিটী বলিলকতহারে টাকা আদায় করিতে হইবে স্থির হইয়া গেল। আর আমাদের কি হইল কিছুই জানা গেল না। পরে যখন মূল্যের তালিকা আসিল দেখিলাম যে সম্পূর্ণ অন্যায় রূপে ট্যাক্সের কার্য্য করা হইয়াছে। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সব-ডিপুটীর কি?— তাড়াতাড়ি করে কাজ সমাধা করিলেন কত বাহাদুরি দেখালেন - হয়ত বাহবা পাইলেন। কিন্তু বাহবা পাইবার আশায় কিরূপ অবিবেচক ও হঠকারীর ন্যায় কার্য্য করিলেন, কত লোকের সর্ব্বনাশ করিলেন তাহা একবার ভাবিলেন না।

এই গ্রামে একঘর অত্যন্ত দুঃখী আছে। গ্রামস্থ ভদ্রলোকের দয়া ও দানের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লোকে দয়া করিয়া কিছুদিলে তাহাদের দিনপাত হয়। ইহাদিগের পূর্ব্বকালের একটী কোটা আছে. এই কোটার উপর ১৷ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে। যে ব্যক্তি পরের মুখ-প্রত্যাশী হইয়া জীবন ধারণ করে, যার দুঃখ ও কষ্ট দেখিলে পাষাণহৃদয়ও গলিয়া যায়, তাহাকেও [illegible] দিতে বাধ্যকরা কতদূর নির্দ্দয় ও কঠিন-হৃদয়ের কাজ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সব ডিপুটী বাবু একটু দয়া প্রকাশ করিলে বড় মহত্ত্বের কাজ হইত সন্দেহ নাই।

অবশেষে বক্তব্য যে রাণাঘাট উপবিভাগের হাউস-সেস সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্যের আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। নচেৎ দুঃখী প্রজাদিগের যে যন্ত্রণা তাহাই রহিল। আইনে মুক্তি পাইবার বিধি আছে, তবে একজন আইন-অনভিজ্ঞ, হঠকারী কর্ম্মচারীর দোষে সমস্ত প্রজার উপর কেন পীড়ন ও অত্যাচার করা হয়, বুঝিতে পারি না। আমরা নদিয়ার দয়ালু প্রজাবৎসল কলেক্টর সাহেবের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি একটু মনোযোগী হইয়া যাহাতে প্রজার দুঃখ দূর হয়, তাহা করিবেন।

রাণাঘাটের 'গ্রামবার্ত্তা' পত্রেও আসেসরের করনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রামবাসী সম্পাদক লিখিয়াছেন; "শুদ্ধ এক্লা এসেসরের দোষ দিলে চলিবে না। রাণাঘাট সবডিবিজনে অন্যূন ৬ শত গ্রাম আছে। ইহার হাউস-সেস ধার্য্য দুই মাসের মধ্যে করিতে আদেশ ছিল।" আমরা বলি, অক্ষম বলিয়া কৈফিয়ত দিয়া আসেসর বাবুর সময় যাচ্ঞা করা কর্ত্তব্য ছিল। না—না।

প্রেরিত পত্র সকলের সারাংশ।

শ্রীমতী মনমোহিনী দাসী, কৃষ্ণনগর, ২৫শে শ্রাবণ। এতদিন রহিয়াছেন, যদি আর ও কিছুদিন থাকুন, আমরা তদ্যাদ্বয়সন্ধানে নিযুক্ত রহিলাম। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের গ্রাহক পাঠক গণকে আমাদের অনুরোধ, যে কৃষ্ণনগর নিবাসী দর্পনারায়ণ সরকারের বিধবা কন্যা মনমোহিনীর অবস্থা সম্বন্ধে, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যাহা জানেন আমাদিগকে লিখিয়া পাঠান।

শ্রীশারদা প্রসাদ ঘোষ, নিবাস মণ্ডলঘাটী, ২৭ শে শ্রাবণ। "জাতিভেদে সামাজিক উন্নতি" প্রবন্ধের প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, "জাতিভেদ বদ্ধমূল হওয়াতেই ভারতের অধোগতি হইয়াছে"; ব্রাহ্মণ ঠাকুর উত্তর করিতে পারেন, যে "পূর্ব্ব কালে জাতিভেদ ছিল বলিয়াই ভারত উন্নতি লাভ করিয়াছিল।" উভয় কথাতেই আংশিক সত্য আছে, আমরা উভয় কথাই কতকদূর সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সুতরাং সাধারণীতে উভয়বিধ মতই প্রকাশিত হইবার বাধা কি?

কস্যচিৎ হিতৈষিণঃ পাঠকস্য। ২৯শে শ্রাবণ। হিতৈষী পাঠক আমরা জাপান দূতগণের পৃথিবী পরিভ্রমণ প্রসঙ্গে "আক্ষেপচ্ছলে হিন্দুদিগকে তিরস্কার করত আত্মাবমাননা" করিয়াছি বলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন। আমরা বলি আত্মদোষ দর্শনে পুণ্য ব্যতীত পাপ হয় না। হিন্দুদিগের আলস্য ও কর্ম্মভীতি সকল অনর্থের মূল, এ কথা হিন্দুদিগকে প্রত্যহ বলিয়া দেওয়া উচিত, ইহাতে আত্মাবমাননা হয় না।

Members of the Balasore Literary Society, ১৪ই আগষ্ট ১৮৭৪। ইহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "যদি ব্রাহ্মেরা আপনার কেহ নহে এবং কেশবোপাসকগণ আপনার কেহ নহে তবে তাঁহাদের জন্য আপনার এত দুঃখ কেন?" উত্তর—কেবল কি আপনার লোকের জন্যই দুঃখ করিব, পরের জন্য দুঃখ করা কি বালেশ্বরের সাহিত্য সভায় মহাপাপ বলিয়া গণ্য?

সংবাদ।

বঙ্গদেশের কোথায় কি মূল্যে খাদ্য শস্য বিক্রয় হইতেছে, তাহার বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে অবগত হওয়া গেল যে, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, নদীয়া, মালদহ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, সাহাবাদ, সারণ, সাঁওতাল পরগণা, পুরী ও হাজারিবাগে সামান্য চাউলের দর বাড়িয়াছে; চব্বিশ পরগণা, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, পাটনা, চাম্পারণ এবং পুর্ণিয়ায় কমিয়াছে।

পাঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের পদ নিম্নলিখিত তিন জনের মধ্যে একজনের পাইবার সম্ভাবনা। পাঞ্জাবের ফাইনান্সিয়াল কমিস্যনর মেঃ ইজারটান, হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট মেঃ সাণ্ডার্স; বা স্যর ডাগ্লাস ফরসিথ।

পাইয়নিয়র বলেন আমাদের ইংলণ্ডস্থ অণ্ডর সেক্রেটরি লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনকে প্রথমে ফরেন আপিসে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পরে প্রকাশ পায় তিনি ফরাসিস ভাষা কিছু মাত্র জানেন না। সেই জন্য তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান কৌনসিলে স্থান দান করা হইয়াছে। হ্যামিল্টন সাহেবের মা বাপ তাঁহার বাল্যাবস্থায় যদি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ফরাসিস অভ্যাস করাইতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতাম।

এবার অবধি সাউদাম্পটন পথে ইংলণ্ডের ডাক পাঠাইলে চারি আউন্সে এক পেনি লাগিবে।

ডাণ্ডার কোলায় মুচিরাম ডোম আপন উপপত্নী সরবেওয়াকে খুন করিয়াছিল এসংবাদ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছিলাম, এইক্ষণে সেশনের বিচারে ঐ ডোমের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে শুনিলাম; মুচিরাম সেশনে গিয়া খুণ করা অস্বীকার করিয়া সরবেওয়ার পুত্রেরা যাহারা তাহাকে লইতে আসিয়াছিল তাহারা সরোকে খুণ করিয়াছে বলিয়াছিল।

সংপ্রতি জাগুলী থানার অধীন হরিণঘাটার হাটে রূপচাঁদ ঘোষের ঘরে চুরি হইয়া তাহার পিতলের থাল প্রভৃতি দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে পোলিস এপর্য্যন্ত চোর অথবা মাল কিছুরই সন্ধান করিতে পারেন নাই।

ন্যাসানাল পেপার বলেন লক্ষ্ণৌ নগরে আবদুল্লা চাপরাসীর স্ত্রী ৭ই আগষ্ট, তারিখে একটি অপূর্ব্ব সন্তান প্রসব করে। শিশুটির মুখ কৃষ্ণবর্ণ, ও কপালের দুইধারে তিন ইঞ্চ লম্বা দুইটি শৃঙ্গ ছিল। ইহার চক্ষু দুইটি ষাঁড়ের চক্ষুর ন্যায় বৃহৎ ও শরীরের নিম্নভাগ বরফের ন্যায় ধবল। সন্তানটি জন্মিবার কিছুক্ষণ পরেই মরিয়া গিয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ে সচরাচর যে সকল অদ্ভুত ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের জীবন্ত মিউজিয়ম বলিলেও চলে।

চীন দেশীয় পণ্ডিতগণ আকাশে ধূমকেতু দেখিয়া বলিয়াছেন, শীঘ্র পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; কিন্তু যুদ্ধটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না; কারণ ধূমকেতুর পুচ্ছটি বড় লম্বা নহে!!! ধূমকেতু ভবে লেজে খেলেন।

মার্সেল বেজেন সার্গারিট দ্বীপস্থ কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তিনি ইটালি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পলায়নোপায় তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া দেন। তিনি পর্ব্বত শিখরস্থ কারাগার হইতে একটি দড়ির সিঁড়ি সহযোগে অবতরণ করেন। কারাধ্যক্ষদিগের উপর ভারি তম্বি হইতেছে।

মান্যবর রাজা রমানাথ ঠাকুর সি, এস, আই কোনদেশীয় শিল্পকার একখানি উৎকৃষ্ট দৃশ্য চিত্রিত করিতে পারিলে তাহাকে একটি স্বর্ণপদক দিবেন, এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা গেজেট, দেখা গেল কৃষ্ণনগর জেলার মিউনিসিপালিটির আয় ২০৯০৩ টাকা। মেদিনীপুরের ১৫১৪৬ টাকা। চট্টগ্রামের ১৮২৬০টাকা। কমিল্লার ১১৮৯৯ টাকা। নোয়াখালির ২২৮৫ টাকা। বামন বেড়িয়ার ৩৬২৬ টাকা ও কাকস বাজারের ১৮৫১ টাকা চট্টগ্রাম ও কমিল্লার মিউনিসিপাল কর বৃদ্ধি করিবার জন্য তথা ১৯৬৮ সালের ৩ আইনের পরিবর্ত্তে ১৮৬৮ সালের ৬ আইন প্রচলিত করিবার কথা হইয়াছে। উক্ত আইন প্রচলিত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রত্যেক করদাতার আয় দেখিয়া কর নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

বরদা কমিস্যনের রিপোর্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে নিম্নলিখিত মতপ্রকাশ করিয়াছেন। বরদার গুইকুমার সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে তাঁহার রাজ্যে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রচলিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন। গুইকুমারকে এক বৎসর সময় প্রদান করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে তিনি শাসন প্রথা সংশোধন করিতে পারেন ভালই, নচেৎ ইংরাজ বাহাদুর তাঁহার রাজ্য ভারগ্রহণ করিবেন। এই বেলা কলিকাতায় মুচিখোলা মেটেবুরুজের পাশে, কিছু জমি কিনিয়া রাখিলে ভাল হয়।

সম্প্রতি সিন্ধুনদী অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ডেরাস্মাইলখাঁ নগরের অধিকাংশ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে; বোধহয় আর কিছু দিন এরূপ বেগ থাকিলে নগরের অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

ইণ্ডিয়া সোসাইটী সভা গত সাম্বৎসরিক অধিবেশনে বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেক্রেটরি স্থির করিয়াছেন। লণ্ডনে যে সকল ভারতবাসী বাস করেন তাঁহারা মাসে মাসে এই সভায় সমবেত হয়েন; তাঁহাদের সংখ্যা ৮০ জন; তন্মধ্যে ২৫জন বঙ্গদেশবাসী সমস্ত ভারতবাসীর পরস্পর সদ্ভাব বর্দ্ধিত ও প্রণয় হয় তাহাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের সভায় একজনও ইয়ুরোপীয় নাই সমস্তই ভারতবাসী এবং ভারতের মঙ্গলের বিষয় সভায় আলোচনা করা হয়।

আবদুল রহমান ১৩,০০০ সৈন্যসহ আমুন নদী পার হইয়া কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সাহায্যার্থ কর্ম্মায় সর্ব্ব শুদ্ধ ৬৬,৮৪১, টাকা উঠিয়াছে।

বর্ষার সমাগমে ত্রিহুত রেলওয়ের সমস্ত কার্য্য বন্ধ হওয়াতে অনেকগুলি শকটাদি একেবারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

আকনার সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

গত ২৭ শে শ্রাবণ মঙ্গলবার দিবস, মগরা ষ্টেশনের নিকটস্থ বাসিনী ভোট গ্রামের একটি স্বর্ণকারের সধবা পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যাকে ২জন স্ত্রীলোকে (একজন ঐ গ্রাম বাসিনী অপরা কলিকাতা বাসিনী) নানা প্রকার প্রলোভন ও প্ররোচনা দ্বারাগৃহ বহিষ্কৃত করিয়া আনে। মগরা বাজারে উপস্থিত হইলে, ঐ কন্যার জেষ্ঠতুত ভ্রাতার সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎ হওয়াতে সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করায়, কন্যাটি প্রথমতঃ ভয় প্রযুক্ত কোন কথাই বলিতে পারে নাই। পরে ধনকাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে, সে কাঁদিয়া ফেলিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। এই অবকাশে পূর্ব্বোক্ত ঐ গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকটী, একখান ইষ্টক মারিয়া আপনার মস্তক হইতে রক্তপাত করিয়া ফেলিল। পরে পুলিস আসিয়া সকলকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল, শেষ কি হইয়াছে এখনও বলিতে পারি না। শুনিলাম ঐ গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকটি, এই প্রকার আরও ২।৩টি ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া লইয়া গিয়া কলিকাতাস্থ বেশ্যাদিগের নিকটে কিছু টাকা লইয়া রাখিয়া আইসে। এই কারণেই বোধ হয় ইহার সহযোগিনী অপরা স্ত্রীলোকটি কলিকাতা হইতে আসিয়া উহার সহিত জুটিয়া থাকিবেক। যে দিন শ্রীরামপুরের এক বড় ঘরের একটি যুবতীকে, একজন স্ত্রীলোক, এই প্রকার বাহির করিয়া আনিয়া, ফরাসডাঙ্গার একজন আসামী বৈষ্ণবের বাটীতে রাখিয়া দেয়; শুনিলাম বৈষ্ণবটি ভদ্রতা করিয়া গোপনে ঐ কন্যার পিত্রালয়ে সম্বাদ দেওয়াতে, তাহারা আসিয়া লইয়া গিয়াছে।

হুগলী।

জল কষ্ট।

থানা বাঁশবেড়িয়ার অন্তর্গত আটপুকুর, ভোরাগাছি ও জগৎপুর নামক গ্রাম কএটিতে জলবিন্দুমাত্রও নাই দেখিয়া, আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে কতকগুলি প্রজাকে তাহাদিগের জমিদারের বাটীতে পাঠাইয়া দিই; শুনিলাম তিনি নাকি বলিয়াছেন, ২৫ই বৎসর তোমাদিগের

গ্রামে ফসল উত্তমরূপ না হওয়াতে খাজনা বাকি পড়িয়াছে; অতএব এক্ষণে আমরা পুষ্করিণী কাটাইয়া দিতে পারি না। (যদি সত্য হয় জমিদার মহাশয়ের বিচারে ধন্যবাদ দিই।)

হুগলী থানার অন্তর্গত মহেশপুর, জগন্নাথবাটী, ও আহম্মদাবাদ প্রভৃতি গ্রামে যে প্রকার জলকষ্ট গিয়াছে, তাহা লিখিতেও কষ্ট বোধ হয়; তাহারা কেহ এক পোয়া, কেহ বা অর্দ্ধ ক্রোশ দূরস্থ অমরপুর গ্রাম হইতে জল আনিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে ও গবাদিকে পান করাইয়া বাঁচাইয়াছে; এঁদিগের জমিদার মহাশয়গণ অতি বড় লোক, কিন্তু প্রজাদিগের এরূপ জলকষ্ট দেখিয়া কিরূপে ঔদাস্য করেন বলিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন প্রজারা তাঁহাদিগের ভয়ে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিতে পারে না। এরূপ রাজভক্ত প্রজাদিগের কষ্টে ঔদাস্য করা বড় দুঃখের বিষয়।

এক্ষণে দয়াবান্ মাজিষ্ট্রেট সাহেব, অনুগ্রহপূর্ব্বক দুঃখী নিরুপায় প্রজাদিগের গ্রাম সকল তদন্ত করিয়া, যদি পুষ্করিণী কাটাইবার বিহিত উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বিশেষ উপকার করা হয়; নচেৎ কতকগুলি ক্ষমতাশালী লোকের আবেদন গ্রাহ্য করিলে, গবর্ণমেণ্টেরও অন্যায় ক্ষতি সম্ভাবনা ও যথার্থ যাহাদিগের অভাব তাহাদিগেরও বিশেষ ফল দর্শে না।

এই সকল সাধারণ দেশ হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রত্যেক গ্রাম হইতে ২জন করিয়া ভদ্র লোক লইয়া, ১০। ১২খানি গ্রামের প্রতিনিধি দ্বারা ১টী বিশেষ শাখা সভা সংস্থাপন করেন ও তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের প্রতি খণ্ডের অভাবাদির সম্বাদ লইয়া তন্নিবারণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হয়। নচেৎ একজন বিদেশীয় আমলা বা বিদেশীয় পুলিস কর্ম্মচারীর রিপোর্ট দেখিয়া, দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায় না।

ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম হুগলী জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন যে, যাঁহারা জল কষ্ট নিবারণার্থে পুষ্করিণী কাটাইতে চাহেন, তাঁহারা ঐ ব্যয়ের সমুদায় টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে এই নিয়মে পাইবেন যে, সমুদায় ব্যয়ের (⅓) এক তৃতীয়াংশ টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাদিগকে দান করা যাইবেক। বাকি (⅔) দুই তৃতীয়াংশ তাঁহারা নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে পরিশোধ করিবেন। এই নিয়মে গবর্ণমেণ্ট হইতে টাকা লইয়া, এই জেলার ২। ১ জন সুচতুর লোক, কেহ পুষ্করিণীর চাল চাঁচিয়া পুষ্করিণী নূতন দেখাইয়া, কেহ বা সামান্যরূপ পঙ্কোদ্ধার করাইয়া, উন্নত পাহাড়ের তার উপরে মাটী ফেলিয়া, উচ্চ করিয়া পাহাড় প্রস্তুত করিলেন ও তাহাতে ব্যয়াধিক্য দর্শাইয়া, কিছু কিছু লাভ করিয়া লইলেন। কিন্তু দুঃখী লোকের মা বাপ নাই এ চিরপ্রচলিত কথা। অনেক পল্লিগ্রামবাসী কৃষিলোক, লেখা পড়া প্রায়ই জানেনা, গবর্ণমেণ্টের এসকল হুকুমের ধারও ধারে না; প্রায় কেবল আপন আপন জমিতে শরীর খাটাইয়াই জীবন যাপন করে ও কেবল খাজানা দিবার সময় জানিতে পায় যে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের নিকট হইতে প্রতি টাকায় ৫ এক পাই হিসাবে রোডসেস্ ট্যাক্স লইতেছেন। সেই সকল গ্রামবাসী মনুষ্য নামধারী জীবদিগের অবস্থা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, তাহারা এক পোয়া, দেড় পোয়া, কোথাও বা অর্দ্ধ ক্রোশ দূরস্থ জলাশয় হইতে জল আনিয়া পান করিয়া জীবনধারণ করিয়াছে। সে সকল গ্রামে এমন একটী সুচতুর সঙ্গতিপন্ন লোক নাই যে, একটী পুষ্করিণী কাটাইয়া দিয়া জলকষ্ট নিবারণ করে। অথচ এস্থানে জমিদার বা গবর্ণমেণ্টেরই করা কর্ত্তব্য, কিন্তু জমিদার মহাশয়েরা সহজে টাকার ঝুঁকিতে যাইতে চাহেন না; গবর্ণমেণ্টও প্রজারা না জানাইলে সকল গ্রামের অবস্থা বিশেষরূপে জানিতে পারেন না। আমরা জানি, কয়েকটী বড় বড় জমিদারের প্রজাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া, আমরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে উপদেশ দিলেও তাহারা জমিদারের ভয়ে, পুষ্করিণীর নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রার্থনা করিতে পারে নাই। তাহারা বলিয়াছিল, পাছে গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের সহিত তাহাদিগকে পুষ্করিণী কাটাইতে বাধ্য করেন ও জমিদার মহাশয়গণ সেই রাগ আমাদিগের উপর তুলেন। এই নিমিত্তই বক্ষ্যমান কয়েকটী গ্রামের প্রজাগণ, পুষ্করিণীর নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে বলিলেও, উপকার হইবার আশা থাকিলেও, সাহস পূর্ব্বক করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বোক্ত জলকষ্ট নিবারণ নিমিত্ত, সরস্বতী নদী কাটাইয়া দামোদরের শাখার সহিত যোগ করিয়া দিলে, হুগলী জেলার অনেক গুলি গ্রামের উপকার হইতে পারে। তজ্জন্য আমরা অত্রস্থ কমিশনার সাহেবের নিকটে একখানি দরখাস্ত করাইয়া ছিলাম, প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, সরস্বতী খাল কাটাইবার নিমিত্ত আমিও গবর্ণমেণ্টে একবার লিখিয়াছি; পুনরায় তোমাদিগের এই দরখাস্তের সহিত, আর একখানি পত্র লিখিব ও যাহাতে কাটান হয় এমত চেষ্টা করিব। কোন কোন বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রে দেখিয়াছি, নাকি সরস্বতীখাল কাটাইবার গবর্ণমেণ্ট হইতে হুকুম হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত ত কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব উদ্যোগী হইয়া, এই খালটী কাটাইয়া দেন, তাহা হইলে অনেকগুলি গ্রামের বিশেষ উপকার হয়।

মুরশিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহ।

জিলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত ভরতপুর থানার দরিদ্র ব্যক্তিদের উপকারার্থ সরকার হইতে একটী হটেল সংস্থাপিত হইয়াছে এবং অন্য অন্য স্থানেও হইয়াছে কিন্তু ভরতপুর হটেলে একটী আশ্চর্য্য বিষয় শুনিলাম, কোম্পানি বাহাদুর দরিদ্র লোকের উপকার জন্য যাহাকে দান ও কাহাকে অন্ন দিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছেন তাহার মধ্যে আমলা মহাশয়েরা চাল নষ্ট করিতেছেন। হঠাৎ এক দিবস জেলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত চৌকী কান্দির রিলিফ কার্য্যে মাজেষ্ট্রেট জুন সাহেব মহোদয় তথা যাইয়া চাউলের গোলা তদারক করিয়া চাউল কম দেখেন। এবং চাউল চুরি সাব্যস্ত হওয়ায় আমলা ভায়া মহাশয়দিগকে জিলাতে চালান দিয়াছেন। এক্ষণে কর্ম্মচারিদিগের অবস্থা কিরূপ হয় বলিতে পারিনা যে মত হয় পরে আপনাকে জানাইব।—

২। এতদ্দেশে অদৃষ্টে এবার কি আছে বলিতে পারা যায় না। ইতি পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিম কোণে ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, এবং ২৬শে তারিখ রাত্রে অনুমান ১০ টার সময় পূর্ব্ব দিক্ হইতে বাক্সাকার একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উদিত হইয়া বায়ু কোণে বিলীন হয়। এই আলোক দৃষ্টি করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ প্রায় মূর্চ্ছাগত হয়। এ যে কি পদার্থ আমরা বলিতে পারিনা। আরও উপরোক্ত তারিখে রাত্রিতে প্রায় মিনিটে২ উল্কাপাত হইয়াছিল ইহাতে অনেক বৃদ্ধ লোক কহিতেছেন, এবার দেশের পক্ষে অতিশয় অমঙ্গল!—

৩। জলাভাবে এতদ্দেশে হাহাকার রব উঠিয়াছে। সকলে চাতকের ন্যায় আশা করিতেছে কিন্তু এপর্য্যন্ত বিন্দু মাত্র বারি বর্ষণ হইলনা। ডাঙ্গা জমি সকলে ইতি পূর্ব্বে উত্তম আবাদ হইয়াছিল, এক্ষণে জলাভাবে সমস্ত মরিয়া গেল; দুই এক সপ্তাহ জল না হইলে সমস্তই নির্ম্মূল হইবে। হৈমন্তিক ধান্য বন্যার জলে অধিকাংশ আবাদ হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে উক্ত জমি সকলে বিন্দু মাত্র জল লক্ষিত হইতেছেনা। ময়ূরাক্ষী নদীর বন্যাতে অনেক ধান্য বালি চাপাতে নষ্ট হইয়াছে।

৪। জেলা মালদহের নিম্ন দিয়া মহানন্দা নদী প্রবাহিত। বর্ষাকালে ঐ নদী অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠে মহানন্দার জল চাপা ও গভীর; এবং নদীর অনেক বাঁক্ এই জন্য কেহ২ এই নদীকে "আট বাঁকী" বলিয়া থাকে। এই নদীতে প্রতি বৎসর অনেক নৌকা ডুবে; মহাজনের অতিশয় ক্ষতি হইয়া থাকে। এবং প্রতি বৎসর প্রায়ই দুই একটী জীব হত্যা হয়। গত ৮ই শ্রাবণ সন্ধ্যার সময় কতক গুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক বালক সহিত মহানন্দা নদী দিয়া নৌকা যোগে রথ দেখিবার উপলক্ষে যাইতেছিলেন ইতি মধ্যে হঠাৎ ঝড়িও তুফান্ হওয়াতে নৌকা খানী জল মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং কয়েক জন সন্তরণ করিয়া ও কয়েক খান নৌকার সাহায্যে বাঁচিয়াছে।

৫। জিলা মালদহে ইতি পূর্ব্বে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে জলাভাবে চাষাদির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। লোকের মনে আশা ছিল বিগত আমাবস্যায় জল হইবে, কিন্তু কিছু মাত্র বারিবর্ষণ হয় নাই; দুই এক সপ্তাহ জল না হইলে সমস্ত নষ্ট হইবে।

৬। এই জেলাস্থ ইংরেজ বাজার প্রভৃতি স্থানে আশু ধান্য ও হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা বড় মন্দ নহে কিন্তু আরও জলের আবশ্যক। আইহো, মুচিয়া, নেমুয়া, গিলাবাড়ি, প্রভৃতি স্থানে চিনা, মাকুই, খেরি, শামা, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়াছে; জলাভাবে ইক্ষু সুচারু রূপ হয় নাই।

৭। এই জেলার এলাকাস্থ কালীয়াচক নামক রিলীফ্ কার্য্য অতি সুন্দর রূপ নির্ব্বাহ হইতেছে; রিলীফ্ মেম্বর গণ দীন দুঃখী দিগকে নিয়মত রূপ তণ্ডুলাদি দান করিতেছেন। ভরসা করি এই রূপ কার্য্য যদি অন্যান্য স্থানে হয় তাহা হইলে এবৎসর দীন দরিদ্র লোক উপস্থিত দুর্ভিক্ষানলের করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনায়াসে প্রতিপোষিত হইবে।

৮। এই জেলায় রেশম বড় মন্দ হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটী হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য নিতান্ত অশ্লীল ও সুরুচিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হইবে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্ এ
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল
কদমতলা, চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
৩০ নং রাজা কালী কৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

পুস্তক	মূল্য	মাসুল
বঙ্কিমবাবুরকৃত,		
দুর্গেশনন্দিনী,	১৷০	৶০
মৃণালিনী,	১	৶০
কপালকুণ্ডলা,	১	৶০
বিষবৃক্ষ,	১	৶০
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত,		
যুগলাঙ্গুরীয়	৷/১০	/০
ইন্দিরা,	৶১০	/০
রাধারাণী,	৷/১০	/০
হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত,		
ব্যায়াম শিক্ষা	৷০	/০

শব্দ কল্প দ্রুম।

মহাত্মা স্তর রাজা ৺ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত উপরি উক্ত মহাকোষ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি মাসে ২০ ফরমার একএক—খণ্ড করিয়া বাহির হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্যই এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাসুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার ৩০ নং রাজাকালী কৃষ্ণর লেন শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাকমাসুল সমেত পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। নবম খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী খণ্ড সকল মুদ্রিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট পাকা গোঁপ ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিবার অব্যর্থ ঔষধ আছে। মূল্য ১৷০, ১৫ দিবসান্তর ব্যবহার করিতে হইবে। প্লীহারও উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে, মূল্য ১ টাকা, চারি দিবস সেবন করিতে হইবে মাত্র। শূলরোগের ঔষধ মূল্য ৷০ আনা। গরল ঘায়ের চমৎকার ঔষধ আছে, ৭ দিবস ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে। মূল্য ২ টাকা। যাহার রোগের অবস্থা আছে, রোগ কি প্রকার জানিতে পারিলে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। চুঁচুড়া কদমতলার ১৯৮ সংখ্যক ভবনে ডিস্পেনসারিতে প্রাপ্য।

শ্রী শ্রীকান্ত শর্ম্মা,
জনৈক ম্যানেজার হিন্দুস্কুল চুঁচুড়া।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধরণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাঁহার মূল্য প্রেরিত হইবে তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর,
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনর্স্ অফিস, কলিকাতা।
ইনি কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

FOR SALE.

A two-storied house in good order, with a large compound measuring about 15 cattahs of land, with a number of fruit trees, at Panchrokey, a mile west of Hooghly Railway Station. For further particulars, apply to

Chundra Nauth Neogy,
Pay Examiner's Office, Calcutta.

হিন্দুবিলাসী।

বিগত ৪ ঠা শ্রাবণ হইতে "হিন্দুবিলাসী" নামক এক খানি ডিমাই ১২ পেজি আকারে মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য রহস্য কৌতুকি নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	১
" ষন্মাসিক	...	৷৷/০
" প্রতি খণ্ডের	...	৵০
[illegible]	...	৷/০

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা "হিন্দুবিলাসী" সম্পাদক বলিয়া চুঁচুড়া মিসনবিদ্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	...	...	৬৷৷০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	...	...	৩৷৷০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	...	...	২
মাসিক	...	...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	...	...	৶০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কাদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রী পাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

২০৯

সাধারণী

২ ভাগ { চুঁচুড়া—১৫ই ভাদ্র। রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ৩০ শে আগষ্ট ১৮৭৪ খৃঃঅব্দ। { ২০ সংখ্যা।

শিক্ষানবিশের

পদ্য।

এই নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ছয় আনা। পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। অবিকল ভাষানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। অনুবাদ কিরূপ, তাহার নমুনা দিয়ে দিলাম,

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার

Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll,
সুনীল গভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসিবায়।
Man marks the earth with ruin—
ধরাধাম ধ্বংশ করে মানবের বল,
his control.
Stops with the shore;
নর গরিমার সীমা সাগর বেলায়,
upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of mans ravage, save his own,
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায়,
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে ;মানব যখন
When, for a moment, like a drop of rain
সহসা সাগর গর্ভে বৃষ্টি বিন্দু প্রায়
He sinks into thy depths with bubbling groan
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কেবল ভগন
Without a grave, unknell'd uncoffin'd and
unknown.
সে দেহ বহন করে ? কে করে বহন ?/
কেবা হরি বোল বলে ? কে করে ক্রন্দন ?

বিজ্ঞাপন।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটী হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য নিতান্ত অশ্লীল ও সুরুচিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হইবে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ৷০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্ এ
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল
কদমতলা, চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
৩০ নং রাজা কালী কৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

হাকিম এবং উকীল।

আজি প্রায় ১৫ বৎসর হইল একজন আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে 'সাতক্ষীরা মহকুমার অমুক উকীল সর্ব্বপ্রধান। সে দিবস ডেপুটী বাবুর সহিত কোন আইন সম্বন্ধে বাক বিতণ্ডা হওয়াতে, উক্ত উকীলবাবু হাকিমের সম্মুখে আপনার আইনের পুস্তক খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন।" একি কম আইনজ্ঞের কথা!

কথাটী অনেক দিনের হইলেও অদ্যাপি আমার মনে আছে। মধ্যে মধ্যে যেখানে সেখানে এইরূপ কথা শুনিতে পাই বলিয়াই আমি ইহা বিস্মৃত হই নাই। গতবৎসর বি এল উপাধিক একজন সুযোগ্য বন্ধু বলিয়াছিলেন, যে 'তাঁহাদিগের জেলার সরকারী উকীল বাবু গট গট করিয়া আসিয়া একখানা কেদারা টানিয়া লইয়া বসিলেন; পরে জূতা সমেত পদদ্বয় টেবিলের উপরে তুলিলেন। বাস্তবিক তিনি কোন হাকিমকে দৃকপাত ও করেন না।" উকীল মহাশয় পসার করিবার কৌশল বেশ জানেন!

অনেকে জানেন, একজন ইংরাজ বারিষ্টার মফঃস্বলে কেমন পসার করিয়াছেন। তিনি আইন কানন যত বুঝুন না বুঝুন, হাকিম দিগের সহিত বাক বিতণ্ডায় বড় পটু। কথায় কথায় দম্ভ করিয়া (Bully) হাকিম দিগকে কতকথাই শুনাইয়া থাকেন। ইঁহাকে উকীল দিয়া মোকদ্দমা হারিলেও লোকে সন্তুষ্ট থাকে। 'মোকদ্দমা পরাস্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু হাকিমকে কেমন দশ কথা আমার উকীল শুনাইয়া দিয়াছেন" এইরূপ উক্তি দুইতিন বার আমার কর্ণগোচর হইয়াছে।

সে দিবস একজন নব্য মুন্সেফ বাবু এই গল্প করিলেন। যৎকালে তিনি যশোহরে ওকালতী করেন, তখন একদিন সেখানকার কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর সহিত একজন সুযোগ্য উকীলের আইন সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হয়। অল্পক্ষণ পরে হাকিম বলিলেন, আমি তোমার অনাবশ্যক ভুল সওয়াল জবাব শুনিতে পারি না। ইহাতে উকীল বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনাকে অবশ্যই শুনিতে হইবে; আপনি সরকারী চাকর, সাধারণের চাকর অতএব আপনি আমার কথা অবশ্যই শুনিবেন" ইত্যাদি। হাকিমদিগকে গালি দিবার এমনি গুণ যে, সে দিবস উকীল বাবুর আইন পটুতার এবং সাহসের প্রশংসাবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইল। তাঁহার পসার বাড়িল।

উকীল দিগের এইরূপ অবিমৃষ্য কারিতার পরিচয় সকলেই মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকেন। সাধারণ লোকে ইহাকে সাহস এবং আইনপটুতা জ্ঞান করে। সুতরাং পসার বাড়াইবার জন্য, মক্কেল দিগের সন্তোষ সাধন জন্য, দুই একজন উকীল গায় পড়িয়া হাকিমদিগের সহিত ঝগড়া করিয়া থাকেন। আমি কেবল দেশীয় উকীল দিগের কথা বলিতেছি না। বিলাতী বারিষ্টার দিগের এ দোষ আছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে উকীল হাকিম দিগের ভয়ে জড়সড় তিনি কখনই ভাল উকীল হইতে পারেন না। মক্কেল দিগের হইয়া হাকিম দিগের সহিত দুইটা তর্ক বিতর্ক করিবেন ইহা তাঁহার সাহস হয় না সুতরাং তাঁহার পসার করিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কিন্তু হাকিম দিগকে ভয় করা, আর তাঁহাদিগকে মান্য করা, এদুয়ে বিস্তর পৃথক। সাধারণ লোকে ইহা বুঝে না বলিয়াই হঠকারী উকীলদিগের পসার বাড়িয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এরূপ হঠকারিতা থাকিলেই বা ক্ষতি কি? যখন হাকিম সম্প্রদায় এবিষয়ে কোন উচ্চ বাচ্য করিতেছেন না, তখন তোমার (আমার) কি এমন মাথা ব্যথা পড়িয়াছে যে তুমি ইহা লইয়া এত আন্দোলন করিতেছ? এতদুত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে চাহি যে, যাঁহারা এরূপ হঠকারিতার কোন দোষ দেখিতে পান না তাঁহারা বড়ই অদূরদর্শী। ইহার নানা দোষ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধানটী এই—সাধারণ লোকের হাকিম দিগের প্রতি যতটা শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকা উচিত তাহা থাকে না।

দ্বিতীয় দোষ এই যে, হাকিম এবং উকীল

সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব। অনেকে একথা স্বীকার করিবেন না, কিন্তু আমার ইহা দৃঢ় প্রত্যয়। অন্যূন তিন বৎসর হইল গুপ্তিপাড়ার একটী গণ্য মান্য ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধে দীপান্তরিত হইয়াছেন। একজন বড় আইনজ্ঞ ইংরাজ হাকিম তাঁহার বিচার করেন। বাবুটী ধনী, সুতরাং তিনিও একজন আইনপটু বারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কিছুতেই বাবুর রক্ষা হইল না; পরে অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, উক্ত বারিষ্টারকে দেওয়াতেই তাঁহার এত শাস্তি হইয়াছে; কারণ উক্ত হাকিমের ইঁহার প্রতি জাতক্রোধ ছিল। একথা মিথ্যা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু লোকের এইটী মুখে আনাই দোষের কথা। এইরূপ আরও অনেক গুলি মোকদ্দমার কথা আমাদের জানা আছে।

ইহার আর একটী দোষের কথা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। হাকিম দিগের মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের হস্তে একটী ব্রহ্মাস্ত্র দেওয়া হইয়াছে। আদালতের অবমাননা অপরাধে হাকিমগণ যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। হাকিম মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে এই অস্ত্র নাড়া চাড়া করিয়া থাকেন। যে সময়ে অবমাননা সূচক বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগের রক্ত গরম হইয়া উঠে এবং ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকেনা, সেই সময়েই তাঁহারা এই অমোঘ অস্ত্রের চালনা করিয়া থাকেন। সুতরাং অনেক স্থলে ইহা অযথা স্থলে নিক্ষিপ্ত হয়। আমি বাড়ি বসিয়া হাকিমের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলাম, অমনি হাকিম আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন। এরূপ একবার ঘটিয়াছিল। টেলার সাহেবের বিচার সকলেরই স্মরণ আছে। বাস্তবিক অস্ত্রটী প্রায়ই অযথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে বলিয়াই ইহার প্রতি আমাদিগের কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছে। সুতরাং যখন কোন হাকিম কাহাকেও এই দোষে দণ্ডিত করেন, তখন তাঁহার প্রতি আমরা বড় ক্রুদ্ধ হই। এবং সেই হাকিমকে কতই নিন্দা করিয়া থাকি। বলিয়া থাকি, এমন "গোঁয়ার মূর্খ হাকিম" আমরা কখন দেখি নাই। হাকিম গণও ইহা বেশ জানেন। এইজন্য তাঁহারা হঠকারী উকীল দিগের বাক্য যন্ত্রণায় বিরক্ত হইলেও, তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করেন না। এবিষয়ে অনেক উকীলের মত এই যে, হাকিমেরা অনেক গলতি কাজ করিয়া থাকেন, সুতরাং উকীল দিগকে ভয় করেন বলিয়াই তাঁহাদের উপর পীড়াপীড়ি করেন না। আমরা বলি যদি উকীল দিগের সহিত হাকিম দিগের এরূপ কোন চুক্তি থাকে, যে তাঁহারা বেআইনী কার্য্য করিবেন, কিন্তু উকীলেরা তাহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে পারিবেন না, তবে হাকিম দিগকে অবশ্যই মধ্যে মধ্যে কটু কাটব্য শুনিতে হইবে। রাগ করিলে চলিবে না।

তবে বাস্তবিক কি সকলই হাকিমদের দোষ? না। অনেকটা ইংরাজী আইনের দোষ। অবশিষ্ট হাকিমদিগের উন্নতির এবং উকীলদিগের পসার বৃদ্ধির চেষ্টার দোষে হইয়া থাকে। শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বিচারগৃহে বসিয়া, শ্বেতাঙ্গ বিধাতাপুরুষ চস্‌মা নাকে দিয়া কি দেখিতেছেন? কোন হাকিম মাসে মাসে কত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেছেন, তিনি তাহাই দেখিতেছেন। যে হাকিম গণনায় বেশি মোকদ্দমা করিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গ পুরুষ তাঁহার বেতন বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন। বাস্তবিক আজি কালি এমনই সময় পড়িয়া আছে যে, যিনি যত বেশি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন তাঁহার ততশীঘ্র উন্নতির সম্ভাবনা। সুতরাং হাকিমদিগের মধ্যে হুল স্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কাছারি মাত্রেই মৎস্যের বাজার হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, হাকিমরা ত এইরূপ তড়ি ঘড়ি বিচারে চেষ্টিত, কিন্তু উকীল মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে দ্রুত যাইতে দেন না। উকীল দিগের স্বভাব বার বার এক কথা বলা, নহিলে বক্তৃতাটী বড় ক্ষুদ্র হইয়া উঠে। সুতরাং হাকিম উকীলে বাকবিতণ্ডা, পরে মনান্তর, পরে বিদ্বেষভাব।

কপিঞ্জলের খেদ।

নিঃশব্দ নিশীথ, মহানগরী নিংস্তব্ধা ; দূর হইতেই হেয়ারষ্ট্রীটের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। কপিঞ্জল ইংলিশম্যান্ ভগ্নস্বরে বলিতেছেন ; হা ; হতোঽস্মি! হা দগ্ধোঽস্মি! রে পাপকারিন্ পিশাচ পাঁচু পাইক্ এতদিনে তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল! রে ইংরাজ কুলকলঙ্ক দুশ্চরিত্র চণ্ডাল স্মিথ্! আমার নিরার্স্ত কোন অপরাধ করে নাই। রে দাক্ষিণ্যশূন্য কঠোরকান্তরক্ষঃ ফীয়ার, এই দুর্বিসহ নিদারুণ আদেশ প্রদান কালে, তোর হৃদয় বিদীর্ণ হইল না?

শ্বেতাঙ্গগণ দেখিতে পাইতেছ না; তোমাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে। ইরাজরাজলক্ষি! তুমি এতদিনে বিধবা হইলে। সত্য! অনাথ হইলে। ধর্ম্ম! নিরাশ্রয় হইলে। প্রতাপ! আর তোমার ভারতে স্থান নাই, অতঃপর পয়োধি পারে পশ্চিম প্রদেশে পলায়ন কর। শাসন! আর ভারতে তোমার মুখ দেখিতে পাইল না; তুমি এখন প্রুসিয়ায় গিয়া অবস্থান কর। বল, বীর্য্য, সাহস! তোমরা আর এ বিচারক্ষেত্রে থাকিয়া কি করিবে? যাও আফ্রিকায় যাও, অষ্ট্রেলিকায় যাও, অকূলসাগরে ঝাঁপদিয়া প্রাণত্যাগ কর।

হায়! এ ভারভূতজীবনে আর প্রয়োজন কি? এক্ষণে সুহৃৎ শূন্য, সহোদর শূন্য হইয়া কোথায় যাইব? কি করিব? সকলই অন্ধকার ময় বোধ হইতেছে; বোধ হইতেছে মহাপ্রলয় আগত; নিয়ার্স্ আলিপুর কারাগারে, আর আমি এই কলিকাতা হেয়ারষ্ট্রীটে থাকিয়া কিছু করিতে পারিলাম না! ও হো হো! এদুঃখ যে মরিলেও যাবে না গো। ওগো বিলাতের লোকের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব গো! ওগো কেন এমন হলো গো! এ যে স্বপ্নেও ভাবি নাই গো। বুক ফেটে যায়! বুকফেটে যায়! বুকফেটে যায়!

জলকষ্ট।

মনুষ্যে মনুষ্যের অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে পারে; এক রাজ্যের খাদ্যজাত অন্য দেশে প্রেরিত হইতে পারে; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় রাজা বিদেশ হইতে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া প্রজার গৃহে গৃহে বিতরণ করিতে পারেন; প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন যে, যাহাতে একজনও প্রাণবিনষ্ট না হয় এরূপ চেষ্টা করা হইবে; অন্নকষ্ট নিবারণার্থ এরূপ সকলই হইতে পারে,—কিন্তু দেশ মধ্যে একবার জলাভাব হইলে, বিষম বিভ্রাট হয়। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পরিবার মধ্যে জল বিতরণ করা অসাধ্য। সেইজন্য আমরা জলাভাব আশঙ্কা করিয়া বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহার নিবারণোপায় অবলম্বন করিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি। জলাভাব নিবারণোপায় কি কি, তাহা সকলেই জানেন। যে সকল পুরাতন খাল এখন শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে জল লইয়া যাওয়া, গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী খনন, ও কূপ খনন। এ তিনের এখনও প্রায় কিছুই করা হইল না। লোক এখনও দেবতার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে; আজি ভাদ্রমাসের অর্দ্ধেক যায়, তথাপি এখনও দেবতার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে। কথায় কথায় বলিয়া থাকে, দেব স্বষ্টি নাশকঃ, এটি ঘোর মিথ্যা কথা। দেবতারা স্বষ্টিস্থিতি প্রলয় সকলই করিয়া থাকেন; দেবতার ভরসা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা ঘোরতর মূর্খত্বের পরিচয় প্রদান করা মাত্র। দেবতার ভরসা করিতে নাই। দেবতা ভরা নৌকা ঘাটে আনাইয়া ডুবাইয়া দেন, মাতৃক্রোড় হইতে সন্তান রত্ন হরণ করিয়া লয়েন।

হলাহলবরভীষণঅজগর, কঠোরনির্ঘাদী অশনিপাত, সংসারবিপর্য্যয়করভূমলবিষম ভূকম্পন, ভয়ানকমহামারী, অকূলজলপ্লাবন এসকলই দেবতার কীর্ত্তি, তোমার আমার নয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ত্রিশ সালের বন্যা এ সকলইত দেবতায় করিয়াছে। তবে আর দেবতার ভরসায় বসিয়া থাক কেন? কাপুরুষেই বলিয়া থাকে, যে "দেবতায় দিবে দেবতায় করিবে"। চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। পরের উপকার করিবার আর এমন সময় পাইবে না। ধনের সদ্ব্যয় আর এমন নাই।

গত পাঁচমাস মধ্যে কেবল খন্নান ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে সামান্য ঘরের পাঁচ সাতটি কুলকামিনী কুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইহারা দরিদ্রা ও বিধবা; দিবারাত্রি বহুদূর হইতে জল আনিতে না পারিয়া নরকাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের কথা আর কি আছে? দেশে এইরূপ জলকষ্ট, আর যাঁহারা সেই কষ্ট, মনে করিলে নিবারণ করিতে পারেন, তাঁহারা যদি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধার দিন দিন বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র কি? তাহাই হইতেছে। আমরা নানা স্থান হইতে জমীদারদিগের জড়তা-বিবরণ-বাহী পত্র পাইতেছি। নর্থব্রুক পদার্পণে যদি কেবল ঢাকার জমিদারেরা লক্ষ দুইলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারেন, তবে পুণ্য সঞ্চয়ার্থ প্রজা রক্ষার্থ, বাঙ্গলার জমীদারেরা যে চিরদিনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন, একথা আমরা বিশ্বাস করিব না। ভরসা করি আমরা আশ্বিন মাসের মধ্যে জলকষ্ট নিবারণোপায়ের দীর্ঘ তালিকা পাঠককে উপহার দিতে পারিব।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে চতুর্বিংশতি পাক্ষিক রিপোর্ট পাঠে জানাগেল যে, প্রায় সর্ব্বত্র জলের জন্য হাহা রব উঠিয়াছে। কটক, ছোটনাগপুর, এবং দক্ষিণ বেহারে উত্তমরূপ বৃষ্টি হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান এবং দক্ষিণ ত্রিহুতের অবস্থা অতি মন্দ। বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে, এবং ত্রিহুত, রাজসাহী ও মুর্সিদাবাদ জেলায় জল না হইলে আর চলে না।

হৈমন্তি শস্যের অবস্থা মোট ধরিতে গেলে ভালই বলিতে হইবে। কেবল স্থানে স্থানে বন্যা হওয়াতে কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

শস্যের মূল্য অনেক স্থানে পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে; দুই এক স্থানে বরং কিছু কমিয়াছে; কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, সারণ, পুরী, এবং হাজারিবাগে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। বর্দ্ধমানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাড়িয়াছে। পূর্ব্বপক্ষে টাকায় এখানে ১২ সের ৩ পোয়া চাউল পাওয়া যাইত, এক্ষণে ১১ সের ১ পোয়ার অধিক পাওয়া যায় না।

বিগত পক্ষে রিলিফ কার্য্যে ৪৫৩, ৪৮৬ জন খাটিতেছিল, এ পক্ষে ৪২৬,৭৩৮ জন খাটীতেছে।

গত পক্ষে হুগলি জেলায় ৮,১৯৪ জন দাতব্যালয়ের সাহায্য লইতেছিল, এপক্ষে ১৭, ৭৬৮ জন লইতেছে। জুলাই মাসে বঙ্গ দেশ হইতে ২৯৪,০৬০ মণ খাদ্য শস্য রপ্তানি হইয়াছে; কিন্তু কেবল কলিকাতায় ২২৮,৫৭০ মণ আমদানি হইয়াছে।

পাটনা জেলায় বিগত ১৫ দিবস মধ্যে, দুর্ভিক্ষের জন্য ২,৬৭,২৯৯ টাকা ১৩ আনা ৯ পাই খরচ হইয়াছে। পাটনার কলেক্টর বলেন যে, সেখানে প্রায় দুর্ভিক্ষ অপনীত হইয়াছে, সুতরাং তিনি আর পাক্ষিক রিপোর্ট লিখিতে চাহেন না।

সারণের মাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছেন যে, নীল কুঠির সাহেবদিগের মুখে তিনি শুনিয়াছেন যে সারণজেলার স্থানে স্থানে আদপে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। এ পক্ষে সারণ জেলায় ২,১৬,২৮০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, [illegible] ধ্য নীলকর সাহেব দিগের হস্তে ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং নীলকরেরা ত দুর্ভিক্ষ আছে বলিবেনই।

মুঙ্গের জেলায় ৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছে। টাকা দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের পোয়া বার।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিস্যনর আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অধীনে ইউরোপীয় পরিদর্শক নাই বলিয়া, ভালরূপ কার্য্য চলিতেছে না। দেশীয় পরিদর্শক রাখাতে মিছামিছি অনেককে দাতব্য দিতে হইতেছে। ইউরোপীয় পরিদর্শক রাখিতে গেলে অনেক মাহিয়ানা দিতে হইবে, সুতরাং বৃথা দাতব্য নিবারণ করাতে গবর্ণমেণ্টের যে টাকা বাঁচিবে তাহা এই মহাত্মারা ভোগদখল করিবেন

সন্দেহ নাই। আক্ষেপের বিষয় আমাদিগের কমিস্থনর ইহা বুঝেন না।

বক্‌লাণ্ড মহোদয় বলেন যে, কালনার ডেপুটি বাবু তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছেন! কাটোয়ায় দুর্ভিক্ষের জন্য অধিক খরচপত্র হইতেছে দেখিয়া ইহাঁর হিংসা হইয়াছে, সুতরাং ইনি কালনার দুর্ভিক্ষ আনিতে চাহেন। ডেপুটি বাবু কমিস্থনরের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়াছেন। বৰ্দ্ধমান মহারাজার রিপোর্ট পাঠে জানা গেল যে, কালনায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এইজন্য কালনা থানায় মহারাজ নূতন পাঁচটি গোলা খুলিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। এক্ষণে বক্‌লাণ্ড সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, মহারাজা কেন এত আড়ম্বরি করিতেছেন? তিনি কি ডেপুটী বাবুর মত ঈর্ষা পরবশ হইয়া এরূপ লিখিয়াছেন? বক্‌লাণ্ড সাহেব বলেন, হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের সহায়তার জন্য একজন ইউরোপীয় পরিদর্শকের নিতান্ত আবশ্যক। চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটির মধ্যে ধরমপুরে যে ডাকাতি হইয়াছিল, তাহার একজন ডাকাত ধরা পড়ায়, সে এইরূপ বলে যে, সে গরিফার কলে চাকরি করিত, পরে খাদিনার অন্নচ্ছত্রে অনায়াসে অন্ন খাইতে পাইবে জানিয়া সে চাকরি ছাড়িয়া দেয়। অবশেষে দুষ্টলোকের পরামর্শে একটা স্ত্রীলোকের বাটীতে ডাকাতি করিতে যায়।

সমালোচন।

কল্পতরু। শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ক্যানিঙ লাইব্রেরী শ্রী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

কল্পতরু হুতোম পেঁচার মত, অথচ হুতোমের নকল নহে। হুতোম হইতে এই গ্রন্থ কতক ভাল, কতক মন্দ। হুতোম হাসিতে কাঁদিতে দুই জানে, কাঁদাতে পারুক আর নাই পারুক, কাঁদিতে জানে। বহুদিনের মরা টীয়া পাখিটী আবার ফিরিয়া আসিবে বলিয়া তাহার পিঞ্জরটী হুতোম অতি যত্নে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল, হুতোম কাঁদিতে শিখিয়াছে। আর হুতোম আপনি হাসিয়া পরকে হাসায়। অৰ্দ্ধ-কোটর-প্রবিষ্ট পেচক যখন আপনার সেই অৰ্দ্ধ-কোটর-প্রবিষ্ট-চক্ষুঃ ঈষৎ রক্তিম করিয়া থল থল হাস্ত করে, তখন সে ফোলা গালের খোলা হাসি দেখিয়া শুনিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। হুতোম আপনি হাসে দেখাদেখি সকলে হাসে। কল্পতরু আপনি কখন হাসেও না কাঁদেও না। অথচ অনর্গল লোককে হাসাইতে থাকে। লোক হাসাইতেই কল্পতরুর মর্ত্তো আবির্ভাব। কল্পতরু টিপি টিপি কথাগুলি বলে, লোকে কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠে, কল্পতরু নিস্তব্ধ হইয়া থাকে, যেন কিসের জন্য লোকে হাসিতেছে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সকল কথাই বিলক্ষণ বুঝে, স্থূল কথা কল্পতরু বড় চতুর। কল্পতরুর লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"রামদাসের বয়স ৩০।৩২ বৎসর। গলা অবধি হাঁটু পর্য্যন্ত, তাহার দৈর্ঘ সওয়াগজ; মাথা অবধি পা পর্য্যন্ত ধরিলে দুই গজের ন্যূন হইবে না। বক্ষঃস্থলে শরীরের বেড় এক গজের কিছু বেশী বেশী। মাংসপেশী সমস্ত বিলক্ষণ পুষ্ট, হাড় খুব মোটা মোটা। কেশ মোটা ও রুক্ষ। শরীরের রং কালো, আবলুশ কাষ্ঠ হইতে করসা কিন্তু কর্কশ। দশ পনর দিন অন্তরে নাপিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, সুতরাং মুখ প্রায়ই পরিপাটী দেখাইত না। কই নটে চোখের তারা দুটী ভ্রমরের মত কাল কিম্বা একরঙ্গা নয়, রামধনুর মত সাত-রঙ্গাও নয়, মাঝা মাঝি। ইহার শরীরের আয়তন এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আমরা যে প্রকারে জানিলাম, তাহা পাঠকবর্গের অগোচর রাখা অকর্ত্তব্য। একটা চাপকান তৈয়ার করিবার জন্য একজন দরজীকে রামদাস বরাত দিয়াছিলেন, তৈয়ার হইয়া আসিলে পর কিছু কশা কশি হইয়াছি বলিয়া রামদাস দরজীর নিকট চাপকান কাড়িয়া লন, এবং তাহার বেতনের পরিবর্ত্তে গালি দিয়া বিদায় করেন। চাপকানের কাপড় দরজী নিজ হইতে দিয়াছিলে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রামদাস দালালী করিত। রামদাস কুলীন ব্রাহ্মণ, কলিকাতায় তাহার শ্বশুরের বাসায় আহারাদি হইত, সুতরাং যাহা উপার্জ্জন তাহাই সঞ্চয়। রামদাস দালালী ভিন্ন অন্য উপায়ে উপার্জ্জন করিত কি না পরে দেখা যাইবে।

রামদাস ফিরিয়া আসিল। সে চুলে যে পারিপাটি সম্ভবে, তাহা করা হইয়াছে। লাল-ফিতে-পেড়ে ধুতি মলিন বসনের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। গায়ে একটা শাটিনের ফতুই। যেখানে নরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন, সেই খানে বাক্সের ভিতর আতর ছিল, রামদাস সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। গদিয়াল বাবু উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার এক জোড়া শাল গায় দিল; এক জোড়া জুতা পড়িয়াছিল রামদাস পায় দিল। যাঁহার জুতা তিনি নিষেধ করিলেন। রামদাস 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে' এই মহাবাক্যের সার্থকতা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে রামদাস বলিল 'বাবু, সঙ্গে টাকা আছে ত? না থাকে, ধার করিতে হয়? + + + + ভিতর হইয়া ত যাইতে হইবে। বাবু, তোমরা ত লক্কা পায়রা। বড় লোক, নাড় কেনি

মার, আর ঘুরে ঘুরে বেড়াও। হায়, হায়, হায় হায়। রং দাও, খালিদাও'।

নরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াও বুঝিলেন না। নবীন ব্রাহ্মের সংস্কার ছিল কাহার মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কি জানি রামদাসের বিরুদ্ধ-বাদী হইলে পাছে তাহার মনে ক্লেশ জন্মে; বিশেষতঃ সাধু অভিপ্রায়ে নরক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, এবং যাওয়াই উচিত—নরকের যদি কোন হিত করিতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত, সর্ব্বত্রই জ্ঞান লাভ করাযাইতে পারে—'কুস্থানাদপি কাঞ্চনং'।

আবার নরেন্দ্রের মনে এই ছিল, তিনি সুশ্রী।

কতকদূর পদব্রজে গিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করা হইল। দুইজনে গাড়ীতে উঠিলেন। কিন্তু সে গাড়ী বাসা পর্য্যন্ত যায় নাই, তাহা আমরা জানি, আর কিছু বলিতে পারি না।"—

এতদূর বলাও ভাল হয় নাই। ইটি কল্পতরুর আর একটি দোষ। যে স্থলে গাড়ী কোথায় থামিল তাহা বলিতে লজ্জা হয়, সে স্থলে এরূপ গাড়ীপর্ব্ব গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত না করাই কর্ত্তব্য। সত্য বটে সকলেই যদি পঙ্ক-পরিহার করিয়া দূরে অবস্থান করে তাহা হইলে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া কি সকল ভদ্রলোকেই স্বহস্তে কৰ্দ্দম উত্তোলন করিবে? তাহা কর্ত্তব্য নহে। সমাজ সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়া সাহিত্য দূষিত করা শ্রেয়ঃ নহে। বিশেষ কল্পতরু সমাজ কাঠামর কেবল পশ্চাদ্ভাগেরই সমালোচন করিয়াছেন; সম্মুখের সুন্দর মূর্ত্তির পর্য্যালোচনা না করিয়া, যেদিকে কেবল খড় আছে, আর বাঁকারি আছে, আর কাদা আছে, আর দড়ি আছে, সেই দিকেরই চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। এটি গ্রন্থের একটি ভয়ানক দোষ। রেনল্ডস্ এই পাপে ইংরাজি সাহিত্য প্লাবিত করিয়াছেন. তাহার অনেক অনুকরণ বাঙ্গালায় হইয়াছে, কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। এখন আমরা রামের মত রাজা চাই, লক্ষ্মণের মত ভাই চাই, দশরথের মত পিতা চাই, সীতার মত সতী চাই, সূর্য্যমুখীর মত পত্নী চাই, প্রতাপের মত প্রণয়ী চাই। রাণোর দৌহিত্র পৌত্রকে, রামদাস, নরেন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে জজ সাহেবের সম্মুখে উচ্চাসনে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিলেই যথেষ্ট, তাঁহাদিগকে কাব্য গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাই আর না পাই, তাহার জন্য বড় ক্ষতিবোধ করিব না।

কিন্তু কল্পতরু এই রামদাস নরেন্দ্রকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং আমরা কল্পতরু হইতে আশানুরূপ সুখ পাই নাই।

আশানুরূপ সুখ পাই নাই বটে, কিন্তু কল্পতরু পাঠে কিছু আমোদ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কল্পতরু লিপি-কৌশল-সম্পন্ন ও হাস্যরস পটু।

গ্রন্থে করুণরস নাই; কেন নাই তাহার কারণ গ্রন্থকার নিজেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই স্থলটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদের সমালোচনায় উপসংহার করিলাম।

"অনেক গ্রন্থকার পাঠক পাঠিকাদিগকে কাঁদাইতে ভাল বাসেন; তাঁহাদের কোমল চক্ষুর জল বাহির করিবার জন্য যত্নও করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা কৃতকার্য হইয়া থাকেন। কিন্তু অসাধারণ সৌভাগ্য বলে, আমাদিগকে সে বিষয়ে প্রয়াস পাইতে হইবে না। যিনি ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করেন, তিনি সহজেই রোদন করেন। আর, অর্থ ব্যয় করিয়া আমাদের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিলেও যাঁহার কান্না না পায়, তিনি পরমহংস; কোন প্রকারের উপাখ্যানেই তাঁহাকে কাঁদাইতে পারিবে না, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস। এই সকল বিবেচনা করিয়া নিষ্প্রয়োজনীয় বোধে, আমরা করুণরস লইয়া বড় একটা চলাচলি এপর্য্যন্ত করি নাই।"

হিন্দু বিলাসী। মাসিকপত্র। কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা Chinsurah. Printed by G. C. B. Chikitsaprokash Press.

হিন্দু বিলাসীর প্রথম খণ্ড আমরা দেখি নাই, শুনিয়াছি গ্রন্থকার তাহাতে লিখিয়াছেন, যে, তিনি সমালোচকদিগের জন্য পত্র প্রকাশিত করিতেছেন না. সুতরাং কেহ যেন তাঁহার হিন্দু বিলাসীর সমালোচন না করেন। কিন্তু জুরি মহাশয়েরা যে হেতুক এটী অত্রাদালতের শুনা কথা মাত্র, উপস্থিত নথীতে তাহার কোন প্রকাশ নাই, এবং ১নং আসামীর উক্তি ২নং আসামীর অনুকূলে বা প্রতিকূলে ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য, সুতরাং সেই দরখাস্তের লিখিত বৃত্তান্তে আপনারা কর্ণপাত না করিয়া, এই ২নং আসামীর মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আসামী আপনার সম্ভ্রম স্থাপনার্থ প্রথমেই প্রকাশ করিয়াছেন, যে পত্র 'কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত' তাহাতে অত্রাদালত বিবেচনা করেন, যে সম্ভ্রম স্থাপনার্থ ইহা কখনই চূড়ান্ত প্রমাণ নহে, কেননা কাঁটালপাড়া কিছু বত্রিশসিংহাসন নয়। আর যদিও চুঁচুড়া অত্রাদালতের জন্মস্থান বটে, কিন্তু হিন্দু বিলাসী চুঁচুড়া হইতে মুদ্রিত বলিয়াই আসামী কখন অব্যাহতি পাইতে পারে না; এরূপ করিলে অত্রাদালতের পক্ষপাত করা হয়!

জুরি মহাশয়গণ! হিন্দু বিলাসীর সমুদায় জোবানবন্দী আপনাদের সম্মুখেই লওয়া হইয়াছে, সুতরাং আপনারা স্বাধীন ভাবে সকল কথার বিচার করিতে পারিবেন। তবে যে যে চার্জের সুবিচার জন্য যে যে প্রমাণ দেখা আবশ্যক তাহা বলিয়া দিলে মহাশয়দের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারিবে বলিয়াই আরো গুটিকত কথা বলা কর্ত্তব্য।

প্রথম অভিযোগ 'চুরি।' ইহার প্রমাণার্থ সরকারী উকীল বাবু বঙ্গদর্শনের 'মেঘ,' ও ভ্রমরের 'বৃষ্টি' দাখিল করিয়াছেন, এবং আসামীর 'চঞ্চলা'র সহিত মিলাইয়া দেখিতে বলিয়াছেন। আর সরকার হইতে 'ডন জুয়ান' দাখিল হইয়াছে, উকীল বাবু আসামীর 'বিনোদের' সহিত তাহা মিলাইতে বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ 'পরনিন্দা।' ইহার প্রমাণার্থ সরকারী বাবু নথী হইতে যে সকল স্থান দেখাইয়া দিয়াছেন,

তাহা আপনারা তৎক্ষণাৎ টুকিয়া লইয়াছেন; সুতরাং আর আদালতের কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। এই সকল ও অন্যান্য প্রমাণের বিষয় আপনারা বিবেচনা করিবেন, যদি কোন সন্দেহ হয় ত সেই সন্দেহের ফল আসামীকে দিবেন, কেননা শত দোষী খালাস পায় তাও ভাল তবু যেন একজনও নির্দ্দোষী ব্যক্তি কখন শাস্তি না পায়।

কুমুদিনী। মাসিক পত্রিকা। ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা। এই সংখ্যা চুঁচুড়া চিকিৎসা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল ২য় সংখ্যা সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। সাধারণী যন্ত্রের যাহা আয় বৃদ্ধি হয়, এরূপ ইচ্ছা আমাদের থাকাই সম্ভব; সুতরাং কুমুদিনী দীর্ঘ জীবিনী হয়েন, কলেবর বৃদ্ধি করেন, এরূপ ইচ্ছাও সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে; ভরসা করি কুমুদিনীর প্রকাশকগণ এখন হইতে অধিকতর যত্ন প্রদর্শন পূর্ব্বক, কুমুদিনীর রচনা প্রণালীর উন্নতি সাধন করত, আপনাদের যশো সঞ্চয়, সমাজের উপকার সাধন ও সাধারণীযন্ত্রের আয় বৃদ্ধি করিবেন।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক শালিকাতে একটি শাখা সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ২৫।৩০ টী ছাত্র আছে, সপ্তাহে দুই দিন দুই জন শিক্ষক সেতার ও মৃদঙ্গ শিখাইয়া থাকেন।

ইউরোপের পোষ্ট আপিস্ সমস্তের সমষ্টি আয় বিশ কোটি টাকা এবং সমস্তব্যয় প্রায় ১৫ কোটি টাকা। সমস্ত ডাকঘরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার লোক চাকরি করে, তন্মধ্যে ইংলণ্ডে ৩৩ হাজার, ফরাসীদেশে ২৭ হাজার, এবং জর্ম্মানিতে ৬০ হাজার।

প্লাটিনা নামক ধাতু মিশ্রিত অনেক গুলি মেকি স্বর্ণমুদ্রা এদেশে চলিতেছে। যাঁহারা পাকা সোণা গলাইয়া অলঙ্কার গড়াইবার জন্য তিক্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন এই সংবাদটি বাটীর মধ্যে শুনাইয়া আসেন।

আথেন্স নগরের জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক চন্দ্র মণ্ডলের একটী উত্তম মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। বালকদিগের বড় বিপদ। ইতি পূর্ব্বে লণ্ডন দেখাইতে হইলে তাহারা চারি খানা ম্যাপ খুঁজিত, এখন আবার পাঁচ খানা হইল।

অষ্ট্রেলিয়ায় এক প্রকার সাদা কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে উত্তম রূপ জ্বালানি কার্য্য চলিতে পারে। সাহেবেরা এখন শবদাহন প্রথা দেশে প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সাদা কয়লার আবিষ্কারে তাঁহাদিগের পক্ষে ভাল হইল, এখন সাদা কয়লায় পোড়ে পুড়িতে পারিবেন, মরণান্তেও নিগার বর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে না।

লণ্ডন নগরে ৩,৫৬১ জন পুরুষ এবং ২,৭০৮ জন স্ত্রী সঙ্গীত ব্যবসায়াবলম্বনে দিন যাপন করিতেছে। শুদ্ধ রায়রা রায়রা রায়রা রাম, না টিপাই টুপাই "কান্ত কান্তাও" আছে?

এরূপ জনরব যে হয় ষ্টীফেন সাহেব নয় কাউই সাহেব বাঙ্গালা হাইকোর্টের প্রধান জজ হইবেন। তোমার আমার কি?

বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী প্রেসিডেন্সী কালেজে একটি উত্তম ঘটিকা যন্ত্র প্রস্তুতার্থ ৪,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি "ভারতবর্ষে চার আবাদ এবং চা প্রস্তুত করণ প্রণালী"র উপর একটা উত্তম প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, লণ্ডনস্থ শিল্প সভা তাঁহাকে একটী পারিতোষিক দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের ১লা মের পূর্ব্বে প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে। ২০ গিনি মূল্যের একটী স্বর্ণপদক পারিতোষিক নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১১ই আগষ্ট প্রাতঃকালে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ সিমলায় পৌঁছিয়াছেন। সুস্থ শরীরে, খোস মেজাজে।

মহারাজা সিন্ধিয়া স্বরাজ্যের ক্রমশঃ উন্নতিসাধন করিতেছেন। তিনি তাঁহার অধিকার ১৬টী সুবায় বিভক্ত করিয়াছেন এবং এক এক জন সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন। ২৫,০০০ টাকার পর্য্যন্ত মোকদ্দমা সুবাদারেরা করিতে পারিবেন। ইহার অপেক্ষা অধিক মূল্যের মোকদ্দমা হইলে দেওয়ানি আদালতের জজ পণ্ডিত রাম রাও দ্বারা বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সর্ব্বোপরি ফৌজদারী বিচার কার্য্য মেজর, এস, ফিলোজ সাহেব দুই জন সাহায্যকারী লইয়া সম্পন্ন করিবেন। সিন্ধিয়া আপনার রাজ্য প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন আর গুইকুমার আপনার মুচিখোলার ত্রিদশে আসিবার জন্য পুষ্করের সজ্জা করিতেছেন। কর্ম্মের বিচিত্র পরিণাম!

রুষিয়ানেরা কাসগার নদী তটে একটী দুর্গ সংস্থাপনার্থ ৪,০০০ লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা দিবা রাত্র পরিশ্রম করিয়া কাজ করিতেছে। সাহেব লোক্! চা—আ—আ—ই—সরিষার তে—ই—ল?

রুষিয়ানেরা সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে যে রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা এক্ষণে কাসগার পর্য্যন্ত আসিয়াছে। মধ্য আসিয়ার রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, দুর্গ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, আবার সম্প্রতি কাসগারে, একটী পুলিষ ষ্টেসন হইতেছে; উহা দ্বারা পথিক ও অস্থায়ী লোকদিগের তত্বাবধারণ হইবে; যাহাতে ইংরাজগণ তাহাদিগের অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহাই ইহা স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রুষিয়ানদিগকে ইহাতে ভাল বলিব, না মন্দ বলিব?

মেলা। ভাগলপুরের পশ্চিমে চম্পানলা নামক স্থানে ১৬ই আগষ্ট রবিবারে "রেস্থুনী ভাবান" নামে একটী মেলা হইয়াছিল। মেলায় প্রায় ৫০০০। ৬০০০ লোক উপস্থিত হয়।

গুড়িয়া মেলা উপলক্ষেও ২ সরা ভাদ্র সোমবারে এলাহাবাদে ভারি জনতা এবং ধুমধাম হইয়াছিল। জাতীয় মেলার বাবুরা এই সংবাদ দুইটি স্মরণ রাখিবেন।

আমরা গত সপ্তাহে সিন্ধু নদীর জল এবং স্রোত বৃদ্ধির কথা লিখিয়াছিলাম; কিন্তু, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সকল নদীতেই ভয়ানক স্রোত এবং জল বৃদ্ধি হইয়াছে। যমুনার স্রোত যে দুর্দ্দমনীয় হইয়া কুল প্লাবিত করিতেছিল তাহা কথঞ্চিৎ মন্দ হইয়াছে। টুণ্ডলায় এরূপ বর্ষা হইয়াছে যে, তেমন ২০।৩০ বৎসর মধ্যে সেখানে হয় নাই।

"কোচীন চায়নার শাসনকর্তা আডমিরাল ডুপ্রে, তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বে, আনামের রাজাকে একটী সন্ধিপত্র সাক্ষর করিতে অনুরোধ

করেন।" সন্ধির নিয়ম এই যে "টঙ্কিনের মধ্যে ৩টি প্রধান বাণিজ্যস্থান খোলা হইবে, প্রত্যেকটীতে ফরাসী রাজদূত বাস করিবেন এবং একত্র করিয়া তিন্‌শ সৈন্য থাকিবে এবং রাজ্যটী সর্ব্বত্র ফরাসী বণিকদিগের অপ্রতিহত প্রসর থাকিবে। তাঁহাদিগের যে সকল দ্রব্য দক্ষিণ চীন হইতে আসিবে, তাহাদিগের উপর শুল্ক লওয়া হইবে না। রাজার অন্তঃস্থ বা বহিঃস্থ শত্রু আক্রমণের সময় তিনি ফরাসী ভিন্ন অপর কাহারও সাহায্য লইতে পাইবেন না।" রোমীয় কৌন্সল সিপিও আফ্রিকেনস্ দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর কার্থেজীয়দিগের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন এই সন্ধিটী টাহারই নকল।"

কেম্ব্রিজ ইউনিবার্সিটীর রাঙ্গলার এবং বারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু আগামী মাসের শেষভাগে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনি নিরাপদে স্বদেশে আসিয়া দুঃখিনী বঙ্গ মাতার মুখোজ্জ্বল করুন, দেশের হিতকর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে থাকুন। যেন অপদলোভীর দলে না মিশাইয়া যান; ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করিবেন।

মার্শেল বেজিন পলাইয়া কলোনে উপস্থিত হইয়াছেন।

কাউণ্ট আর্ণিক লণ্ডনে ফরাসিস দূত হইয়াছেন।

ম্যাদাম বেজিন বলিয়াছেন যে "তাঁহার স্বামীর দড়ির সিঁড়ি দ্বারা পর্ব্বত শিখর হইতে পলায়ন করার উপায় তাঁহার দ্বারা উদ্ভাবিত বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা মিথ্যা। এবং তিনি সেই বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন না।" তবে তাঁহার নামে এমন কলঙ্ক রটনা লোকের ভাল হয় নাই।

চীন দেশে মহা আড়ম্বরে যুদ্ধ সজ্জা হইতেছে। আফিঙ্গের আটকোটার নড়চড় না হইলেই আমাদের ভাল।

চীনাদের যুদ্ধ সজ্জা দেখিয়া জাপানবাসীরা মহা শঙ্কিত হইয়াছেন। কেন? তাঁহাদের পার্লিয়মেণ্ট কি বলেন?

"বিগত ১৭ই জুলাই সার বার্টল ফ্রিয়রকে সম্মান সূচক একটী ১০৫০, টাকা মূল্যের সোণার বাক্সের মধ্যে মহা সমারোহের সহিত "ফ্রিডম অব্ দি সিটি অব্ লণ্ডন" দেওয়া হয়। ইনি সম্প্রতি আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের দাস ব্যবসায় রহিত করেন।

অনেক সংবাদপত্র বলিতেছেন, যে, ২৮শে জুলাই সিংহলদ্বীপের কাণ্ডি নামক স্থানে বিস্তর পতিত জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছিল। এক প্রকার জমির মূল্য প্রায় ৫০, টাকার হারে বিক্রয় হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি লঙ্কার সোণা শস্তা হইলে আমাদের কি?

হুগলী জেলার সর্ব্বত্রই ভয়ানক জলকষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাতীরবর্ত্তি স্থান ব্যতিরেকে সকল স্থানেই লোক জল বিনা হাহাকার করিতেছে। আজি ভাদ্রের অর্দ্ধেক, তবু বৃষ্টি হইল না। শীঘ্র ইহার একটা উপায় না করিলে মানুষ মারা যাইবে।

স্বর্ণপুরের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন;—

এদেশে অনাবৃষ্টির দরুণ আউশধান্য অর্দ্ধেক হইয়াছে, আমন ধান্য অদ্যাপি রোয়া হইল না, দেশে হাহাকার পড়িয়াছে; মহাশয় বলিব কি? অদ্য ভাদ্রমাস এপর্য্যন্ত সহজে স্নান করিবার জল কোথাও নাই, এক ভরসা যমুনা, তাহাও চৈত্রমাসে শুষ্ক হইয়াছেন; মধ্যে মধ্যে অল্প বৃষ্টি হওয়ায় জীবজন্তুর পানীয় জল মাত্র হইয়াছে। এইক্ষণে ভরসা গবর্ণমেণ্ট, কারণ এদেশে ধনী নাই যে তাঁহারা দেশের লোকের কষ্ট নিবারণ করিবেন। নাগাদের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী মজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচন্দ্র পাল মহাশয় মদনপুর হইতে হরিণঘাটা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা হওয়ার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন; তাঁহার জমি পর্য্যন্ত মাপ হইয়া তাহার কার্য্য এপর্য্যন্ত হইলনা। যখন রোডসেস হয় তৎকালে শুনিয়া ছিলাম রোডসেসফণ্ড হইতে ঐ রাস্তা হইবেক এবং সত্বরে কর্ম্ম আরম্ভ হইবেক; কই এযাবত কিছুই দেখি না? এই বর্ষাকাল এবং এবৎসর সামান্য বর্ষা, তত্রাচ মদনপুর ষ্টেষণে হইতে হরিণঘাটা আসা যেরূপ কষ্ট, তাহা কর্তৃপক্ষ একবার দেখিলে জানিতে পারেন। আমার দিগের মত কষ্টে কেহই কালযাপন করিতেছে না। রাস্তা ঘাট নাই, পানীয় জল পর্য্যন্ত নাই; যমুনা কাটা হইবে আশায় বসিয়া আছি। আবার মদনপুরের রাস্তা হইল না। যাহাহউক গবর্ণমেণ্ট যদি এইসময়ে কোন একটা কার্য্য আরম্ভ করিয়া এদেশের লোকের জীবন উপায় করিয়া দেন, তাহাহইলে সকলেই বাঁচে। যমুনা কাটা হইলে, রাস্তা চাহি না।

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ।

১। বীরভূম জেলায় যে পরিমাণে গুটি পোকা (পলু) উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে কথঞ্চিৎ রূপে সকলেরই সংসার কাল চলিতে পারিত। কিন্তু তাহাতে রাজকর প্রদান করিতে হইলে সপ্তাহের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। কারণ অধিকাংশ লোকই কৃষি জীবি। গতবর্ষে কিছুমাত্র শস্যোৎপন্ন হয় নাই। সকলে আশা করিয়াছিল উপস্থিত (বন্দে) যে কিঞ্চিৎ লাভ হইবে তাহাতে আবাদাদি সমাধা করিব। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই। যেপর্য্যন্ত যাবৎ পুনরায় শস্যোৎপন্ন না হয়; তত দিবস পর্য্যন্ত প্রজার নিকট আদায় বন্ধ রাখা হয়।

২। জিলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জয়পুর, পুণ্যা, সাঁপলদা, ঝিকটা, মামুদপুর, কীর্ত্তিপুর, শেরপুর, গোপীনাথপুর, প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামে লোক অন্নাভাবে মারা যাইবার সম্ভাবনা।

৩। আজকালি এস্থানের বাজারদরের বিবরণ কি জানাইব? চাউল মহার্ঘ হওয়াতে অন্যান্য দ্রব্যও অতিশয় চড়িয়া উঠিয়াছে। বাজারে দিন দিন অতিশয় গরম হইয়া উঠিতেছে। শুনিতেছি ৮ গুজাতে এ

রর থাকিবে না; লোকে ইহা শ্রুত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। এখন জগদীশ্বর রক্ষা করেন।

দ্রব্যের তালিকা।

ওজন ৫৯॥৵০ আটায় দশ আনা।।

দ্রব্যের নাম।	কত ওজন	কত দর
১। ভাল চাউল ……	১/	৪/
২। মোটা চাউল ……	১/	৩/
৩। কলাই ……	১/	২/
৪। যবন ……	১/	৩৸০
৫। গোধুম ……	১/	২॥০
৬। বুট ……	১/	২।০
৭। মুগ ……	১/	৩৶০
৮। তামাক ……	১/	৫॥০

বারাসতের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন ;—

১। খাটুরা গোবর ডাঙ্গা নিবাসী বাবু হৃষ্টিধর কৌচ আপনার বাটীর দশ মাইলের মধ্যে দীন দুঃখী দিগকে প্রত্যহ আধসেরের হিসাবে চাউল দান করিতেছেন। ১৫ দিনের অন্তর সাড়ে সাতসের চাউল দেওয়া হইতেছে। কোনরূপ তঞ্চক না হইতে পারে, এইজন্য কাঙ্গালিদিগকে টিকেট দেওয়া হইয়াছে। যতদিন না আশুধান্য কাটা হয় ততদিন এইরূপ চাউল বিতরণ করিবেন। কৌচ মহাশয় দীর্ঘ জীবী হউন।

২। বারাসতস্থ মিউনিসিপালিটী মধ্যে জুয়াখেলা নিবারণের আইন জারি হইয়াছে। বারাসতের ভূতপূর্ব্ব জএণ্ট মাজিষ্ট্রেট পোটার মহোদয় এই আইনটি সমুদায় মহকুমায় চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা না করিয়া কেন যে কেবল মিউনিসিপালিটি মধ্যে ইহা প্রচার করিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মফস্বলের বাজার হাটে কিরূপ অত্যাচার হয় তাহা অবগত না থাকাতেই গবর্ণমেণ্ট জুয়াখেলা আইন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

৩। নৈহাটি মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত একটি দাতব্য ঔষধালয় হইবে। মিউনিসিপালিটির মেম্বরগণ ইহার সভ্য হইয়াছেন। নৈহাটিতে একজন নব আসিষ্টাণ্ট সারজন চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়াথাকেন। মিউনিসিপালিটি নাকি তাঁহাকে দাতব্য ঔষধালয়ে নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। দেখা যাউক কি হয়।

৪। বড় জাগুলি গ্রামে একটী পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে।

৫। বারাসত দক্ষিণ পাড়া, শিবালয়, সন্তোষপুর এবং নিবঁধু গ্রাম সমূহে চোরের উপদ্রব হইয়াছে।

৬। দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য আড়িহাটায় যে রাস্তা হইতেছিল, এক্ষণ সহসা বন্ধ করা হইয়াছে। বোধ হয় সেদিকে আর দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা নাই।

হিন্দুদিগের একতা।

(প্রাপ্ত।)

আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই যে মুসলমান ও ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে যেরূপ সাহস ও একতা, হিন্দুদিগের তদ্রূপ মধ্যে নাই। একথা সম্পূর্ণ অমূলক; হিন্দুদিগের মন অতিশয় উচ্চ, ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়ে একতা প্রকাশ করেন না। যে কারণে সমস্ত ভারতের অনিষ্ট সাধনের সম্ভাবনা, যে কারণ হিন্দু সমাজের অহিতকর, সেই সকল কারণেই ইহাদিগের দেশহিতৈষিতার উদ্রেক হয় ও সকলে একতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। যদিও জাতিভেদ একতার প্রতিবন্ধক বলিয়া পরিগণিত হয়—যদিও অধিক কাল বিদেশীয় রাজার অধীনে থাকাতে সাহস ও দেশহিতৈষিতার কিছু খর্ব্বতা হইয়াছে, তথাপি বোধ হয় সময় উপস্থিত হইলে হিন্দুদিগের দেশহিতৈষিতার ও একতার উদয় হইবে। যে ভারতবর্ষ এক কালে বিদ্যার ও সভ্যতার আকর ছিল, যে আর্য্যজাতি চীন, পারস্য ইত্যাদি জয় করিয়া হিমাদ্রিশিখরে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করত তৎসাময়িক পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হইয়াছিল—যে আর্য্যজাতি তুরস্ক, আরব, ইত্যাদির সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল—যে আর্য্যজাতি রুমের বাদশাহ আগষ্টসের সহিত প্রণয় ও সন্ধি স্থাপনা করিয়াছিল,—সেই আর্য্যজাতির রুধির অদ্যাপিও এই ভারত সন্তানদিগের শরীরে পরিচালিত হইতেছে—তাহারা পূর্ব্ব পুরুষদিগের সাহস, একতা ও দেশহিতৈষিতা কখন ভুলিতে পারিবে না। সিংহশাবক সিংহই হইবে কখন শৃগাল হইবে না। যদিও একণে হিন্দুদিগের মধ্যে সাহসের ও একতার কিছু ন্যূনতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল পরিচালন অবকাশের অভাবে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, আসল বস্তুর কোন হ্রাস হয় নাই।

মুনি ঋষিগণ মানসিকবৃত্তি পরিচালনা শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করিয়া ইতিহাস লেখা নিতান্ত পার্থিব, অতএব ইহা লেখা কেবল সময় অপব্যয় মাত্র, বিবেচনা করাতেই হউক, বা আমাদিগের ইতিবৃত্ত থাকিয়া লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে,—বলিয়াই হউক, আর্য্য সম্রাটগণের আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত নাই।—আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্ব্বে পুরাণ ব্যতীত ইতিহাস সম্বন্ধে সকলি শূন্যময়—আলেকজাণ্ডার হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত কিছু ভাল। দুই চারি খানি পুস্তকে কোন কোন রাজার বিষয় বা তাৎকালিক বিবরণ বর্ণনা আছে; এবং কখন কখন তাম্রলিপিতে বা প্রস্তরফলকে কোন কোন রাজার বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়—খ্রীষ্ট প্রথম শতাব্দী হইতে মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সমুদায় রাজাগণের ইতিবৃত্ত প্রায় তাহাদিগের বংশাবলিতে পর্য্যাপ্ত আছে—এবং মুসলমান বাদসাহগণ স্বয়ং বা লোক নিযুক্ত দ্বারা আপনাদিগের সাময়িক বৃত্তান্ত সকল লিপি বদ্ধ করিয়াছেন; এইরূপ আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্তের বিশেষ অভাবেও, আর্য্যগণের একতার ও দেশহিতৈষিতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

যতদিন হিমাচল গগনভেদি মস্তক লইয়া, দণ্ডায়মান

থাকিবে ততদিন হিন্দুরা আপনাদের পূর্ব্ব গৌরবের উচ্চতা ও কীর্ত্তির পরাকাষ্ঠা স্মরণ করিবে—যাবৎকাল অতলস্পর্শ ও অকূলদর্শী সাগর আপন বারি দ্বারা দাক্ষিণাত্যের পার্শ্বদেশ ধৌত করিবে, তাবৎকাল হিন্দুদিগের স্মরণপথে পূর্ব্বপুরুষগণের বুদ্ধির গভীরতা অঙ্কিত থাকিবে। ইহারা আপনাদিগের সাহস বল বিক্রম কখন বিস্মৃত হইবে না।

যদিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ গৃহ বিবাদ সূত্রে হইয়াছিল; তথাপি ইহা হিন্দুজাতির একতার একটি প্রধান দৃষ্টান্তস্থল; শত শত বৎসর গত হইয়াছে তথাপি, অদ্য পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মনে গত কল্যর কথার ন্যায় ইহার বৃত্তান্ত জাগরূক রহিয়াছে। হিমালয় হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত এবং গুর্জ্জর দেশ হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, ভারতের মধ্যে প্রায় সমুদায় রাজগণ এক স্থানে একত্রীভূত হইয়াছিলেন; বোধ হয় এতদ্রূপ যুদ্ধ পৃথিবীর কোন স্থানে হয় নাই, ও এতাদৃশ সৈন্যও ইয়ুরোপ বা আমেরিকার কোন যুদ্ধে সমাহৃত হয় নাই।

নবম খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত হারুণ আল রসিদের দ্বিতীয় পুত্র আল মামুন খোরাসান ও জাবুলিস্থানের রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া জিগীষাপরবশ হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন; সেই সময়ে লব বংশীয় খোমান চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। আলমামুন চিতোর অবরোধ করিলে, হিমালয় ও নর্ম্মদা মধ্যস্থিত যাবতীয় রাজগণ বিনা আহ্বানে খোমানের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন। বোধ হয় দেশহিতৈষিতা তাহাদিগের হৃদয়ে উদয় না হইলে অনেক কাল পূর্ব্বেই মিবার রাজ্যে মুসলমানদিগের রাজত্ব স্থাপিত হইত। এই অযাচিত একতা দ্বারা ও স্বেচ্ছা প্রদত্ত সাহায্যের দ্বারা খোমান চতুর্বিংশতি মহাযুদ্ধে আলমামুনকে পরাজয় করিয়া ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসিংহের শৈশবাবস্থায় ভীমসিং মিবার রাজ্যের পালনকর্ত্তা ছিলেন; পদ্মিনী নামে তাঁহার পরমা রূপবতী রমণী ছিলেন। আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা হইলে পর পদ্মিনীকে কোন প্রকারে দর্শন করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন। পরে যখন তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখনও তিনি আপনার মন হইতে সেই অলৌকিক রূপ তরঙ্গ অপসারিত করিতে পারেন নাই। পদ্মিনীর লোভে আলাও দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। তাহাতে চিতোরের উৎকৃষ্ট যোদ্ধাগণ বীরত্ব ও দেশহিতৈষিতার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সংগ্রামে প্রাণদান করিয়াছিলেন; যদিও আলাউদ্দীন যুদ্ধ জয় করিলেন তথাচ চিতোর নিবাসীদিগের সাহস ও একতা দৃষ্টে ভীত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে আলা উদ্দীন পুনরায় মিবার আক্রমণ করিলে চিতোরের অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ হরিদ্রা পরিধান করিয়া অনিচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগের বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া যখন সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিল, তখন চিতোর বাসীনী কামিনীগণ নিশ্চয় জানিতে পারিল যে শত্রুপক্ষের সৈন্য বহু সংখ্যক, তাহাদিগের স্বামীগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না, প্রত্যাবর্ত্তনও করিবেন না, সুতরাং তাহারা চিতা প্রস্তুত করত উদ্দেশে মৃতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময়ে চিতোরবাসী কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেরই মনে বীরত্ব ও দেশহিতৈষিতার উদ্দীপন হইয়াছিল; এতাদৃশবীরত্বের দৃষ্টান্ত বোধ করি পৃথিবীর কোন ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উদয়সিংহের রাজত্ব কালে দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহ পুনঃ চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে চিতোরবাসীগণ ও চিতোরের সাহায্যকারি যোদ্ধাগণ আপনাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, একতার ও সাহসের এতাদৃশ পরিচয় দিয়াছিলেন যে হিন্দুরা অদ্যাবধি তাহা স্মরণ করেন; কাহাকেও পত্র লিখিতে হইলে আমরা অদ্যাবধি পত্রের পৃষ্ঠে ৭৪॥০ অঙ্ক লিখিয়া থাকি। এই যুদ্ধে এত রাজপুত্র হত হইয়াছিল যে তাহাদিগের যজ্ঞোপবীত একত্র করিয়া ওজনে ৭৪॥ মণ হইয়াছিল। (এস্থানে এক মণ চারি সের বুঝিতে হইবে।) এই অঙ্ক কেবল পত্র উদ্ঘাটনকারীর প্রতি শাপ প্রদানের নিমিত্ত ব্যবহার হয় না, ইহাতে হিন্দু সকলকে স্মরণ করিয়া দেওয়া হয় যে একতা সাহস ও দেশহিতৈষিতাই হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্ম—তাহার প্রমাণ—চিতোর রণাকামিগণ, যাহাদিগের কণ্ঠ ভূষণের পরিমাণ হইতে এই অঙ্ক ব্যবহার করা যাইতেছে।

এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত কেবল মিবার রাজ্যের, এই প্রকার অন্য রাজ্যের ইতিবৃত্ত হইতে ভূরী২ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

হিন্দুরা আপনাদিগের পূর্ব্বকালের বিক্রম, একতা ও দেশহিতৈষিতা কি একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে? সে সকল তাহারা কখন ভুলিতে পারিবে না। তাহারা ইহাও স্মরণ করে যে এই একতা নষ্ট হওয়াতেই ভারত রাজলক্ষ্মী হিন্দুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়াছিলেন। যদি কান্যকুব্জ অধিপতি ও অনহলবরার ও ধারা নগরের রাজগণ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের প্রতি বৈরাচরণ না করিয়া তাহার সহায়তা করিতেন, তাহা হলে গজনির সাহাবউদ্দীন পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করিতে কখন সক্ষম হইতেন না, ও হিন্দু রাজ্য হিন্দুদিগের থাকিত, কখন মুসলমানদিগের হস্তে যাইত না।

শিবজীর সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মনে যে প্রকার সাহস ও দেশহিতৈষিতার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ তাহা সকলেই অবগত আছেন।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে হিন্দুদিগের সাহস, একতা ও দেশহিতৈষিতার বিশেষ বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে উদ্রেক হইয়া থাকে, সামান্য বিষয়ে একতার প্রকাশ পায় না বটে, তাহা বলিয়া উহাদিগকে দেশহিতৈষিতা ও সাহস শূন্য বলা কেবল অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

পুস্তক	মূল্য	মাশুল
বঙ্কিমবাবুরকৃত,		
দুর্গেশনন্দিনী,	১৷০	৶০
মৃণালিনী,	১	৶০
কপালকুণ্ডলা,	১	৶০
বিষবৃক্ষ,	১	৶০
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত,		
যুগলাঙ্গুরীয়	৵১০	/০
ইন্দিরা,	৵১০	/০
মধুমতী,	৵১০	/০
হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত,		
ব্যায়াম শিক্ষা	।০	/০

শব্দ কল্প দ্রুম।

মহাত্মা স্যর রাজা ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত উদ্ধৃত উক্ত মহাকোষ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি মাসে ২০ ফরমার একএক—খণ্ড করিয়া বাহির হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার ৩০ নং রাজাকালী কৃষ্ণের লেন শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাকমাশুল সমেত পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। নবম খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী খণ্ড সকল মুদ্রিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট পাকা গোঁপ ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্যই ঔষধ আছে। মূল্য ১০।১৫ দিবসান্তর ব্যবহার করিতে হইবে। শ্রীহরির [illegible] আছে, মূল্য ১ টাকা, চারি দিবস সেবন করিতে হইবে মাত্র। দক্রর ঔষধ মূল্য ।০ আনা। গলগণ্ডের চমৎকার ঔষধ আছে, ৭ দিবস ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে। [illegible] বালক [illegible] আছে, [illegible] পারিবে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। চুঁচুড়া কদমতলার ১৯৮ সংখ্যক ভবনে ডিস্পেনসারিতে পাওয়া।

শ্রী শ্রীকান্ত শর্ম্মা,

অনৈক ন্যারেলুয়ার হিন্দুস্কুল চুঁচুড়া।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠান তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু পশুপতি ঘোষাল, বহরমপুর,
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা।

ইনি কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

হিন্দুবিলাসী।

বিগত ৩ঠা শ্রাবণ হইতে "হিন্দুবিলাসী" নামক এক খানি ডিমাই ১৬ পেজি আকারে মাসিক পত্র বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য রহস্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	১
,, ষাণ্মাসিক	..	৸৵০
,, প্রতি খণ্ডের	...	৵০
বিদেশে ডাকমাশুল		।৵০

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা "হিন্দুবিলাসী" সম্পাদক বলিয়া চুঁচুড়া নিমলবিদ্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরা নাথ ভট্টাচার্য্য, সিমুলিয়া পলিপোতা শান্তিপুর ...	৬।০
,, ,, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া ...	৬
,, ,, সাক্রি নাথ রায়, নবাবগঞ্জ আসাম ...	৬
,, ,, হরলাল দত্ত, ফরেস্ ডাঙ্গা ...	৬
,, ,, দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী, কার্সিয়াং ...	৬
,, ,, [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible], বাকুড়া ...	৬।০
,, ,, নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ...	৬
,, ,, দেবেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চুঁচুড়া ...	৬
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষাল, চুঁচুড়া ...	৬।০
,, ,, শ্যামাচরণ মিত্র, এলাহাবাদ ...	৬
,, ,, বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, পাবনা ——	৬।০

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	৬।০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	৩।০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	২
মাসিক	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৵০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রী পাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

সাধারণী।

২ ভাগ } চুঁচুড়া—২২শে ভাদ্র। রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ৬ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খৃ অব্দ। { ২১ সংখ্যা।

শিক্ষানবিশের পদ্য।

এই নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ছয় আনা। পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। অবিকল ভাষানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। অনুবাদ কিরূপ, তাহার নমুনা নিম্নে দিলাম।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll,
সুনীল গভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসিযায়!
Man marks the earth with ruin—
ধরাধাম ধ্বংশ করে মানবের বল,
his control
Stops with the shore;
নর গরিমার সীমা সাগর বেলায়,
upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of mans ravage, save his own.
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায়,
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে; মানব যখন
When, for a moment, like a drop of rain
সহসা সাগর গর্ব্ভে বৃষ্টি বিন্দু প্রায়
He sinks into thy depths with bubbling groan.
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কেবল তখন
Without a grave, unknell'd uncoffin'd and unknown.
সে দেহ বহন করে? কে করে দহন?
কেবা হরি বোল বলে? কে করে ক্রন্দন?

বিজ্ঞাপন।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ন মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ক্রটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটি হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য নিতান্ত অশ্লীল ও সুরুচিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হইবে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্ এ
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্
কদমতলা, চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
৩০ নং রাজা কালী কৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

রেজিষ্টরী।

অনেক দিন হইল, 'গত বৎসরের রেজিষ্টরী রিপোর্ট' সমালোচনার শেষভাগে একটি "ক্রমশঃ" যোজনা করিয়া, রেজিষ্টরী এবং রেজিষ্টরগণ সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার হস্তক্ষেপ করিবার সূচনা করিয়া রাখিয়াছি। অদ্য কিছু লিখিব।

সকলেই জানেন, যে রেজিষ্টরগণ নিয়মিত বেতনভোগী সাক্ষী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। সামান্য অর্থপ্রত্যাশী সাক্ষীগণের উপর কোন দেশের লোকের শ্রদ্ধা নাই, আমাদের বাঙ্গালা দেশে, এই সকল ব্যক্তিবর্গকে 'গঙ্গাজলে' নাম প্রদান করাতে, এমন যে পবিত্র গঙ্গোদক তাহাতেও অশ্রদ্ধা হয়। সকল দেশেই এইরূপ। সুতরাং সরকারী বেতনভোগী সাক্ষীগণের চরিত্রে যদি একবার অশ্রদ্ধা জন্মে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের এই বিপুল অর্থ ব্যয় কেবল ভূত গত হইয়া উঠিবে। পুলিশের রিপোর্ট যে কাগজে লেখা হয়, সে কাগজ পুরাণ দরে বিক্রীত হইলে, সে মূল্য হয়, পোলিশ রিপোর্টের সে মূল্যও নাই। গুণগ্রাহী সমাজ বহুকাল হইতে পোলিশের কাগজ পত্রে এইরূপ অবিশ্বাস করিত, কিছুদিন পরে ব্যবস্থাপকগণ সেইরূপ অবিশ্বাস করিতে সকলকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন। কোন কোন জেলায় সিবিল সর্জনের সার্টিফিকেটও সেইরূপ কলাপাতের লেখা হইয়া উঠিয়াছে। অমুক রায় বাহাদুর আদালতে হাজির হইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, অথচ মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া প্রতিবাসীবর্গকে উৎপীড়ন করিতে নিতান্ত অভিলাষী, তাঁহার দায়েরী মোকদ্দমায় তাঁহার প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে সাক্ষী মান্য করিল, সিবিল সার্জনের সার্টিফিকেট আসিল যে রায় বাহাদুর উদরাময় রোগে শয্যাগত। লোকে বুঝিল, হাকিম বুঝিলেন। তেমন তেজস্বী হাকিম হয়েন ত, সেই সার্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করিলেন না, শ্বেতাঙ্গ-লাঙ্গুল-বাহী বিচারক তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া রায় বাহাদুরকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। ধনের এবং ধন প্রয়াসের এইরূপ বিষময় ফল দেখিয়া, সিবিল সার্জনের সার্টিফিকেটের প্রতি লোকের আরও অশ্রদ্ধা জন্মিল। ধনী যখন সত্য সত্যই শয্যাশায়িত তখনও লোকে সিবিল সার্জনের সার্টিফিকেট অবিশ্বাস করিল। সেইরূপ পোলিশ যখন প্রকৃত রিপোর্ট প্রদান করেন, তখনও কেহ বিশ্বাস করে না। সেই জন্যই বলিতেছি, যে সব রেজিষ্টরগণের প্রতি এখনও লোকের বিশ্বাস আছে, যাহাতে সে বিশ্বাসের হ্রাস না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য হইয়া উঠিতেছে।

রেজিষ্টরীকৃত দলিলের উপরি লোকে যে ক্রমে হ্রস্ববিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা, এরূপ আশঙ্কা করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে।

গ্রাম্য প্রজার সুবিধার জন্য কাম্বেল সাহেব গ্রাম্য রেজিষ্টরীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। নূতন রেজিষ্টরগণ দস্তুরিজাত বেতনে প্রতিপালিত হয়েন। কেহ কেহ ১০০ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন, কেহ বা বিশ, ত্রিশেই সন্তুষ্ট। প্রতিপালনের বন্দোবস্ত এইরূপ; তাহার উপর নূতন আইনের একটি নিয়ম মত রেজিষ্টরগণ অনেকেই পল্লীগ্রামবাসী। সুতরাং আইন-কানুনে অনেক সময় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অনভিজ্ঞ সুতরাং অনেক ভুলও করিয়া থাকেন। তাহাতেই এই সকল গ্রাম্য রেজিষ্টরগণের প্রতিকূলে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে জেলায় দরখাস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাদৃশ অবিশ্বাস হয় নাই।

এই সকল গ্রাম্য রেজিষ্টরী আফিসের তত্ত্বাবধারণের ভার জেলার সব্ রেজিষ্টরগণের উপর অর্পিত আছে। সুতরাং রেজিষ্টরগণ যদি রীতি মত কার্য্য করেন তবে তাঁহাদিগের পরিশ্রম পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সদর আফিসের খাস রেজিষ্টরী কার্য্য কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রমের বিশেষ কিছু লাঘব হয় নাই। পূর্ব্বে একস্থানে বসিয়া, লিখিতে হইত যে "অদ্য বেলা ৩॥০ মধ্যে আমার সম্মুখে এই দলিল দাখিল হইল, এবং

স্বাক্ষরকারী দলিল লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করিল।" এখন নিয়ত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে হয়, পল্লীগ্রামবাসী অজ্ঞ রেজিষ্টরকে আইন শিক্ষা দিতে হয়, বানান শিখাইতে হয়, বাঙ্গালা নামকে ইংরাজিতে লিখিতে হইলে, উইলসনের মতে কিরূপ বানান করা কর্ত্তব্য তাহা শিখাইতে হয়, কোন্ কেতাবে কিরূপ দলিলের খতিয়ান রাখিতে হয়, তাহা শিখাইতে হয়, কূটষ্ট্যাম্প আইনের অর্থ বোধ করাইয়া দিতে হয়, এবং গ্রাম্য রেজিষ্টরী আফিসের সকল কেতাব পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিতে হয়,—যখন এত করিতে হয়, তখন যে জেলার রেজিষ্টরগণের শ্রমের বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রমের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতনের বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, কয়জন দুই শত টাকা বেতনের কর্ম্মচারী ব্যতীত, যাঁহারা অল্প বেতন ও সঙ্গে সঙ্গে কমিশ্যন পাইতেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য কমিশ্যন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াগিয়াছে। সুতরাং জেলার সব্রেজিষ্টরগণ সম্বন্ধে দাঁড়াইতেছে এইরূপ,—শ্রমের বৃদ্ধি, বেতনের হ্রাস।

এরূপ হইলে কার্য্যে অসন্তুষ্টি জন্মে, ও সুতরাং শৈথিল্যও হয়, জেলার সব্ রেজিষ্টরগণ স্বীয় স্বীয় পরিদর্শন কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন কিনা আমরা বিশেষ জানি না, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে যে সেইরূপ করিবেন, এমন আশঙ্কা করা অসঙ্গত নহে।

স্থূলতঃ রেজিষ্টরি বিভাগ সম্বন্ধে আমাদের দুইটি আশঙ্কা হইয়াছে। গ্রাম্য রেজিষ্টর গণ যেরূপ অজ্ঞ, তাহাকে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের প্রতি লোকে দিন দিন অবিশ্বাস করিবার সম্ভাবনা। এখন যেরূপ হইতেছে, যদি ইহা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যদক্ষ লোক এখন হইতে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলেই আমাদের আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবেনা, এবং ইহাও আমাদের ইচ্ছা যে সব্ রেজিষ্টর গণ মাসে মাসে প্রত্যেক গ্রাম্য রেজিষ্টরি আফিস পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে গ্রাম্য রেজিষ্টরগণ অচিরাৎ কার্য্যদক্ষ হইয়া উঠিবেন, এবং লোকেও শ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু সব্ রেজিষ্টর গণকে যদি এইরূপ মাসে মাসে অধীনস্থ আফিস্ সকল দেখিয়া বেড়াইতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কেবল রেজিষ্টরি নয় ইনিস্পেক্টরিও করিতে হইল, পদের গৌরব এবং শ্রমের বৃদ্ধি হইল, সুতরাং তদ্‌স্বরূপ তাঁহাদের বেতনের বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াও উচিত। কিন্তু এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় আমরা সাধারণীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। "ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক জেলায় ২০০ শত টাকা বেতনে একজন সবরেজিষ্টর রাখা হইত। এবং সরাবধি আর সেরূপ উচ্চবেতনভোগী কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট রাখিবেন না। নূতন সব্ রেজিষ্টর গণকে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৩০০ টাকা এবং ১২॥ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত কমিশন দেওয়া হইবে।" এটি গবর্ণমেণ্ট সুবিবেচনার কর্ম্ম করেন নাই. আমাদের বিবেচনায় যখন সবরেজিষ্টরগণ একপ্রকার ইন্সপেক্টর এবং রেজিষ্টরি বিভাগে মাজিষ্টরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, তখন তাঁহাদিগের পদোচিত বেতন হওয়া উচিত, এবং ক্রমে পদোন্নতি সহকারে বেতনেরও বৃদ্ধি হয়, এরূপ কোন নিয়ম করিলেই ভাল হয়।

হাউস অব কমন্স ও ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল আইনের পাণ্ডুলিপি।

বিলাতের হাউস অব কমন্স সভা অনেক তর্ক বিতর্কের পর উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা যেদুটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দিহান ছিলাম, এক্ষণে তাহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল। প্রথমটি এই যে হাউস অব কমন্স অন্তর্গত দুই দলের মধ্যে যে দলটী অপেক্ষাকৃত বলবান, তাঁহারা সভা সমীপে কোন বিষয় প্রস্তাব করিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে। অপরটি এই যে ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ যদিও অনেক সময় দূরদর্শন সঙ্কলিত নিয়মাবলীর প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহারা জননী

বিশিষ্ট প্রাণী হত্যা না করিলে শিকার করিতে পারেন না।

প্রথম বিষয় সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। যে রাজ্যে কোন নিয়ম, ভালই হউক বা মন্দই হউক, অপেক্ষাকৃত বহু সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা অনুমোদিত হইলেই দেশে প্রচলিত হইয়া থাকে, তথা মন্ত্রীপক্ষ যে আপনাদিগের প্রস্তাবিত নিয়ম সকল যেখানে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র কি? যতদিন না মন্ত্রিপরিবর্ত্তন সময় সমাগত হয়, ততদিন মন্ত্রিপক্ষ অপর পক্ষ অপেক্ষা প্রায়ই সংখ্যায় অধিক ও বলবান থাকেন। তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে এক্ষণে যে পক্ষ মন্ত্রিপক্ষ পদবাচ্য হইয়াছেন, তাঁহারা একেবারে ভারততত্ত্বানভিজ্ঞ ও তাঁহাদের দ্বারা আমাদের অভাব বিদূরিত হইবে কি, কোন২ বিষয়ে আমাদের অভাব তাহাই তাঁহারা সবিশেষ জানেন না। ভারতবর্ষের বিষয় ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ কিছুই অবগত নহেন, ইহার নিমিত্ত আমাদিগকে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইলেও তজ্জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই করিতে পারি না। আমরা ভারতবাসী হইয়া পৃথিবীর অপর কোণস্থিত ইংলণ্ড নিবাসীগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইব এটি আমাদের ললাট লিখন। কে খণ্ডন করিবে? তবে নিজের অভাব লইয়া আমাদের তর্ক বিতর্ক করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং সেই অভাব সমূহ যাহাতে শ্রীপাঠের প্রভুগণের কর্ণগোচর হয় তদ্রূপ কোন উপায় অবলম্বন করিবারও স্বাধীনতা আছে।

ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষীয় সভার অণ্ডার সেক্রেটরী লর্ড জর্জ হামিল্টন যখন হাউস অব কমন্স সমক্ষে উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি আনয়ন করেন, তখন তৎপোষণার্থ যে সকল হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার সারমর্ম্ম এই যে পূর্ত্তবিভাগ অপব্যয়কারী ও অমিতাচারী, তাহাদের অপব্যয় দমন করেন ও তাহাদের কর্ম্মকাজ সর্ব্বদা সতর্কতা সহকারে তত্ত্বাবধান করেন, এরূপ একজন মন্ত্রী নিয়োজন আবশ্যক। সেই মন্ত্রীবর পূর্ত্ত বিভাগের সমস্ত কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবেন। প্রথম হেতুবাদটি যে যুক্তিমূলক ও ন্যায় সঙ্গত তাহা সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিবেন; কিন্তু সেই হেতুবাদ হইতে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা কখনই আমাদিগের অনুমোদনীয় নহে। লর্ড জর্জ আরও বলিয়াছেন যে কোন একটী সামান্য পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমতঃ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ গ্রহণ করিতে হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে, স্থানীয় একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সেই কার্য্যে সম্ভবতঃ কত ব্যয় হইতে পারে, তাহার একখানি তালিকা প্রস্তুত করেন। সেই তালিকা সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়া থাকে। সেই সংশোধিত তালিকা প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সমক্ষে নীত হয় এবং তাঁহারা সেই তালিকা ভ্রমশূন্য বিবেচনা করিলে তৎপরে তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মত প্রদান করিলেই কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা হইতেছে যদি সেই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদিত না হয়, অথবা তাহা সম্পাদনার্থ অর্থব্যয় হয়, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? লর্ড জর্জ বলেন উপস্থিত রীত্যনুসারে তজ্জন্য কাহাকেও দায়ী করা যাইতে পারে না। এতদবস্থায় এমন একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক যিনি সমস্ত পূর্ত্তকার্য্যের ফলাফলের নিমিত্ত দায়ী থাকিবেন। তাঁহারা সেই দায়িত্ব ভার আবার যথাক্রমে নিম্ন কর্ম্মচারীগণ আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবেন। আমরা এই কথা বলি, লর্ড জর্জ যে দায়িত্ব ভাগের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কিরূপে বিলোকন করিবেন? যে অপব্যয় দমনার্থ তিনি সমুৎসুক, তাহা কিরূপে দমিত হইবে?

কোন কার্য্য সুচারু রূপে ও ন্যায়োচিত ব্যয়ে নিষ্পন্ন করিতে হইলে প্রথমতঃ বিচক্ষণ ও সুযোগ্য কর্ম্মচারীর আবশ্যক। বিলাতে চেথাম ও কুপার্স হিল কালেজ ও ভারতবর্ষে মান্দ্রাজ ও রুর্কী কালেজের প্রসাদে এতদ্দেশীয়

পূর্ত্তবিভাগে তদ্রূপ কর্ম্মচারীর অভাব নাই। কিন্তু কর্ম্মচারী উৎকৃষ্ট গুণশালী হইলেই যে কার্য্য উৎকৃষ্ট প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইবে এরূপ প্রত্যাশা সর্ব্ব সময় করা যাইতে পারে না। কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা করণার্থ বুদ্ধিজীবী ও কর্ম্মঠ লোকের যেমন আবশ্যক, সুনিয়মও তেমনি আবশ্যক। একটি অভাবে আর একটির দ্বারা কখনই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এতদ্দেশীয় পূর্ত্তবিভাগে যোগ্যতাশালী কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীর অভাব না থাকিলেও সুনিয়মের বিলক্ষণ অভাব। সেই অভাব হেতুই পূর্ত্তবিভাগে যে কিছু বিশৃঙ্খলা ও অপব্যয়ের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদায় একপ্রকার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইহাও বলিতে পারি সেই অভাব বিমোচনার্থ লর্ড সালিসবারি ভারতবর্ষীয় সভায় যে অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত করিতেছেন, তদ্দ্বারা কখনই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। কেন হইবে না, তাহা নিম্নে বলিতেছি।

দায়িত্বভার সম্পূর্ণ অনুভব না করিলে কোন কর্ম্মচারীই উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না। পূর্ত্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ যাহাতে সেই দায়িত্বভার অনুভব করেন, এরূপ কোন নিয়ম করিলে যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের দ্বারাই আমাদের কর্ম্ম চলিতে পারে। অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। সেই দায়িত্ব ভার তাঁহাদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিতে হইলে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে স্ব স্ব বিভাগে যতদূর স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে ততদূর দেওয়া কর্ত্তব্য। যে কল গবর্ণমেণ্ট কোন কর্ম্মচারীর অধ্যবসায়, যোগ্যতা ও দায়িত্বানুভাবতা হইতে প্রত্যাশা করিতে পারেন না, তাহা ভর্ৎসনা বা তিরস্কার দ্বারা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে। অনেকবার অনেক কার্য্যে ঠেকিয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও এক্ষণে পূর্ত্তবিভাগীয় প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে স্ব স্ব কার্য্যের নিমিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী করিয়াছেন। তথাপি সেই দায়িত্বভার, সকলের স্কন্ধে যতটা অর্পিত হওয়া উচিত ততটা আজও হয় নাই ও অন্যান্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যতটা সতর্কতা সহকারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য ততটা তাঁহারা করেন না। সুতরাং অনেক সময় তাঁহাদিগের আশার বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেন সৈনিক পূর্ত্ত কার্য্যের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য; তৎক্ষণাৎ সৈনিক পূর্ত্ত কার্য্যের ভার তাঁহারা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। সৈনিক পূর্ত্ত বিভাগের ভিতর আবার দুইটি উপবিভাগ সৃষ্টি করা হইল। একটি উপবিভাগের কর্ম্মচারি গণের হস্তে নূতন সৈনিক গৃহাদি নির্ম্মাণ ভার প্রদত্ত হইল, অপর উপবিভাগটি কেবল পুরাতন গৃহাদি সংস্করণে নিযুক্ত রহিলেন। দুই উপবিভাগের দুই জন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন। এই রূপ অন্যান্য সকল কর্ম্মচারীই দুই দুই জন করিয়া নিযুক্ত করিতে হইল। সিবিল পূর্ত্তকার্য্যের ভার ভিন্ন সুপারিণ্টেণ্ডিং ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার গণের হস্তে রহিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে এক্ষণে পূর্ত্তবিভাগে তিনটি উপবিভাগ পরস্পর পৃথক থাকিয়া অথচ পাশা পাশি হইয়া সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহা ভিন্ন খাল খনন ও রেইলোয়ের জন্য স্বতন্ত্র দুইটি শাখা রহিয়াছে। এ প্রথা কখনই গবর্ণমেণ্টের মিতব্যয়িতার পরিচয় প্রদায়িনী নহে। তথাপি ইহা প্রকৃত তত্ত্বাবধানাধীন থাকিলে ইহা হইতে সুফল ফলিতে পারিত। কিন্তু তাহা ফলিবে কি, এক সৈনিক পূর্ত্ত বিভাগে পরস্পর দুই তিন শত ক্রোশ দূর স্থিত কার্য্যক্ষেত্র সকল একজন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে তত্ত্বাবধান করিতে হয়। আমরা জানি এই বিভাগের একজন কর্ম্মচারীর প্রতি দানাপুর লক্ষ্ণৌ ও সাগর নগরস্থিত সৈন্যাবাস সমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বেড়াইবার ভার আছে। আর একজনকে বেরিলী হইতে রুর্কী, রুর্কী হইতে ঝাঁসি সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়। পূর্ত্ত কার্য্যের উপর যেরূপ তত্ত্বাবধান আবশ্যক, তাহা কি এই প্রথানুসারে হইতে পারে?

পূর্ত্তবিভাগে যত কিছু অপব্যয় ও অপকর্ম্ম সকলই প্রকৃত তত্ত্বাবধানাভাব নিবন্ধন হইয়া থাকে। সেই অভাব বিমোচনার্থ ভারত সুহৃদ লর্ড সালিসবরি আমাদিগের গবর্ণরজেনারেলের সভায় একজন অতিরিক্ত সভ্যনিযুক্ত করিতেছেন। কিন্তু ইংরাজিতে যেমন একটা কথায় বলে "আমার বন্ধুর হস্ত হইতে আমায় পরিত্রাণ কর "আমরাও সেই বাক্যোচ্চারণ করিতে বাধ্য হইতেছি। যথার্থ কথা বলিতে কি, নূতন সভ্য মহোদয়ের শুভাগমনে আমাদের যে কোন বিষয়ে ইষ্ট সাধন হইবে আমরা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তিনি কি একা একশত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র পূর্ত্ত কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বেড়াইবেন? তিনি হামলেতের ভূতের ন্যায় এককালে সর্ব্ব-স্থানে উপস্থিত থাকিতে পারিলে তাঁহা কর্ত্তৃক উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইত। নতুবা যদি তিনি আমাদের ন্যায় জড় দেহ ধারী হয়েন, আমাদের যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছে, তদতিরিক্ত যদি তাঁহার কিছু না থাকে, তবে কখনই তিনি লর্ড সালিসবরির অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিবেন না।

নূতন সভ্য মহাশয় আসিয়া যাহা করিবেন তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কাজের মধ্যে এই হইবে পূর্ত্ত বিভাগ যে কয়খান বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক লইয়া সর্ব্বদা নাড়া চাড়া করিয়া থাকেন, সেই পুস্তকের সংখ্যা ৫।৬ খানা হইবে। মধ্যে মধ্যে মন্ত্রী মহাশয় সেই পুস্তকের দুই এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিবেন আর হুকুম করিবেন স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ কর, দেবরাজ ইন্দ্র যাহাতে নিয়মিত বারি বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়েন এরূপ কোন পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ কর; হিমাচলের নিম্নে এক শ্রেণী সমানান্তরাল মেঘস্পর্শ প্রাচীর নির্ম্মাণ কর, তাহাতে জলদ বৃন্দ আহত হইয়া সময়ে২ আবশ্যক পরিমাণে জল দান করিবে। এই সকল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিলে ভারতে তাঁহার শ্বেতাঙ্গ ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার নাম চিরকাল স্মরণ রাখিবেন বটে কিন্তু আমরা মারা যাইব।

ফলতঃ এখন পূর্ত্তকার্য্য পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিষয়ে যেরূপ বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইতেছে, নূতন মন্ত্রী মহাশয় আসিলেও তাহা ঠিক সেইরূপ থাকিবে। তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবে না। তবে লাভের মধ্যে এই হইবে যে দেশে যেরূপ ব্যয় স্রোত চলিতেছিল, সেইরূপ ত চলিবেই; তাহার উপরন্তু আবার আমাদিগকে বাৎসরিক ৮০ হাজার টাকা এক জন শ্বেত কলেবরধারীর উদর পূর্ত্তির নিমিত্ত প্রদান করিতে হইবে!

শুনা যাইতেছে যে নূতন মন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধে লর্ড নর্থব্রুক যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হাউস্ অব্ কমন্স্ সমক্ষে নীত হয় নাই। সেই জন্য যখন লর্ড সালিসবরির আইন সভা সমক্ষে দ্বিতীয়বার পাঠ করিবার প্রস্তাব হয় ফসেট সাহেব তখন আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই। পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারলের সহিত পরামর্শ না করিয়া ভারতে আইন সংস্থাপন করিতে কি এখন হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন? পূর্ব্বে ত জানিতাম পার্লিয়ামেণ্ট ভারত শাসন কর্ত্তার মত লইয়া ভারত সম্বন্ধে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সেই মত তাঁহাদিগের নিজের মতের সহিত বিভিন্ন হইলেও যদি ভারতবাসীদিগের মতের সহিত এক হইত তবে তাঁহারা আমাদের শাসন কর্ত্তার মতকেই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। এখন আর সেকাল নাই। এখন সমস্ত ভারতবাসী যদি চীৎকার করিয়া মরে এবং তাহাদের শাসন কর্ত্তাও যদি সেই চীৎকার যোগ দেন, তথাপি তাহা পার্লিয়ামেণ্টের কর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। এটি আমাদের পক্ষে বড় সামান্য অমঙ্গলের কথা নহে!

লেথ্‌ব্রিজ সঙ্কলন।

যদিও কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থীগণের পরীক্ষা জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্ধারিত রাখা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, কোন বিশেষ সাহিত্যসংগ্রহ (বা Course) প্রচার করেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই সকল বিদ্যালয়ে একই গ্রন্থের অধ্যাপনা হইতেছে। লেথব্রিজ সাহেব যে 'সঙ্কলন'

বাহির করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়প্রবেশার্থী বালকেরা প্রায় তাহাই পাঠ করিয়া থাকে। আবার যেমন রীতি আছে, শব্দ-শাস্ত্র-বিশারদ রসিকলাল বাবু সেই 'সঙ্কলন' গ্রন্থের একখানি টীকা টিপ্পনী প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থীর নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক নাই, এ কথা কেতাবী কথা হইয়াছে মাত্র, কাজের কথা হইল না। তবে এক ভরসা এই আছে, যে পরীক্ষকগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক লেথব্রিজ সঙ্কলনে অবরুদ্ধ না হইয়া, যদি ইংরাজি ভাষা সম্বন্ধে বালকের কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে কি না তাহারই পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। তবে তাঁহাদের মনে কি আছে আমরা কেমন করিয়া বলিতে পারি?

লেথব্রিজ সঙ্কলিত সাহিত্য সংগ্রহ কোন প্রকারেই মন্দ বলা যায় না, প্রত্যুত ভালই বটে, তবে ইহাতে কতকগুলি দোষ আছে। সেই সমগ্র গ্রন্থের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত নহি, কিন্তু একটি কথা বলিতে হইতেছে, যে, সংগ্রহ মধ্যে যে সংস্কৃতের অনুবাদগুলি আছে, সে গুলি অতি বিচিত্র। বারাণসী কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর গ্রিফিথ সাহেব, বাল্মীকি রামায়ণের যে অনুবাদ করেন, এবং মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব মেঘদূতের যে অনুবাদ করেন, সেই দুই গ্রন্থ হইতে লেথব্রিজ সাহেব সঙ্কলন করিয়াছেন, অনুবাদকদ্বয় আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা যাহা অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা কখনই অনুবাদ বা অনুকরণও নহে। অনুবাদগুলি পাঠ করিয়া যদি বালকে বা অন্য কেহ মনে করেন, যে কালিদাসের বা বাল্মীকির কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইলাম, তাহা হইলে তাঁহারা ঘোর প্রতারিত হইবেন। অনুবাদগুলি কালিদাস এবং বাল্মীকির বিকৃতি মাত্র। অন্য বিষয়ে, ছাত্রগণ ইংরাজিতে যাহাই শিখুক, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়েও যাহাতে এরূপ ঘোর প্রতারিত না থাকে, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা, এবং তাহাতেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের বিরুদ্ধেও এত কথা বলিতে প্রবৃত্তি হইল। বাস্তবিক অনুবাদগুলি কদর্য্য।

উত্তর মেঘের একস্থানে যক্ষ জলধরকে বলিতেছেন;—

নিশ্বাসেনাধরকিশলয় ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।

উইলসন্ সাহেব এই শ্লোকার্দ্ধের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন;—

Crisp from the purifying wave her hair
Conceals the charms; no more her pleasing care;

এরূপ ভাবার্থ বিপর্য্যয় করাকে অনুবাদ বলার পূর্ব্বে নূতন অভিধান লেখা কর্ত্তব্য। কালিদাসের প্রথম চরণ একেবারে পরিত্যাগ করা হইয়াছে; দ্বিতীয় চরণের "পরুষমলকং" স্থানে "Crisp—her hair" আছে বটে, কিন্তু 'আগণ্ডলম্বং' এই পদের পরিবর্ত্তে "Conceals the charms" এইরূপ করা হইয়াছে, তাও যাউক, "no more her pleasing care" এটুকু একেবারে টেনে বোনা, তাহাতেও ক্ষতি নাই, "শুদ্ধস্নানাৎ" এই পদের অর্থে একেবারে পিণ্ডান্তপিণ্ডশেষ হইয়াছে। "শুদ্ধস্নানাৎ," অর্থ, "from the purifying wave"। সাহেব "শুদ্ধ" অর্থে বুঝিয়াছেন 'পবিত্র' অথচ মল্লিনাথ প্রথমেই স্পষ্ট বলিয়াছেন যে "শুদ্ধস্নানাৎ" কি না, "তৈল বিরহিত স্নানাৎ।"

এইরূপ অনুবাদ সর্ব্বত্রই। যে সকল বালকে সংস্কৃত পড়ে, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহাদিগকে এইগুলি দেখাইয়া দিলে ভাল হয়।

সংবাদ।

বোখারার আমীর অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। এক জন রুষীয় ডাক্তর তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

তাস্কন্দের শাসন কর্ত্তাকে কতকগুলি লোক বলে যে একজন পেশোয়ারি সদাগর ভারতবর্ষের রাজার চরস্বরূপে গুপ্তানুসন্ধান করিবার জন্য তথা আসিয়াছে। রুষীয়দের সম্বন্ধে সমাচার লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাতে তাস্কন্দের শাসনকর্ত্তা বলেন, যে, "আমি যখন ঐ ব্যক্তি কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে তাহা স্বরূপ জানিনা, তখন উহার প্রতি কোন শাস্তি বিধান করিতে পারি না। তবে, এইমাত্র বলিতে পারি যে উহার উপর সকলের যেন নজর থাকে।" তৎপরে শাসনকর্ত্তার একজন মন্ত্রী উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে নাগরী অক্ষরে লিখিত এক খানি পত্র বাহির করেন; তাহাতে রাজা উক্ত সদাগরকে কয়েদ করিতে আজ্ঞা দেন এবং বলেন "যাবৎ ঐ পত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া যাইবে না ততদিন উহার দশগুণ সতর্কতা প্রহরার করা থাকুক।" উক্ত পত্রখানি বোখারার আমীরের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

রাজপুতানা রেস্ ফণ্ডে (Rajputana Race Fund) যোধপুরের মহারাজা সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

'স্পার্ক' নামক একখানি জাহাজ কাণ্টন হইতে মেকেবো যাইতে ছিল। ২৭শে আগষ্ট সন্ধ্যার সময় উহা 'বগ' নামক স্থানে পহুঁছিলে, জলদস্যু বোম্বেটিয়া উক্ত জাহাজে আরোহণ করিয়া কাপ্তেন, মেট, প্রভৃতিকে সাংঘাতিক রূপে আঘাত করে; এবং জাহাজস্থিত সমস্ত ইয়ুরোপীয় আরোহীগণকেও সাংঘাতিক আঘাত করে। ছয় ঘণ্টার পর জাহাজ 'আউন্দ' নদীতটে উপস্থিত হইবা মাত্র উক্ত পাপাত্মারা নামিয়া পলায়ন করে। চৈনিক ইঞ্জিনিয়ারেরা উক্ত জাহাজ মেকেবো আনয়ন করেন এবং উক্ত বোম্বেটিয়াদের অন্বেষণে কর্ত্তৃপক্ষগণ যুদ্ধ পোত প্রেরণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে একরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব জ্বর রোগ দেখা দিয়াছে, উক্ত জ্বর হইলে রোগীর মস্তক সমুদয় শরীর গাঢ় লোহিত বর্ণ হয়। ইহা সর্ব্বপ্রথমে হিলেন হে অতিরিক্ত বমন জন্মায়। তার পর বেদনা চক্ষু তাঁহার

মাসতুতো ভাইকে দক্ষিণ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। ইতি স্বরভারতে ডেঙ্গু পর্ব্বাধ্যায়।

কাবুলে একটী ছোট খাট বন্তা হইয়াছে।

মক্কা অঞ্চলে লিট নামক স্থানে ও ব্যাধির সমধিক প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি ৮৫ বারাণসী এবং শ্রীপাঠ লণ্ডন ধামে এরূপ ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছে যে রাস্তায় এক গলা জল হইয়াছিল এবং মহিষ প্রভৃতি পশুরা সেই অগাধ জলে সন্তরণ দিয়াছিল।

কাবুল আদালতের উকীল আতা মহম্মদ খাঁ লিখিয়াছেন, যে, কাবুলের আমীর, সর্দার য়াকুব খাঁর বিরুদ্ধে ৯০০০ সওয়ার সহকারে যাত্রা করিয়াছেন এবং য়াকুব খাঁও অধিক সৈন্য লইয়া হিরাট ত্যাগ করিয়া পিতার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পিতার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইতি বব্রুবাহন পর্ব্বাধ্যায়ঃ।

কলিকাতা হাইকোর্টের নিমিত্ত ৬ জন অনুবাদকের আবশ্যক হইয়াছে।

চিত্রল প্রদেশের ভেলির, বাদক্সণের শাসন কর্ত্তার সহিত সাক্ষাত করিয়া প্রত্যাগমন সময়ে অনেক গুলি পাহাড়ী লোক তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন।

হিরাট, মাসেদ, বাকু, বোখারা হইতে বণিকেরা যে সকল বাণিজ্য দ্রব্যাদি পাঠাইতেছিল গাড়ি অভাবে তাহা বন্দ হইয়াছে।

পারিসে গস্লিন নামক এক ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান রবর ও ফ্লানেল সহযোগে এক প্রকার জামা প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা সন্তরণ করিতে পারে না তাঁহারা তাহা গায়ে দিয়া উত্তমরূপে ও নিরাপদে সন্তরণ করিতে পারে।

যখন ইয়ারকন্দের রাজদূতেরা ক্যাসগারে ছিলেন তখন এক ব্যক্তি আপনাকে নোগাই টার্টর বলিয়া পরিচয় দেয়। নিঃসন্দেহ এই ব্যক্তি ইংরেজ, ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে পলায়ন করে। হয়ত এ ব্যক্তি ক্রিমিয়া যুদ্ধের পলাতক।

মুঙ্গেরের নিকটস্থ গঙ্গায় অতিশয় জল বৃদ্ধি হইয়াছে।

পুঁটিয়ার রাণী শ্রীমতী শরৎ সুন্দরী ৮ই শ্রাবণ হইতে ১০৫১৬৫ জনকে অন্নদান করিয়াছেন। অন্নদান, বড় দান।

কোহেট, দোয়াব এবং নোসেহারার ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছে।

মেরুতে একটী দুর্গনির্ম্মাণার্থ রুষিয়নেরা উদ্যোগ করিতেছেন। "আটে কাটে দড়, ত, ঘোঁড়ার উপর চড়।"

সটক্লিফ সাহেব আসাম যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সেখানকার শিক্ষা বিভাগের সুবন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আসামে উত্তম চা হইতেছে।

জার্ম্মানদিগের যুদ্ধপোত 'আলকএন' এবং "নাগতিলাস" সন্তানদারের নিকট পঁহুছিয়াছে।

এডুকেশন গেজেট বলেন। সাতক্ষীরার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বহুকাল হইতে কতকগুলি মুচি বিষ খাওয়াইয়া ঐ গ্রামস্থ গবাদি মারিয়া ফেলিতেছিল। সম্প্রতি ভঞ্জানামক একজন মুচি কয়েক জন ভদ্রলোক কর্ত্তৃক বাজারে ধৃত হইয়া পুলিসে চালান হয়। অপরাধী হাজতে আছে। সুবিজ্ঞ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কি হয় দেখা যাউক।

(মান্দ্রাজ) — নন্দিদুর্গ গ্রামে কোন এক ব্যক্তির আপন "বাবাকে" পোড়াইয়া পিণ্ড দিবার উদ্যোগ করিবামাত্র ধরা পড়াতে দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছে। এই উপযুক্ত গুণবান পুত্রকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য কাজ হয়নাই। আজ কাল সুরাপানের যে প্রাদুর্ভাব ঐরূপ "বাবা পোড়া ছেলে" অনেক হবে।

নড়ালের প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু গুরুদাস রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার ভ্রাতা রায়রতন রায় ইঁহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন; গুরুদাস বাবু স্বীয় বাহুবলে ।৵০ আনা সম্পত্তির অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি এক জন যথার্থ বাঙ্গালী ছিলেন, মনে কোন খল কপট ছিল না। এবং সাহেব শুভ কাহারই খাতির রাখিতেন না।

মধ্য আসিয়ায় রুষিয়েরা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কর্ম্ম প্রার্থী লোক মাত্রেই তাঁহাদের অধিকারে প্রবেশ করিতে পারিবে। অন্য লোক প্রবেশ করিলেই তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ করা হইবে।

মান্দ্রাজের গবর্ণর আগামী মাসে কোচিন পরিদর্শন করিতে যাত্রা করিবেন। কেবল বোম্বাইয়ের গবর্ণর চুপ করিয়া রহিলেন কেন? আবার হক সাহেব মান্দ্রাজ যাবেন।

জয়পুর অবধি রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই খোলা হইবে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ও দক্ষিণ সিংহলে ভয়ানক মারী ভয় হইয়াছে। বোম্বাদও মারীভয়ে উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

বাগের খাল খনন করা অতীব কর্ত্তব্য বলিয়া ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মত দিয়াছেন। এ সংবাদটী শুভ বটে।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর আসাম পরিদর্শন করিয়া ১৫ই ভাদ্র কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন।

যাঁহারা মহারাণী বিক্টোরিয়া অথবা ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট কোন বিষয়ের আবেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের যোগে উক্ত আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে।

পোর্ট কমিশনেরা চিৎপুর হইতে আর্ম্মানী ঘাট পর্য্যন্ত একটী ট্রামওয়ে খুলিবেন।

বিজয় নগরের মহারাজা মাসিক ২০০৲ বেতনে কাশীতে একটী স্ত্রী চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন।

বিলাতে মিঃ ইলিহু বরিট নামক জনৈক কর্ম্মকার একখানি 'সংস্কৃতাভিধান' প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি অতি শীঘ্র আরও অষ্টাঙ্গ ভাষার অভিধান প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদয় একত্র মুদ্রিত করিবেন। কারলাইল নামক এক ব্যক্তি এই সুমহৎ কর্ম্মকারকে লোক সমাজে পরিচিত

করেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে ৬৩ বৎসর। তিনি ইতি পূর্ব্বে আরও দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আপনার এক খানি পত্রে সমুদয় মনের সংকল্প লোক সকলকে জ্ঞাত করিয়াছেন।

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট্টের পূর্ব্ব মাসাচুসেট্স্ প্রদেশে একটী ভেক শীকারের কারখানা হইয়াছে। কতকগুলি লোক ক্রমাগত ভেক শীকার ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। তাহারা ভেক সকল শীকারান্তে বোষ্টনের বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। — মৎস্যের ব্যবসার অপেক্ষা এই ভেকের ব্যবসা সমধিক প্রবল।

জাঞ্জানেকিতে একটী ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। লোক জনের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

সম্প্রতি উলউইচে বেলুনের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পারীস অবরোধ সময়ে বেলুন দ্বারা উভয় পক্ষেরই সমধিক সাহায্য হয়; তদবধি বেলুন ব্যবাহার যুদ্ধের একটী অঙ্গ হইয়াছে। কগ্নোস বাজারের বড় বেলুন এই বিষয়ের নিমিত্ত পরীক্ষা করা হইয়াছে। তিনি বিফল হইয়াছেন। এই বেলুনটী ৮০০ ফিট উচ্চ এবং ইহার নাম "সিটি অব দি ইয়র্ক"। কউড লার সাহেব কর্ত্তৃক ইহা সর্ব্ব প্রথম গঠিত হয় এবং বিপরীত বায়ুতেও গমন করিতে পারে।

কলিকাতা, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, ও পাটনায়, মূক, বধির ও অন্ধদিগের নিমিত্ত আশ্রম স্থাপিত করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

গতবৎসর লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকার ব্যবসায়ে ২৮ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছিল।

নিজামের রাজ্যে একটী স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা নিজামের না ইংরেজদের?

পোর্ট ব্লেয়ারস্থ কয়েদীগণের উপর একটী আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে যে, যদি পুরুষ কয়েদীরা ২০ বৎসর এবং স্ত্রী কয়েদী, ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত সচ্চরিত্রতা সহকারে কার্য্য করে তবে তাহারা খালাস পাইতে পারে।

২৩শে সেপ্টেম্বর বুধবারে মেঃ মেকেঞ্জি লয়েল কোং দ্বারা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত পুস্তক সকলের সত্ব প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইবে।

আসাম নওগাঁর কোন সংবাদদাতা — লিখিয়াছেন;—

অত্র জিলা স্কুলের হেড মাষ্টার বৃদ্ধ হওয়ায় গত কমিটীতে তাঁহাকে পেন্ সেন লওয়ার আদেশ হইয়াছে অক্টোবর মাস হইতে হেড মাষ্টরী খালী হইবে। দ্বিতীয় মাষ্টর উক্ত পদের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহার পাওয়ার পক্ষে সন্দেহ আছে।

এখানে উন্নতি শীল ব্রাহ্ম সমাজটীর অত্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। উপাচার্য্যের নানা প্রকার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিয়া অনেকে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। উপাচার্য্য মহাশয় এখানে ক্ষুদ্র কেশব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

আগামী ডিসেম্বর মাসে ৮ই তারিখে সূর্য্য মণ্ডলোপরি শুক্র (Venus) গ্রহের গতি দর্শন করিয়া পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নির্ণয় হইবেক। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স জারমণি প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রধান২ দেশ হইতে মহান্-দূরদর্শী জ্যোতির্ব্বিদ গণ দুই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতেছেন। আমরা আমাদের পঞ্জিকা দেখিলাম, ৮ই ডিসেম্বর, ২৩এ অগ্রহায়ণ, অমাবস্যা। সে দিন গোসহস্রী অর্থাৎ গঙ্গাস্নানে সহস্র গোদানের ফল। তবে আরবি দূরবিনে আনা যাইবে।

চনকচূর্ণ।

(অনেকে এই তেলেভাজা চেনাচুরের জন্য আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন ও বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, দশজনের অনুরোধে চনকচূর্ণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম।)

ঝমাঝম বাদল হবে, গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিতে থাকিবে, বুকের ভিতর দুড় দুড় করিবে, তবে ত চনকচূর্ণের আদর হবে। পোড়া আকাশে জল নাই, খালে বিলে জল নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই, কলসীতে জল নাই, কেবল অভাগা বাঙ্গালি চখের জলে বাদলা করিয়া কি চেনাচুর খাইবে? দেবতার জ্বালায় এ চনকচূর্ণের বাসনায় উঠাইয়া দিতে হইল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় তিন মাস ত ওলাবিবির ভয়ে চনকচূর্ণের নামটি পর্য্যন্ত করি নাই; শ্রাবণও যায়—আর আকাশটা একটু দুর্ব্যটেরা গোছ হয়েছে—একবার ডেকে দেখা যাক কি হয়?

চা—আই চেনাচুরম্ গরমাগরম, খরম্—অখরম, নরম অসরম। পেলা নম্বর—কিষণ দা—খা—স কি চেনা—জোর মসালাদার—বড়া আদমি লেতেহেঁ—বড়া আদমি খাতেহেঁ—বড়া আদমি এক্কা ভেদ জানতেহেঁ—বাঙ্গালাকা জমীদার লোক ইনিকা কিম্মৎ জানতেহেঁ। চা-আই কিষণ দা-সা-স কি চেনা—তেরা রুপেয়া চার আনা—খরম্ ভর খাও, পুরা হরষ লেও। চল, আও খরিদার, আও।—

দুসরা-নম্বর, বাগবাজার কি চেনা চুর—বড়া মজাদার, মিঠা মশালা, গরম ভসালা। অমৃৎ বাজারসে ইয় চেনাচুর সৃষ্টি হুয়া, সৌনাক্ষারসে স্থিত হুয়া, আদি খাস মহল বাগবাজারমে ইয় মহা প্রলয় হোগা। প্রলয় দেখোগে ত, আও খরিদার চল, আও। ইসে পলিটিক্স জানা হোতা হ্যায়, দিল তাজা হোতা হ্যায়, বঙ্গালি রাজা হোতা হ্যায়, হপ্তোবাদি বহুৎ মজা হোতা হ্যায়। মিঠাকড়া মশালা, গরম ভশালা—আও—চল আও—

তিসরা নম্বর, সেনজ কি চেনা—ধরমসে খানা।—সেনজ কি চেনা, গরমাগরম, এক এক আনা। ধরম্ সিখোগে, ধেয়ান শিখোগে। ধরম্ কি চেনা, নয়া কারখানা। এক মুট্টি খালেও, পরকাল ভাল হোগা, পরিত্রাণ মিলে

গা, ভব লন্ডন সন্ গুল জাগা। সাহেব বাঙ্গালী, ভূত আর দেও, চন্দন আর ভসম্, সভি এক হো জাগা। ধরম্ কি গরম্ চেনা—করম্ কি নরম্ হোনা—সব ছোড়কে আপনে বাঁচানা। এহি ধরম্—এহি করম্—আও খরি-দার লোগ—চল আও—আও।

স্ব-উ-উনত চেনা—সব কোই লেনা।
নগদ খরিদার, সবসে মজাদার।
গাহক কা নাম ভুটানা,
বড়া গর ইস্তাহার॥
কোম্পানিকা কল্‌কা পয়সা এক,
খরিদার লোক ঝুমকে দেখ।
মাজি মাল্লা, কাজী মোল্লা,
ব্যাপারী উতারো দাঁড়ী পাল্লা,
খলক খোদাকা, মুলুক মহারাণী কা,
নগদ এক এক পয়সা দেও,
খাসা আখবর স্ব-উ-নত লেও।
স্ব-উ-উ-উনত চেনা—সবকোই লেনা।

ভট্টাচার্য্য কি চেনা, সোমবারকো লেনা। এস্মে প্রে আ-আ-ড্ বিবাক হ্যায়, মলিমুচ হ্যায়—সহা-আ-আ-নুভূ-ভউতি হ্যায়-উদূখল, ধষ্ট হ্যায় হ্যায়। ইস সবমিল কর, ভট্টাচার্য্য কি চেনা বনয়া হুয়া হ্যায়। ইস্মে ইষ্ট, নিষ্ঠ, শিষ্ট, কৃষ্ণ, রাজনীতি, সমাজনীতি, ভ্রাতৃপ্রীতি, সং-বাদ, বিসম্বাদ, বাদানুবাদ, অপবাদ, সব ভাজা ভাজা, তাজা বতাজা মিলেগা। ভট্টাচার্য্য কি চেনা, সোমবার কো লেনা।——

বিলাতী চেনা আ-আ। ইয়ংবেঙ্গল চল—আও।
ডেইলি নিউস আখবর,
ইংলিশম্যান অবর ;
ফ্রেণ্ডইণ্ডি খোসবর,
আর নওয়া অবজর বর।
যোদিল চাহে—চীজ—নফীজ।
ফিটাংস কফ নজে ক্লেস,
প্রোইণ্ট্ দি গ্যাঞ্জেস ;
স্নুইট ইণ্ডিয়রর বিষ্টাটস,
গ্লো ওবর দি ষ্টেটস।
বিলাতী চেনা,—ইয়ংবেঙ্গল লেনা।
ভাল আখবর লিখা বিজবর।
বিলাতী চেনা, গরম্ গরম্ লেনা,
চা-কা সাত পিনা, টেবিলমে রাখনা,
আও—আও——

সবসে পিছে-সাধারণীকা চেনা, আওর কেয়া বোলনা। আত্মগুণ গরিমা হোতা হ্যায়, নতুবা হরি একগুণ বালায়কর উচ্চৈঃ রবে চীৎকার করনা।

প্রেরিত পত্র সকল।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, একান্ত বশম্বদ জনৈক দুবরাজপুরের সম্বাদ দাতা। আপনি দুবরাজপুরের মুনসেফ বাবুর সম্বন্ধে যত কথা লিখিয়াছেন, সত্য কথা বলিতে কি, তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। সকল কথা বিশ্বাস করিলাম না বলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম, এমন নহে, বিশেষ অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিলাম। আর মুনসেফ বাবু আমাদের গ্রাহক, তাঁহার কাছে একটি নিবেদন আছে। দুবরাজপুরে একদল মুনসেফ বাবুর শত্রুপক্ষ আছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এই শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে আমাদিগকে কোন কথা বলা যদি পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, আমাদিগকে সেই বিষয়ে পত্র লিখিলে বাধিত হইব।

---

৩ রা সেপ্টেম্বর, কস্যাচিৎ ছাত্রস্য।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল নেটিব সিবিল সর্বিস ক্লাশ হুগলি কালেজে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল বিষয় আলোচনা হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় সাধারণে সকলেই অবগত আছেন, বিশেষ করিয়া বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে, ব্যায়াম শিক্ষা ও অশ্বারোহণ। এ দুইটী আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী বটে; ইহা দ্বারা কতক পরিমাণে শারীরিক বলাধান হইতে পারে। অপর গুলির শিক্ষার কোন বিশেষ ফল নাই বলিলেই হয়, কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। প্রথম পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হন তাঁহারা প্রায় সকলেই গবর্ণমেণ্ট হইতে কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ; গত বর্ষে যাঁহারা উত্তীর্ণ হন তন্মধ্যে অনেকেই রিলিফ ওয়ার্কে (Relief work) প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারাই সকলকে প্রলোভন দেখাইয়া উক্ত পথানুসরণ করিতে বারম্বার আহ্বান করিতেছেন। সকলেই দেখিয়া শুনিয়া ক্ষণ কাল চিন্তার পর তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বলিয়া উৎসাহ পূর্ণচিত্তে তদভিমুখে গমন করিতেছেন ; বি এ, বি এল্, এম এ, প্রভৃতি উপাধিধারী মহাশয়গণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আশু কল প্রত্যাশায় সঙ্কুচিত ভাবে স্বীয় অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের দলভুক্ত হইতেছে; বয়োজ্যেষ্ঠ শুক্লকেশ সংসারাশ্রমী কর্ম্মচারীগণ (officers) স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাদের পশ্চাদ্গামী হইতেছেন। এই শেষোক্তদিগের উপর আবার গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ; অর্থাৎ ইঁহাদের কেবল চারি মাস কাল পাঠ করিতে হইবেক প্রথমোক্তদিগকে এক বৎসর পড়িতে হয়। কিন্তু "দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা নাপাইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেক না এবং উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেবল প্রথম পঞ্চদশ ব্যক্তিকে কার্য্য দেওয়া হইবেক" এই রূপ আদেশ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। এই বাক্য শ্রবণে সকলেই একেবারে স্তম্ভিত ও ভগ্নাশায় হইয়াছেন।

১৭ ই ভাদ্র, চোমাথা, চুঁচুড়া, শ্রী রাঃ—। ইনিও নেটিব্ সিবিল সর্বিশের নূতন নিয়ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। ইনি বলেন "এ বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম খাটিবে এই রূপ প্রকাশ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল। সাগরের মধ্যস্থলে নৌকা আনিয়া ডুবান উচিত হয় নাই।" বৎসরের পরে নিয়ম করিলেই বা কি হইত ? যাঁহারা পাশ হইতেন তাহাদিগকে কর্ম্ম দিতে গবর্ণমেণ্ট কখনই পারিতেন না। কর্ম্মাপেক্ষা কর্ম্ম প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হইলেই গোলযোগ হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র কি ?

৫ ই ভাদ্র। "জিলে কুমিল্যা, থানে জগন্নাথদিঘী পং, তিস্কা, মৌজে চিয়ড়া, ইংরেজী ও বাঙ্গলা ও পারশ্য বিদ্যালয়ের বাঙ্গলা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, বশম্বদ শ্রীনাম নি ঞা।" আপনার প্রেরিত সংবাদটির সারাংশ দিতেছি। জিলে কুমিল্যা ইত্যাদি চিয়ড়া নিবাসী জমীদার মহাম্মাদ আহার কাজি সাহেব শ্রাবণ মাসে সব্ রেজিষ্টরির ভার প্রাপ্ত হন। কিছু দিন পরে তসবি জপিতে জপিতে বেলা ৪॥ টার সময় তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ কি ? আপনি এই সংবাদটি সুরস কাব্যে রচনা করিতে আমাদিগকে যথোচিত অনুরোধ করিয়াছেন, আমাদের অদৃষ্ট ক্রমে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনাকে "চির বাধিত" করিতে পারিলাম না। একটি প্রশ্ন। চিয়ড়ার তিনবিদ্যার স্কুলে বাঙ্গলা শ্রেণীতে কি কি পুস্তক পড়ান হয় ?

২৩ এ আগষ্ট, আসাম, নওগাঁ। একজন অসম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম, আপনি যদি আপনার নাম প্রকাশ করিতে বলেন তাহা হইলে আপনার পত্র প্রকাশ করিতে পারি। আর একটি কথা আছে, বিষয়টি সাধারণের মঙ্গল বা অমঙ্গল জনক হওয়া চাই, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির উপকার বা অপকার করিয়াছে, ইহা লইয়া আমরা পত্রিকা পূর্ণ করিতে পারিনা, ক্ষমা করিবেন। এই গেল আমাদের কথা, আর সাপ্তাহিক সমাচারের কথা সাপ্তাহিক সমাচারই বলিবেন।

নাম নাই, তারিখ নাই, ঠিকানা নাই। দর্পনারায়ণ কন্যা মনোমোহিনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বাধিত হইলাম, কিন্তু আপনার পত্র কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে পদ্য লিখিয়াছেন। পদ্য কিরূপ সকলে দেখুন।

সমুচিত বারি নাহি মেঘ হতে ক্ষরে
কি অগ্নি বৃষ্টি করে প্রখর তপন
অতএব শস্য নাহি জিলেক উর্ব্বরে
অজন্মা করে দুরভিক্ষ সম্ভাষণ

দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে মহামারী হইলে, আমাদের এত কষ্ট হইত না।

১৫ ই ভাদ্র মুর্শিদাবাদ, নশিপুর। বালিকার লিখিত পদ্যটি অতি উত্তম হইয়াছে। পত্র প্রেরক বোধ হয় আমাদের পরিচিত ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু কেবল হাতের লেখা দ্বারা অনুমান করিতে পারিলাম না। পত্র প্রেরক, আপনার নাম, বালিকার পরিচয়, এবং বালিকার নিজের হস্তাক্ষরময়ী একটি রচনা আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন। পদ্যটি সংশোধন করিয়া অন্যতর স্তম্ভে প্রকাশ করিলাম।

অকৃতজ্ঞ শুক।

১

হায়! অকৃতজ্ঞ শুক কিবলিব তোরে!
বেড়াতিস বনে বনে, বনজ বিহঙ্গ সনে
কে ধরিল ? কে পোষিল, তোরে সমাদরে ?
কে ফুটারে তোর আঁখি, সুবর্ণ পিঞ্জরে রাখি,
প্রতি দিন চাল ছোলা কেদিল সাদরে ?
বল বল বল পাখী বল সত্যকরে !

২

সেদিন কি পাখী তোর মনে আছে আর ?
ক্ষীণপক্ষ হীনবেশে, ফিরিতেরে দেশে দেশে,
বসিবার স্থান মাত্র ছিলনা তোমার,
দুরন্ত নিষাদ ভয়ে বনে ডালে লুকাইয়ে
বাঁচাইতে আপনার শীর্ণ কলেবর—
সেদিন কি পাখী তোর মনে আছে আর ?

৩

মনেকি পড়েরে পাখী সেদিন তোমার ?
কিঞ্চিৎ আহার লাগি, জন্মারণ্য পরিত্যাগি
অনন্ত সাগর জলে দিয়েছ সাঁতার,
কুলায় রচনাতরে বনস্পতি পদে ধরে,
কাঁদিয়া করেছ কত মিনতি আবার,
সেদিন কি পাখী তোর মনে আছে আর ?

৪

মনে না পড়িবে পাখী সেদিন তোমার।
যে দিন নিষাদদলে বাসা ভেঙ্গেছিল বলে,
শক্ত কাটি করিয়াছে দুর্দ্দশা তোমার,
সে দিন বিপাকে পড়ে, ভারতের দ্বারে দ্বারে
ফিরিয়াছি শিখিয়াছ কত শিষ্টাচার,
সেদিন কি পাখী তোর মনে আছে আর ?

৫

মনে না পড়িবে পাখী সেদিন তোমার !
নগর পেয়েছ বলে, সব কি গিয়েছ ভুলে ?
ভুলনা ভুলনা মনে কর একবার !—
তার একদিন পাখী ! আম্র অটবীতে থাকি,
শ্রান্তি নচেতন করে, পদশব্দ কার
—গণিতে নিযুক্ত ছিলে বল একবার ?

৬

সেই একদিন শুক ভেবে দেখ মনে।
ভারত শিশুরা তোরে, ক্রীড়ার সামগ্রী করে
কত ক্রীড়া করিয়াছে, কেবা তাহা জানে ?
পিঞ্জরে আবদ্ধ রতে, দাঁড়ে বসে ছোলা খেতে
যে বুলি বলাত তাই বলিতে সঘনে,
সেই একদিন শুক ভেবে দেখ মনে !

৭

একদিন আত্মারাম ছিলে তুমি যার,
করিলা শৃঙ্খল খণ্ড, ভাঙ্গিয়া লোহার দণ্ড,
প্রাণপণে সর্ব্বনাশ সাধিতেছ তার।
তার হৃদি মধ্যে পশি, আকণ্ঠ শোণিত শুষি,
উদর পূরণ তবু নাহল তোমার।
ধন্যরে কৃতজ্ঞ তোর পদে নমস্কার !

বিজ্ঞাপন।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

পুস্তক	মূল্য	মাস্থল
বঙ্কিমবাবুরকৃত,		
দুর্গেশনন্দিনী,	১৷০	৶০
মৃণালিনী,	১১	৶০
কপালকুণ্ডলা,	১১	৶০
বিষবৃক্ষ,	১১	৶০
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত,		
যুগলাঙ্গুরীয়	৶১০	/০
ইন্দিরা,	৶১০	/০
মধুমতী,	৶১০	/০
হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত,		
ব্যায়াম শিক্ষা	।০	/০

শব্দ কল্পদ্রুম।

মহাত্মা স্তর রাজা ৺ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত উপরিউক্ত মহাকোষ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি মাসে ২০ ফরমার একএক—খণ্ড করিয়া বাহির হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাস্থল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার ৩০ নং রাজাকালী কৃষ্ণের লেন শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাকমাস্থল সমেত পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। নবম খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী খণ্ড সকল মুদ্রিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট পাকা গোঁপ ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিবার অব্যর্থ ঔষধ আছে। মূল্য ১৲, ১৫ দিবসান্তর ব্যবহার করিতে হইবে। প্লীহারও উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে, মূল্য ১ টাকা, চারি দিবস সেবন করিতে হইবে মাত্র। দক্রর ঔষধ মূল্য ।০ আনা। নবল ঘায়ের চমৎকার ঔষধ আছে, ৭ দিবস ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে। মূল্য ২ টাকা। বাধক বেদনার মহৌষধ আছে, রোগ কি প্রকার জানিতে পারিলে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। চুঁচুড়া কাদমতলার ১৯৮ সংখ্যক ভবনে ডিস্পেনসারিতে প্রাপ্য।

শ্রী শ্রীকান্ত শর্ম্মা,
জনৈক ম্যানেজার হিন্দুস্কুল চুঁচুড়া।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধরণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি, তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি বোবাল, বহরমপুর;
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে এক্জামিনরস্ অফিস, কলিকাতা।
ইনি কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

হিন্দুবিলাসী।

বিগত ৪ঠা শ্রাবণ হইতে "হিন্দুবিলাসী" নামক একখানি ডিমাই ১২ পেজি আকারে মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য রহস্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	১৲
„ যাম্মাসিক	...	॥৵০
„ প্রতি খণ্ডের	...	৵০
বিদেশে ডাকমাশুল		।৵০

যাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা "হিন্দুবিলাসী" সম্পাদক বলিয়া চুঁচুড়া মিসনবিদ্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র বসু, যশোহর নিজের দরুণ	৩।০
ধূলজুড়ি স্কুলের জন্য	
„ ইন্দুভূষণ বসুর নামে	৬।০
„ „ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, রাঁচি	৬।০
„ „ শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী, গৌরীপুর রাজধানী, ধুবড়ি	৬।০

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	৬।০
অগ্রিম যাণ্মাসিক	৩।০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	২
মাসিক	৮০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৵০

ডাকমাস্থল লাগিবে না।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রী পাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

সাধারণী।

২ ভাগ } চুঁচুড়া—[illegible] ভাদ্র। রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খৃ অব্দ। } ২২ সংখ্যা।

শিক্ষানবিশের পদ্য।

এই নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ছয় আনা। পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। অবিকল ভাবানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। অনুবাদ কিরূপ, তাহার নমুনা নিম্নে দিলাম।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll,
সুনীল গম্ভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসিযায়।
Man marks the earth with ruin—
ধরাধাম ধ্বংশ করে মানবের বল,
his control
Stops with the shore;
নর গরিমার সীমা সাগর বেলায়,
upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of mans ravage, save his own,
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায়,
তব কীর্ত্তি তব অঙ্কে; মানব যখন
When, for a moment, like a drop of rain
সহসা সাগর গর্ভে বৃষ্টি বিন্দু-প্রায়
He sinks into thy depths with bubbling groan
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কেবল তখন
Without a grave, unknell'd uncoffin'd and
unknown.
কে দেহ বহন করে? কে করে দহন?
কেবা হরি বোল বলে? কে করে ক্রন্দন?

বিজ্ঞাপন।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রে হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটী হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য নিতান্ত অশ্লীল ও সুরুচিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হইবে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্ এ
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল
কদমতলা, চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
৩০ নং রাজা কালী কৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

বিলাতে ভারত রাজ্যের জমা খরচের কথা।

যদিও পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হইবার [illegible]ক্তি অল্পকাল পূর্ব্বে উক্ত হিসাব হাউস্ অব্ [illegible] সম্বন্ধে নীত হইয়াছিল, তথাপি সভ্য-[illegible]হা সম্যক পর্য্যালোচনার্থ এবৎসর যে শ্রমব্যয় করিয়াছেন, তজ্জন্য আমারা তাঁহাদিগকে ধ[illegible]বাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না। আমাদিগের অণ্ডর সেক্রেটরি লর্ড জর্জ্জ হামিণ্টন আয় ব্যয় হিসাব সম্বন্ধে অনেক ন্যায় সঙ্গত মত প্রকাশ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক হইবে না; কিন্তু এই অল্প বয়সে তিনি ভারতের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ রাজপুরুষগণাপেক্ষা ভাল বলা যাইতে পারে। তাঁহার এত প্রশংসা করিবার আর একটি কারণ এই যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারী গ্রাণ্ট ডফের ন্যায় বৃথা কতকগুলা আপ পাশ কথা লইয়া চীৎকার না করিয়া শুদ্ধ কাজের কথা গুলিই বলিয়াছেন। সম্বাদ পত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন অন্যান্য বৎসর ভারতের আয় ব্যয় হিসাব লইয়া অধ্যাপক ফসেটকে গ্রাণ্ট ডফের সহিত কি তুমুল বাগ্যুদ্ধই করিতে হইত এবৎসর আমাদের ফসেট সাহেবকে সেরূপ কিছুই করিতে হয় নাই।

লর্ড জর্জ্জ হামিণ্টন ভারতরাজ্যের জমা খরচ হিসাব দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাস্থলে দর্শিত হয় যে ১৮৭২।৭৩ সালের মোট খরচ হইতে যদি নিয়মাতিরিক্ত পূর্ত্ত কার্য্য ও দুর্ভিক্ষোপশমের খরচ বাদ দেওয়া যায়, তবে জমার স্তম্ভে ১৭৬৫৬৭২০ টাকা উদ্বর্ত্ত থাকে। ৭৩।৭৪ সালেও সেই রূপ ১৮৬৭৬৩৭০ টাকা খরচ বাদ জমা হয়। ৭৪।৭৫ সালের ভাবি আয় ব্যয় তত্বনির্ণয় করণ সময় প্রকাশ পায় যে, এবৎসরও সম্ভবতঃ ১১৯২০০০০ টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিতে পারে। এই উদ্বর্ত্ত টাকা সঙ্কলন করিলে তিন বৎসরে ৪৮২৫৩০৯০ টাকা হইল। ঐ তিন বৎসরে নিয়মাতিরিক্ত পূর্ত্ত কার্য্যের জন্য ১০৩৩১৯৯০ টাকা ও দুর্ভিক্ষোপশমার্থ ৬৫০০০০০০ টাকা ব্যয়িত হয়। দুর্ভিক্ষ[illegible] হইয়াছে, দুই বৎ[illegible] সঙ্কলান হই[illegible]র। ৭[illegible]হইতে ৩৯০০০০০ টাক[illegible]লের আয় হইতে ২৫০[illegible]০০ [illegible]

তৎপরে লর্ড [illegible]েন যে যদিও ভারতের রাজস্ব যত [illegible] তত বাড়াইতে পারা যায় না, তথাপি [illegible]ম্বন্ধে হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা [illegible]। লবণের শুল্ক সম্বন্ধে তিনি যে মত প্র[illegible]রিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের মতে[illegible]র [illegible]ূর্ণ ঐক্য হইল না। তিনি বলেন যে [illegible]ণের শুল্ক সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে। যাঁহারা বহুদর্শী ও ভারততত্ত্বজ্ঞ [illegible]রা সকলে বলিয়া থাকেন যে লবণের শুল্ক গুরু হইলেও উহা কমাইবার চেষ্টা করিলে হঠাৎ আয়ের স্থায়িত্ব পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। অপর সম্প্রদায় বলেন যে শুল্ক কমাইয়া দিলে লবণের খরচ বাড়িবে ও তাহা হইলেই আয়ের কোন হানি হইবে না। শেষোক্ত মতপোষণার্থ তিনি দেখান যে মান্দ্রাজে ও বোম্বায়ে লবণের শুল্ক বঙ্গ দেশ অপেক্ষা কম বলিয়া প্রত্যেক মান্দ্রাজী বা বোম্বাইনিবাসী, প্রত্যেক বঙ্গবাসী অপেক্ষা [illegible]রে বেশী লবণ খরচ করিয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে শুল্ক অতিশয় গুরু হইলে ব্যয় কমিবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু বঙ্গদেশে লবণের শুল্ক ততটা গুরু নহে। শুল্ক কমাইলে কি পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি হইতেপারে, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বঙ্গ প্রদেশে একবার লবণের শুল্ক লঘু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে লবণের বিশেষ ব্যয়াধিক্য লক্ষিত হয় নাই।

হামিণ্টন সাহেব আর ও বলেন যে সম্প্রতি খরচ কমাইবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ১৮৬৮ সাল হইতে শুদ্ধ সৈনিক বিভাগে এক কোটি টাকা খরচ কমান হইয়াছে কেবল ব্যয় কমিয়াছে এমত নহে সৈন্য সংখ্যা পূর্ব্বমতই আছে এবং তাহারা পূর্ব্বে যেমন সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিত এখনও সেই মত রহিয়াছে।

রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথা সমর্থনার্থ হামিণ্টন সাহেব কর্ত্তৃক নানাযুক্তি প্রদর্শিত হয়। তিনি বলেন যে লর্ড মেও প্রতিষ্ঠিত রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথার উপর অনেকেই অসন্তুষ্ট। রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথা হেতু প্রজাবর্গকে নানাবিধ নূতন করভার বহন করিতে হইবে এই আশঙ্কাই তাঁহাদিগের অসন্তোষের কারণ। লর্ড জর্জ্জ বলেন যে যদিও উক্ত প্রথা প্রচলনের পর কোন২ স্থানে নূতন করের সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে সকল করের অব্যবহিত কারণ রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথা নহে। সেই২ স্থানে জুডিস্যাল বিভাগে ও অন্যান্য সম্বন্ধে যে সকল উন্নতি সাধন করা হইয়াছে, তজ্জন্য নূতন করের আবশ্যক নিশ্চয়ই হইত। আমরা হামিণ্টন সাহেবের এই কথাটিতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। লর্ড লরেন্সের রাজত্ব কাল হইতে ভারতে ক্রমে যেরূপ ব্যয়াধিক্য প্রবল হইতে ছিল, সেই ব্যয় সঙ্কুলান করাই বোধ হয় রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথা প্রচলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পূর্ত্ত কার্য্য সম্বন্ধে হামিণ্টন সাহেব বলেন যে রীতিমত রাস্তা ঘাট থাকিলে ভারতে দুর্ভিক্ষ সঙ্ঘটনের সম্ভাবনা অনেক কম হইতে পারে। সমস্ত ভারতবাসীর খাদ্যোপযুক্ত শস্য এবৎসর ভারতবর্ষে জন্মিল না, এমন কথা কখন কাহাকেও বলিতে হয় নাই। এ বৎসর বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ; কিন্তু পঞ্জাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য জন্মিয়াছে। সেই সকল অতিরিক্ত শস্য দুর্ভিক্ষার্ত্ত স্থান সমূহে সহজে প্রেরণ করিবার সুবিধা থাকিলে, খাদ্যাভাব জনিত ভয়ানক কষ্ট ভারতবাসীদিগের মধ্যে কাহাকেও সহ্য করিতে হয় না। সেই সুবিধা, স্থানে২ খাল খনন ও লৌহ বর্ত্ম নির্ম্মাণ ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। এতদুত্তরে স্যর সেমর ফিটজিরাল্ড বলেন যে ভারতবর্ষে অবস্থান কালে তিনি যে কত স্থানে খাল খনন কার্য্যারম্ভ করিতে আদেশ প্রদান করেন তাহা তিনি এক্ষণে বলিতে পারেন না। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে উপযুক্ত স্থানে খাল খনন ও লৌহ বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ভারতে সমস্ত অনিষ্টের উপশম হইবে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সে বিশ্বাস ভ্রম বলিয়া বোধ হইয়াছে। তিনি যখন ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে উক্ত পূর্ত্ত কার্য্য সকল হইতে গবর্ণমেণ্টের শতকরা দুই টাকাও আয় হইবে না। যাঁহারা ভারতের অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত তাঁহারা যে সকলেই স্যর সেমরের কথায় অনুমোদন করিবেন তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমাদিগের লর্ড নর্থব্রুকের বিচক্ষণতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কোন পূর্ত্ত কার্য্যের উপকারিতা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত না হইলে তিনি তন্নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে কখনই সম্মতি প্রদান করিবেন না। ভারতে আয় কর সম্বন্ধে লর্ড জর্জ্জ যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। আয় কর হইতে ভারতের নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই কর সংস্থাপন হেতু যদি প্রজাবর্গ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা উঠাইয়া দেওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য।

তৎপরে ফসেট সাহেব ভারতের আয় ব্যয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বে যে ভারতের ব্যয় নিয়মিতরূপে আয়াপেক্ষা অনেক বেশী হইত তাহার মূল কারণ এই যে সকলেই বিশ্বাস করিতেন ভারতবর্ষ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু এক্ষণে লর্ড নর্থব্রুক জানিতে পারিয়াছেন যে ভারত দীন; গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছামত করদানে অসমর্থ। সেই জন্য তিনি সকল বিষয়ে মিতাচারী হইয়া খরচপত্র করিতেছেন। এতদিন ইংলণ্ডে সাধারণ মত এই ছিল যে ভারতের অর্থ মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে পারিলেই ভাল। এক্ষণে হাউস অব কমন্স যদি লর্ড নর্থব্রুককে জানাইয়া দেন, যে সে মত তাঁহাদের আর নাই, তাহা হইলে ভারতের বিশেষ উপকার হয়। মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে থাকিলে, অবশ্য আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং আয় বৃদ্ধি করিতে হইলেই নূতন কর সংস্থাপন করিতে [illegible] নিত্য নূতন কর সংস্থাপন করা [illegible] শ্রেয়স্কর নহে। এমন কি [illegible]

✓ বিলাতে ভারত রাজ্যের জমা খরচের কথা।

যদিও পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হইবার ...তি অল্পকাল পূর্ব্বে উক্ত হিসাব হাউস্ অব্ ... সম্বন্ধে নীত হইয়াছিল, তথাপি সভ্য... হা সম্যক পর্য্যালোচনার্থ এবৎসর যে শ্রমব্যয় করিয়াছেন, তজ্জন্য আমারা তাঁহাদিগকে ...বাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না। আমাদিগের অণ্ডর সেক্রেটরি লর্ড জর্জ্জ হামিল্টন আয় ব্যয় হিসাব সম্বন্ধে অনেক ন্যায় সঙ্গত মত প্রকাশ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক হইবে না; কিন্তু এই অল্প বয়সে তিনি ভারতের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ রাজপুরুষ গণাপেক্ষা ভাল বলা যাইতে পারে। তাঁহার এত প্রশংসা করিবার আর একটি কারণ এই যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারী গ্রাণ্ট ডফের ন্যায় বৃথা কতকগুলা আশ পাশ কথা লইয়া চীৎকার না করিয়া শুদ্ধ কাজের কথা গুলিই বলিয়াছেন। সম্বাদ পত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন অন্যান্য বৎসর ভারতের আয় ব্যয় হিসাব লইয়া অধ্যাপক ফসেটকে গ্রাণ্ট ডফের সহিত কি তুমুল বাগ্যুদ্ধই করিতে হইত এবৎসর আমাদের ফসেট সাহেবকে সেরূপ কিছুই করিতে হয় নাই।

লর্ড জর্জ্জ হামিল্টন ভারতরাজ্যের জমা খরচ হিসাব দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাস্থলে দর্শিত হয় যে ১৮৭২।৭৩ সালের মোট খরচ হইতে যদি নিয়মাতিরিক্ত পূর্ত্ত কার্য্য ও দুর্ভিক্ষোপশমের খরচ বাদ দেওয়া যায়, তবে জমার স্তম্ভে ১৭৬৫৬৭২০ টাকা উদ্বর্ত্ত থাকে। ৭৩।৭৪ সালেও সেই রূপ ১৮৬৭৬৩৭০ টাকা খরচ বাদ জমা হয়। ৭৪।৭৫ সালের ভাবি আয় ব্যয় তত্ত্বনির্ণয় করণ সময় প্রকাশ পায় যে, এবৎসরও সম্ভবতঃ ১১৯২০০০০ টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিতে পারে। এই উদ্বর্ত্ত টাকা সঙ্কলন করিলে তিন বৎসরে ৪৮২৫৩০৯০ টাকা হইল। ঐ তিন বৎসরে নিয়মাতিরিক্ত পূর্ত্ত কার্য্যের জন্য ১০৩৩১৯৯০ টাকা ও দুর্ভিক্ষোপশমনার্থ ৬৫০০০০০০ টাকা ব্যয়িত হয়। দুর্ভিক্ষ... হইয়াছে, দুই বৎ... সঙ্কুলান হই... । ৭... ...হইতে ৩৯০০০০০ টাকা ... ...লের আয় হইতে ২৫০... ০০...

তৎপরে লর্ড ... ...ন যে যদিও ভারতের রাজস্ব যত ... তত বাড়াইতে পারা যায় না, তথাপি ... ...ম্বন্ধে হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা ... । লবণের শুল্ক সম্বন্ধে তিনি যে মত প্র... ...রিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের মতে... ...র ...র্ণ ঐক্য হইল না। তিনি বলেন যে ...লবণের শুল্ক সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে। যাঁহারা বহুদর্শী ও ভারততত্ত্বজ্ঞ ...রা সকলে বলিয়া থাকেন যে লবণের শুল্ক গুরু হইলেও উহা কমাইবার চেষ্টা করিলে হঠাৎ আরে স্থায়িত্ব পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। অপর সম্প্রদায় বলেন যে শুল্ক কমাইয়া দিলে লবণের খরচ বাড়িবে ও তাহা হইলেই আয়ের কোন হানি হইবে না। শেষোক্ত মতপোষণার্থ তিনি দেখান যে মান্দ্রাজে ও বোম্বায়ে লবণের শুল্ক বঙ্গ দেশ অপেক্ষা কম বলিয়া প্রত্যেক মান্দ্রাজী বা বোম্বাইনিবাসী, প্রত্যেক বঙ্গবাসী অপেক্ষা ...রে বেশী লবণ খরচ করিয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে শুল্ক অতিশয় গুরু হইলে ব্যয় কমিবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু বঙ্গদেশে লবণের শুল্ক ততটা গুরু নহে। শুল্ক কমাইলে কি পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি হইতেপারে, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বঙ্গ প্রদেশে একবার লবণের শুল্ক লঘু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে লবণের বিশেষ ব্যয়াধিক্য লক্ষিত হয় নাই।

হামিল্টন সাহেব আর ও বলেন যে সম্প্রতি খরচ কমাইবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ১৮৬৮ সাল হইতে শুদ্ধ সৈনিক বিভাগে এক কোটি টাকা খরচ কমান হইয়াছে কেবল ব্যয় কমিয়াছে এমত নহে সৈন্য সংখ্যা পূর্ব্বমতই আছে এবং তাহারা পূর্ব্বে যেমন সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিত এখনও সেই মত রহিয়াছে।

রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথা সমর্থনার্থ হামিল্টন সাহেব কর্ত্তৃক নানাযুক্তি প্রদর্শিত হয়। তিনি বলেন যে লর্ড মেও প্রতিষ্ঠিত রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথার উপর অনেকেই অসন্তুষ্ট। রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথা হেতু প্রজাবর্গকে নানাবিধ নূতন করভার বহন করিতে হইবে এই আশঙ্কাই তাঁহাদিগের অসন্তোষের কারণ। লর্ড জর্জ্জ বলেন যে যদিও উক্ত প্রথা প্রচলনের পর কোন২ স্থানে নূতন করের সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে সকল করের অব্যবহিত কারণ রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথা নহে। সেই২ স্থানে জুডিস্যাল বিভাগে ও অন্যান্য সম্বন্ধে যে সকল উন্নতি সাধন করা হইয়াছে, তজ্জন্য নূতন করের আবশ্যক নিশ্চয়ই হইত। আমরা হামিল্টন সাহেবের এই কথাটিতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। লর্ড লরেন্সের রাজত্ব কাল হইতে ভারতে ক্রমে যেরূপ ব্যয়াধিক্য প্রবল হইতে ছিল, সেই ব্যয় সঙ্কুলান করাই বোধ হয় রাজস্ব স্বতন্ত্রীকরণ প্রথা প্রচলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পূর্ত্ত কার্য্য সম্বন্ধে হামিল্টন সাহেব বলেন যে রীতিমত রাস্তা ঘাট থাকিলে ভারতে দুর্ভিক্ষ সঙ্ঘটনের সম্ভাবনা অনেক কম হইতে পারে। সমস্ত ভারতবাসীর খাদ্যোপযুক্ত শস্য এবৎসর ভারতবর্ষে জন্মিল না, এমন কথা কখন কাহাকেও বলিতে হয় নাই। এ বৎসর বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ; কিন্তু পঞ্জাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য জন্মিয়াছে। সেই সকল অতিরিক্ত শস্য দুর্ভিক্ষার্ত্ত স্থান সমূহে সহজে প্রেরণ করিবার সুবিধা থাকিলে, খাদ্যাভাব জনিত ভয়ানক কষ্ট ভারতবাসীদিগের মধ্যে কাহাকেও সহ্য করিতে হয় না। সেই সুবিধা, স্থানে২ খাল খনন ও লৌহ বর্ত্ম নির্ম্মাণ ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। এতদুত্তরে স্যর সেমর ফিটজিরাল্ড বলেন যে ভারতবর্ষে অবস্থান কালে তিনি যে কত স্থানে খাল খনন কার্য্যারম্ভ করিতে আদেশ প্রদান করেন তাহা তিনি এক্ষণে বলিতে পারেন না। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে উপযুক্ত স্থানে খাল খনন ও লৌহ বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ভারতে সমস্ত অনিষ্টের উপশম হইবে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সে বিশ্বাস ভ্রম বলিয়া বোধ হইয়াছে। তিনি যখন ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে উক্ত পূর্ত্ত কার্য্য সকল হইতে গবর্ণমেণ্টের শতকরা দুই টাকাও আয় হইবে না। যাঁহারা ভারতের অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত তাঁহারা যে সকলেই স্যর সেমরের কথায় অনুমোদন করিবেন তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমাদিগের লর্ড নর্থব্রুকের বিচক্ষণতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কোন পূর্ত্ত কার্য্যের উপকারিতা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত না হইলে তিনি তন্নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে কখনই সম্মতি প্রদান করিবেন না। ভারতে আয় কর সম্বন্ধে লর্ড জর্জ্জ যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। আয় কর হইতে ভারতের নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই কর সংস্থাপন হেতু যদি প্রজাবর্গ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা উঠাইয়া দেওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য।

তৎপরে ফসেট সাহেব ভারতের আয় ব্যয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বে যে ভারতের ব্যয় নিয়মিতরূপে আয়াপেক্ষা অনেক বেশী হইত তাহার মূল কারণ এই যে সকলেই বিশ্বাস করিতেন ভারতবর্ষ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু এক্ষণে লর্ড নর্থব্রুক জানিতে পারিয়াছেন যে ভারত দীন; গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছামত করদানে অসমর্থ। সেই জন্য তিনি সকল বিষয়ে মিতাচারী হইয়া খরচপত্র করিতেছেন। এতদিন ইংলণ্ডে সাধারণ মত এই ছিল যে ভারতের অর্থ মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে পারিলেই ভাল। এক্ষণে হাউস অব কমন্স যদি লর্ড নর্থব্রুককে জানাইয়া দেন, যে সে মত তাঁহাদের আর নাই, তাহা হইলে ভারতের বিশেষ উপকার হয়। মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে থাকিলে, অবশ্য আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং আয় বৃদ্ধি করিতে হইলেই নূতন কর সংস্থাপন করিতে [illegible] নিত্য নূতন কর সংস্থাপন করা [illegible] শ্রেয়স্কর নহে। এমন কি [illegible]

ধনশালী হইলেও সর্ব্বদা কর পীড়নে পীড়িত হইতে অনিচ্ছুক। কর বর্দ্ধন দেশের একটি কুলক্ষণ স্বরূপ সর্ব্বদা গণ্য হইয়া থাকে। ভারতে কর বর্দ্ধন আরও কুলক্ষণ। যিনি ভারতে কর সংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হইবেন তিনি যদি বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়েন তবে সর্ব্বাগ্রে তিনি ভারতবাসীদিগের মনোভাব ও প্রবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। ভারতবাসীগণ স্বভাবতঃ স্বস্থতা প্রয়াসী এবং নূতন কর ভার বহনে তাহারা যেমন অনিচ্ছুক এমন আর কিছুতেই নহে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ভারতবাসীদিগের স্কন্ধে কর ভার নিঃক্ষেপ করাতে ভারতে ইংরাজ শাসনের ভয়ানক কলঙ্ক হইয়াছে। ভারতে কোন যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত না হইলে এখন কিছু দিন কোন নূতন করের কথা উত্থাপন না করাই শ্রেয়ঃ।

ফসেট সাহেব চিরজীবী হইয়া থাকুন। বিলাতে গিয়া আমরা আপনার কান্না আপনি কাঁদি সে ক্ষমতা টুকুও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্রদান করিতে অনিচ্ছুক। এতদবস্থায় ফসেট সাহেব নিঃসহায় ভারতবাসীদিগের হইয়া যে এত কথা বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। ফসেট সাহেব যেরূপ স্বাধীনতা সহকারে ভারতের প্রকৃত অবস্থা সভাস্থলে বর্ণন করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে কেহ বিলাতে গিয়া যে তদপেক্ষা ভাল পারিতেন তাহা বিশ্বাস হয় না। সভার অন্য দুই চারি জন সভ্যও ফসেট সাহেবের ন্যায় ভারতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অনেক কথা আমাদের সাপক্ষে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সকলকেই আমরা অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

উপসংহারকালে এটিও বলা কর্ত্তব্য যে লর্ড জর্জ, লর্ড নর্থব্রুক ও তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীগণের দুর্ভিক্ষোপশমার্থ দৃঢ় অধ্যবসায়ের বিস্তর সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তাঁহার বজেট বক্তৃ- ... শেষ ভাগে তিনি বলেন যে ব্যবস্থাশাস্ত্রবিৎ ... সচরাচর বলিয়া থাকেন যে প্রকৃত ... পূর্ণ উপশম কোন গবর্ণমেণ্টেরই আয়ত্তাধীন নহে। এতদুত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেই দুরূহ কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুকের দুর্ভিক্ষ নিবারণী প্রণালী সকল এতই উৎকৃষ্ট যে যাঁহারা তাঁহার উপর কোন দোষারোপ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একেবারে বলিতে হইয়াছে যে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। দেশে দুর্ভিক্ষ বলিয়া লর্ড নর্থব্রুক এ বৎসর সিমলায় গমন পর্য্যন্ত করেন নাই। তাঁহার সহকারীগণ অর্থাৎ স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল ও স্যর রিচার্ড টেম্পাল ও তাঁহাকে সকল কার্য্যে সহায়তা করিতে কিছু মাত্র ক্রটি করেন নাই। এই সকল মহোদয়গণ একত্র মিলিত হইয়া হইয়া কায়মনে দুর্ভিক্ষোপশমের চেষ্টা না করিলে বঙ্গদেশে খাদ্যাভাবে কত লোক প্রাণত্যাগ করিত তাহা কে বলিতে পারে? ইংরাজ বাহাদুর এত পরিশ্রম ব্যয় করিয়া অসংখ্য ব্যক্তিকে বিকট কাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিলেন, ইহা ভাবিয়া কি ভারতবাসীগণের মনে ইংরাজ শাসনের প্রতি অধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিবে না? অবশ্যই জন্মিবে।

আমরা পূর্ব্বে এক সংখ্যা সাধারণীতে বলিয়াছি দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়া শুদ্ধ লর্ড নর্থব্রুক নহে সমগ্র ইংরাজ জাতি ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলেন, এখনও তাহাই বলিতেছি।

শুভাগমন।

গত শুক্রবার সর রিচার্ড টেম্পাল্ এখানে আসিয়াছিলেন। ময়ূরপঙ্খী ষ্টীমারে আসেন, এবং সেই ময়ূরপঙ্খীতেই উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছেন। প্রথমে আসিয়াই মাজিষ্ট্রেট পেলু সাহেবকে ডাকাইয়া পাঠান, পেলু সাহেব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধের কাগজ পত্র লইয়া দেখা করিতে যান, এবং মহাত্মা বক্‌লাণ্ডও দেখা করিতে যান। লোকে অনুমান করিতেছে, যে হুগলী জেলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করণার্থই ছোট লাটের আগমন হইয়াছিল। যাহা হউক তিনি কালেজে

222

পরিদর্শন করেন, বোটানির অধ্যাপক ওয়াট সাহেব কোম্পানির বাগানের মত একটি বাগান চুঁচুড়ায় করিতে গবর্ণরকে অনুরোধ করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, তাঁহার সেইরূপ করিতে ইচ্ছা আছে, এবং একটি বোটানিকাল বাগান শীঘ্রই হইবে। অধ্যক্ষ থোয়েটস সাহেব ইহাতে বলেন যে পূর্ব্ব সংকল্পিত মত বাগানটি কালেজের লাগাও হইলেই ভাল হয়, এবং পূর্ব্বে যে নক্সাটী গবর্ণরের মঞ্জুরি জন্য পাঠান হইয়াছিল, তাহাই মঞ্জুর হইলে ভাল হয়। গবর্ণর সাহেব সেইরূপ করিতে কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রদর্শিত নক্সাটি মঞ্জুর হইলে, কালেজের পশ্চিমদিকের ভূমি গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবেন, এবং তাহা হইলে উদ্যানটি অতি মনোহর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঔপপত্তিকী (Theoritical) কিমিয়ার অধ্যাপনা কিছু মাত্র হয় না, অথচ ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical) ভাগের অধ্যাপনা কালেজে হইয়া থাকে, কথার ভাবে অনেকে বুঝিয়াছিলেন, যে এটি গবর্ণর সাহেবের অনুমোদিত প্রথা নহে। অধ্যক্ষ থোয়েটস্ সাহেবও সেই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্রিয়াসিদ্ধ কিমিয়ের বেতনভোগী অধ্যাপক সেই মতে এক মত হইতে পারেন নাই, তিনি ঔপপত্তিক না শিখিয়াও কিমিয় অধ্যয়ন করিলে নানা উপকার আছে; ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, লাট সাহেব তাঁহার কথা শুনিয়া কিছুই উত্তর করেন নাই, প্রস্তাত সেরূপ অধ্যাপন প্রথা যে তাঁহার অনুমোদিত নহে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহার পর গবর্ণর সাহেব সিবিল সর্ব্বিশ ছাত্রগণের ব্যায়াম চর্চ্চা দেখিতে গমন করেন, ছাত্রগণ যত পারুক আর নাই পারুক, ব্যায়াম শিক্ষক এবিষয়ে বিলক্ষণ কৃতকর্ম্মা, তিনি পাঁচখানি কশলত দেখাইয়া গবর্ণরের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। একটি ছোট বালক এক খানি ঢালু কাষ্ঠফলকে, (Inclined plane) আপনি টানিয়া ধরিয়া, অবলীলাক্রমে উঠিতে থাকে, গবর্ণর সাহেব অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া করতালি প্রদান করিতে থাকেন। দৃশ্য চমৎকার বটে।

আমরা উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু এই করতালির কথাটি শুনিয়া আমরা আনন্দাশ্রু পাত করিয়াছি। আজি দশ মাস হইল যখন কাম্বেল সাহেব, পরশু যেখানে টেম্পেল সাহেব দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া, বাঙ্গালি বালককে ঘোড়া চড়িয়া দৌড়িতে দেখিয়া, অধ্যক্ষ থোয়েটস্ সাহেবের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলেন, যে "এতদিনে তুমি বাঙ্গালিকে মানুষ করিলে" "You will make a nation of them." সেই দিন সেই কথায় আমরা আনন্দাশ্রু পাত করিয়াছি আর পরশু বাঙ্গালি বালকের ব্যায়াম দেখিয়া টেম্পল সাহেব করতালি দিয়াছেন, শুনিয়া আমাদের যথার্থই আনন্দ হইয়াছে। বাঙ্গালি বালকে পাঠশালায় ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে, ব্যায়ামে পরীক্ষা দিতেছে, এই এক আনন্দ; আবার ছয় কোটি লোকের অধিপতি স্বয়ং গবর্ণর সাহেব সেই আনন্দে আনন্দিত হইয়াছেন, তাহাতে উৎসাহ দান করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? এতকাল সাহেবেরা আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া, বিদ্যার প্রশংসা করিয়া, বাঙ্গালি সেক্সপিয়রের রসগ্রহ করিতে পারে, বেকনের অর্থবোধ করিতে পারে, হিজেলের কূটমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, নিউটনের মস্তিষ্কের পরিমাণ করিতে সমর্থ, এইরূপ প্রশংসা করিয়া, আমাদের পরকাল নষ্ট করিয়াছেন; বাঙ্গালি যুবক প্রশংসা লাভ করিতে গিয়া, নিশীথ দীপ তৈলে, মজ্জাস্থি-সমশচক্ষুঃ প্রপীড়িত করিয়া, এক্ষণে অগ্নে, অম্লরোগে, উদরাময়ে, শিরঃপীড়ায়, হ্রস্বদৃষ্টিতে, দুর্ব্বলতায়, নিতান্ত ক্ষীণকুশ, জীর্ণশীর্ণবপুঃ হইয়াছেন। গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, আর সাহেবদিগের উৎসাহ, আমা র সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এখন য[illegible] [illegible] বেরা আবার আমাদিগকে বলবীর্য্য পরাক্রম লাভ করিতে উৎসাহ দেন, তবে এমন ভরসা করিতে পারি যে বাঙ্গালি অচিরাৎ বীরত্ব ও সাহস

সঞ্চয় করিবে। কেন না সাহেবই বাঙ্গালির সর্ব্বস্ব। সাহেব বিদ্যার চর্চ্চা করিতে বলিয়াছেন, করিয়াছি; আবার বীরত্ব সঞ্চয় করিতে বলিলেই, করিব। কেন না সাহেবই আমাদিগের ইষ্টগুরু।

ব্যায়াম শিক্ষায় কাম্বেল সাহেব উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার শত দোষ মার্জ্জনা করিয়াছি, আবার টেম্পল সাহেব পরন্তু সেই রূপ আহ্লাদ দেখাইয়াছেন, উৎসাহ দিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহারও প্রশংসা করি।

ব্যায়াম চর্চ্চা পরিদর্শন করিয়া সর্ রিচার্ড টেম্পল সাহেব নর্ম্মাল স্কুল দেখিতে যান; পুস্তকাগার দেখিয়াছিলেন। শুক্রবারে সিবিলিয়ান ও অন্যান্য সাহেব কর্ম্মচারীকে গবর্ণর ডাকাইয়াছিলেন তাঁহা ও দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালি হাকিমদিগের কাহাকে ডাকেনও নাই, কেহ যান ও নাই। বাঙ্গালি সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের মধ্যে অভয়াচরণ নন্দী মহাশয় দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার আহ্বান ছিল কিনা বলিতে পারিনা। অন্য কোন ভদ্রলোক যান নাই।

কল্য প্রত্যুষে ষ্টিমার চলিয়া গিয়াছে। এখন রাস্তা ঘাট অতি কদর্য্য, আমরা স্থানান্তরে তাহা লিখিয়াছি, জেল খানায় ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এমানদারা হাঁসপাতালের অবস্থাও অতি জঘন্য, এসকল বিষয়ে গবর্ণর একটু কটাক্ষপাত করিলে আমরা কৃত কৃতার্থ হইতাম। জেলখানা বা আদালত বা হাঁসপাতাল এ সকল তিনি কিছুই দেখেন নাই। যাহা হউক সকল দেখা হউক বা না হউক, মধ্যে মধ্যে পদার্পণ করিলেও আমরা ক্রমে নানা বিষয়ে উপকৃত হইব, এবং সকল কথা জানাইতেও পারিব। এরূপ আগমন শুভাগমন।

লোকারণ্য।

(ভা... সে... ন্ধব হইতে)

মনের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে কাহার সহিত কাহারও একতা নাই। কেহ সাগরের তরঙ্গ বিক্ষোভিত সুনীল বক্ষে ফেণায়িত অট্টহাস দর্শনে পুলকিত হয়; কাহারও হৃদয়, ফুল, ফল, লতা, পাতা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সুকুমার সৌন্দর্য্যের জন্যই সতত লালায়িত থাকে। আমি এই উভয়বিধ শোভাই সমান আদরের সহিত নয়ন ভরিয়া পান করিয়া থাকি; কিন্তু একত্র বহু সহস্র লোকের সমাবেশ দেখিলে আমার যাদৃশ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বোধ হয়, জড় প্রকৃতির কোন পদার্থ ই আমায় সে আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। আমি বিলাসীর প্রমোদ কাননে পরিভ্রমণ করিয়াছি, নদ, নদী, সরোবর, বন, উপবন ও পর্ব্বতের নৈসর্গিক কান্তি অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়াছি, পূর্ণিমার প্রফুল্ল চন্দ্র, তরুর পত্রে পত্রে মেঘের পটলে পটলে কিরূপ মনোহর ক্রীড়া করে, তাহা ও দর্শন করিয়াছি; ইহার কিছুই আমার নিকট লোকারণ্যের সেই বিস্ময়জনক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই।

জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রাণ নাই, উহা নিস্তেজ ও নির্জ্জীব; লোকারণ্যের সৌন্দর্য্য প্রাণ বিশিষ্ট, উহা সতেজ ও সজীব। সংসারে লোকারণ্যের ন্যায় অদ্ভুত দৃশ্য কি আছে, জানি না। যাহার চিত্ত লোকারণ্য দেখিলে ও নাচিয়া না উঠে, সে মনুষ্য সমাজের কেহই নহে, এবং মানব জাতির সুখ ও দুঃখ ও হর্ষ বিষাদের সহিত তাহার কখনও সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

ত্রিতন্ত্রী, এস্রার, বীণা, বেণু, মন্দিরা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রের ধ্বনি একীভূত হইয়া নিঃসৃত হইলে, শ্রোতৃবর্গ যেরূপ অনুপম সুখানুভব করেন; ভাবুকের মন, লোকারণ্যের সমবেত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর সুখ অনুভব করে। কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ দূর হইতে বন্ধুজনকে তারস্বরে আহ্বান করে, কাহারও কণ্ঠ হইতে ক্রোধের শ্রুতিকর্কশ কম্পিতস্বর বহির্গত হয়, কেহ বা পার্শ্বস্থিত প্রণয়িজনের চিরপিপাসু কর্ণে মৃদু মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে; ঐ সমুদায় ধ্বনি, একস্রোতের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া মানব জীবনের জয়ধ্বনিরূপে গগনাভিমুখে উত্থিত হয়; এবং ভাবুক ব্যক্তি, শ্রবণ করিতে করিতে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ঐ স্রোতেই আপনার হৃদয় ঢালিয়া দেয়। সে আছে কি নাই, তাহার মনে থাকে না।

তরুলতার অরণ্য নয়নেরই বিনোদন করে, প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হয় না। লোকারণ্য নয়নের প্রীতিকর, এবং হৃদয়ের ও উদ্দীপক। যে অসংখ্য লোক একত্র মিলিত হইয়া ঐরূপ... মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই এক এক খানি কাব্য, অথবা একখানি ইতিহাস। প্রতিজনের মানসপটে কতই বা সুখের কথা এবং কতই বা দুঃখের কথা লিখিত রহিয়াছে, প্রতিজনের মস্তকের উপর দিয়া বিঘ্নবিপদের ঝঞ্ঝাবায়ু কতভাবে ও কতবার প্রবাহিত হইয়াছে, সংসারের প্রতিকূলস্রোতে প্রতিজনই কত বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে, মন লৌকিক জগতের কত ঊর্দ্ধে উত্থান করে, তাহা কখনই বাক্যে নির্ব্বাচন করা যায় না। লোকারণ্যরূপ বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া, কবি ও

দার্শনিক উভয়েই সমান মুগ্ধ হন, কল্পনা চিন্তা উভয়েই তখন যুগপৎ জাগরিত হইয়া সমান ভাবে ক্রীড়া করে।

মনুষ্যের আলস্য, ঔদাস্য এবং অকর্ম্মণ্য জীবন অবলোকন করিলে, মানবজাতি যে জীবিত আছে, এবিষয়েই সংশয় হয়, এবং সংশয়ের সঙ্গে এক ভয়ানক নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু যখন দৈবাৎ কোন স্থলে হলহলাময় লোকধ্বনি শ্রবণ করি, এবং লোকারণ্যের ভৈরবচ্ছবি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করি, তখন সেই সংশয় এবং সেই নৈরাশ্য আপনা হইতেই অপনীত হইয়া যায়। বহুসহস্র লোক কেন প্রমত্তভাবে একত্র হয়, কেন বহুলোকের হৃদয় যন্ত্র একভাবে একসঙ্গে বাজিয়া উঠে, ইত্যাদি চিন্তাসূত্র অবলম্বন করিয়া লোক সংগ্রহের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, একবারে মানবপ্রকৃতির মূল প্রস্রবণের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে, এবং যাহা কখনও জানিতে পাও নাই, তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধ করিয়া, আশায় ও আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করিবে।

বুদ্ধি মনুষ্যের প্রকৃত জীবন নহে, জীবনের পথপ্রদর্শক অথবা আলোকবর্ত্তিকা। মনুষ্যের প্রকৃত জীবন হৃদয়। হৃদয়ের প্রবাহ রুদ্ধ হইলে, অনুরাগ, বিরাগ, সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, জাগরণ সকলই স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া উঠে। মনুষ্য জাতির সেই হৃদয় আছে, না অবসন্ন হইয়াছে, তাহার প্রধান পরীক্ষা স্থান লোকারণ্য। লোকারণ্যে, কোথাও ভক্তির স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও দেশানুরাগ, যুগান্তের মোহ হইতে সহসা উত্থিত হইয়া, ঝটিকা বায়ুর ভীমস্বরে গর্জ্জন করিতেছে, কোথাও বহুদিনের অপমান, ক্লেশ, ও দুঃখ যন্ত্রণা, অকস্মাৎ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া, প্রলয় পয়োধির উচ্ছ্বাসে ন্যায়, সংসার ডুবাইয়া দিতেছে, এবং পুরাতন ও নূতন, ভাল ও মন্দ, যাহা কিছু সম্মুখে পড়িতেছে, সমুদয় ভাসাইয়া লইতেছে।

পৃথিবীর কতকগুলি জাতি মৃত, আর কতকগুলি জীবিত। মৃতজাতীয় মনুষ্য সকলবিষয়েই নির্লিপ্ত, তাহারা ভোগরত হইয়াও যোগী, কারণ কিছুতেই আসক্ত নহে; গৃহী হইয়াও বানপ্রস্থ, এবং বিলাসী হইয়াও উদাসীন। তাহাদিগের প্রধান লক্ষণ এই, তাহারা আপন বই বুঝে না, স্ত্রীপুত্র বই আর চেনে না, এবং বর্ত্তমান ক্ষণের বর্ত্তমান সুখ বিনা আর কিছুই চিত্তে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের হৃদয়, তড়াগের বদ্ধজলের ন্যায়; উচ্ছ্বাস চাঞ্চল্য, প্রবাহ ও তরঙ্গ, কিছুই নাই; এবং আপনার ও বর্ত্তমান ক্ষণের সহিত যে বস্তুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহা তাহাদিগের নিকট সর্ব্বথা অবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। তাদৃশ লোকেরা লোকারণ্যের মহিমা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারেনা, এবং লোকসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সাধারণের অদৃষ্টের সহিত আপনাদিগের অদৃষ্ট মিশ্রিত করিতে, সাধারণের একাঙ্গ হইয়া সংসারের গতি পরিবর্ত্তের কারণ হইতে, কখনই ইচ্ছুক হয় না। যাহা আছে, তাহা ক্রোড়ে লইয়া, খট্টার তলে, কোন এক কোণে, মাথা লুকাইয়া প্রাণে প্রাণে কুশলে থাকিতে পারিলেই, তাহাদিগের সকল তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়। যে জাতি জীবিত রহিয়াছে, যাহাদিগের হৃদয়ের স্রোত অদ্যাপি তর তর ধারে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগের লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা প্রমত্ত, সুতরাং অতিসহজেই উত্তেজিত হয়। তাহারা জীবন্ত বারুদ-গৃহে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র পতিত হইলেই, ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাহারা হাসিতে জানে, কাঁদিতে জানে, লোককে প্রশংসা করিতে জানে, লোককে নিন্দা করিতে জানে, এবং কোন্ সূত্রে গ্রন্থন করিলে সকলের হৃদয় একটী তবকের ন্যায় গ্রথিত হইতে পারে, তাহাও বিশেষরূপে জানে। মৃতজাতীয়দিগের মধ্যে কখনও লোকারণ্য দেখিতে পাওয়া যায়না; জীবিতজাতীয় মনুষ্যদিগের বাসস্থানই লোকারণ্যের যথার্থ স্থান।

ফরাসিস দেশ লোকারণ্যের এক প্রধান প্রদর্শনক্ষেত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর কুণ্ডনামক সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবের কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, ফ্রান্সে নিত্যই নূতন লোকারণ্য লোকের নয়নগোচর হইতেছে। ইহার অর্থ এই, ফরাসীরা বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত হইয়াছে, কখনও ভূতলে পড়িয়াছে, কখনও উপরে উঠিয়াছে, কখনও বা যাই যাই হইয়াছে, কিন্তু একবারে মরিয়া যায় নাই। তাহাদিগের লোকারণ্য অভিমানিনী এমের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে, মোড়শ লুইকে শান্তির শয্যা হইতে চমকিত করিয়া উঠাইয়াছে, এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টে বর্ক প্রভৃতি প্রশান্ত চিত্ত, সুস্থির, সুগম্ভীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও পাগল বানাইয়া তুলিয়াছে। ইহা কেন? না ফ্রান্স জীবিত রাজ্য।

ইংলণ্ডে, প্রজাপ্রতিনিধিনির্ব্বাচন অথবা কোন রাজকীয় বিধির পরিবর্ত্তনের সময়ে, কিরূপ লোকতরঙ্গের তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা সকলেরই অবগতির বিষয়। তখন পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী নির্ধন, সকলেই দেশের এক প্রান্ত অবধি আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। বোধ হয় যেন সমস্ত দেশ উন্মত্ত হইতেছে। এক ২ স্থলে পঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক লোক মিলিত হইয়া চীৎকার করে, আর সেই চীৎকারে সমুদায় ইয়ুরোপ কাঁপিতে থাকে। ইংলণ্ড কি সভ্য নয়? ইংলণ্ডে কি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক বর্ত্তমান নাই? কিন্তু ইংলণ্ডের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, সামাজিকতা, কিছুই উহার হৃদয়াবেগ এবং লোকারণ্য অবরোধ করিতে পারে না। কারণ, ইংলণ্ড জীবিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ যখন জীবিতছিল, তখন ভারতবাসীর লোকারণ্য দর্শন করিয়া আহ্লাদে টল টল হইত। ইদানীং তাহা হয় না, কারণ ইদানীং ভারতবর্ষ জীবিত নাই। পৃথ্বীরাজের পর হইতেই ভারতবর্ষ প্রাণহীন হইয়া এক ভয়ানক শ্মশানের বেশ ধারণ করিয়াছে; সাহিত্যেও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ভারতবর্ষে ভক্তি স্রোত অদ্যাপি প্রবহমান রহিয়াছে; এই হেতু, অদ্যাপি তীর্থস্থলে লোকারণ্যের মাহাত্ম্য কিয়দংশে অনুভূত হয়। কিন্তু অন্য কোন একভাব, কি কোন এক কথাতেই এদেশীয়েরা এখন আর একপ্রাণবৎ নাচিয়া উঠে না, অথবা একত্র সমাগমন হয় না। *

---

* বান্ধবের প্রবন্ধগুলি উত্তম, উদ্ধৃত করাই বান্ধবের যথার্থ সমালোচন।

এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন ;—

"ভারতবর্ষে মেহগ্নি বৃক্ষ উত্তম জন্মিতে পারে। দুই এক স্থলে ঐ বৃক্ষ উত্তম জন্মিয়াছে, তাহাও দেখা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও ঐ বৃক্ষের চাসের নিমিত্ত এতদ্দেশীয়দিগকে উৎসাহ দিতেছেন, এবং কেহ উহার চাস করিতে চাহিলে তাঁহারা বিনা মূল্যে ঐ বৃক্ষের চারা আনাইয়া দিতেও প্রস্তুত আছেন। অতএব আমরা দেশীয়দিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন, যদ্যপি স্ব স্ব উদ্যান বা জমিতে ঐ বৃক্ষ জন্মাইতে পারিলে ভবিষ্যতে উক্ত বৃক্ষের উৎপাদনকারীদিগের সন্তানাদি বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।"

সংবাদ।

যশোরের নিরার্স সাহেবের খালাসের জন্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের কাছে, যে দরখাস্ত হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

গোরাই দুর্গাপুরের একজন সংবাদদাতা ভারত সংস্কারে লিখিয়াছেন যে, "কুমার নদীর অত্যন্ত জল বৃদ্ধি হওয়াতে অত্রত্য পথ ঘাট গুলি প্রায় তিন ফিট জল নিম্নে ডুবিয়া গিয়াছে; এখানকার বিদ্যালয় এই হেতু ২০ দিবসের জন্ত বন্দ হইয়াছে।

কর্ণেল হাইড সাহেব ভারতবর্ষের প্রাচীন মুদ্রা সকলের আকৃতি ফটোগ্রাফে লইবার চেষ্টায় আছেন। এ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি অনেক প্রাচীন মুদ্রা আহরণ করিয়াছেন। তিনি সকল ভারতবর্ষীয়েরই ধন্যবাদের পাত্র।

আমরা একটী দুঃখের সমাচার আমাদের পাঠক বর্গের নিকট প্রকাশ করিতেছি। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কার্ব্বঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন।

সম্প্রতি বিজীনগরে ভূমিকম্প হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গের সংস্কৃতাধ্যাপক মিঃ মিনায়েফ্, যিনি 'পতি মোক্ষ' পত্রিকার সম্পাদক, তিনি অতি শীঘ্রই সিংহলে আসিবেন; তথা কিছুকাল পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া এবং উক্ত ভাষার হস্ত লিখিত পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া রুষিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া বলেন যে, কলিকাতার রাস্তার নর্দ্দামার অপরিষ্কৃত জল হইতে মেংআও ..ব্রে সাহেব এক প্রকার গ্যাস প্রস্তুত করিবেন। তিনি দেখিয়াছেন, ১পোয়া জল হইতে ৪৭ ফিট গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং উহার জোতি অধুনাতন গ্যাসালোক হইতে ৩ গুণ উজ্জল। ইহাতে গন্ধক বা আলকাতরার অংশ নাই। ইহাতে কম খরচ পড়িবে।

রুষিয়ানেরা আমুদরিয়া নদীর সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে, অনেক দূর পর্য্যন্ত বাণিজ্য জাহাজ সকল যাতায়াত করিতেছে।

এট্না পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে।

সার রিচার্ড ফেয়ার মরিশশের গবর্ণর হইয়াছেন।

হরোণি ষ্টেসন হইতে এক খানি গাড়ি লক্ষ্ণৌ যাইতেছিল, পথিমধ্যে ড্রাইবর দেখিতে পায় যে, রেলের উপর এক জন লোক দাঁড়াইয়া আছে, ইহাতে সে পুনঃপুনঃ হুইস্‌ল (Whistle) দেয়, কিন্তু সে না সরিয়া যাওয়াতে ড্রাইবার গাড়ি থামাইতে চেষ্টা করে, তথাপি গাড়ি তাহার উপর আসিয়া পড়ে ও ঐ ব্যক্তি যথেষ্ট আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহাকে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাওয়া হয় এবং কিছুকাল পরে তাহার প্রাণ বহির্গত হয়।

(উড়িষ্যা)—উৎকল হিতৈষিণী লিখিয়াছেন, কেন্দ্রাপাড়া সবডিবিজনে জনৈক মহিলা যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। উভয়েরই দুই খানি হস্ত আছে কিন্তু পা চারিখানা। কটি দেশ হইতে স্কন্ধ দেশ পর্য্যন্ত জোড়া। উভয়েরই মস্তক যুক্ত আছে।

মেদিনীপুর জিলার অধীনে নেমিদাবাদে কোন একস্ত্রীলোক সন্তান বিয়োগে যার পর নাই শোকাকুল হইয়া জীবনে ঝাঁপদিয়া আপন জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। মাতার এইরূপ স্নেহই বটে, কিন্তু অনেক পুত্র মাতার প্রতি পঞ্জাহস্ত।

ভারত সংস্কার প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন যে "ইংরাজেরা এদেশে আসেন কেন?" উত্তর দেন যে "ইংরাজেরা স্বার্থসাধনোদ্দেশে এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন। কেবল খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মিশনরিগণ এদেশে নীচ লক্ষ্যে আসেন নাই।" ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ যোগ্য হইলেও ভারত সংস্কার তাঁহাদিগকে ভারতের কুপোষ্য বলেন। তবে ভারতবর্ষ নিজের উপকারার্থ যাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনেন, তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দ ও কৃতজ্ঞচিত্তে পোষণ করিতে পারেন।"

দুর্গোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্ট ২২ শে সেপ্টেম্বর অবধি ২১ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্দ থাকিবে।

হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন যে জমীদার বাকি খাজনার নালিশ করিলে, প্রজা সেই মোকদ্দমাতেই জমা কমাইবার দাবি করিতে পারে। তজ্জন্ত পৃথক নালিসের প্রয়োজন নাই।

মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজা বিশেষ ঘোটকারোহণে পটু। সর রিচার্ড মিরেড দেখিয়াছেন যেতিনি ঘোটকারোহণে সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন কণ্ঠী হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে !!!

লর্ড নর্থব্রুক বিলাতে এই বলিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন যে, স্যর হর্ষন মেরিভেল সাহেবের পদ সারজন ষ্ট্রাচি সাহেবকে, এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ মিঃ ইংগ্লিস্ সাহেবকে প্রদান করিতে তাঁহার সম্মতি আছে।

আগামী ১লা নবেম্বর তারিখে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে "করিন্থিয়ান থিয়েটর কোম্পানী" (Corinthian Theatre Company) নামক নাট্যসমাজ খুলিবে।

বাঢ় এবং দিনাজপুর অঞ্চলে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে ঐ উভয় স্থান জলমগ্ন প্রায়।

কাবুলে বড় কামান প্রস্তুত করিবার কারখানা হইয়াছে। ৪ মাইল দূর পর্য্যন্ত গোলা যাইতে পারে এরূপ একটি কামান সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে। আমীর স্বয়ং কারখানায় যাইয়া উহা দেখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে 'কামানটি অত্যন্ত ভারি হইয়াছে।' যাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাঁহার কামান ভারি হইলে ক্ষতি নাই।

খোস খবর। "একব্যক্তি ক্যান্সিষ্টন হইতে একটী কুকুর আনিয়াছে; সে অঙ্কবিদ্যায় পারদর্শী এবং অনেক কাগজের মধ্য হইতে মনোনীত একখণ্ডকে বাহির করিতে পারে। কুকুরের মালিক ঐ কুকুরটিকে বিক্রয় করিবেন।" (Professor Cannis) সারমেয়াচার্য্য যদি বাঙ্গালায় আসেন তাহা হইলে সট্‌ক্লিফ সাহেবের পদোন্নতিতে প্রেসিডেন্সী কালেজে যে কর্ম্মটি খালি আছে, তাহা পাইতে পারেন।

লাহোরের একব্যক্তি গৃহ খনন করিতে করিতে ৫ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। স্থাশনেল পেপার বলেন ক্ষুদ্রাক্ষি সম্পাদকগণকে কিছু কিছু দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য, আমরা বলি বাতিকগ্রস্ত সম্পাদকগণকেই কিছু দিলে ভাল হয়।

আমাদের দেশে যেমন গ্রহাদি শান্তির নিমিত্ত লোকে স্বস্ত্যয়ন করে; স্পেনদেশের লোকের সেইরূপ বিশ্বাস যে টর্ক পক্ষীর ডিম্ব দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

এক টাকা দামের একরূপ নূতন ডাকের টিকেট সৃষ্টি হইয়াছে।

আলিগড় এবং গাজিপুর অঞ্চলে ৩৮০ খানি গ্রামের মধ্যে ৬০ জাতি আছে। তাহাদের মধ্যে অপত্য হত্যা বিশেষ প্রচলিত। এই কুরীতি উচ্ছেদনার্থে গবর্ণর সাহেব একটী হুকুম জারি করিবেন।

অমৃতসরে মিউনিসিপালিটীতে সাধারণ বাজনি প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পঞ্জাবের মধ্যে এই প্রথম। ফলেন পরীচিয়তে।

১৮৭৩সালের ৭ই জানুয়ারি 'মেয়ো নেটিভ হাঁসপাতাল' নামক চিকিৎসালয়ের ভিত্তির ইষ্টক প্রোথিত হয়। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইহা সম্পূর্ণ হইয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্ত খোলা হইয়াছে। এই উভয় উপলক্ষেই লর্ড নর্থব্রুক উপস্থিত ছিলেন। এবং কিছু কিছু বাৎসরিক দানেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

হুগলীর জেলখানার বড় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ১২ দিনের ভিতর প্রায় ৪০।৫০ জনের ওলাউঠা হইয়াছে। অনেকগুলি মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছে এবং অনেকে উহাতে ভুগিতেছে। জালায় যেন একটু কর্পূর দেওয়া হয়।

গত বৃহস্পতিবারে আমাদের এখানে এরূপ জল হইয়াছে যে সেরূপ জল অনেক দিন হয় নাই।

সোম প্রকাশ লিখিয়াছেন যে "ময়ূরভঞ্জ এলাকার কোনস্থানে ৬০ হাত দীর্ঘ ৩৪ হাত গভীরতা বিশিষ্ট এক খণ্ড ভূমি অকস্মাৎ, কাটিয়া গিয়াছে, আগ্নেয় গিরির উৎপত্তির পূর্ব্ব লক্ষণ ত নয়?"

স্থানীয়।

চুঁচুড়া হুগলি মিউনিসিপালিটী এবার এক কীর্ত্তি করিয়াছেন। না বলিলে অধর্ম্ম হয় এজন্ত বলি, সহরের মধ্যে এমন একটীও রাস্তা নাই, যে, এক খানি গাড়ি যাইতে পারে। সকল রাস্তার মোড়ে এক এক বাঁশ দিয়া রাস্তা বন্ধ করা হইয়াছে। এবং একবারে সহরের সমস্ত রাস্তায় খোয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত রাস্তা সকলের মধ্যে গাড়ি যাইলেই জরিমানা করা হয়। বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডল গাড়ি করিয়া যাইতে ছিলেন বলিয়া, (খোয়ার উপর দিয়া, চলিতে পারা যায়না) তাঁহার ৫ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে। গাড়য়ানদের অন্ন মারা গিয়াছে; একজন গাড়য়ানের, ও জরিমানা করা হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোকের ত কষ্টের পরিসীমা নাই। আবার যাহাদিগের রাত্ পোহালে আদালত অভিমুখে, দুটা ভাত মুখে দিয়া ছুটিতে হয়, তাহাদের যে কত কষ্ট তাহা কি সন্ধ্যার সময় শ্বশুরবাটী অভিমুখে বায়ুসেবনার্থে যাত্রা করিয়া ভাইস চেয়ার ম্যান অনুভব করিতে পারেন? যাঁহারা ধনী সন্তান বিদ্যালয়ে যানারোহণে আইসেন তাঁহাদের বিষম কষ্ট; আবার পালকী মাত্র উকীল গণ কি করিয়া পদব্রজে রণাঙ্গণে গমন করিতে পারেন?

আঞ্জীমান নাহার মহম্মদ মহাত্মেনের সাদ্রাসার নূতন বোর্ডিং স্কুলের আহারাদির বন্দোবস্ত অতি মন্দ বলিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন। এদিকে মহম্মদ মহ্সেনের এমামবাড়ী হাসপাতালের বন্দবস্ত অতি অবস্থা। দাতার দান করে, মহাত্মারা গবর্ণমেণ্টের সেবিং দেখান।

আকনার সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ২০শে ভাদ্র নগরার নিকটস্থ ভরতপুর গ্রামে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে ঐদিনে আকাশ পরিষ্কার ছিল ও রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর ছিল। বেলা প্রায় ১১॥০সাড়ে এগারটা কি দুইপ্রহরের সময় একটী ঘূর্ণি বায়ু উত্থিত হইয়া একখানি আবাদি ধান্তের ক্ষেত্রের প্রায় ৫।৬কাঠা জমিতে স্থিত হইয়া একটী গোলাকার স্তম্ভের ন্যায় নির্ম্মাণ করে; জমির জল ধুমাকারে বাষ্প রূপে স্তম্ভাকৃতিতে প্রায় ২৫।৩০হাত উত্থিত হইয়া অর্দ্ধঘণ্টামধ্যে ক্ষেত্র স্থিত সমুদায় জল শুষ্ক হওত জমি কর্দ্দম ময় হইয়া গেল, ঐজমিতে প্রায় ৫।৬ অঙ্গুলি প্রমাণ জল ছিল, সে সময় উপর হইতে কোন স্তম্ভাকৃতি দ্রব্য বাষ্প রূপে নামিতে দেখা যায়নাই এবং অতি সন্নিকটেও কোন বৃহৎ জলাশয়ও ছিলনা, ২।৩জন কৃষক নিকটে কর্ম্ম করিতে ছিল তাহারা সচক্ষে উহা দেখিয়াছে। আমরা ৩,বার একটী

বৃহৎ জলাশয় হইতে মেঘাচ্ছন্ন দিবসে একটি স্তম্ভ প্রায় সাত হস্ত প্রমাণ স্তম্ভ উত্থিত হইয়া সিকি ঘণ্টার মধ্যে বালুতে লয়প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ছিলাম।

২। দুর্ভিক্ষের চাউল হইতে দেবানন্দপুর, রাজহাট, ভেটুয়া, মোনপুর, আক্না প্রভৃতি গ্রাম গুলির গ্রাম্য রাস্তা মেরামত হইতেছে। দুর্ভিক্ষে উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট অনেক পল্লিগ্রামের 'গন্ধর্ব্ব জন্ম' করিয়া দিলেন।

৩। ২৪ভাদ্র তারিখে এদেশে বেলা একটা হইতে ৫ পাঁচটা পর্য্যন্ত উত্তম রূপ বৃষ্টী হইয়াছে এবৎসর এরূপ বৃষ্টী জেলাতে হয় নাই কিন্তু অসময় হইল, ধানের বীজ অনেক মরিয়া গিয়াছে, আবাদের সময় উত্তীর্ণ প্রায়। তবে মন্দের ভাল। পুষ্করিণী আদি পুরিবার জন্য এখনও অনেক জলের আবশ্যক আছে।

৪। অন্নকষ্ট নিমিত্ত আক্না গ্রাম হইতে কতগুলি মজুর লোক্‌কে (টী) কোম্পানির লোকেরা প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কয়েকজন পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে পলাতক হতভাগ্য দিগের পরিবার হাহাকার করিয়া পথে২ কান্দিয়া বেড়াইতেছে, (কাহারও সর্ব্বনাশ কাহার পৌষ মাস)।

পাটনার সংবাদদাতার পত্র।

১। পাটনা ওগয়া জেলায় অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইয়াছে—আর অধিক বৃষ্টি হইলে ভাদ্র শস্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এ বৎসর শোণ ও গঙ্গার জলও অতিশয় বাড়িয়া ছিল। এরূপ বন্যা ২০।২৫ বৎসর এদেশে হয় নাই এমন কি দানাপুরের কাণ্টনমেণ্ট ও পাটনার কাছারির হাতার ভিতর দুই ফুট জল উঠিয়াছিল। সহরের অনেক কাঁচা ঘর পড়িয়া গিয়াছে ও নদীর নিকটস্থ ক্ষেত্র সকল ২।৩ দিবস ডুবিয়া থাকায় ধান্যের ক্ষতি হইয়াছে। ভাদ্র শস্য প্রচুর জন্মিয়াছে।

২। একজন নীলকর সাহেব অপর এক সাহেবকে লিখিয়াছেন যে যতদিন তাঁহার নীলের মাহাই না হয়, সেই কয় দিন সরকারি কর্ম্ম বন্ধ করিলে ভাল হয়, কারণ কুলিরা সরকারি কাজে অধিক পয়সা পায় সুতরাং তাঁহার কর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। তাহাতে দ্বিতীয় সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে তাঁহার সরকারি কর্ম্ম বন্ধ করিবার কোন ক্ষমতা নাই বিশেষ অন্নাভাবে যখন লোকের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইতেছে। নীলকর সাহেব দ্বারভাঙ্গায় রিলিফ কার্য্যে একটি চাকরি স্বীকার করেন নাই কেন?

৩। ইষ্টারণ শোণ কেনালের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মেজর মেকলিন সাহেবের আজমিরে বদলি হইয়াছে শুনিয়া ছোট সাহেব মহলে কান্না হাটি পড়িয়া গিয়াছে। আমরাও দুঃখিত হইয়াছি, ইনি সোলার টুপি কলার্ড কোট বড় ভাল বাসিতেন। এবারে মিষ্টর ষ্টোনি কিম্বা মিষ্টর লঙ্গ সাহেব একজিকিউটিভ হইবেন। এসো লক্ষ্মী যাও বালাই।

বীরভূমের সংবাদ।

১। প্রজারঞ্জক রাজপ্রতিনিধিগণ একবার আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলে এদেশের চির সৌভাগ্য বদ্ধমূল করা হল। জেলা বীরভূমের অন্তর্গত পাঁচতোপী গ্রামে অনেকগুলি চাউলের দোকান স্থাপিত হইয়াছে। এই দোকানে প্রতিদিন অনেক টাকার চাউল বিক্রয় হইয়া থাকে। এবং প্রত্যহ আড়োতে ২।৩ শত টাকার আমদানী হইয়া থাকে। এই চাউল দ্বারা এস্থানের অনেক দুঃখী লোক অল্প মূল্যে চাউল প্রাপ্ত হইত। কিন্তু অদ্য কয়েক সপ্তাহ হইল চাউল রপ্তানী হওয়াতে অনেক দুঃখী লোক মারা গেল। দুঃখীগণ তিন প্রহরের পর খাটিয়া আসিয়া বাজারে চাউল পায় না। এমন কি এক এক দিন দ্বিগুণ মূল্য দিয়া অদৃষ্টে চাউল ঘটিয়া উঠে না; কেবল কয়াল দিগের দ্বারা এই মহা অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে।

তাহারা আপন ইচ্ছামত দরে চাউল বিক্রয় করাতে চাউল অতিশয় মহার্ঘ হইয়াছে। এক্ষণে বীরভূমের শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট করপুটে প্রার্থনা এইযে, এস্থানের চাউল রপ্তানী বন্দ করিয়া একটী দর নিরূপিত করিয়া যদি দেন তাহা হইলে অনেক গরিব লোক উপস্থিত দুর্ভিক্ষ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তাহার সন্দেহ নাই।

২। সম্প্রতি ভরতপুর থানার এলাকাস্থ তাল গ্রামে কয়েকজন মুসল মানের সন্তান কুইয়া নদীতে ডোঙায় চড়িয়া অপর তীরে যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা নদীর কতক স্থান যাইয়াছে, এমত সময়ে নদীর স্রোতে হউক কি বালক দিগের অসাবধানতা প্রযুক্ত হউক মগ্ন হইয়া যায়। কয়েক জন সন্তরণ দ্বারা তীরে উঠায় জীবন রক্ষা হইয়াছে। একজনের মৃত্যু হইয়াছে। এবৎসর স্থানে স্থানে ডোঙাতে অনেক জীব হত্যার বিষয় শুনা যাইতেছে।

৩। জিলা বীরভূমের অন্তঃপাতী জজান গ্রামে গুলিখোরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। জজান গ্রামে পূর্ব্বে এ উৎপাৎটী ছিলনা। অধুনা কয়েকটী কীর্ত্তীকিশোর বাবুরা এই কার্য্যটী চালাইয়াছেন। ইঁহাদের দেখা দেখি অনেকে উক্ত বাবুদের দলে মিশিতেছে। গ্রাম খানির দশায় কি হয় বলিতে পারা যায়না।

৪। অদ্য অনেক দিবস হইল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সময়ে সময়ে বিন্দু ২ বারি বর্ষণ হইতেছে। ইহাতে আশু ধান্যের উপকার হইবে। জগদীশ্বর করেন, একটু ছাপিয়া জল হইলে কোন প্রকারে আউশ ধান্য এবার মরিবে না।

৫। ইক্ষুর অবস্থা ভাল। অরহরের চাষ সমাধা হইয়াছে। গাছও উত্তম প্রস্তুত হইয়াছে। ভুটাও মন্দ নহে। তুঁত এবার সম্পূর্ণই ভাল বিবেচনা হইতেছে।

উলার সংবাদ দাতার পত্র।

১। দক্ষিণ পাড়ার ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি, ইষ্টদেবকে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া আহুতি দিতে উৎসুক হইয়া পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া, হোমকুণ্ড প্রস্তুত করেন; এবং সেই গৃহের কড়ি কাষ্ঠে রশি দিয়া বৃহৎ শাণিত খড়্গ বন্ধন করেন, ও নীচে ঢেকিকল প্রস্তুত করিয়া এক খানি ছোট চৌকীর উপর খড়্গ রাখেন এবং একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগে মাটি পুরিয়া সম্মুখে রাখিয়া, হোমাদি শেষ করিয়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হয়েন। খড়্গ স্কন্ধ দেশে পড়িবামাত্র অর্দ্ধেক ছেদন হইল, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দুই এক বার খড়্গের সহিত গলদেশ ঘর্ষণ করিলেন; তাহাতেও মস্তক এক কালীন ছেদন হইল না। তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রতি বাসী এক ভদ্রলোককে ডাকিলেন, "ওহে শীঘ্র আইস" আমি অস্ত্রাঘাত করিয়াছি এই ব্যক্তি আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় উক্ত রূপ আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া আঘাত স্থানে জলাদি দিতে লাগিলেন। ইতি পূর্ব্বে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি আঘাত কালে চক্ষে ও গলদেশে স্বয়ং বস্ত্র বন্ধন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা রাত্রিযোগে হয়। প্রভাত হইলে ফাঁড়িতে খবর দেওয়ায় হেড কনেষ্টবল আদি আসিয়া তদন্ত করায় আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি স্বয়ং ঘটনার বিষয় পূর্ব্ব বর্ণিত রূপ ব্যক্ত করেন, তদন্তের পর পুলিসের লোক তাঁহাকে রানাঘাটে পাঠাইয়া দেন, অদ্যাবধিও রাণাঘাটের চিকিৎসালয়ে আছেন, চিকিৎসা হইতেছে। ডাক্তা[illegible] কহিয়াছেন মরিবেন না, তবে পরে বোধ হয়, বিচারে দ[illegible] হইবেন। শুনা গেল যে উক্ত ব্যক্তি বিশেষ ধর্ম্মা[illegible] ও নির্ব্বিরোধী লোক; তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি কেহই ন[illegible] বয়স আন্দাজ ৪৫ বৎসর। যাহা হউক এরূপ আশ[illegible] ঘটনা বোধহয় কখন কেহ শ্রবণ করেন নাই।

২। উলাগ্রামের [illegible]কট আড়ংঘাটা [illegible]নদীর একটি সামান্য খালে এক ব্যা[illegible]ক [illegible] সমভিব্যাহারে বস্ত্রাদি ক[illegible]ল। [illegible] দুই প্রহরের সময় বস্ত্রাদি [illegible] করিতে কিছু বাকি আছে, এমন সময় তাহার ভ্রাতৃবধূ কহিল আমি বাটি যাইয়া পাক আদি করি তুমি অবশিষ্ট বস্ত্র লইয়া বাটি যাইও, সে তাহাতে স্বীকৃত হয়। ক্ষণেক পরে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইয়া জলের কিনারায় ভাসিতেছে। ওদিকে তাহার ভ্রাতৃবধূ পাক আদি প্রস্তুত করিয়া বসিয়া ভাবিতেছে বেলা অপরাহ্ন হইল এখন বাটি আসিল না কেন; ইতস্ততঃ ভাবিয়া বলিল ভাল একবার দেখিয়াই আসি না, কেন, সেইস্থানে আসিয়া দেখিল উক্ত রজক মরিয়া জলে ভাসিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। পরে পুলিসের লোক তদন্ত করায় হঠাৎ মৃত্যু স্থির হওয়ায় তাঁহারাও আশ্চর্য্য হইল। রানাঘাটের ডাক্তার তদন্ত করিয়া কহিয়াছেন, যে এব্যক্তি বিশিষ্ট বলবান তাহাতেই ইহার মৃগী রোগের সঞ্চার হয় ও তাহাতেই মৃত্যু হইয়াছে। নিকটে লোক থাকিলে কখনই মরিত না।

সুবর্ণপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

শুনা যাইতেছে বনগ্রাম সবডিবিজনের ও ইষ্টিশিয়ান গাইঘাটার অধীন চণ্ডী গড়ি গ্রামে একটী স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী ছিল তাহাতে কে ঐ স্ত্রীলোককে খুন করিয়া একটা জলার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল; পরে ঐ লাস লোকে দেখিতে পাইয়া থানায় সংবাদ দেওয়াতে পুলিষ তদন্ত হইয়াছে।

আমার দিগের দেশে দুর্ভিক্ষের সূত্র পাত হইয়াছে। কারণ আউশধান্য যাহা স্থানে স্থানে ।০ আটআনা রকম হইয়াছে তাহা প্রজা কাহাকে দেয় তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। জমিদারের লাঠ সম্মুখ, জমিদার খাজনা চাহিতেছেন, তাঁহার এই টাকা হইতে লাট চলিবেক, অবশিষ্ট সংসার চলিবেক। এদিগে মহাজন বলিতেছেন। আমি সম্বৎসর আহারাদি দিয়া যাহা প্রস্তুত করাইলাম তাহা অগ্রে দেও। এই দুইজন পাওনাদারের বিষম তাড়নায় প্রজা একবার মনে ভাবিতেছে, জমিদার ও মহাজনকে দিতেগেলে কিছু থাকে না অথচ দেনা শোধ হয় না ও সংসার চলে না; কাহাকে বাদিয়া যেমত কিঞ্চিৎ ধান্য পাইয়াছি তাহাতে আপাততঃ সংসার চলুক পরে দেনার বিক্রী হইতে হইতে সময় পাইব, সেই সময় যাহা হয় করিব, নতুবা এইক্ষণে ঐসকল বিক্রয় করিয়া দিয়া যদি অন্নাভাবে মরি তাহাতে ফলকি? প্রজার এইরূপ বিবেচনায় জমিদার মহাজনের বিপদ, তন্মধ্যে জমিদারের অগ্রে, কারণ, তিনি ২৮ সেপ্টম্বর সূর্য্য অস্তের মধ্যে টাকা না দিলে পৈতৃক বিষয়ে নৈরাশ হইবেন।

ধান্য আবাদে যাহার দিগের হয় নাই তাহারা অন্নাভাবে মাঠ হইতে পাকা ও কতক ২ পাকিয়াছে এমত ধান্য রাত্রে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, যদি গবর্ণমেণ্টের এদেশের প্রজা রাখা মনস্থ হয়, তাহা হইলে নদিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়কে এই আওলী থানার অধীন সমস্ত গ্রামের অবস্থা দৃষ্টি করিতে বলুন। এই আশ্বিন লাটের কিস্তীর টাকা জমিদারগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বসে বসে লউন; ও প্রজালোককে তাগাবি দেওয়া হউক; ইহা না দিলে নিশ্চয় প্রজা নষ্ট হইবেক, কারণ নদিয়া জেলার জমিদার সাধারন ত অনেকে নির্ধন।

পরম্পরায় শুনিলাম যাদের খাল কাটা কর্ত্তব্য কি না ও কাটিলে সাধারণ লোকের সুবিধা হইবেক কি না, এই বিষয় তদন্ত জন্য হুগলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়ের প্রতি আদেশ হইয়াছিল; তিনি কি রিপোর্ট দিয়াছেন বলিতে পারি না; জেলা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় ঐ খাল কাটা উচিত জানিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন, কবে আমারদিগের গ্রহ প্রসন্ন হইবেক, যে, খাল কাটা হইবে আমরা জল খাইয়া ও স্নান করিয়া বাঁচিব, জলাভাবে এই ভাদ্রমাসে মরিয়া যাই, ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়, এই দুর্ভিক্ষের সময় এই খাল কাটা আরম্ভ হইলে অনেকের জীবনোপায় হয়।

বিজ্ঞাপন।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

পুস্তক	মূল্য	মাসুল
বঙ্কিমবাবুরকৃত,		
দুর্গেশনন্দিনী,	১।০	৵০
মৃণালিনী,	১৲	৵০
কপালকুণ্ডলা,	১৲	।৵০
বিষবৃক্ষ,	১৲	৵০
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত,		
যুগলাঙ্গুরীয়	৵১০	/০
ইন্দিরা,	৵১০	/০
মধুমতী,	৵১০	/০
হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত,		
ব্যায়াম শিক্ষা	।০	/০

শব্দ কল্প দ্রুম।

মহাত্মা স্যর রাজা ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত উপরি উক্ত মহাকোষ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি মাসে ২০ ফরমার একএক—খণ্ড করিয়া বাহির হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাসুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার ৩০ নং রাজাকালী কৃষ্ণর লেন শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাকমাসুল সমেত পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। নবম খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী খণ্ড সকল মুদ্রিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট পাকা গোঁপ ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিবার অব্যর্থ ঔষধ আছে। মূল্য ১০, ১৫ দিবসান্তর ব্যবহার করিতে হইবে। প্লীহারও উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে, মূল্য ১৲ টাকা, চারি দিবস সেবন করিতে হইবে মাত্র। দদ্রুর ঔষধ মূল্য ।০ আনা। গরল ঘায়ের চমৎকার ঔষধ আছে, ৭ দিবস ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে। মূল্য ২৲ টাকা। বাধক বেদনার মহৌষধ আছে, রোগ কি প্রকার জানিতে পারিলে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। চুঁচুড়া কদমতলার ১৯৮ সংখ্যক ভবনে ডিস্পেনসারিতে প্রাপ্য।

শ্রী শ্রীকান্ত শর্ম্মা,

জনৈক ম্যানেজার হিন্দুস্কুল চুঁচুড়া।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশুন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধরণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না প্যারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।

(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর,

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,

পে একজামিনরস্ অফিস, কলিকাতা।

ইনি কলিতাকার গ্রাহকগণের নিটক হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

হিন্দুবিলাসী।

বিগত ৪ঠা শ্রাবণ হইতে "হিন্দুবিলাসী" নামক এক খানি ডিমাই ১২ পেজি আকারে মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য রহস্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	১৲
„ যান্মাসিক	...	॥৵০
„ প্রতি খণ্ডের	...	৵০
বিদেশে ডাকমাশুল		।৵০

যাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা ক[illegible]বন তাঁহারা "হিন্দুবিলাসী" সম্পাদক বলিয়া চুঁচু[illegible] মিসনবিদ্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন।

সাধারণীর মূল্যে নিয়ম।

অ[illegible]	...	...	...	[illegible]
[illegible]ক	...		...	[illegible]
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	...	...	...	[illegible]
মাসিক	...	...	...	[illegible]
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য		...	...	[illegible]

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রী পাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 133.

২২৬

সাধারণী।

২ ভাগ } চুঁচুড়া—৫ই আশ্বিন। রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ২০ শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খৃ অব্দ। { ২৩ সংখ্যা।

শিক্ষানবিশের

পদ্য।

এই নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ছয় আনা। পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। অবিকল ভাবানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। অনুবাদ কিরূপ, তাহার নমুনা নিম্নে দিলাম।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll,
সুনীল গভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসিযায়!
Man marks the earth with ruin—
ধরাধাম ধ্বংশ করে মানবের বল,
his control.
Stops with the shore;
নর গরিমার সীমা সাগর বেলায়,
upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of mans ravage, save his own,
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায়,
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে; মানব যখন
When, for a moment, like a drop of rain
সহসা সাগর গর্ভে বৃষ্টি বিন্দু প্রায়
He sinks into thy depths with bubbling groan
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কেবল তখন
Without a grave, unknell'd uncoffin'd and unknown.
সে দেহ বহন করে? কে করে দহন?
কেবা হরি বোল বলে? কে করে ক্রন্দন?

বিজ্ঞাপন।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটী হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য নিতান্ত অশ্লীল ও সুরুচিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হইবে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্ এ
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু অ[illegible]ীর বি এল
কদমতলা,

শ্রীযুক্ত বাবু বরদা[illegible] মিত্র
৩০ নং রাজা কালী কৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

নীলকর মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দমা।

নীলকর মিয়র্স সাহেবের মোকদ্দামা সম্বাদপত্র মহলে দিন কতক মহা হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছিল। আমরা তৎসম্বন্ধে এত দিন বিশেষ কোন কথা বলি নাই। না বলিবার যুক্তিও আছে। উক্ত মোকদ্দমার ন্যায় ঘটনাবলীর উপর যথার্থ মত প্রকাশ করিতে হইলে যেরূপ স্থির বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক, তাহা এতদিন আমাদের আয়ত্তাধীন ছিল না। একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ একজন অজ্ঞাত কুলশীল, অকিঞ্চিৎকর, বাঙ্গালী ডাকহরকরাকে অন্যায় রূপে প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়া হাইকোর্টের আজ্ঞায় কারাগারে প্রেরিত হইলেন, একথা শুনিবা মাত্র বিস্ময়ে আমরা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। একথা লইয়া প্রবন্ধ লিখিব কি, যখনই ইহা ভাবিতে নিযুক্ত হইতাম, তখনই ইংরাজ রাজের শৈশব সুলভ উদারতা, আশ্চর্য্য সমদৃষ্টি, বিচার কার্য্যে পক্ষপাতিত্বের উপর আন্তরিক ঘৃণা, প্রভৃতির চিন্তা এতই বলবতী হইয়া উঠিত যে প্রবন্ধ লিখনে যে টুকু আবেগশূন্যতার প্রয়োজন, সে টুকু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও হৃদয়ে সংরক্ষণ করিতে পারিতাম না। কিন্তু এক্ষণে আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, মিয়ার্স সাহেবের মুক্তির নিমিত্ত কতকগুলি ইংরাজ ও বাঙ্গালি আবেদনকারীর আবেদন অগ্রাহ্য করাতে উক্ত শ্রাদ্ধের শেষ পিণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে এবং আমরাও আমাদিগের হৃদয়াবেগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে সম্বরণ করিতে পারগ হইয়াছি। সেই জন্য অদ্য মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দমা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যথার্থ কথা বলিতে হইলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে উক্ত মোকদ্দামায় এমন কিছুই নাই যাহা লইয়া সম্পাদকগণ আন্দোলন পুনরা[illegible]ত পারেন। প্রতিদিন বঙ্গদেশে যে [illegible] হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত যে কত অভাগা ব[illegible] কারাগারের দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করণার্থ কারাবাসে প্রেরিত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু কই, সম্বাদপত্র লেখকগণ তন্মধ্যে কোন্ মোকদ্দমাটি লইয়া এত আন্দোলন করিয়া থাকেন? কোনটিই নহে। তেমনি মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দামা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া বোধ হয় সকল সম্পাদকগণই ক্ষান্ত হইতেন। কিন্তু ইংলিশমান্ তিল্‌কে তাল করিয়া তুলিলেন। একজন ভাই ব্রাদার একটা নিগরের পৃষ্ঠচর্ম্ম ছিন্ন করিয়া জেলে গমন করিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। অসহ্য হইয়া উঠিবার ত কথাই আছে। যিনি এক্ষণে আলিপুর জেলচিকিৎসালয়ে পীড়িত শয্যায় শায়িত, তিনি একে ইংরাজ, তাহাতে নীলকর। নীলকরদিগের সহিত যে ইংলিশমানের সহানুভূতি অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই কিঞ্চিৎ বেশী, তাহা সম্বাদপত্র পাঠকগণ মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন। তবে ইংলিশমানকে আমরা এক বিষয়ের নিমিত্ত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনার স্বার্থে কেহ হস্তার্পণ করিলে সমস্বার্থ ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া কিরূপে শত্রুর সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হয়, তাহা আমাদিগকে ইংলিশমান দেখাইয়া দিলেন। তাহা যে আর কখন দেখি নাই কি শুনি নাই এমত নহে। তাহার ভূরি২ উদাহরণ কতবার প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি এবং ইতিবৃত্তেও পাঠ করিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক যে পরমাণু সমষ্টিতে সৃজিত, তাহাতে সে মিলনোপদেশ সহজে স্থান পায় এরূপ বোধ হয় না। সেই জন্য সেই উপদেশ যতবার যাঁহার নিকট হইতে পাইব ততবারই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিব ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আমরা ইংলিশমানের নিকট হইতে জানিলাম যে শাসিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে একতা না থাকিলে কখনই সুশাসনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। "শাসিত ব্যক্তিদিগের স্বত্বলোপ করিব," সমাজে যতদিন শাস্তা ও শাসিত এই দুই শ্রেণী লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, ততদিন এই ইচ্ছা শাস্তৃগণের মনে সর্ব্বদা বলবতী রহিয়াছে। তবে যে পৃথ্বীশাসকগণ আজও শাসিত ব্যক্তিদিগের সমুদায় সত্বাপহরণে কৃত-

কার্য্য হয়েন নাই, তাহা কেবল স্থানে২ শাসিত ব্যক্তিবৃন্দের একতার গুণে। ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ আমাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণ সুপ্রথানুসারে শাসিত হইতেছে কেন? এ প্রশ্নের একই উত্তর হইতে পারে। ইংরাজেরা যদি মধ্যে২ সকলে একত্রিত হইয়া জনকে মাগনা চার্টা নামক পত্রে, দ্বিতীয় চালস্‌কে বিল অব রাইট্‌স্ ও হেবিয়াস্ কর্পস্ নামক পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইতে না পারিতেন, তবে কি আজ তাঁহাদিগের রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার সাধুবাদ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে শব্দিত হইত? কখনই নহে। রাজা বল, রাজ্ঞীই বল, সকলেই এক ধাতু নির্ম্মিত। তবে ইউরোপের রাজাগণ প্রজাগণের কাছে এক রূপ পিঞ্জরাবদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমে নিস্তেজ হইতেছে; আর দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের আসিয়া খণ্ডে সেই একতার অভাব হেতু আমাদিগের নৃপতিগণ সেই সকল প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করিতে আজও সমর্থ হইতেছে না। "একতাই শক্তি" এই বহুমূল্য উপদেশ বাক্যের অর্থ ইউরোপীয়গণ যেমন বুঝিয়াছেন এমন আর কেহই নহে, এবং এই বাক্যের সারবত্তা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করাতেই তাঁহারা স্বদেশ হইতে যথেচ্ছা শাসন একবারে সমূলে উৎপাটিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজ জাতির মধ্যে এই একতার লক্ষণ আরও স্পষ্টতর। তাঁহারা কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই ইহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যে একতা গুণে তাঁহারা স্বদেশে, সুবিখ্যাত উইলকিস কমন্স গৃহ বহিষ্কৃত হইলে, মন্ত্রীবর্গকে অপদস্থ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, ভারতে মিয়ার্স সাহেবের সাপক্ষে তাঁহাদিগের একতার লক্ষণও কতকটা সেইরূপ। ইংলণ্ড ও ভারতে তাঁহাদিগের একতার প্রভেদ এই যে ইংলণ্ডের একতা যথার্থ পীড়িত ব্যক্তির সাপক্ষে হইয়াছিল, ভারতের একতা, যে ব্যক্তি যথার্থ দোষী তাহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য হইয়াছিল। ইংলণ্ডের একতা ন্যায়পর ও পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তি মাত্রেরই প্রশংসনীয়, ভারতের একতা তাহা নহে। আমাদিগের দেশবাসীগণের মধ্যে কতকগুলি ভদ্রসন্তান নবীন মোহান্তের মোকদ্দমার সময় যে আশ্চর্য্য একতার পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গদেশস্থ ইংরাজগণের একতাও অবিকল সেইরূপ। তবে নবীন মোহান্তের মোকদ্দামার সময় যে একতা হইয়াছিল, তাহাতে কাহার কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, ইংরাজদিগের এই একতাতে সেইটি হইবার সম্ভাবনা। ইংলিশমানের কতিপয় পত্র প্রেরক মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দামা লইয়া যেরূপ বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে যে আজও "আমি ইংরাজ, তুমি বাঙ্গালী" ইত্যভিমান তাঁহাদিগের মনে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। এরূপ অভিমান থাকায় আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না; কিন্তু সে অভিমান সর্ব্বদা প্রকাশ করায় কোন ফল নাই, বরং অপকার আছে। তাহাতে ইংরাজ ও বাঙ্গালির পরস্পর পরস্পরকে পর বলিয়া যে একটা জ্ঞান আছে, তাহার ক্রমে লোপ না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হয়। এবং আমরাও একথাও বলিতে পারি যে যতদিন সেই জ্ঞান বলবান থাকিবে, ততদিন ইংরাজ বাঙ্গালীকে শাসন করিয়া সুখী হইবেন না এবং বাঙ্গালী ও ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আনন্দানুভব করিবে না।

ইংলিশমানের পত্র প্রেরকগণ শুদ্ধ মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দমার উপর মতামত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। যে আইনানুসারে মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটগণ ব্রিটিশ প্রজাবর্গের মোকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে আইন অন্যায়, এপর্য্যন্ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং ইংলিশমান স্বয়ং সম্পাদকীয় স্তম্ভে উক্ত পত্র প্রেরকগণের পত্র সমূহের উপর মত প্রকাশ করণ কালে বলিয়াছেন যে চিফ্‌জষ্টিস্ ও জষ্টিস্ ফিয়ার, মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দমা যেরূপে নিষ্পত্তি করিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছে ১৮৭২

সালের ১০ আইন হইতে এতদ্দেশ নিবাসী ব্রিটিশ প্রজাবর্গের সহস্র অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। উক্ত আইন হওয়া অবধি ভারতে আর তাঁহাদের পূর্ব্বমত গৌরব নাই। অতএব সেই গৌরব যাহাতে পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন, ব্রিটিশ প্রজা মাত্রেরই সেইরূপ চেষ্টা করা এক্ষণে কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই কথা বলিতেছি যে উক্ত আইন সংস্থাপনে এতদ্দেশে ব্রিটিশ প্রজাবর্গের পূর্ব্বাবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাঁহাদিগের অভিমান ও সম্মান রক্ষার্থ উক্ত আইন কারকেরা বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ মফস্বলের সকল মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগের মোকদ্দমা করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহাদিগের মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের জন্মভূমি ইংলণ্ড তিনিই কেবল করিতে পারিবেন, এবং ইংলণ্ডজাত মাজিষ্ট্রেট হইলেও তিন মাস কারাবাসের ঊর্দ্ধ তাঁহাদিগের উপর দণ্ড বিধান করিতে অক্ষম। সেসন আদালত ভিন্ন অন্ন কোন আদালতের তাঁহাদিগকে এক বৎসরের নিমিত্ত জেলে পাঠাইবার ক্ষমতা নাই। এতদ্ভিন্ন এসমুদায় আদালত হইতে তাঁহাদিগের হাইকোর্টে আপিল করিবার ক্ষমতা আছে; আর কোন আসামী অন্যায় পূর্ব্বক আমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এরূপ মনে করিলে তৎক্ষণাৎ হেবিয়স্ কর্পস রিট জারি করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কোন ব্রিটিশ প্রজার মোকদ্দমা সরাসরি প্রথানুসারে বিচার হইতে পারে না। যে দোষে মৃত্যু, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, অথবা এক বৎসরের অধিক কারাবাস দণ্ড হইতে পারে, সে সমুদায়ের বিচার হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতের করিবার ক্ষমতা নাই। ইহার পর আবার কোন ব্রিটিশ প্রজার উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডবিধান হইলে তাঁহাকে যে আণ্ডামানে যাইতেই হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই; স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যথা ইচ্ছা তথা তাঁহাকে রাখিতে পারেন। মফঃস্বলে ফৌজদারি মোকদ্দমায় ব্রিটিশ প্রজাবর্গের সম্মান রক্ষার্থ এত কাণ্ড করা হইয়াছে। তথাপি ইংলিশমান তাঁহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আর কি চাহেন? ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেটও হাইকোর্টের বিচার পতিগণকে তিনি যদি বিশ্বাস না করেন তবে ব্রিটিশ প্রজাবর্গের মোকদ্দমা কে করিবেন? যথার্থ কথা বলিতে কি, তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইতেচে, যতদিন না এমন কোন নিয়ম করা হয় যদ্দ্বারা স্ববিজ্ঞ হাইকোর্টের বিচার, কতকগুলি অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন সম্পাদক, নীলকর, বণিক ও বারিষ্টারের ভ্রূভঙ্গিতে রদ হইতে পারে, ততদিন তিনি সন্তুষ্ট হইতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা বোধ হয় এই এরূপ হইবে। ইংরাজগণ অনেক বিষয়ে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, স্বদেশের মায়া কাটাইয়া কেবল ভারতের হিত কামনায় ইংলণ্ডের স্নিগ্ধকর জলবায়ু সেবন পরিত্যাগ করিয়া ভারতে শুভাগমন করিয়াছেন। এতদবস্থায় ভারতবাসীগণের বিচার যে আইনানুসারে হইবে, ব্রিটিশ প্রজাগণের বিচার সে আইনানুসারে করিতে গেলে যার পর নাই অন্যায় করা হয়।

কিন্তু এবিষয়ে লর্ড মেকলের একটী চমৎকার মত আছে। তিনি ফৌজদারি আইন রচন সময়ে বলিয়াছিলেন যে ইউরোপীয় ও ভারতবাসী দিগকে এক ফৌজদারি আইনের অধীন না করিলে ইউরোপ হইতে যে সে আসিয়া ভারতবাসী দিগের উপর এত অত্যাচার করিবে যে তাঁহাতে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে জ্বালাতন হইতে হইবে। বহুসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে যদি অত্যল্প লোকের এমন স্বাধীনতা থাকে যে তাহা অবশিষ্ট ব্যক্তির নাই, তবে সেই স্বাধীনতা ক্রমে পীড়নে পরিণত হইবেই হইবে, তাহা রোধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ইংলিশমানের কর্ণে এতদ্রূপ যুক্তি সঙ্গত বাক্য স্থান প্রাপ্ত হয় না। তজ্জন্য তিনি যাহাতে বর্ণ ভেদে বিচার ভেদ হয়, তদুদ্দেশে লাফা লাফি করিয়া বেড়াইতেছেন।

উপসংহার কালে মিয়ার্স সাহেবের মুক্তির নিমিত্ত যাঁহারা লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দুই এক

কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

আবেদনকারীগণ শুদ্ধ লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিয়া আবেদনখানি হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে আপিলের ন্যায় লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ফল এই হইল যে সর রিচার্ড তাঁহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। প্রার্থনা যে গ্রাহ্য হইবে না তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের হাইকোর্টের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার ক্ষমতা নাই। তবে তিনি পাত্র বিবেচনায় অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া কোন আসামীকে খালাস দিতে পারেন। হাইকোর্টের বিচার মন্দ হইয়াছে, অতএব আমি অমুক আসামীকে খালাস দিলাম এ কথা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বলিতে পারেন না। সুতরাং আবেদনকারীগণের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে না ত আর কি হইবে? আবেদনখানির বাক্য বিন্যাস ও রচনা পদ্ধতি দেখিয়া স্পষ্টই জানা যায় যে হাইকোর্টের অবমাননা করাই আবেদনকারীগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। আবেদনকারীগণের এত যত্ন এত আয়াস এক্ষণে সব বিফল হইল। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা সর রিচার্ডের উপর কোন দোষারোপ না করেন। যতদিন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরগণ এক সর্ষপ প্রমাণ সামান্য বুদ্ধি আপনাদের মস্তকে ধারণ করিবেন, ততদিন এইরূপ আবেদন কখনই তাঁহাদিগের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। মিয়ার্স সাহেবের বন্ধুগণ যে প্রথানুসারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহাতে দয়া করিয়া তাঁহাকে কারামোচন করেন হাইকোর্টকে দিয়া যদি এইরূপ অনুরোধ করাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা বেশী ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া যখন তাঁহারা হাইকোর্ট অবিচার করিয়াছে, হাইকোর্টের বিচার আইন সঙ্গত হয় নাই, হাইকোর্ট সাক্ষ্যগণের কথা প্রমাণ বিচার করেন নাই, ইত্যাকার নিন্দাবাদ হাইকোর্টের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের শাস্তি সমুচিত হইয়াছে, এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে।

ধর্ম্ম।

আমরা সূচনা পত্রে লিখিয়াছিলাম, "সাধারণী উপকার ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম জানে না; পীড়ন ব্যতীত যে অন্য কোন অধর্ম্ম আছে তাহা বোঝে না। ঐ ধর্ম্মই উহার বল; ঐ অধর্ম্মেই উহার ভয়।" উপকারই ধর্ম্মের একমাত্র সাধন, অপকারই ধর্ম্মের একমাত্র বিঘ্ন। যিনি উপকারী তিনিই ধার্ম্মিক, যিনি অপকারী তিনিই অধার্ম্মিক। আর উপকারেই সুখ, এবং অপকারেই সুখের হ্রাস। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত এই জগদ্বাসীর সুখ-দুঃখের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সকলেরই আছে। ধর্ম্ম, আচার্য্য বা উপাচার্য্য, গুরু বা পুরোহিতের নহে, তোমার আমার সকলেরই। কিন্তু আজ কাল এমনই কাল পড়িয়াছে, যে তুমি আমি ধর্ম্মের কথায় প্রায়ই থাকিতে চাহি না, কেন না উহাতে বড় গোল, বড় বিসম্বাদ, বড় কলহ হয়। এ সকল নিতান্ত অসার কথা। প্রকৃত ধর্ম্মে কিছুমাত্র গোলযোগ নাই, বিসম্বাদ নাই।

স্বীয় বাটীর নিত্য সেবার ভার যেরূপ বৃদ্ধা পরিচারিকা পুরোহিতের প্রতিনিধির উপর অর্পণ করিয়াছেন, সেই এই ধর্ম্মের ভার, তত্ত্ববোধিনী বা ধর্ম্ম তত্ত্ব অথবা ...বারের শিরারের প্রতি অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে ...লিবে না।

ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব এইরূপ বিশ্বাসে, যে অতি বিস্তীর্ণ কারবার চলিতে থাকে তাহার নাম সমাজ। পরস্পরের সাহায্যও যাহাকে বলে পরস্পরের উপকারও তাহাকেই বলে, সুতরাং পরস্পরের উপকারেচ্ছু সম্প্রদায়ের নামই সমাজ। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপকারই ধর্ম্মের সাধন; তাহাতেই বলি একমাত্র ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন। এ হেন ধর্ম্মকে অবহেলা করিলে চলিবে না। যদি বাস্তবিক দেশের উপকার করিতে, সমাজের উপকার করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।

অনেকে উত্তর করিতে পারেন, এসকল স্থূল কথা লিখিয়া, অনর্থক মুরুব্বিয়ানা করিবার কি প্রয়োজন আছে? যথার্থ ধর্ম্মে অর্থাৎ পরোপকারে কাহারও বিতৃষ্ণা নাই। মনুষ্য মাত্রেই উপচিকীর্ষু; তবে বুদ্ধির ভ্রমবশতঃ ...রাগের উপকার করিতে গিয়া অন্যের মন্দ করিয়া বসে। মনুষ্যের বিবেচনা শক্তির পরিপুষ্ট হইলেই, মনুষ্য একের উপকারের সহিত অন্যের অপকারের তুলনা করিতে পারিবে। যখন দেখিবে যে কোন কার্য্যে এক জনের লাভ অপেক্ষা অপরের ক্ষতি অধিক হইতেছে তখন আর সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। স্ত্রীর অলঙ্কারের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, পুত্রকে ... শিখাইবার জন্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এক ... সর্ব্বনাশ করিবে না। যে যত ভাল বিবেচনা করি... রিবে, সে ততই ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। এরূপ ধর্ম্মে কাহারও বিদ্বেষ নাই; আর বলিতে পারেন যে, এ ধর্ম্মের সহিত তিলক, ত্রিকণ্ঠীর, দাড়ী চসমার, কি সম্বন্ধ আছে? আমরা ধর্ম্ম বিদ্বেষী নহি, কিন্তু উপধর্ম্মে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা আছে।

এই দুই কথার সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। ধর্ম্ম এবং দণ্ড ধর্ম্ম ইহার একটিকেও আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। প্রথম কথা, বুদ্ধিকে আমরা একা ... করিতে প্রস্তুত নহি। কেন না বুদ্ধির শাসন মাত্রে ... গাগন আছে। অধর্ম্মে অসুখ, একথা ... অধা...র্ম্মিককেও স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতার ফল ... কখন নির্ব্বোধে স্বীকার করে না। ... তাল মন্দ ... বুঝাইয়া দের বটে, কিন্তু মন্দ ছাড়িতে ... লিয় ... দ্দার ... তে ... সাবেমকারিত হইবে, এ উপদেশ কেবল ধ...

সুতরাং আমরা ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্থাপনার্থ আর অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। ধর্ম্ম যাজনও যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এক্ষণ স্বীকার করিয়া থাকেন, যে ভারতবর্ষীয়ের বর্ত্তমান অবস্থা অতি মন্দ। কিসে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে এবিষয়ে অনেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। কেহ দুই মিষ্ট কথায় ভরসা দিয়া থাকেন, কেহ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া একেবারে আমাদিগকে হতাশ করিয়া তুলেন, স্থূলতঃ পাঁচ জনে পাঁচ কথা কহিয়া থাকেন, তাহাতে সার অসার দুইই থাকে।

বঙ্গদর্শন বাঙ্গালিকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, "যদি কখন [১] বাঙ্গালির হৃদয়ে কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয় [২] যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, [৩] যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, [৪] যদি সে অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।" তাহার পরে উন্নতি হইবে অর্থাৎ উদ্যম, একতা, সাহস, ও অধ্যবসায় হইলেই ভারতবর্ষীয়ের উন্নতি হইবে।

আর একজন বলেন, ভারতবর্ষীয়কে ব্যায়াম শিক্ষা দেও, মদ্য মাংস খাইতে দেও, ভাল পরিচ্ছদ দেও, চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দেও, পরকাল চিন্তা হইতে বিরত কর, ভারতবর্ষীয়ের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে হইবে।

তৃতীয় আর একজন বলেন, অত কথার আবশ্যক কি? একতা হইলেই ভারতবর্ষীয়ের উন্নতি হইবে।

চতুর্থ ব্যক্তি বলেন, ধন হইলেই ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে। দেশের টাকা দেশে থাকুক, দেশের কাপড় দেশে জন্মাউক, দেশের ভূমি সম্পত্তি দেশের লোকের হস্তেই থাকুক, দেশে কল কর, কবুজা কর, দেশের উন্নতি হইবে।

আর এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষা দেও, বিধবার বিবাহ দেও, জাতিভেদ উঠাইয়া দেও, বাল্যবিবাহ রহিত কর, ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে।

আমরা বলি, যদি ভারতে একবার ধর্ম্মের তরঙ্গ তুলিয়া তুফান করিতে পার, তবেই ভারতের মঙ্গল হইবে। উদ্যম বল, ঐক্য বল, সাহস বল, অধ্যবসায় বল, এক ধর্ম্মে সকল মিলিবে। শুদ্ধ ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর কোন সাম্রাজ্যই এখন এমন উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হয় নাই যে, সাধারণ লোক 'কেন এটি করিব?' 'কেন এটি করিব না' এইরূপ ভাবিয়া, চিন্তিয়া যথার্থ পথ অবলম্বন করিতে পারে। যতদিন 'কেনর' [illegible] না হয়, ততদিন সাধারণের উন্নতি নাই। 'কেনর' ধ্ব[illegible]লে একতা হয় না। তুমি বলিলে, এই কর্ম্ম কর, আ[illegible] কেন করিব? তুমি বলিলে এই জন্য করিতে হ[illegible] আমি বলিলাম, তাহাতে এই দোষ, তুমিও বুদ্ধিমান্ আমিও বুদ্ধিমান্, তোমার আমায় যাবজ্জীবন তর্ক চলিতে লাগিল। মীমাংসা ও হয় না একতাও হয় না। তাহাতেই বলি অন্ততঃ কিছু কালের জন্য এই 'কেনর' ধ্বংশ না হইলে, আমাদের আর নিস্তার নাই। ধর্ম্ম বিপ্লবে এই 'কেনর' দমন হইবে।

সকল [illegible]জার ইতিহাসেই দেখিবেন, যে সমাজের অত্যন্ত [illegible]নাবস্থ হইলে, এক এক জন অমানুষ মানুষের আবির্ভা[illegible]ব হয়, তিনি এই কেনর মস্তকে পদার্পণ করিয়া সকলে[illegible]ক বলিতে [illegible] কেন, 'কর' লোকে অমনি অবনত মস্তকে বলিয়া [illegible] করি,' এবং তিনি যাহাই বলেন, [illegible] গাই করিতে [illegible]ক। তখন তাঁহাদের উদ্যম স[illegible] হয়, ঐক[illegible], সাহস অ[illegible]ধ্যবসায় হয়। তখন তাহারা এক মুষ্টি চনক চর্ব্বন করিয়া, কৌপীন পরিধান করিয়া, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, বিচিত্র পরিচ্ছদধারী, মদ্য-মাংসাহারী, সভ্য সৈনিক তাহার শতাংশের একাংশও করিতে কদাচ সাহসী হয় না।

আমরা সেইরূপ একজন অমানুষ লোক চাই, সেইরূপ একটি ধর্ম্ম বিপ্লব চাই। যেখানে যেমন গ্রহদোষ সেখানে তেমনই স্বস্ত্যয়ন চাই। এ গ্রহ শান্তি সম্বাদ পত্রে পারিবে না। এ দুর্দ্দৈব খণ্ডন সভা করিয়া বক্তৃতা করিলে হইবে না। রেলওয়ে টেলিগ্রাফের কর্ম্ম নয়, যে ভারত উদ্ধার করে। বোম্বারের ভুলার কলের কর্ম্ম নয়, যে মৃত ভারতে জীবন দান করে। আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম নয়, যে টানাপাখার মন্দ হিল্লোলে ইমণ রাগিণীতে লোকের গাঢ় সুপ্তি ভঙ্গ করিয়া দেয়। পুরোহিতের কর্ম্ম নয়, যে সহস্র গণ্ডকী শিলায় শত লক্ষ তুলসীপত্র স্থাপন করিয়া, গৃহ শান্তি সাধন করেন। ইংরাজের কর্ম্ম নয়, যে আইন জালে বা কর জালে ভারতের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। ইহাদের কর্ম্ম নয়; আমরা সোক্রাত বা শাক্যসিংহ, খ্রীষ্ট বা চৈতন্য চাই। ধর্ম্ম বিপ্লব চাই বটে, কিন্তু রাজ বিপ্লব চাহি না। উপরে যে চারি মহাত্মার নাম করিলাম ইহারা সকলেই সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। রাজা ও রাজ্যের কথা স্বতন্ত্র। আজি ভাল রাজা আসিবেন, ভাল ব্যবস্থা চলিবে, কালি মন্দ রাজা, ব্যবস্থাও সেইরূপ; এরূপ ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ দেখিয়াও যদি রাজ বিপ্লব প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি আছে? Render unto Cæsar what is Cæsar's রাজকর রাজাকে প্রদান কর; রাজার সহিত এই মাত্র সম্বন্ধ। নিরো রোমানদিগের স্বদেশীয় লোক এবং আকবর শাহ বিধর্ম্মী। সুতরাং স্বধর্ম্মী বা স্বদেশী রাজা লইয়া ফল কি? তবে কিসের জন্য রাজবিপ্লবের ইচ্ছা করিব?

কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বলি, একবার ধর্ম্মের তুফান না উঠিলে ভারতের মঙ্গল নাই। একটু পাগলামি দেশ মধ্যে প্রবেশ না করিলে, এরূপ ঢিমে তেতালায় চলিলে যুগ যুগান্তেও ভারতের উন্নতি হইবে না। খণ্ড প্রলয়ে এক দিক ভাঙ্গে, এক দিক গড়ে, আর অধিকাংশ যেমন তেমনই থাকে। যেটুকু ভাল করিলে, সেটুকু আবার গোমূত্রস্পৃষ্ট দুগ্ধের ন্যায় অচিরাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে।

একটি মহাপ্রলয় চাই। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত ভারত একবার কাঁপিয়া উঠা চাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র একবার নাচিয়া উঠা চাই। কেবল একজনই এরূপ করিতে পারেন। একজন মহদ্ব্যক্তির মহদেশ্বরই সকলের অন্তস্তল ভেদ করিতে পারে। যতদিন এরূপ একজন মহদ্ব্যক্তির আবির্ভাব না হয়, ততদিন ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে না।

যদি এই সকল কথা কিছু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তবে ধর্ম্ম যাজনে বা ধর্ম্ম কর্ম্মে অনাস্থা করা কখনই কর্তব্য নহে।

গোধূমের চাষ।

হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, চব্বিশপরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা কয়েকটীতে জলাভাবে ধান্য আমাদের যেরূপ দুরবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে আগামী বৎসর যে কি প্রকারে অতিবাহিত হইবেক তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উপস্থিত বৎসরে গবর্ণমেন্টের সাহায্য না পাইলে অনেক স্থানের যে কি প্রকার দুর্দ্দশা হইত তাহা সকলেই জানিতেছেন, এবৎসর যেন গোছে গাছে কাটিয়া যাইবেক কিন্তু আমরা আগামী বৎসরের

চিন্তাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। এবং বোধ করি গবর্ণমেণ্টকেও তজ্জন্য অধিকতর রূপে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবেক, আমরা যখন আপনাদিগের দেশের অবস্থা ভাবিয়া এরূপ অস্থির হইতেছি তখন যাঁহারা এই রাজ্যের রাজা, যাঁহাদিগের হস্তে দেশের সমস্ত জীবগণের জীবন মরণের ভার নির্ভর করিতেছে, যাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত রাজ্যের লাভ ভোগ করিতেছেন, যাঁহারা যথা সময়ে উদ্যোগী হইয়া নির্ভয়ের সহিত কার্য্য করিলে অনেক লোকের কষ্ট নিবারণ ও অনেক জীবের জীবন রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা আমাদিগের দুঃসময়ে কোন প্রকারেই ঔদাস্য করিতেছেন না ও ভবিষ্যতে করিতেও পারিবেন না। কিন্তু তাই বলিয়াই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারা যায় না। দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এবিষয়ের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কৃষি কার্য্যের উপর সমস্ত শ্রেণীর লোকের জীবন নির্ভর করে, যে কার্য্যে কিছু অনবধানতা হইলে দেশের মহতী অমঙ্গলঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে, সেই গুরুতর কার্য্যের উন্নতি ভার কেবল কতকগুলি অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকের হস্তেই রহিয়াছে, যতদিন এই গুরুতর কার্য্যের ভার সম্পূর্ণরূপে এই সকল অনভিজ্ঞ লোকের হস্তে থাকিবেক ও কৃষি শাস্ত্রে যতদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিলব্ধ যন্ত্র ও অস্ত্র শস্ত্রাদি ব্যবহৃত না হইবেক ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে এই প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবেক। যাহা হউক সে পরিতাপের সময় এখন নহে। এক্ষণে দেশের অবস্থা দৃষ্টে আমাদিগে[illegible] বেচনায়, উপরোক্ত জেলা সমস্তের আবাদী পতিত জমীতে গোধূম, যব, ও মটর, মুগ, মসূর প্রভৃতি কলায়ের চাষ বাহুল্যরূপে করাইতে পারিলে দেশের অনেকটা উপকার হইতে পারে, এদেশের অনেক স্থানেই নানা প্রকার কলায়ের চাষ হইয়া থাকে কিন্তু গোধূম যাহা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিলে অনেক লোকের জীবন ধারণোপায় হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এবিষয়ের সকলেরই বিশেষরূপে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল দ্রব্যের চাষের উদ্যোগের অপেক্ষা করিবার আর সময় নাই, আশ্বিন মাসের শেষে ও কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই বুনানি করিতে হয় তাহা হইলেই শীত কালের শিশিরে সিক্ত হইয়া ফলোৎপাদন হয়, আমরা কতকগুলি প্রাচীন কৃষিলোকের মুখে শুনিয়াছি "যে ১২২৮ সালে এই প্রকার অনাবৃষ্টি নিবন্ধন আমরা ধান্যের আবাদ উত্তমরূপ করিতে পারি নাই কিন্তু কার্ত্তিক মাসে ঐ সকল পতিত জমিতে গোম বুনিয়া প্রায় প্রতি বিঘায় ৬। ৭ মণ করিয়া গোম পাইয়াছিলাম তাহাতে আমাদিগের যথেষ্ট লাভ হইয়াছিল।" অনেকে বলিতে পারেন যদি গোমের চাষ এদেশের মাটীতে হইতে পারিত ও তাহাতে এত লাভের সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে চাষি লোকেরা আপনারাই তাহা বুনানি করিত কাহাকেও বলিয়া দিতে হইত না কিন্তু তাহাদের গোম না বুনিবার কয়েকটী প্রতিবন্ধক আছে। ১। গোমের বীজ তাহাদিগের ঘরে না থাকাতে নগদ মূল্য দিয়া বীজ কিনিতে পারে না, কিনিতে গেলেও এদেশে প্রায় সর্ব্বদা নূতন বীজ পায় না ও পুরাতন বীজে উত্তম শস্য জন্মে না। ২। সাধারণরূপে উহা এখানকার দৈনিক খাদ্য নহে। ৩। গোমের চাষ এদেশে প্রায়ই নাই, কৃষি শ্রেণীর মধ্যে প্রায়ই এমত লোক নাই বলিলেই হয় যে কৃষি কার্য্যে কিছু বুদ্ধি খাটাইয়া কোন নূতন চাষের উদ্ভাবন করে; তাহারা পিতা প্রপিতামহদিগকে যে জমিতে যে চাষ করিতে দেখিয়া আসিতেছে কদাচ তাহারা অন্যথা করিয়া পরীক্ষা করিতে চাহে না। বিশেষতঃ সে শ্রেণীতে এমত দূরদর্শী লোক নাই [illegible] হয় যে পিতৃ শিক্ষিত জ্ঞানকূপ আন্দোলন করি[illegible] পৈত্রিক বুদ্ধিমত্তার ও বিজ্ঞতার অবমাননা করে। কিম্বা [illegible]ত সাহসও নাই যে পরীক্ষা করিবার ব্যয় ভার বহন ক[illegible] ফলে সে দোষ সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের, কি রাজ্যেশ্বর[illegible]নর, কিম্বা দেশস্থ সভ্যশ্রেণীর, সেবিষয়ের বিচার এক[illegible]প্রয়োজন। কিন্তু উপরোক্ত জেলা সকলের উপস্থিত ও ভ[illegible] অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেশস্থ ভদ্র লোকদিগকে আমরা বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃষকদিগকে উৎসাহ দিয়া বা যিনি যেরূপে পারেন সাহায্য করিয়া, গোমের চাষটী এদেশে অন্ততঃ এই বৎসরের নিমিত্ত করাইয়া দেখুন, অবশ্যই ইহাতে প্রচুর লাভের আশা আছে। আর উপরোক্ত জেলা সকলের মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরদিগের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন প্রজাদিগকে এই বৎসরের নিমিত্ত গোমের চাষ করিতে বাধ্য করেন এবং ঐ চাষের নিমিত্ত অনেক প্রজার অবস্থানুসারে কোন কোন ব্যক্তিকে ধার দিয়াও চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আগামী বৎসরের অনেক উপকার হইতে পারে। এবং এই সকল জেলাতে গোম যে উত্তমরূপে জন্মাইতে পারিবেক তদ্বিষয়ে আমরা অনেক প্রমাণ পাইয়াছি বিশেষতঃ হুগলী চব্বিশ পরগণা মেদিনীপুর প্রভৃতি নিম্ন প্রদেশস্থ সকল জমিতেই উহা উত্তমরূপে জন্মিতে পারে আর উহার চাষেও জলের বিশেষ আবশ্যক নাই, তবে অল্প পরিমাণে হইলে ভাল বটে, না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, যাহারা চাষ করিতে চান যেন গত সনের ব্যতীত পুরাতন বীজ খরিদ না করেন, প্রতি বিঘায় বীজ উর্দ্ধ সংখ্যা ॥০ অর্দ্ধ মণ লাগিবেক ইহার চাষও সহজ। মাটিতে চাষ দিয়া ধান বুনানির ন্যায় বুনিলেই হইবেক কোন বিশেষ কারিকুরির আবশ্যক নাই। যাহাতে এই সকল জেলায় পতিত জমি সকলে গোমের [illegible] চালাইয়া ভাবি অন্ন কষ্ট লাঘব হইতে পারে এবিষয়ে সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আর গোম যে এদেশে স্থানে উত্তমরূপ জন্মিতে পারে তাহার প্রমাণ এই যে যব ও গোম এক জাতীয় ওষধি জাত শস্য, যদিও যবের চাষ (অধিক প্রয়োজন না থাকাতে) এদেশে যৎসামান্যরূপ হইয়া থাকে কিন্তু আমরা অনেক স্থানেই দেখিয়াছি উহা এদেশে উত্তমরূপ জন্মায়। কিন্তু যব অপেক্ষা গোধূমপিষ্ট উত্তম বলকারক খাদ্য, গোমের চাষ করাই কর্ত্তব্য।

সংবাদ।

গত ২৮ শে ভাদ্র রাত্রি একটার সময় চাকদাহ ষ্টেসনে ২খানি মালগাড়িতে পরস্পর সংঘাত হইয়াছে। পরস্পরের আঘাতে ৩।৪ খানি গাড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ষ্টেসনমাষ্টার এবং পাইণ্টস্‌ম্যানকে পরদিন ফৌজদারিতে সমর্পণ করা হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন ;—একব্যক্তি লিখিয়াছেন, দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুর বাবু সার্কেলের রিলিফ অফিসর শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন চাঁদ, তাঁহার হেড কোয়ার্টর আফিসের অনতিদূরে অপন নামক গ্রামে গবর্ণমেণ্টের পুষ্করিণী খনন করাইতে করাইতে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা লিখিত একখণ্ড তাম্রফলক প্রাপ্ত হইয়াছেন। লিখিত বিষয় এপর্য্যন্ত উদ্ধার হয়নাই, এবং এখান হইতে হইবারও সম্পূর্ণ রূপ আশা করা যায় না। তাম্রফলকের দৈর্ঘ্য ১ ফুট ৩ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১ফুট পরিমাণ। ঊর্দ্ধভাগে একটী অষ্টভুজের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও ছোটনাগপুরের জেলার ১৮৭৪ সালের মাইনর ও বঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ২৫শে নবেম্বর বুধবার আরম্ভ হইয়া ২৮শে নবেম্বর শনিবার শেষ হইবে।

"আগামী মাসে রুষীয় রাজ্ঞী ইংলণ্ডে আগমন করিবেন। এক্ষণে ইংলণ্ডে এই কয়জন প্রধান ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছেন :— অষ্ট্রীয়ার সম্রাট, রোমানিয়ার যুবরাজ, এবং দিনামারের রাজা ; কিন্তু, মহারাণী স্কটলণ্ডে বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছেন।"

কলিকাতার টাঁকশালে কার্য্য শিখিবার নিমিত্ত একটী শ্রেণী খোলা হইতেছে। সকল শ্রেণীর বালকেরা এখানে কার্য্য শিখিতে পারিবে।

ইণ্ডিয়া আপিসের জন্য ১টী পুস্তকালয় ও চিত্রশালা প্রস্তুতার্থ সেক্রেটারি অব ষ্টেট ৭,৫০,০০০, টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

রেওয়ারি হইতে আলেওয়ার পর্য্যন্ত একটী নূতন রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছে।

মেক্সিকোতে একরূপ নূতন ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মৃত ডাক্তার লিবিংষ্টোনের সম্মানার্থ ইহার নাম লিবিংষ্টোন রাখা হইয়াছে।

পাঞ্জিম জেল হইতে ৪০ জন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে বলিয়া গোয়ার গবর্ণর পর্টুগালে টেলিগ্রাফ্ করিয়াছেন। সেদেশে বোধহয় দুর্ভিক্ষ নাই।

"১৮৭৩ সালে শত্রুর মুখে ছাই দিয়া ৭টী ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। প্রথমটী মার্সেলিসে, ৩রা এপ্রিলে, ২য়টী মিলানে ৩রা জুলাইয়ে ; ৩য়টী ২০ শে আগষ্ট মার্সেলিসে ; ৪র্থটী ২৩ শে আগষ্ট, পারিসে ; ৫মটী ৩রা সেপ্টেম্বরে, ৬ষ্টটী ২০শে সেপ্টেম্বরে ; এবং সপ্তমটী ১১ ই নবেম্বরে মার্সেলিসে দেখা যায়।"

শিয়ালদহের বাজার ৫৬,২০০, টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। ইহা জানবাজারের মাড় বাবুরা ক্রয় করিয়াছেন।

সম্প্রতি লণ্ডনে এক নূতন ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। সহরের চতুর্দ্দিক হইতে রাশি রাশি পিপীলিকা উড্ডীয়মান হইতে থাকে, কয়েক ঘণ্টা পরে ইহারা অদৃশ্য হয়। পাপ উড়ে গেল আপদ গেল, এখানে আমাদিগকে তিত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

হায়দ্রাবাদের নিজাম বিলাতের একটী কুঠী হইতে ১০ কোটী টাকা কর্জ্জ করিতেছেন। ইহার দ্বারা তিনি পূর্ত্ত-বিভাগের উন্নতি করিবেন। নিজামও ঋণ করেন, দেশের হলো কি ?

সাতজন এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

কৃষ্ণিয়া অঞ্চলে এবার অত্যন্ত বর্ষা হইয়াছে। আর সকল জেলার মধ্যে হুগলি জেলার অবস্থা মন্দ। ধান্য কিছুই হয় নাই বলিলেই হয়। দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ আশঙ্কা। যশোহরে কতক গেল হাজায়, কতক গেল শুকায়।

গত ২০এ ভাদ্র শুক্রবার নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র রায় বাহাদুরের মহিষী পীতাম্বরী দেবী প্রায় সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। স্বামিবিয়োগের পর হইতে ভরণ পোষণার্থ যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিলনা তথাপি তিনি বিস্তর অন্নদান করিয়া গিয়াছেন। অনেকগুলি দরিদ্র সন্তান তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত ও তাঁহার ব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি করিয়াছেন। কতকগুলি নিরুপায় ভদ্র মহিলারও তিনি একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। শুনিয়াছি রাজ্ঞীর কিছু ঋণ আছে, তাহাতে উহা সর্ব্ব পরিশোধ হয় ষ্টেটের ম্যানেজার বাবু কার্ত্তিকেয় চন্দ্র এবং মাননীয় কালেক্টর সাহেব মহোদয় তদ্বিষয়ে যেন বিশেষ মনঃ সংযোগ করেন।

গয়সাবাদের নিকটে নালতা কুড়ি নামক গঙ্গার বাঁধ ভাঙ্গিয়া মুরশিদাবাদের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল একেবারে জলমগ্ন হইয়াছে, ঐসকল প্রদেশে যে কিছু ধান্য হইয়াছিল তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। এদিকে উপর বৃষ্টিও কয়েক দিবস হইতে বিলক্ষণ হইতেছে।

নিম্নলিখিত ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটগণের পদোন্নতি হইয়াছে।

১ম শ্রেণীতে, বাবু অভয় চরণ মল্লিকের স্থানে মেং উইলিয়ম ভরেলি।

পগসন সাহেবের স্থানে বাবু ব্রজ সুন্দর মিত্র।

২য় শ্রেণীতে, বাবু শ্রীনাথ ঘোষ, এবং বাবু হেমচন্দ্র কর।

৩য় শ্রেণীতে, বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র রায়, ও বাবু কান্তিচন্দ্র চট্ট

৪র্থ শ্রেণীতে, বাবু যাদব চন্দ্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত। বাবু চন্দ্র মোহন রায়ের স্থানে, মৌলবী মকৃদীন। বাবু ব্রজনাথ সেনের স্থানে, মেং হানডেন রাট্রে।

৫ম শ্রেণীতে, মেং উইলিয়ম জজ ব্লাক। বাবু সীতা নাথ বসু বি এ, মৌলবী আহামদ ও বাবু বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়।

কপূরতলার মহারাজা উন্মাদগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যে অনাচার হইতেছিল তাঁহার অনেক প্রতিবিধান হইয়াছে এবং রাজাও অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে, তাঁহার রাজবাটী সংলগ্ন প্রমোদ কাননে অবস্থিতি করিতেছেন।

বোম্বাইয়ে ইয়ুরোপীয় দিগের মধ্যে একটী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহাতে কপাল, উরু, বাহু প্রভৃতি অঙ্গ লোহিত বর্ণ হইয়া উঠে। যদিও চিকিৎসক ইহাকে দূর করিতে পারেন তথাপি, ইহার আক্রমণে শরীর এরূপ অসুস্থ বোধ হয় যে, অধিক দিন না গত হইলে শরীর শোধরায় না।

আমীর সিয়ার আলী তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ হোসেন খাঁকে, বর্ত্তমান কাবুলের রাজশাসনের উপর বিরক্ত হইয়া চক্রান্ত করাতে, কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

য়াকুব খাঁ, পারস্তরাজ শাহনসিরুদ্দিনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে, তিনি ঘোটক এবং টাকা পাঠাইয়া দেন, কিন্তু বলেন, যে তিনি কেবল টাকার সাহায্য করিবেন ; সৈন্য দিবেন না। তবে সাহ ও রুষীয়দের পক্ষে।

ভুবনগড়ের এক ব্যক্তি একটী ক্লক ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঘড়ীর কল, কাঁটা প্রভৃতি সমস্ত অংশ তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত। আমাদের বিবেচনায়, এই ব্যক্তিকে, জাতীয় সভার সভ্যেরা পুরস্কার দিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করেন এবং লোক সমাজে বিশেষ করিয়া পরিচিত করিয়াদেন।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিঃ ফলি লোকান্তর যাত্রা করিয়াছেন।

যদি লর্ড নর্থব্রুক দারজিলিং যান, তাহাহইলে সর্ রিচার্ড টেম্পেল মেদিনীপুর যাইবেন আর যদি নর্থব্রুক দারজিলিং না যান, তবে টেম্পল সাহেব তথা যাইবেন।

আমীর, গিজনীতে ৬,০০০হাজার সৈন্য সজ্জা করিয়া রাখিয়াছেন, এবং হাজার অপেক্ষা ও বেশী উষ্ট্র সজ্জা করিয়া রাখিয়াছেন।

কান্দাহারের শাসন কর্ত্তা সর্দার আলি খাঁ আমিরের নিকট লিখিয়া পঠাইয়াছেন যে "সৈন্যদের বেতন বাকি থাকাতে তাহারা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব শীঘ্র যেন তাহাদের বেতন চুকাইয়া দেওয়া হয়। নতুবা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।"

আবদুল রসিফ্ নামক একজন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী ধৃতহইয়া বোম্বাইয়ে আনীত হইয়াছে। এব্যক্তি দিল্লিতে লেপ্টানণ্ট ফ্রেজার ও কাপ্তেন ডগ্‌লাসকে হত্যা করিয়াছিল। দিল্লীতে ইহার বাসস্থান ; সেই জন্য বিচারের নিমিত্ত দিল্লীতে প্রেরিত হইতেছে।

চীন দেশস্থ কুচুতে একটী নূতন টেলিগ্রাফ্ লাইন খোলা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ৪,০০,০০,০০০, টাকা ব্যয় করিয়া বিলাত হইতে এক জাহাজ ইঞ্জিনিয়ার আনিতেছেন। লর্ড সালিসবারির কল্যাণে তাঁহাদের এবার পোহাবার।

গঙ্গার এবং গাজিপুরের নিকটস্থ কর্ম্মনাশায় অত্যন্ত বন্যা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক্ ওপিনিয়ন লিখিয়াছেন টেরা নামক স্থানে সাহা এবং মানিসদের যুদ্ধ হওয়াতে সাহারা পরাভূত হইয়াছে।

ডুফ্‌লা জাতির বিরুদ্ধে দেশীয় পদাতিক সেনার চারিদল রেজিমেণ্ট প্রেরিত হইয়াছে। ডুফলারা ইংরাজাধিকার হইতে যে সকল প্রজা ধরিয়া বন্দি করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের উদ্ধার সাধন ও সেই উপলক্ষে ডুফলাদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার নিমিত্তই এই যুদ্ধ করা হইতেছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছেন :—বিগত বৎসর গ্রীষ্মকালে হংগেরি প্রদেশস্থ বেলাটিনেস্ ওপারটিস্‌নামক নগরদ্বয়ে অত্যন্ত উলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাতে তত্রত্য চাষারা এক বৃদ্ধার নিকট সুপরামর্শ জানিতে গমন করে ; সে তথায় ভবিষ্যত বক্ত্রী বলিয়া খ্যাত। সে কহে যে উক্ত পীড়ায় মৃত মনুষ্যদের হৃৎপিণ্ড খাইলে ভাল হয়। চাষারা অগত্যা সম্মত হইয়া সমাধি হইতে ৫০টী মৃত দেহ তুলিয়া তাহাদের হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করে। তাহাতে উলাউঠা আরও বৃদ্ধিহয় ও সকলেই কাল গ্রাসে পতিত হইতে থাকে। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট ইহা অবগত হইয়া উক্ত বৃদ্ধাকে ৩ মাস কারা বাসের আদেশ দিয়াছে। একেই কি বলে সভ্যতা ?

শকরে একজন মৌলবী একটী ব্রাহ্মণ যুবককে মুসলমান করে। তাহার সহিত একটি মুসলমান কর্ম্মকারের কন্যার প্রণয় হয়। ব্রাহ্মণ যুবকের পিতা ইহা শুনিয়া ক্রোধভরে আসিয়া আপনার পুত্রকে গৃহে লইয়া গিয়াছে। ঐ স্থানের সমস্ত হিন্দু মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছে।

শ্রীরামপুরে, কত লোক কি কি ব্যবসায় করে।

জাতি	সংখ্যা ;	জাতি	সংখ্যা
সেকরা	৬৬ ;	কামার	৮৯
কাঁসারি	২৪ ;	ছুতার	১৪৬
চামার	১১৯ ;	পটো	১৬
তৈলকার	১০১ ;	চুড়ি ওয়ালা	১৫
রুটিওয়ালা	২২ ;	কসাই	৪৭
দরজি	৬৩০ ;	তন্তুবায়	১,০৬১
দড়িওয়ালা	৬২২ ;	ধুনুরি	৭৩
নাপিত	১১৭ ;	রজক	২০৫
বেশ্যা	১২৬ ;	বণিকএবংদোকানী	১৪৫৮
বাজার সরকার	৬০৩ ;	কুমার	৬০
রংওয়ালা	২৪ ;	রাজমিস্ত্রি	২২৬
ছাপাখানার কর্ম্ম করে	৭১ ;	দপ্তরি	৩৪
মালি	১,০৭৬ ;	ময়রা	৩৭
ভারি	৩৬ ;	মজুরদার	১৭১৫
অন্যান্য সমস্ত——	——		——১২৩৬
		সর্ব্ব শুদ্ধ——	১০,২৫৮

গত মঙ্গল বারের পূর্ব্ব মঙ্গল বার লর্ড নর্থব্রুক রাজা রমনাথ ঠাকুরকে ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া উপাধি দিয়াছেন, শুভমস্তু !

ব্রাহ্মেরা সাপ্তাহিক সমাচারের বিরুদ্ধে লাইবেল আনাতে কলিকাতা শুদ্ধ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। অনেকে সম্পাদকের সাহায্য জন্য চাঁদা তুলিতেছেন। প্রায় ৫০০, টাকা সহি হইয়াছে। বাবুরা ভাল কীর্ত্তি রাখিলেন।

কলিকাতা পুলিসের মাজিষ্ট্রেট চার্লস্ মিলার ২ মাসের জন্য ছুটী লইতেছেন। মেং এফ, জে, মারসডেন (ইনি একজন বারিষ্টার) তৎ পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবেন।

শ্রীরামপুরে সবডিবিজনের সংবাদ।

সুযোগ্য ভারত হিতৈষী ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দেশ সমুদায়ে, দুঃখী, অনাথ প্রজাপুঞ্জের অন্নকষ্ট দূরীকরণার্থ যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,

বোধহয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে দুর্দ্দান্ত যবনাধিকার হইতে এপর্য্যন্ত কেহই পরাধীনা ভারতের এরূপ সমদুঃখভাগী হয়েন নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে আবশ্যক মত বৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে কিন্তু অধুনা হুগলি জেলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বৃষ্টি অভাবে কৃষিজীবী লোকেরা ভূমি আবাদ করিতে পারে নাই এবং গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে অনেকে সঞ্চিত ধান্য উপস্থিত মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। এক্ষণে বৃষ্টির অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আগামী বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত জেলাস্থ লোক সকলকে ভয়ানক অন্ন-কষ্ট-সহ করিতে হইবে, সুতরাং ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় কৃষকেরা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছে। সব্‌ডিবিজন শ্রীরামপুর, থানা হরিপালের সমীপস্থ গ্রামসমূহের প্রজাগণের অন্নকষ্ট দূরীকরণার্থ শ্রীরামপুরের মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাশয়ের উপর ভারার্পণ হইয়াছে। তিনি প্রত্যেক পল্লিগ্রামের ধনী ও বিজ্ঞ লোক দেখিয়া তত্তৎ স্থানের চাল বিতরণের ভার উঁহাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। সাহেব মহাশয় বিবেচনা করিয়াছিলেন যে বিদেশী ও বিজাতীয় লোক হইতে ভিন্ন দেশীয় লোকের বিশেষ উপকার হওয়া সম্ভব নহে, গ্রামস্থ ভদ্রলোকের দ্বারাই ভাল রূপে হইবে, কারণ প্রায় সকলেই স্ব স্ব গ্রামস্থ ব্যক্তি বর্গের হিত চিকীর্ষু এবং অভাব পরি পূরণে প্রাণপণে যত্নশীল; তাঁহারা কখনই সাধারণের জীবন ধারণের দ্রব্য আত্মসাৎ অথবা অপব্যয় করিতে পারিবেন না। কিন্তু এক্ষণে দেশ, কাল, পাত্র ও মনুষ্যের প্রকৃতি ভেদে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দূরদর্শীতাও বিচক্ষণতার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী কর্ম্মাধ্যক্ষ গণ স্বীয় আশ্রিত ও সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধারণে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, অনাথ, দুঃখী, কর্ম্মাক্ষম ও অভুক্তগণের প্রতি একবারও দৃক্‌পাত করিতেছেন না; সকলেই নিজ নিজ পল্লিস্থ পথ, বাগান ও পুষ্করিণী সংস্কার বিবর্দ্ধক স্বার্থ সিদ্ধি মানসে নিয়তই যত্নবান। গ্রামস্থ অন্যান্য স্থানের দুর্দ্দশা একবারও দৃষ্টি করেন না এবং কেহ আবেদন করিলেও সামান্য লোকের কথা বলিয়া কর্ণপাত ও করেন না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বন্দিপুর গ্রামের অন্তঃপাতী আত্রগাছিয়া গ্রামে গত মারীভয় অবধি গ্রামাভ্যন্তরস্থ বর্ত্ম সমূহ এরূপ বনাকীর্ণ হইয়াছে যে, বেলা দুই প্রহরের সময়েও কেহ বাটী হইতে বহির্গমন করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারেনা। বন্দিপুর গ্রাম দুর্ভিক্ষ নিবারণের কর্ত্তাদিগের আবাসস্থান সুতরাং সেই স্থান সহরতলী অপেক্ষা পরিষ্কৃত হইয়াছে আর আত্রগাছিয়া অতি ক্ষুদ্রগ্রাম, সেখানে কতকগুলি কৃষকের বাসমাত্র; ভদ্র এই আখ্যাধারী স্বার্থপর লোক নাই বলিয়াই তাহার এত দুর্দ্দশা হইয়াছে। উক্ত স্থানের কৃষকেরা জলকষ্ট, অন্নকষ্ট ও পথকষ্ট ইত্যাকার কষ্টসমষ্টি দ্বারা অতীব যাতনা ভোগ করিতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি একবার উক্তস্থানে গমন করিয়া তত্রস্থ অনাথ ও অসহায় প্রজা পুঞ্জের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন না? ইংরাজ বিদ্বেষী মনে করিবেন যে আমি ইংরাজ ভক্ত অকারণে বাঙ্গালী ভদ্র লোকের নিন্দা করিতেছি কিন্তু তাহা নহে বাস্তবিক সত্য এবং অদ্যাপিও উক্তগ্রাম উল্লিখিত অবস্থায় অবস্থিত।

পাটনার সংবাদ।

১। পাটনা জিলার অবশিষ্ট গবর্মেণ্টের চাউলাদি ছাপরায় পাঠান হইয়াছে। গবর্মেণ্ট যদি চাউলাদি না সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, তাহাহইলে অনেকের চাউলাদি সঞ্চিত থাকিলেও বিক্রয় করিতেন না এবং একেবারে হাহাকার রব উঠিত। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় সেরূপ ব্যাপার আমাদিগকে দেখিতে হয় নাই।

২। ইষ্টারণ শোণ কেনেলের একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার ম্যাকনীল সাহেবের স্থানে ডিহিরির একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার ষ্টোনি সাহেব আসিতেছেন। এ ডিবিজনে অনেক ওভারসিয়ার ও সব ওভারসিয়ারদিগকে হয় কার্যত্যাগ করিতে, কিম্বা পদচ্যুত হইতে, হইয়াছে। হীনাবস্থার লোকের ক্রন্দন বৃথা।

প্রেরিত পত্র সকল।

১৫ই ভাদ্রের পত্র, নাম নাই, ঠিকানা নাই। পত্রে লেখা আছে "হুগলি জেলায় প্রধান পক্ষে যে কয়েক জন ইংরাজিওয়ালা উকীল মহাশয় আছেন, তাঁহারা জেলার জজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যা বল তাইবলা যায়।" ইত্যাদি নানা সুখ্যাতি বা অখ্যাতির পর, ১১ই আগষ্ট তারিখে ৮৪নং আপীলি মোকদ্দামার ও তৎসংক্রান্ত দুইটী ক্রস আপীলে অবিচার হওয়ার ইঙ্গিত আছে। এরূপ পত্র আমরা প্রকাশ করিতে পারি না। পত্রপ্রেরকগণকে বলি, অবিচার বা অত্যাচারের কথা স্পষ্ট করিয়া, নিজ নাম দিয়া, বিশেষ পরিচয় দিয়া, বাপের বেটার মত পত্র লিখিবেন, আমরা শিরোধার্য্য করিয়া সাধারণীতে প্রকাশ করিব।

২৫শে ভাদ্র। কস্যচিৎ ভাবগ্রহণেচ্ছোর্জনার্দ্দনস্য। "ফ্রিডম্ অব্ দি সিটি লণ্ডন" এই বোলটি সাধারণীর মধ্যে ছিল বলিয়া 'জনার্দ্দন' ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। রাগ অন্যায় নহে।

২৭শে ভাদ্র শ্রীবিজয় কৃষ্ণ রায়, নদীপুর, মুর্শিদাবাদ, "চক্ষুঃ এবং কর্ণের বিবাদ" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহা পাঠ করিয়া লেখকের সহিত কোন দেবীর বিশেষ বিবাদের পরিচয় পাইলাম।

১৬ই সেপ্টেম্বর, রাণাঘাট, শ্রীগিরীন্দ্র গোপাল ঘোষ ইহার "স্বাধীন" এই মহৎ পদবী ধারণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আপনিই তর্ক করিয়া বলিতেছেন :—

"কেন ইচ্ছাকরিলাম ধরিতে সে নাম,
সে নাম যখন শুনি, শিহরি উঠি অমনি,
কিন্তু যে আয়াস সাধ্য ধরিতে সে নাম,
তবে কেন তাহা পেতে ইচ্ছা করিলাম?"

বাস্তবিক লেখকের এরূপ ইচ্ছা করাই অন্যায়; আবার ইচ্ছা করিয়া, কাগজে কলমে, কালীতে তাহাই পদ্যে লিখিয়া সাধারণীতে ছাপাইতে পাঠান আরও অন্যায়।

যিনি 'অকৃতজ্ঞ শুক' লিখিয়াছিলেন, তিনিই নিম্ন প্রকাশিত পদ্যটি লিখিয়াছেন, লেখিকার বয়ক্রম ১৭ বৎসর, তাঁহার স্বামী আমাদিগকে পদ্য দুইটি পাঠাইয়াছেন, ও উভয়ের, পরিচয় দিয়াছেন, ইহাদের নিবাস নদীপুর।

অলস যুবক।

১

কত নিদ্রা যাও ভাই! উঠ একবার,
সহস্র বৎসর গত, ঘুমাইবে আর কত?
অভাগী জননী বসি শিয়রে তোমার
তোমার অবস্থা দেখে কাঁদিতেছে অধোমুখে;
মনোদুখে মাটী হল প্রতিমা সোণার,
উঠ উঠ উঠ ভাই উঠ একবার!

২

চেয়ে দেখ জননীর দুর্দ্দশা কেমন!
দুরন্ত দস্যুরা আসি, গৃহের ভিতরে পশি,
অর্থলোভে করিতেছে অসহ্য পীড়ন;
মায়ের গায়েতে যত ছিল মণি মরকত
পাপাত্মা পিশাচে তাহা করেছে লুণ্ঠন;
দেখ দেখ দেখ ভাই মেলিয়া নয়ন!

৩

উঠে বস ভাই, দেখ, মায়ের যন্ত্রণা,
সুখলেশ নাহি আর, হইয়াছে [illegible],
শশিমুখে কথা নাই যেন দীন হীনা—
ভাসিছে নয়ন জলে, দুখের বেদনা বলে
নাহি হেন জন হায়! তোমা সবা বিনা,
উঠে বস ভাই! কর, মায়ের সান্ত্বনা!

৪

কত কষ্টে স্তন দিয়ে আমা সবা জনে,
পালিয়া করেছে বড়, ভক্তি তাঁর কার্য্য কর,
একতার ফুলে হার গাঁথি সযতনে
ভক্তিতে গলায় পর, সাহস পতাকা ধর,
মায়ের যন্ত্রণা আর সহেনা জীবনে!
উঠ—প্রিয়তম! আর নিদ্রা যাও কেনে?

৫

শুষ্ক অঙ্গ জননীর, স্তনে দুগ্ধ নাই,
আমাদের ছোট যারা, অজ্ঞান বালক তারা,
ক্ষুধায় কাতর খেতে [illegible]ছে সদাই,
মায়ের অঞ্চল ধরে, [illegible]য় রোদন করে,
দরিদ্রা জননী থাক[illegible]া পাবে ভাই?
দস্যুতে লুঠেছে[illegible] মাত্র নাই।

৬

হায়! কি বলিব? দুঃখে না সরে বচন,
একদিন ভূমণ্ডলে রূপ, গুণ, বাহুবলে,
অদ্বিতীয় ছিল যার প্রিয় পুত্রগণ,
অনন্ত গৌরব যার স্রোতময় পারাবার,
হিমাদ্রি কীর্ত্তির স্তম্ভ আছিল তখন,
এখন সে সব কথা নিশার স্বপন!

৭

জন্মেছি সকলে এক জননী গর্ভেতে,
কিন্তু কি ব[illegible]ব হায়! বলিবার কথা নয়,
পক্ষপাত দো[illegible] সবে গেল অধঃপাতে,
যদিও অবলাগণে, বসিবে না উচ্চাসনে,
যদিও অবলানারী অন্তঃপুর হতে
বাহির না হবে, ইহা জানহ স্বচিত্তে,

৮

তথাপি শিক্ষার দোষ দিয়ে সবে মনে,
অভাগী সোদরাদিগে, অজ্ঞান আঁধার কূপে
ফেলায়ে রেখেছ বাঁধি স্বেচ্ছাচার গুণে—
—কেন বল দেখি মোরে? এরূপ অন্যায় করে
কি কার্য্য সাধিবে? ভাই শুনি তব স্থানে,
অবলার এ দুর্দ্দশা যাবে কত দিনে?

৯

কন্যা পুত্র জননীর সকলি সমান,
পুত্রেরা শিক্ষিত হবে, কন্যা দাসীবৃত্তি পাবে,
একি কথা? এই নাকি বিচার বিধান?
এই কি বিচার সব? এই কি পৌরুষ তব?
শুনিলে এ কথা নাহি হয় অপমান?
তোমার সোনার চাঁদ— দাসীর সন্তান!

১০

আর বলি শুন ভাই, হও অবহিত,
অবলা শিক্ষিতা হলে, উভয়ে মায়ের কোলে,
খেলিবে বিষম খেলা জানিহ নিশ্চিত।
বিবদী পুরুষ জাতি, হৃদয় কঠিন অতি—
জননী উপেক্ষি ভাবে জীবনের হিত,
অবলা গলিলে দুঃখে, করিবে বিহিত!

১১

ছি ছি! কি বলিব আর তোমা সবাকারে?
সিংহীগর্ভে জন্ম লয়ে শৃগালের মত হয়ে,
কুক্কুরের ভয়ে বাস করিছ বিবরে;
যে করিছে সর্ব্বনাশ, তার তুমি কৃতদাস,
সে তোমার নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে ফিরে!
ছি ছি! কি বলিব আর তোমা সবাকারে।

বিজ্ঞাপন।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

পুস্তক	মূল্য	মাস্থল
বঙ্কিমবাবুরকৃত,		
দুর্গেশনন্দিনী,	১।০	৵০
মৃণালিনী,	১৲	৵০
কপালকুণ্ডলা,	১৲	৵০
বিষবৃক্ষ,	১৲	৵০
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত,		
যুগলাঙ্গুরীয়	৶১০	/০
ইন্দিরা,	৶১০	/০
মধুমতী,	৶১০	/০
হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত,		
ব্যায়াম শিক্ষা	।০	/০

শব্দ কল্প দ্রুম।

মহাত্মা স্তর রাজা ৺ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত উপরি উক্ত মহাকোষ পুনর্ম্মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি মাসে ২০ ফরমার একএক—খণ্ড করিয়া বাহির হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাস্থল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার ৩০ নং রাজাকালী কৃষ্ণর লেন শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাকমাস্থল সমেত পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। নবম খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী খণ্ড সকল মুদ্রিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট পাকা গোঁপ ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিবার অব্যর্থ ঔষধ আছে। মূল্য ১।০, ১৫ দিবসান্তর ব্যবহার করিতে হইবে। প্লীহারও উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে, মূল্য ১৲ টাকা, চারি দিবস সেবন করিতে হইবে মাত্র। দদ্রুর ঔষধ মূল্য ।০ আনা। গরল ঘায়ের চমৎকার ঔষধ আছে, ৭ দিবস ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে। মূল্য ২৲ টাকা। বাধক বেদনার মহৌষধ আছে, রোগ কি প্রকার জানিতে পারিলে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। চুঁচুড়া, কদমতলার ১৯৮ সংখ্যক ভবনে ডিস্পেনসারিতে প্রাপ্য।

শ্রী শ্রীকান্ত শর্ম্মা,
জনৈক ম্যানেজার হিন্দুস্কুল চুঁচুড়া।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধরণীতে স্বীকার করিব। মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেন্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর,
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনর্স্ অফিস, কলিকাতা।
ইনি কলিকাতার গ্রাহকগণের নিটক হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

হিন্দুবিলাসী।

বিগত ৪ ঠা শ্রাবণ হইতে "হিন্দুবিলাসী" নামক এক খানি ডিমাই ১২ পেজি আকারে মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য রহস্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	১৲
" ষান্মাসিক	...	॥৵০
" প্রতি খণ্ডের	...	৵০
বিদেশে ডাকমাশুল		।৵০

যাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা "হিন্দুবিলাসী" সম্পাদক বলিয়া চুঁচুড়া মিসনবিদ্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	...	...	[illegible]
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	...	...	[illegible]
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	...	...	[illegible]
মাসিক	...	...	[illegible]
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	...	...	[illegible]

ডাকমাস্থল লাগিবে না।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দু আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে

এই পত্রিকা ... কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রী পাঁচকড়ি র... ...তি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

২৩২

সাধারণী।

২ ভাগ } চুঁচুড়া—১২ ই আশ্বিন। রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খৃ অব্দ। { ২৪ সংখ্যা।

শিক্ষানবিশের পদ্য।

এই নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; মূল্য ছয় আনা। পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। অবিকল ভাষানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। অনুবাদ কিরূপ, তাহার নমুনা নিম্নে দিলাম।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll,
সুনীল গভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসিযায়।
Man marks the earth with ruin—
ধরাধাম ধ্বংশ করে মানবের বল,
his control.
Stops with the shore;
নর গরিমার সীমা সাগর বেলায়,
upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of mans ravage, save his own,
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায়,
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে; মানব যখন
When, for a moment, like a drop of rain
সহসা সাগর গর্ভে বৃষ্টি বিন্দু প্রায়
He sinks into thy depths with bubbling groan
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কেবল তখন
Without a grave, unknell'd uncoffin'd and
unknown.
সে দেহ বহন করে? কে করে দহন?
কেবা হরি বোল বলে? কে করে ক্রন্দন?

বিজ্ঞাপন।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ক্রটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটী হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য নিতান্ত অশ্লীল ও সুরুচিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হইবে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্ এ
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রিট্
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল
কদমতলা, চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
৩০ নং রাজা কালী কৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

বঙ্গদেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিষয়াধিকারীদিগের সম্পত্তি।

কিরূপ নিয়মানুসারে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিষয়াধিকারীদিগের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য এই প্রশ্ন লইয়া বহুদিন হইতে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। প্রশ্নটি বড় সামান্য নহে। এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপর অনেকানেক ব্যক্তির সুখাসুখ নির্ভর করে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, উহা মীমাংসা করণার্থ যে অবকাশ ও সূক্ষ্ম বিবেচনার আবশ্যক, ইংরাজ রাজ পুরুষগণের তাহা নাই; সুতরাং প্রশ্নের উত্তরটি আজও গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

বঙ্গ প্রদেশে উক্ত প্রকার ১০৪টি সম্পত্তি রক্ষণের ভার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। ঐ সকল সম্পত্ত্যাধিকারিগণ কেহ নাবালক, কেহ স্ত্রীলোক, কেহ উন্মাদগ্রস্ত, কেহ বা অন্য কোন কারণে আপন বিষয় রক্ষণে অশক্ত। ইহা ভিন্ন আর ২৫টি সম্পত্তি কালেক্টরগণ দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। ইহাদিগের স্বামীগণ চতুর্দ্দিকে ঋণ জালে আবদ্ধ। তাঁহাদিগের সম্পত্তির আয় হইতে, কিছু কিছু করিয়া, উত্তমর্ণ গণ আপন আপন প্রাপ্য টাকা যাহাতে পরিষ্কার করিয়া লইতে পারেন, কালেক্টরগণ সেই উদ্দেশেই সেই সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। এই দ্বিবিধ সম্পত্তির মোট আয় ৫৯,৫৪,১৬১ টাকা ও সদর মাল গুজারি ২০,১৪,১৫৩ টাকা। এই সকল সম্পত্তির পরিমাণ সমান নহে। কতকগুলি বৃহৎ, কতকগুলি ক্ষুদ্র। দ্বারভাঙ্গার রাজার সম্পত্তি তন্মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎ। ইহার বার্ষিক আয় পঁচিশ লক্ষ টাকা ও সদর মাল গুজারি ৪,১৭,৯৪৬ টাকা। আর সারণ জেলাস্থ নরসিংহ নারায়ণের সম্পত্তি সর্ব্ব ক্ষুদ্র। ইহার উপস্বত্ব ১৯৭ টাকা ও গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৮০ টাকা।

এত দিন এই সম্পত্তি সকল যে প্রথানুসারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা অতি সন্তোষ জনক এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ বৃহৎ সম্পত্তি গুলির রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট। ক্ষুদ্র সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠে। দ্বারভাঙ্গার রাজার সম্পত্তি ১৮৬০ সালে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীনে আইসে। তৎকালে উহার বিস্তর দেনা ছিল। এক্ষণে সে সমুদায় দেনা পরিশোধ করা হইয়াছে, সম্পত্তির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, শত করা ২০ টাকা আয় বাড়িয়াছে এবং প্রায় পঞ্চাশলক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ও নূতন ভূসম্পত্তি ক্রীত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর তিন চারি লক্ষ টাকা পথ ও সেতু নির্ম্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট যেমন কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, অন্যান্য সম্পত্তি সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ। তবে তাঁহাদিগের একটি দোষ এই যে তাঁহারা নাবালক বিষয়াধিকারীগণের শিক্ষাকার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন না।

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের দ্বারা বিষয় কার্য্য সুসম্পাদন হেতু, যদি কোন সম্পত্তি রক্ষণের আবশ্যক ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তবে সেই টাকায় নূতন ভূসম্পত্তি কেনা নাবালকের পক্ষে শ্রেয়স্কর কি না, গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। এই স্থলে দুইটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে হয় নূতন ভূসম্পত্তি, নয় কোম্পানির কাগজ বা অন্য কোন কাগজ কেনাই আপাততঃ সৎপরামর্শের কার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

এক পক্ষ বলেন যে উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে ভূসম্পত্তি কেনা ভাল নহে। ঐ টাকা হইতে কেবল ভূসম্পত্তি কিনিতে থাকিলে, সম্পত্তি ক্রমে এমন বৃহদাকার ধারণ করিবে যে, নাবালক বয়োপ্রাপ্ত হইয়াই তাহা রক্ষণাবেক্ষণে আপনাকে সক্ষম বিবেচনা করিবে না। সুতরাং প্রজা ও জমিদারের মধ্যে যে সখ্যতা প্রার্থনীয় তাহার লোপ হইবে ও অন্যান্য নানা কারণে সেই সম্পত্তি রক্ষণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বিপক্ষ পক্ষ বলেন যে, সম্পত্তি বৃহৎ হইলেই যে তৎস্বামী তাহা সুরক্ষণে পারগ হইবেন না, এমন অনুমান

নিতান্ত অমূলক। স্বামীদিগের অপারগতা নিবন্ধন অনেক বৃহৎসম্পত্তি যেরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে, সেইরূপ অনেক ক্ষুদ্র সম্পত্তির রক্ষণকার্য্যও সুচারু রূপে নিষ্পন্ন হইতেছে না। বৃহৎ সম্পত্তি রক্ষণাভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার উদাহরণ যেমন সুলভ; আবার সেই রূপ সম্পত্তি সুনিয়মের ফলে, উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, ইহার উদাহরণও তেমনি সুলভ। ফলতঃ সম্পত্তি সুরক্ষণ বা কুরক্ষণের সহিত সম্পত্তির আকারের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। নাবালক বয়োপ্রাপ্ত হইয়া যাহাতে বিষয় কার্য্যে পারদর্শী হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি সেই মানসে তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাঁহার সঞ্চিত অর্থে সুযোগমত সমীপস্থ ভূম্যাদি কিনিয়া তাহার সম্পত্তি বৃদ্ধি করণে ক্ষতি নাই। কিন্তু যেখানে বিষয়াধিকারির সেই রূপ পারদর্শিতা লাভের প্রত্যাশা নাই, তথা ভূম্যাদি ক্রয় করিয়া তাহার সম্পত্তি বর্দ্ধন যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না।

আর এক পক্ষ বলেন নাবালক বয়োপ্রাপ্ত হইয়াই অধিক পরিমাণে নগদ টাকা হাতে পাইলে তাহার কুপথগামী হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে বিষয়ী লোক মাত্রেই, প্রায় চাটুকার পরিবেষ্টিত হইয়া কাল যাপন করেন। সেই সকল চাটুকারগণ, বাবুর হাতে বিস্তর নগদ টাকা দেখিলেই, যাহাতে সে গুলি শীঘ্র অপব্যয় হইয়া যায়, তাহার বিধিমতে চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে ফল এই হইবে যে, বাবু অপ্রাপ্ত বয়সের সঞ্চিত অর্থ গুলি উড়াইয়া দিয়া, ক্রমে রিক্তহস্ত হইয়া পড়িবেন। সঞ্চিত অর্থে ভূসম্পত্ত্যাদি ক্রীত হইলে, তদ্বিনিময়ে নগদ টাকা সংগ্রহ করা, বাবুর পক্ষে ততটা সহজ হইবে না এবং বয়োপ্রাপ্ত হইয়াই ভূসম্পত্ত্যাদি বিক্রয় করিতে বাবুর মনে একটু লজ্জাও হইতে পারে। সুতরাং সঞ্চিত অর্থ নগদ না জমাইয়া, তদ্দ্বারা কোম্পানির কাগজাদি না কিনিয়া, ভূসম্পত্তি ক্রয় করণে তাহা ব্যয় করাই নাবালকের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

আমরা বলি নাবালকের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করণের এই উভয় বিধিতেই দোষ আছে। নাবালকের সম্পত্তি এমন ভাবে রক্ষা করিতে হইবেক, যাহাতে তিনি সাবালক হইয়াই অধিক পরিমাণে উদ্বর্ত্ত টাকা হাতে না পান, বয়োপ্রাপ্তে যাহাতে সে বিষয় রক্ষণের ব্যয়, আপন টাকা হইতে সঙ্কুলান করিতে পারেন ও আপন মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, সেই পরিমাণে অর্থ তাঁহার নিমিত্ত সঞ্চিত থাকিলেই যথেষ্ট হইল। প্রথমতঃ নাবালকের বিষয় রক্ষক তাহার পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে যত্নবান্ হইবেন। সম্পত্তি ঋণমুক্ত হইলে মিতাচারগুণে তিনি যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা সম্পত্তির উন্নতি সাধন ও প্রজা বর্গের সুখ সম্বর্দ্ধনার্থ ব্যয়িত হওয়াই উচিত। সেই সঞ্চিত অর্থ কূপ, খাল, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন, পথ নির্ম্মাণ, পতিত জমি আবাদোপযোগী করণ হাজা জমির উদ্ধারার্থ বাঁধ বন্ধন, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে খরচ করাই কর্ত্তব্য। নাবালকের সঞ্চিত অর্থের যে এরূপ সদ্ব্যয় একেবারে হইতেছে না আমরা এ কথা বলিনা, বরং সম্প্রতি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসকে নাবালকের সম্পত্তির এইরূপ উন্নতি সাধনার্থ বিশেষ যত্নশীল হইতেই দেখা যাইতেছে; কিন্তু তথাপি নাবালকের জন্য অধিক অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিব এইটিই গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এ উদ্দেশ্য নাবালকের প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্নেহের পরিচয় প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে নাবালকের বা তাহার সম্পত্তির, কিম্বা তাহার প্রজাদিগের, অথবা সমগ্র দেশের কোন মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কোর্টঅব্ ওয়ার্ডস যে প্রথানুসারে নাবালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন্ সেই প্রথা চতুর্দ্দিকস্থ ভূ সম্পত্তি রক্ষকগণ যাহাতে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করেন্ এরূপ হওয়া চাই। এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদিদের ভূত পূর্ব্ব লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল একটি চমৎকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট পত্রে সেই মতটি প্রথম প্রচারিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

নাবালক বিষয়াধিকারিদিগের বিষয় রক্ষণ ভার গবর্ণমেণ্ট কেন গ্রহণ করেন তাহা অদ্যাপি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় নাই। আইনে বলে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব পাছে আদায় না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট উক্ত সম্পত্তি সকলের তত্ত্বাবধান স্বহস্তে লইয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে স্পষ্ট জানা গিয়াছে সেরূপ তত্ত্বাবধান না করিলেও রাজস্ব আদায়ের কোন আশঙ্কা নাই। এবিষয়ে আধুনিক মত এই হইতেছে যে সম্পত্তি গুলিকে দেনা ও অন্যান্য বিপদ হইতে রক্ষা করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। নাবালক সাবালক হইলে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাকে প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকা দিতে পারিলেন, তবেই তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের বিশেষ প্রশংসা হইল। কিন্তু সেই টাকা হাতে পাইয়া বিষয়াধিকারী যে একেবারে অধঃপাতে যাইতে পারেন, সেটি কেহ একবারও মনে ভাবেন না। সে যাহা হউক, নাবালকের বিষয় রক্ষণ কার্য্য লইয়া কতিপয় উচ্চতম গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণকে অনেক শ্রম স্বীকার ও সময় ব্যয় করিতে হয় এবং বেতন স্বরূপ তাঁহাদিগকে কোন কিছু দিতে না হইলেও বিষয়াধিকারী তাঁহাদিগের সেই শ্রম হইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সেই নাবালকদিগের পিতৃপুরুষগণ আপন আপন উত্তরাধিকারীদিগের মঙ্গল সাধনার্থ যে সকল কার্য্য করিতে সাহসী হয়েন নাই; লোকাপবাদ সহ্য করিয়াও গবর্ণমেণ্ট সেই সকল কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, অর্থাৎ নাবালকের দুশ্চরিত্র কর্ম্মচারি দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতেছেন, ব্যয় লঘু করণার্থ তাহাদিগের ভৃত্য সংখ্যা কমাইয়া দিতেছেন, লাখরাজ জমি সকল করপ্রদ করিতেছেন, খাজনা বৃদ্ধি করিতেছেন, ও যে মহালে আদায় করিয়া বেশী টাকা দিব বলিতেছে, তাহাকেই মহাল বিলি করিতেছেন। এই সকল বিষয়ে উন্নতি ভিন্ন যে তাহাদের সম্পত্তিতে অন্য উন্নতি সংস্থাপন করা যাইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তাহা কোন কালে ভাবেনও না। দেশীয় পদ্ধতি মতে অযোগ্য বিষয়াধিকারীর যতটা উপকার করা সম্ভব, গবর্ণমেণ্ট তাহা করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই পদ্ধতি কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তন করিলে যে আরও ভাল হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা কখন বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, যখন গবর্ণমেণ্ট নাবালকদিগের বিষয় রক্ষণ ভার সম্পূর্ণ রূপে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহার যতদূর উন্নতি হওয়া যাইতে পারে ততদূর করা কর্ত্তব্য। কেবল খাজনা বৃদ্ধি করিবার জন্যই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের সমস্ত শ্রম ব্যয় করা উচিত নহে। গবর্ণমেণ্ট রক্ষিত সম্পত্তির যতটা উৎকর্ষ লাভ করা উচিত নাবালক দিগের সম্পত্তি যাহাতে ততটা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, উপায় থাকিতে গবর্ণমেণ্টের তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সে উৎকর্ষ কেবল প্রকৃত জমিদারের ন্যায় প্রজাশোষণ করিলে হইবে না তজ্জন্য জমিদারের প্রজার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিতে হইবে। কোন কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যথার্থ কার্য্য করিতেছেন। দারভাঙ্গা প্রভৃতি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ যে অতি উৎকৃষ্ট প্রথানুসারে হইতেছে ইহা স্বয়ং জমিদার গণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে বিস্তৃত সম্পত্তি সকলের এক এক খানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া পরে ইজারদারদিগকে মহাল বিলি করিলে তাহাদিগের দ্বারা প্রজাপীড়ন ও অন্য অপকর্ম্মের সম্ভাবনা আরও অল্প হইতে পারে।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে যখন গবর্ণমেণ্ট এত আয়াস স্বীকার করিয়া নাবালকদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিতেছেন ও তন্নিবন্ধন যখন তাঁহারা প্রজাদের এত বিশ্বাস ভাজন হইয়াছেন, তখন তাঁহারা যদি সেই সম্পত্তির উদ্বৃত্ত টাকার কিয়দংশ প্রজাদের হিতার্থ ও সম্পত্তিটিকে অন্যান্য সম্পত্তির আদর্শ করণার্থ ব্যয় করেন, তবে কি তাঁহাদের কেহ নিন্দা করিবে? বোধ হয়, না।

মতিচুরের সঙ্গে সঙ্গে চেনাচুর।

বঙ্গদর্শন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই, নারী গুণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হয়েন। এক মাস না যাইতেই রামচন্দ্রের সীতা নির্ব্বাসন উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যে স্ত্রীকে কেহই সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে না।

"যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা; বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু;—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা,—স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে?"

কিছুদিন পরে বঙ্গদর্শন, আবার নগেন্দ্র দত্তের মুখ দিয়া সূর্য্যমুখীর প্রশংসা নির্গত করিয়া, নারীগুণ বর্ণনা করিলেন। নগেন্দ্র বলিতেছেন:——

"সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতে আশা, পরলোকে পুণ্য!"

দ্বিতীয় বৎসরে বঙ্গদর্শন আর সে প্রকার মর্ম্ম পরিচায়ক বাক্যে নারীগুণ বর্ণন করেন নাই। পূর্ব্ব বৎসর শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন, প্রীতি দেখাইয়াছিলেন, ভক্তি দেখাইয়াছিলেন, দ্বিতীয় বৎসরে একবার আদরিণীর আদর করিলেন:—

বলিলেন:——

"মরুভূম মাঝে যেন, একই কুসুম, পূর্ণিত সুবাসে।
বরষার রাতে যেন, একই নক্ষত্র, আঁধার আকাশে॥
নিদাঘ সন্তাপে যেন, একই সরসী, বিশাল প্রান্তরে।
রতন শোভিত যেন, একই তরণী, অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি, প্রিয়ে, সংসার ভিতরে॥
চিরদরিদ্রের যেন, একই রতন, অমূল্য, অতুল।
চিরবিরহীর যেন, দিনেক মিলন, বিধি অনুকূল॥
চিরবিদেশীর যেন, একই বান্ধব, স্বদেশ হইতে।
চিরবিধবার যেন, একই স্বপন, পতির পীরিতে।
তেমনি আমার তুমি, প্রাণাধিকে, এ মহীতে॥
সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে, রম্য বৃক্ষতলে।
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র, বরষার জলে॥
বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আঁখি, রূপের প্রকাশে।
শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদ বদনি লো, আমার আকাশে।
কৌমুদী মধুর হাসি, দুখের তিমির নাশে॥
অঙ্গের চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন, কুসুমের বাস।
নয়নের তারা তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি, দেহের নিশ্বাস॥
মনের আনন্দ তুমি, নিদ্রার স্বপন, জাগ্রতে বাসনা।
সংসারে সহায় তুমি, সংসার বন্ধন, বিপদে সান্ত্বনা।
তোমার লাগিয়ে সই, ঘোর সংসার যাতনা॥"

এ বৎসর বঙ্গদর্শন আত্ম বিস্মৃত হইয়াছেন বা অধিকতর আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন বলিতে পারি না, কিন্তু এবৎসর সম্পূর্ণ ভাবান্তর। প্রথমেই বৈশাখে, নব বাসর সুতরাং "প্রাচীনা ও নবীনা" লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল, ভ্রমর ভায়া অমনি সেই সুরে সুর ধরিলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে, কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীর মান গাছের পার্শ্ব হইতে তাহার মুক্তাবগুণ্ঠন মুখ মণ্ডল দেখিয়া আফিঙ্গের মাত্রা চড়াইয়া বলিলেন, যে, স্ত্রীলোকের রূপ নাই, পৃথিবীতে যে কিছু রূপ আছে, তাহা আবকারি মহলে। আষাঢ়ে, চণ্ডিকা খণ্ডিকা, পণ্ডিতা খণ্ডিতা, আর রসময়ী গণ্ডিকার নাম করিয়া, নারীদিগের উপর কত কথাই হইল। শেষে শ্রাবণে, স্থির করিলেন, যে, বঙ্গসঙ্গিনী পাগলিনী, না হইলে বাঙ্গালির সুখ নাই। বলিলেন:——

"ওই কান্না ওই হাসি, আমি বড় ভাল বাসি,
ওই বালিকার শূন্য হৃদয় তোমার,
পাগলিনী রে আমার!"

"বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে মন্ত্রী, ব্যঞ্জনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু" সেই ক্রমে, হইল কি? না——পাগলিনীরে আমার!।

তাহার পর বঙ্গদর্শন ভাদ্র মাসটা কোন প্রকারে কাটাইয়া এই আশ্বিনে বড় অত্যাচার করিয়াছেন। যে কমলাকান্তের ঊর্দ্ধ সাত পুরুষের বিবাহ হয় না, তিনি স্বচ্ছন্দে বলিতেছেন:———

"যে পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ; খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড় ফড় করিতে থাকে; যত বেলা হয়, তত কলসা ফুলাইয়া, হাঁ করিয়া, বিক্রয়ের জন্য খাবি খায়।"

ভাল কমলাকান্ত আফিঙ্গ খোর, পচা ঘোল বিক্রয় করে, তাহার কথা না ধরিলেও চলে, কিন্তু উপন্যাসে দেখিলাম, লেখক লবঙ্গলতার গুণবর্ণনা করিয়া বলিতেছেন:——

"ললিত লবঙ্গ লতা, নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। তিনি রাম সদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুণ, গেলাসের জল। তিনি রাম সদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশীতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল, এবং আরোগ্যে সুরুয়া।"

এই গেল বঙ্গদর্শনের মতিচুর; তাহার পর ধরুন সাধারণীর চেনাচুর।

রাম সদয় আবার ললিতলবঙ্গ লতার পক্ষে কেমন? তিনি তাঁর সিন্দুকের সোণার বাউটি, বিছানার পাশবালিশ, পানের লবঙ্গ, গেলাসের সরবৎ। তিনি কম্প জ্বরে পৃষ্ঠচাপ, জলকাশীতে চুণডাঁটা; বাতে স্বেদন, আরোগ্যে সুরন্ধন।

তিনি রূপা চুনারীর ঢোল, বাগবাজের খোল; তিনি নবদ্বীপের ঢোল, আর বিক্রমের দোল। তিনি রোহিতের ঝোল, আর দধিতের ঘোল। বড় মিষ্ট।

তিনি বিষয় কর্ম্মে দৃষ্টি, ভজন সাধনে ইষ্টি; তিনি গুরুদেবের তুষ্টি, আর পুরোহিতের পুষ্টি; অন্ধের যেমন যষ্টি, বক্তার যেমন ষষ্ঠী; আর সৃষ্টি ছাড়া চুনাত্তর সালের যেমন বৃষ্টি। বড় প্রয়োজন।

বাঙ্গালের পক্ষে যেমন ব্রাণ্ডি, পাগলের বীরখণ্ডী, পাড়াগেঁয়ের রসমুণ্ডী, রাম সদয় সেই রূপ। তিনি ঘটনে মট্যাঙ্; রূপে ফিঙ্গর। হোটেলের চাপরাসী, আদালতের আমলা।

তিনি ছাপাখানার সম্বাদপত্র, সম্বাদপত্রের সমালোচন, সমালোচনের রসিকতা, সেই রসিকতার মূর্খতা, সেই মূর্খতার উপসংহার, উপসংহারের আশীর্ব্বাদ।

ফল কথা রামসদয় সাধারণীর চেনাচুর।

জন সংখ্যা।

ওয়াসিংটনে সম্প্রতি পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা নিম্নমত স্থির হইয়াছে।

আসিয়া।

চীন	৪২৫০০০০০০
ভারতবর্ষ	২৪০০০০০০০
জাপান	৩৩০০০০০০

ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ	৩০৫০০০০০
পূর্ব্ব উপদ্বীপ	২৬০০০০০০
তুরস্ক	১৩৫০০০০০
রুষিয়া	১১০০০০০০
অষ্ট্রেলিয়া	১৬৭৪৫০০
পলিনেসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, নব গিনী, নব জিলণ্ড	২৭৬৩৫০০
সমস্ত আসিয়া	৭৯৩০০০০০০
আফ্রিকা।	
পশ্চিম সুদন, মধ্য আফ্রিকা	৮৯০০০০০০
মধ্য সুদন	৩৯০০০০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	২০২৫০০০০
গালাদেশ এবং শ্বেত নীলনদের পূর্ব্বদেশ	১৫০০০০০০
শমৌলি	৮০০০০০০
মিশর দেশ	৮৫০০০০০
মরক্কো	৬০০০০০০
সমস্ত আফ্রিকা	২০৩০০০০০০
ইয়ুরোপ।	
রুষিয়া	৭১০০০০০০
জার্ম্মান সাম্রাজ্য	৪১০০০০০০
ফ্রান্স	৩৬০০০০০০
অষ্ট্রিয় হঙ্গেরী	৩৬০০০০০০
গ্রেট বৃটেন এবং আয়র্লণ্ড	৩২০০০০০০
ইটালি	২৭০০০০০০
স্পেন	১৬৫০০০০০
তুরস্ক	১৬০০০০০০
অন্যান্য প্রত্যেক দেশ	৫০০০০০০
সমস্ত ইয়ুরোপ	৩০০৫০০০০০
উত্তর আমেরিকা।	
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্	৩৯০০০০০০
মেক্সিকো	৯০০০০০০
বৃটিশ সাম্রাজ্য	৪০০০০০০
মধ্য আমেরিকা	৩০০০০০০
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	৪০০০০০০
সমস্ত উত্তর আমেরিকা	৫২০০০০০০
দক্ষিণ আমেরিকা।	
ব্রেজিল	১০০০০০০০
সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা	২৫৫০০০০০

সমস্ত পৃথিবীর লোক সংখ্যা,—১,৩৯১,০৩২,০০০।

জনস্থান সকলের লোক সংখ্যা।

লণ্ডন	৩২৫৪২৬০
সূচান (চীন)	২০০০০০০
পারিস	১৮৫১৭৯২
পিকীন	১৩০০০০০
পন্টাসচাফু (চীন)	১০০০০০০
হাংটেসচাফু (চীন)	১০০০০০০
সায়ংটন (চীন)	১০০০০০০
সিংনঙ্কু (চীন)	১০০০০০০
কাণ্টন	১০০০০০০
নিউয়র্ক	৯৪২২৯২
টিয়েন্‌ষিন (চীন)	৯০০০০০
বায়েনা	৮৩৪২৮৪
বার্লিন	৮২৬৩৪১
হঙ্কং (চীন)	৮০০০০০
সিংটুফু (চীন)	৮০০০০০
কলিকাতা	৭৯৪৬৪৫
যেডো	৬৭৪৪৪৫
ফিলাডেলফিয়া	৬৭৪০২২
সেণ্টপিটার্সবর্গ	৬৬৭৯৬৩
বোম্বাই	৬৪৪৪০৫
মস্কৌ	৬১১৯৭০
কনষ্টাণ্টিনোপল	৬০০০০০
গ্লাসগো	৫৪৭৫৩৮
লিবর্পুল	৪৯৩৪০৫
রায়োডিজেনেরো	৪২০০০০

বাঙ্গালির হৃদয়।

প্রাপ্ত।

গত সংখ্যক সাধারণী পত্রিকায় "ধর্ম্ম" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠে অতীব সন্তোষ লাভ করিলাম। সাধারণী উপকার ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম জানে না। নিস্বার্থ পরোপকারই ধর্ম্ম আর তৎবিপর্য্যয়ই অধর্ম্ম, ইহা বোধ হয় আধুনিক বঙ্গ সমাজে সর্ব্বসম্মত। ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন ও চৈতন্য অথবা খ্রীষ্ট স্বরূপ কোন অমানুষ অবতার দ্বারা ধর্ম্ম বিপ্লব ভিন্ন, হৃত গৌরবা ও দুর্দ্দশাপন্না ভারতের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। বাষ্পীয় যান, তাড়িত-বায়ু-বার্ত্তাবহ, সংবাদ পত্র, ব্রাহ্ম সমাজ ও ইংরাজ রাজা প্রভৃতি উপকরণ লইয়া আর ভারত আদিম অবস্থায় পদার্পণ করিতে পারিবে না। সমগ্র ভারত সম্বন্ধে উহা সঙ্গত হউক বা না হউক বঙ্গবাসিদিগের একটি বিশেষ অভাব রহিয়াছে এবং বোধ হয় আজীবন ও আবহমানকাল পর্য্যন্ত থাকিবার সম্ভাবনা, তন্নিবন্ধন বঙ্গভূমির ভাবী শ্রীবৃদ্ধি সাধন উক্ত প্রকার ধর্ম্ম বিপ্লব সাপেক্ষ। সেইটি কি—বাঙ্গালির হৃদয় এবং মন। ভয়ানক, ঘোর অন্ধকার, সকল প্রকার উৎকর্ষের ও উন্নতির এক মাত্র প্রতিরোধক, এবং অধুনাতন শোচনীয় অবস্থার প্রতিপোষক। প্রবন্ধ মধ্যে লিখিত আছে যে এক মাত্র ধর্ম্ম সহায় হইলে সাহস, একতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্গুণ রাশি সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালির হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে; কিন্তু সে হৃদয় এখন কিরূপ? স্বার্থপরতা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মাভিমান, ভীরুতা এবং কাপুরুষতা দ্বারা সমাচ্ছন্ন; বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রবৃত্তিনিচয়ের বিষম গোলযোগ। বাহ্যিক প্রকৃতি এবং আভ্যন্তরিক প্রবৃত্তি সমুদয়ের মধ্যে এতদূর ব্যবধান, যে বোধ হয়, যুগ যুগান্তেও বাঙ্গালির সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হওয়া অসম্ভব। লেখনী সঞ্চালন এবং প্রকাশ্যে বক্তৃতা পাঠ প্রভৃতি হৃদয় ও মনের স্বার্থ-সম্ভূত, জঘন্য, জটিলভাব যাহার এক মাত্র প্রবর্ত্তক, তাহাই আবার দেশহিতৈষিতার প্রধান কার্য্য বলিয়া বঙ্গসমাজে সমাদৃত হইতেছে। চৈতন্য অথবা খ্রীষ্ট যে ধর্ম্মের তুফান তুলিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কিছু মাত্র স্বার্থ ছিল না, ধর্ম্মের প্রেমে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। এখন এরূপ ধর্ম্ম বিপ্লব বঙ্গদেশে আবশ্যক, যে, সেই ধর্ম্মাক্রান্ত লোক সকলের একটি মাত্র অভীষ্ট থাকে এবং সেই ধর্ম্মের উত্তেজনায় নিয়তই হৃদয় প্রফুল্ল থাকে, স্বার্থপরতা প্রবেশ করিতে না পারে, এবং নিস্বার্থ পরোপকারই ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। যদি স্বদেশানুরাগই ধর্ম্মের অনুরাগ হয় এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই একমাত্র ধর্ম্মসাধন হয়, তবেই বঙ্গস্বদেশের শুভগ্রহ উদয় হইবে, নচেৎ কোন একটা ধর্ম্ম বিপ্লব হইলেই যদ্যপি দেশের মঙ্গল হইত তাহা হইলে প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে এত দিনে অন্ততঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকম্পায় আদশটি যুবকেরও হৃদয় এক হইত। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবগত হওয়া যায়, যে বাঙ্গালী যাহা কিছু করে অথবা বলে, সকলি স্বার্থ-সম্ভূত। নিজ স্বার্থসাধন মানসে বক্তৃতা করেন অথবা লেখনী ধরেন; পরের উপকার করিব বলিয়া—স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিব বলিয়া, কাহাকেও যত্নশীল হইতে দেখা যায় না, তবে স্বকার্য্য সাধন করিতে গিয়া যতটুকু মাত্র জগতের উপকার হয় তাহা সহজেই হইয়া থাকে।

এখন বঙ্গদেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে চৈতন্য অথবা খ্রীষ্ট সদৃশ কোন অবতার ভিন্ন, বাঙ্গালির হৃদয়কে—পাষাণবৎ জঘন্য হৃদয়কে, কেহই ধর্ম্মের তুফানে ডুবাইতে পারিবে না; কারণ বাঙ্গালী শিক্ষাবলে এরূপ দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছে যে সাক্ষাৎ দর্শন ভিন্ন কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। যদি নিস্বার্থ উপকারই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, সুখের আশা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে কারণ বাঙ্গালী উপকার জানে না। কিরূপে স্বার্থ-শূন্য হৃদয়ে পরের উপকার করিতে হয় তাহা শিখে নাই, আর বিদেশানুরাগ, সুখভোগে একেবারে বঞ্চিত। স্বদেশ প্রিয়তা—স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য ব্যাকুলতা এখনও বাঙ্গালির হৃদয়ে আবির্ভূত হয় নাই; ইংরাজদিগের নিকট কিছুকাল শিক্ষা করিতে হইবে তাহার উপস্থিত দৃষ্টান্ত মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দমা। অনেকে বলেন যে বাঙ্গালী অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়; যাহা দেখে—কি বিদ্যা বিষয়ে, কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি পরিধেয় বিষয়ে, কি আহার্য্য বিষয়ে,—তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়ে নিপুণ হইতে প্রাণপণে যত্ন করে, কিন্তু এখন দেখা যায় যে বাঙ্গালি ইংরাজদিগের সদ্গুণ রাশি অনুকরণ করিতে পারে না—করিবার চেষ্টাও করে না। কেন করে না? হৃদয় মন ভাল নয়, স্বদেশের দুর্দ্দশায় মনে মনে দুঃখিত নয়, স্বদেশের জন্য হৃদয় ব্যথিত হয় না। যদি বলেন তবে "ভারত সুধুই ঘুমায়ে রয়" ইত্যাকার সকরুণ রোদনধ্বনি কেন উঠিয়াছিল? অবোধ লেখনীর ভ্রমক্রমে নির্গত হইয়াছিল, হৃদয় হইতে বহির্গত হয় নাই*। বোধ হয় কবির মাধব [illegible] হইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, অথবা শুনিতে ভাল লাগে বলিয়াই বাহির হইয়াছিল। কালভেদে মনুষ্য সমাজের রুচির পরিবর্ত্তন দেখা যায় বিশেষতঃ বাঙ্গালির রুচির প্রকারভেদ দণ্ডে দণ্ডে হইয়া থাকে। এক সময়ে বঙ্গদেশে ভারতচন্দ্রের কবিতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল; এখনও অনেকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারেন যে ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুলেখক অদ্যাপি অবতীর্ণ হন নাই; কিন্তু বঙ্গদর্শনে "যাত্রা" বিষয়ক প্রবন্ধলেখক বোধ হয় এখন ভারতচন্দ্রকে পাইলে পুলিশে না দিয়া জলগ্রহণ করেন না। এইরূপে জয়দেবের পদাবলী, দাশরথী রায়ের পাঁচালী,—রাম প্রসাদী গীত, নিধু বাবুর টপ্পা ইত্যাদি নানারূপে দেশ, কাল, পাত্র, বয়স, ভেদে লোকের রুচির তুষ্টিসাধন করিতেছে। এক্ষণে দুর্ব্বল—মানসিক ও শারিরীক—দুর্ব্বল বাঙ্গালী আর কিছু চাহে না, কেবল বাঙ্গালী পরাধীন, কিসে স্বাধীন হইবে, ইত্যাকার অপলাপ বচনাবলী শুনিতে ও লিখিতে ভাল বাসে—হৃদয়ে ভাল বাসে না। ভারতের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধীয় কবিতা ও প্রবন্ধ সমূহ অধুনাতন কবিদিগের প্রায়ই উপজীবিকা হইয়াছে। কৃতবিদ্য বাঙ্গালিযুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বাঙ্গালিযুবক, নূতন কবি হইয়াছেন, নূতন সংবাদ পত্র লিখিতে শিখিয়াছেন, সন্ধ্যা সমীরণ সেবা, পূর্ব্ব পুরুষ প্রতিষ্ঠিত, সুখময় ও নয়ন প্রীতিকর, দ্বিতল গৃহে বসিয়া লেখনী ধরিলেন, লিখিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না; (পাঠক মহাশয় মনে রাখিবেন স্বার্থশূন্য হৃদয়ে লিখিতে বসেন নাই) যাহা মনে করেন সকলি চর্ব্বিতচর্ব্বন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল অবশেষে কেহ বা "সৌভ্রাত্র সুখ" লিখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অকৃত্রিম অথবা অসহায় ভ্রাতাকে পরদিবস পৃথক করিয়া দিবেন স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন; কেহবা বাঙ্গালির "সংসারাগ্নি" লিখিয়া মানসিক কষ্ট দূরীকরণার্থ তান্ত্রিক পূজায় বসিলেন; কেহবা "ভারতের বৈধব্য" লিখিয়া স্বীয় স্ত্রীর বৈধব্যের সুযোগ করিতে লাগিলেন; কোন সুন্দরী কামিনী কৃতী স্বামীর প্রসাদে অবসর পাইয়া বাঙ্গালি পুরুষকে কুলাঙ্গার ও স্বেচ্ছাচারকে অবজ্ঞা বলিয়া, অনন্য আশ্রিত পরিজনদিগের সর্ব্বনাশের উদ্যোগে যত্নবতী হইলেন এবং অলঙ্কার সুখ ভোগ লালসা চরিতার্থ করিবার মানসে স্বামীকে উপরি উপার্জ্জন (চুরি) করিতে উপদেশ প্রদানে বসিলেন। নাটক অভিনায়কগণও সময় পাইয়া দেশের ভাব গতিক দেখিয়া, বাঙ্গালির রুচির ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া,—

* এ কথায় আমরা সম্মত নহি। সা-স।

"স্বাধীনতা অসি হাসি করে ধর;
পরাধীন গ্রন্থী কাটরে সত্বর।"

বলিয়া কতক গুলি বেশ্যা সঙ্গে লইয়া, বাঙ্গালির দুঃখ মোচন করিব বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সৈনিক পুরুষ হইবে বলিয়া ইংরাজের দ্বারস্থ কেন? অগ্রে উপযুক্ত হও তবে ইচ্ছা করিও। এখন বোধ হয় বাঙ্গালিদিগের অবস্থা এত মন্দ, যে, যদ্যপি ইংরাজেরা ভারতবর্ষ বাঙ্গালির হস্তে দিয়া স্বদেশে গমন করেন, এক মুহুর্ত্তের জন্যও কেহই ইহা রক্ষা করিতে পারেন না। হৃদয়-মন ও বাহ্যিক ভাব এতদুভয় মধ্যে ব্যবধান দূর কর, স্বদেশের জন্য দুঃখিত হও, (লেখনীতে অথবা বক্তৃতায় নহে) অন্তরে দুঃখ পাও, ব্যথিত হও, হইয়া যাহা স্বস্ব সাধ্যায়ত্ব তাহা সম্পাদন কর—অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পাদন কর, তবে আপনাদিগের সুখাশা ইচ্ছা করিও। মুখে যে ভাব বহির্গত, লেখনীতে যে ভাব বহির্গত, তাহা কার্য্যে পরিণত কর, তাহাইলেই ভারতের মঙ্গল হইবে; নচেৎ শূন্য হৃদয়ে ধর্ম্মের তুফান তুলিলে কিছুই হইবে না; এবং শূন্যহৃদয়ে কখনই ধর্ম্মের তুফান হয় না, কেবল জল-খেলা হয় মাত্র। হৃদয় তরঙ্গিত না হইলে, সমাজ তরঙ্গিত হয় না।

সংবাদ।

আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ, এবৎসর শীতকালে আম্বলার নিকটস্থ স্থানে তাম্বুতে অতিবাহিত করিবেন।

ত্রিণকমলিতে একটি মৃত গলিত তিমি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার জিহ্বা বার ফিট, পঞ্জরাস্থিগুলি ১৫ফিট করিয়া এবং মেরুদণ্ডাস্থিগুলি ওজনে প্রায় ১ হন্দর। ফোর্ট পইণ্টের অধ্যক্ষ ইহার ৫টন অস্থি সংগ্রহ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর স্বব্যয়ে একজন রুষীয় এবং একজন জার্ম্মান স্ত্রীকে কলিকাতা পাঠাইতেছেন।

কাশ্মীরের মহারাজা, কতকগুলি ইংরাজের অনুরোধে, লাহোরে একটি গির্জা প্রস্তুতার্থ ১০,০০০ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এবং ডাক্তার মাক্সালের ইচ্ছানুসারে শ্রীনগরের রোত্তম গিরি পর্ব্বতে হাঁসপাতাল একটী স্বব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিবেন। ডাক্তার মাক্সেল এক্ষণে মহারাজার প্রসাদে একটী উত্তম বাঙ্গালায় বাস করিবেন।

বর্ম্মার রাজা স্বরাজ্যে একটি বৃহৎ হোটেল প্রস্তুত করিতেছেন। বিদেশীয়গণকে ইহাতে আশ্রয় দেওয়া হইবে।

গত জুলাই মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের, ২৯৫ জন পুরুষ এবং ৩৯১ জন স্ত্রী অপঘাত মৃত্যুতে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন।

স্যার রিচার্ড টেম্পেল, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে গ্রেডভুক্ত করিয়াছেন। তিনি তজ্জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

পেসোয়ারে ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে, ভয়ানক বৃষ্টিসহ প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঢাকা অঞ্চলেরও সমুদয় নদীর জল বৃদ্ধি হইয়াছে।

গঙ্গার পুল নির্ম্মাণ জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ব সমেত ২০,১০,০০০ টাকা দিয়াছেন। আবার আরম্ভ অবধি কত যে জীব, জন্তু, নৌকা, উদরসাৎ করিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পুলের উদরটী প্রকাণ্ড!

স্যার ফিলিপ উডহাউস কর্ত্তৃক পুনাতে শিল্প প্রদর্শন আরম্ভ হইয়াছে।

আগামী অক্টোবর মাস হইতে নদিয়া, যশোর, চব্বিশ পরগণা, মুরশিদাবাদ, ভাগলপুর ও বালেশ্বর জেলায় পথ কর আদায় করা হইবে। "আপন গণ্ডা ছাড়ি না।"

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোইম্বাটুরে ১৫ টী মাতঙ্গ ধরা পড়িয়াছে।

আসিয়া মাইনরে অনাহারে ১০,০০০জন মনুষ্য কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ইংরাজদের কল্যাণে আমাদের দেশের গরিব, দুঃখীলোক প্রাণে বাঁচিয়া গেল।

কনষ্টাণ্টিনোপলে সম্প্রতি উপর্য্যুপরি তিনবার ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। লোকজনের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কোইম্বাটুরেও ৬।৭মিনিট ধরিয়া ভূমি কম্প হইয়াছে।

জার্ম্মানির সম্রাট অতিশীঘ্র ইটালি যাত্রা করিবেন।

আমেরিকায় এক্ষণে ৩৮ জন সদ্বক্ত্রী স্ত্রীলোক আছেন। ইহাঁরা বর্ক্তৃতা করিলে লোকে একেবারে উন্মত্তবৎ উৎসাহে নাচিয়া উঠে।

এরূপ জনরব যে রুষিয়দের সম্রাট, চীন এবং জাপানের সহিত চক্রান্ত করিতেছেন।

গ্লাসগো নগরে ডাক্তার লিভিংষ্টনের একটী প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইতেছে। ইহা প্রস্তুতার্থ ৫,০০০, টাকা ব্যয় পড়িবে।

বর্ম্মার রাজা আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ৩।৪ বৎসর নজর বন্দী করেদ রাখিয়াছেন।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের হত্যাকারী প্যারিমোহন দাসের ৩ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইয়াছে।

চুঁচুড়ায় অত্যন্ত ওলাউঠার প্রকোপ দেখা যাইতেছে। প্রতিদিন প্রায় ৮।১০ জন করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে।

জয়পুরে প্রথম রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। ১৩ই সেপ্টেম্বরে জয়পুরের মহারাজা স্বয়ং স্বরাজ্যে ইঞ্জিন চালাইয়া গাড়ি চালাইয়াছিলেন।

শ্যামের পূর্ব্বাঞ্চলে 'কেবিন' এবং 'পাচিন' নামক স্থানদ্বয়ে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত জুন মাসে শ্যামের রাজা একটী আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, কেবিনের খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হইবে এবং খনিতে যে সমস্ত লোক কাজ করিবে তাহাদিগকে উত্তম বাসস্থান দেওয়া যাইবে।

দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকার মূলধনে বোম্বাইয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬টী সুতার কল আছে।

বৎসরের দ্বিতীয় কোয়াটরে বেঙ্গল লাইব্রেরীতে ৭০১ খানি পুস্তক, পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রিকাদি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় ১৭২খানি পুস্তক, ১৫৬ খানি পুস্তিকা এবং ৮১খানি সাময়িক পত্রিকা।

হাজারিবাগে একজন দশফিট উচ্চলোক আছেন, তাঁহার তাতার দেশে যাওয়া উচিত।

হুগলি জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখিয়া বোর্ড হইতে চিঠি আসিয়াছে, যে আগামী আশ্বিন কিস্তির লাটে বাকি পড়া মহলের নিলাম হইবে না।

করদ রাজ্য সমস্ত হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ৭২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা কর স্বরূপ পাইয়া থাকেন। এই সমস্ত রাজ্যের জন্য ৪৪ লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিয়া থাকেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের লাভ বাৎসরিক ২৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। যত করদ রাজ্য আছে, তন্মধ্যে মহিসুর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর আদায় হইয়া থাকে; অর্থাৎ ২৪৫০০০০ টাকা। রাজ রাজড়াদিগকে বৎসরে ১ কোটি ৭৪লক্ষ ৯৮ হাজার ৯ শত টাকা পেন্সন, দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা এইরূপ পেন্সন, পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই মুসলমান। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মুসলমান দিগের প্রতি বড় অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, মুসলমানদিগকে সরকারি কর্ম্মে অল্প পরিমাণে নিযুক্ত করিতেছেন ইত্যাদি তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, গবর্ণমেণ্টের টাকা কাহারা অধিক ভোগ করিতেছে, হিন্দুরা না মুসলমানেরা?

নোট (Promissory Notes) সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী নূতন নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্বে লাহোর, বোম্বে প্রভৃতি স্থানের নোট, এখানে ভাঙ্গান যাইত না; এক্ষণে যে কোন স্থানের নোট যে সে ট্রেজারিতে ভাঙ্গান যাইবে। ৫০ টাকার নোট যদি কেহ ভাঙ্গাইতে চাহিলে, তাহা হইলে নিয়ম মত তাহাকে নোটের পৃষ্ঠদেশে, তাহার নাম ও ধাম লেখা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনার নাম না লেখে কিংবা সে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ট্রেজারি কর্ম্মচারীগণ তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। নোট লইয়া তাঁহাকে টাকা অবশ্য দিতেই হইবে।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীন প্রদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা ৪১২ লক্ষ টাকার অধিক নোট চলিতেছে; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৭৩ লক্ষ; মধ্য প্রদেশে ২৩ লক্ষ, মান্দ্রাজে ১৫৩ লক্ষ; কেবল বম্বে প্রদেশে ৮৭ লক্ষ টাকার নোট কম্তি পড়িয়া গিয়াছে। বম্বের পারসীরা বড় সেয়ানা।

আমাদের যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ জর্ম্মানি গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র এক্ষণে দিনামারদের দেশে বাস করিতেছেন।

মিঃ জে, এ, ফ্রাউড, এক্ষণে বিলাতের প্রধান ইতিহাস লেখক। তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ যাত্রা করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ভারতবর্ষে শুভাগমন করিবেন।

রুষিয়ানদের অধিকার, মধ্য আসিয়ায় আমুদেরিয়া নদীর পরপারে মৌকম পর্য্যন্ত দৃঢ় সংস্থাপিত হইয়া আসিয়াছে। হিরাট হইতে রুষিয় সাম্রাজ্য নয়নগোচর হয়।

অক্টোবর মাসের শেষে লর্ডনর্থব্রুক হাজারিবাগ পরিদর্শনে যাত্রা করিবেন। সিমলা গমনে ও তাঁহার ইচ্ছা আছে। আবার জানুয়ারি মাসে মান্দ্রাজ যাত্রা করিবেন।

অক্টোবর মাসের ৮ই তারিখে নিজাম স্বয়ং স্বরাজ্যে রেলওয়ে খুলিবেন।

শুনা যাইতেছে যে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশ্যনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন তিন মাসের ছুটী লইবেন, এবং চব্বিশপরগণার মাজিষ্ট্রেট পিকক্ সাহেব ঐ তিন মাসের জন্য কমিশ্যনর হইবেন।

সৈন্য বাড়াইবার কথা হইলে ফরাসী রাজসভার সভ্যগণ সকলেই একমত হইয়া থাকেন। অন্য কোন বিষয়ের প্রস্তাব হইলে সভ্যদিগের মধ্যে তুমুল বাক্ বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সভা সম্প্রতি সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিশ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ফরাসীদিগের সৈন্য সংখ্যা এক্ষণে ৪ লক্ষ। এইরূপ আড়ম্বরি দেখিয়া ইটালি এবং জর্ম্মাণী কিছু অস্থির হইয়াছেন। ইটালির অস্থির হইবার কারণ কি?

কোলাডন নামক একজন পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পপলার বৃক্ষ বিদ্যুতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচালক। তিনি বলেন বাটির ধারে এই বৃক্ষ থাকিলে বাজ পড়ার কোন ভয় থাকে না।

এদেশ হইতে এরূপ জনরব যে দুর্ভিক্ষ অপনীত হইলে সর্ নর্থব্রুক আরেল উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। রায় বাহাদুরও দুই দশ জন হইবেন।

মিরার্স সাহেবের মকদ্দমা লইয়া এত আড়ম্বরি হইতেছে দেখিয়া, আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটরি নাকি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য তিনি গবর্ণর জেনারেলের নিকট তারে সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

রেলওয়ের আরোহীদিগের যাহাতে কষ্ট নিবারণ হয়, তজ্জন্য আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার সময় হইতে হিন্দু আরোহীদিগের সুবিধার জন্য, বাবু নীলকমল মিত্র স্থানে স্থানে মিত্রালয় নামক হোটেল খুলিয়া ছিলেন। ইহাতে লোকের বিস্তর উপকার হইতেছিল। সম্প্রতি রেলওয়ে কোম্পানি নীলকমল বাবুকে লিখিয়াছেন যে, তিনি যেন ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত মিত্রালয় উঠাইয়া দেন। মিত্রালয়ের পরিবর্ত্তে অন্যকোন বন্দোবস্ত হইবে কি না বলা যায় না। না হইবারই অধিক সম্ভাবনা; কারণ কোম্পানি শুনিয়াছেন যে, গাড়িতে উঠিলে দেশীয়দিগের ক্ষুধা থাকে না।

সিমলা পাহাড়ে একজন পালোয়ানের সহিত একজন ইংরাজ সৈনিকপুরুষের কুস্তি হইয়া গিয়াছে। ৫০ টাকা বাজি ছিল। সৈনিকপুরুষ পরাস্ত হইয়াছেন। ব্রাণ্ডি বাবুদেরই ত সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

ভারতবন্ধু ফসেট সাহেবের মহাসভার সভ্য হইবার জন্য যত খরচ হইয়াছিল, ব্রাইটন বাসীগণ আপনা হইতে (constituents) সে সমুদয় দিয়াছেন। এতদর্থ ভারতবর্ষেও চাঁদা উঠিতেছে। আমাদিগের বাবু দুর্গাচরণ লাহা ইহাতে ২০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এখানকার সমস্ত চাঁদার টাকা কিসে ব্যয় করা হইবে? গুটি দুই ফসেট বৃত্তি করিলে হয় না? যাঁহারা বার্ত্তা শাস্ত্রে পারদর্শী হইবেন তাঁহাদিগকে এইরূপ বৃত্তি দিলে, বার্ত্তা শাস্ত্রে বিশারদ ফসেট সাহেবের প্রতি যথার্থ অনুরাগ দেখান হয়।

আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে স্ত্রী এবং পুরুষ

উত্তরের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। সে সমস্ত প্রদেশে কি কোন বিদ্যাসাগর নাই?

রুশীয়ার ডাক্তার মহাশয়েরা কোন রোগী দেখিতে যাইব না এরূপ বলিতে পারেন না। ইচ্ছাপূর্ব্বক রোগী দেখিতে না গেলে তাঁহাদিগকে ১ টাকা হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হয়। এমন কি বর্ত্তমান বর্ষে দুইজন চিকিৎসক এই অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আগষ্ট মাসের কোর্য়ার মেগেজিনে একব্যক্তি একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে, লোকে সচরাচর যাহাকে সেক্সপিয়ার লিখিত নাটক বলে, বাস্তবিক সে সমুদয় লর্ড বেকনের লেখা। ইংরাজের বিদ্যা, বুদ্ধির পায়ে নমস্কার।

সার ষ্টিফেন গ্রিন নামক একব্যক্তি নিজের উইলে আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী লর্ড গ্লাডষ্টোনকে ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। জলেই জল বাধে।

গবর্ণর জেনারেল আদেশ দিয়াছেন যে, ব্রিটিশ বর্ম্মায় কেহ গাঁজা, ভাঙ ও সিদ্ধি আমদানি করিতে পারিবেন না। অহিফেণ আমদানি নিষেধ করা হইল না কেন?

নীলকর নিয়ার সাহেবের মকদ্দমা খরচের জন্য চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। দুই দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার পাঁচশ চৌরাশী টাকা সহি হইয়াছে।

ফরাসীরা কোঁচীন রাজ্যে একটী রেলওয়ে খুলিতেছেন। আফগানিস্থান ভিন্ন প্রায় আসিয়ার অন্য সমস্ত দেশে রেলওয়ে খোলা হইয়াছে।

এরূপ জনশ্রুতি যে, গবর্ণর জেনারেলের সভায় শীঘ্রই একটী এরূপ আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইবে, যদ্দারা ভারতবাসী ইংরাজ এবং ফিরিঙ্গী দিগের সন্তান গণকে লেখা পড়া শিখান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য হইবে। লেখা পড়া না শিখেই তাহাদিগের জ্বালায় দেশীয়েরা চাকরি পায় না, লেখা পড়া শিখিলে না জানি ভারতবাসীদিগের অদৃষ্টে কি ঘটে।

আপীল সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি আবেদন পাঠাইতেছেন।

মেদিনীপুরের সংবাদ।

এপ্রদেশে পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই। বৃষ্টির অল্পতা আছে ইহার পর বৃষ্টি হইলেও আবাদের বিশেষ হানি হইবেক না। নতুবা বিপদের সম্ভাবনা, গতভাদ্রে কাঁসায়ের বন্যায় পাশকুড়ার ঘাটের দক্ষিণের বাঁধ ভগ্নে কাশীযোড়ার ক্ষতি হইয়াছে। ক্রমিক তৎপর কাশীযোড়ার এই বিপদ ঘটনা হইল, ইহার কারণ তমলুক জাই পাই মহানে নূতন বাঁধে কাঁশাই নদীর বন্যা নির্গতের প্রতিবন্ধকতা। কাশীযোড়ার বাঁধ না ভাঙ্গিলে ময়নাও বিপদের স্থিরতা ছিল। রোড়শেষ কিস্তিশোধের ঘোষণা পত্র জেলার মহকুমা সকলে প্রচার হইয়াছে আমরা এতাবৎ ছুটিশ পাই নাই। অদ্য ৫দিবস হেড মাষ্টার মহাশয়ের একটি কন্যা হইয়াছে।

সাতগাছিয়া গ্রামে একজন ডাক্তার চাই।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীতে, আজকাল এতাদৃশ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে যে, তাহাতে সকল লোকই প্রাণ লইয়া শশব্যস্ত; এই গ্রামে প্রায় জাতি, ন্যূন দ্বিসহস্র লোকের বাস। নিজগ্রামে বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এমন একটী চিকিৎসালয় বা একটী সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম কবিরাজ কি ডাক্তার নাই, যদ্দ্বারা দুঃখী পল্লীবাসীরা এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। ইহাতে যে গ্রামবাসীরা কিরূপ ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া বাস করিতেছে, তাহা আপনার পাঠক মাত্রে অনেকেই অনুভব করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন আরও দ্বিতীয় ভয়ের কারণ এই যে, সময়ে সময়ে অকস্মাৎ পীড়া গ্রস্ত হইয়া গ্রামের অনেকেই, প্রকৃত চিকিৎসাভাবে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। এখনও অনেকে পীড়ায় সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহা গ্রামবাসীদিগের সর্ব্ব-শোচনীয় দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। কারণ গবর্ণমেণ্ট অকাতরে নিরস্ত হইয়া ইহা অপেক্ষা কত শত নিকৃষ্ট পল্লীকে কৃপা বিতরণে উক্ত দুঃখ হইতে মুক্ত করিতেছেন। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য পল্লীর প্রতি সে কৃপা দৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে এমন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিও নাই যে, তাহাদিগের সাহায্যে এ দুঃখ নিবারণ হইতে পারে। তবে যদ্যপি দয়াবান ছোটলাট সাহেব উক্ত গ্রামবাসীদিগের সম-দুঃখী হইয়া, কালেজ পরীক্ষোত্তীর্ণ একটী ডাক্তর নিযুক্ত করিয়া এই পল্লীবাসীদিগকে নিস্তার করেন, তাহা হইলে অনেক দুঃখী প্রাণী রক্ষা পায় নতুবা অন্য উপায় নাই।

পাটনার সংবাদদাতার পত্র।

১। আমরা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট অবগত হইলাম রাত্রিতে একটী লোক সাহাবাদ জিলার ডোমরাও নগরে অবস্থান করেন, তাঁহার নিকট ১৪হাজার টাকা ছিল; কিন্তু ঐ রাত্রে ঐ টাকার মধ্যে ১০হাজার টাকা চুরি যাওয়ায়, তিনি পুলিষে খবর দেন। পুলিষ কিছুই অনুসন্ধান করিতে না পারায়, উপর হইতে পুলিষের উপর হুকুম হয়, যদি পুলিষ চোর না বাহির করিতে পারেন, তবে স্থানীয় পুলিষকর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইবেক। তখন পুলিষ যে লোকটীর টাকা চুরি যায়, তাহাকেই চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করে, এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহারান্তর, একরার করায় যে, উক্ত টাকা আমিই চুরি করিয়াছি। পুলিষ বলেন যে উক্ত ব্যক্তি তাহার শরীকদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এরূপ কার্য্য করে, অধিকন্তু পুলিষ উক্ত ব্যক্তির নিকট ৬ হাজার টাকা লয়েন। এক্ষণে সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ হইতেছে।

২। ইষ্টারণ সোন ডিবিজনের ছোট সাহেবগণ মেজর ম্যাকনীল সাহেবের বদলী হওয়াতে জীবন্মৃত হইয়া-

ছেন; ইহারা দিনকে রাত্র বলিলেও ম্যাকনিল সাহেব তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতেন। এ ডিবিজনে, বাবুরা সত্য বলিলেও মিথ্যা, আর ছোট সাহেবেরা মিথ্যাকে সত্য বলিলেই, মেজর ম্যাকনীল সাহেব তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। অনেক বাবুকে এতজ্জন্য কর্ম্মচ্যুত হইতে হইয়াছে। এক্ষণে বোধ করি আর দিনকে রাত্র বলিলে চলিবে না। উপস্থিত মিঃ হোপ সাহেব দুই মাসের জন্য কার্য্য করিবেন, পরে হৈনি সাহেব আসিবেন।

এতদ্দেশে আজি কালি সর্পের অতিশয় ভয় হইয়াছে। সম্প্রতি নিমা গ্রামে জনৈক কৃষাণকে দংশন করায় মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে। মহাশয়! কেবল সে মানব লীলা সম্বরণ করিয়া মুক্ত পায় নাই। তাহার মৃত শরীর দুই দিবস কাল পতিত ছিল। পুলিস দুইদিন পরে তদারক করিয়া তাহাকে গঙ্গা যাত্রার হুকুম দিয়াছেন।

পাঁচতোপীর সংবাদদাতার পত্র।

এবার এতদ্দেশে যে প্রকার দুর্ভিক্ষানল প্রজ্জলিত হইয়াছে, তাহাতে আর ২।৪দিন পরে কি হইবে বলিতে পারি না। এবং এই দুর্ভিক্ষে কত যে শোচনীয় ঘটনা হইতেছে তাহা বলা যায় না। সে দিবস একটী স্ত্রীলোক আমাদের বাটীর সদর রাস্তার পার্শ্বে আপনার হস্তের (শঙ্খ) শাঁখা ভাঙ্গিয়া ভূতলে পতিত হইল। আমরা তাহার বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তথায় উপস্থিত হইয়া; কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, মহাশয়! অদৃষ্টের বিষয় কি জানাইব। জঠরানলে কাতর হইয়া হাষ্টেলে চাউলের প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম, হষ্টেলের অধ্যক্ষ বাবু আমার হস্তের শাঁখা দেখিয়া বলিলেন যে, "তোমার স্বামী আছে, তোমাকে চাউল কোনপ্রকারে দেওয়া যাইতে পারেন না। তজ্জন্য আমি উদরের জন্য বৈধব্য স্বীকার করিলাম, তাহাতেই রোদন করিতেছি। আমরা তাহার এই সমস্ত অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহাকে পুনরায় হষ্টেলে যাইতে বলিলাম। পরিশেষে শুনা গেল হষ্টেলের অধ্যক্ষ বাবুর এমত অবস্থায় কিঞ্চিৎ মাত্র দয়া হয় নাই। আমরা তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। আহা কি ভয়ানক কাণ্ড!

এতদ্দেশে তরি বাহু স্থানে স্থানে উত্তম হইয়াছে। কিন্তু রাত্রিতে চোরে ঐ সমস্ত শস্য প্রায় চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কৃষাণেরা কোন প্রকারে চোর ধৃত করিতে পারিতেছে না। ভরসা করি পুলিস এ বিষয়ে যত্ন পাইবেন।

দেখা গেল বহড়ান, ঝমুটপুর, নসিরাপুর, কেউগুড়ী, প্রভৃতি স্থানে আউশ ধান্য উত্তম হইয়াছে। আউশ কাটাই আরম্ভ হইয়াছে। এই ধান্যতে অনেক দুঃখী লোক কিছু দিনের জন্য উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

মধ্যে মধ্যে এস্থানে বৃষ্টি হইতেছে এস্থানের আবাদ কার্য্য সমধা হইয়াছে। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে জল হইলে মঙ্গল বলিতে হইবে।

আসামনওগাঁর সংবাদ।

১। অত্রস্থ উন্নতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্যের সহিত একজন সভ্যের ৩।৪ মাস যাবৎ ভয়ানক বিবাদ চলিতেছে। বিবাদ ক্রমে অপরিহার্য্য দেখিয়া কয়েক জন ভদ্রলোক একত্র হইয়া, উভয়ের বিবাদ ভঞ্জনার্থ এক কমিটি করেন।

২। উপযুক্ত হেড পণ্ডিত অভাবে অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুলটীর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। ভবিষ্যৎকাল ভাবিয়া উহার উন্নতি বিষয়ে অনেকে নিরাশ হইয়াছেন। স্কুলে জ্ঞানকরী নামক একটি সভা আছে, প্রতি শনিবার তাহার অধিবেশন হয়। গত অধিবেশনে শিক্ষকদের স্বীয় স্বীয় বৈরনির্য্যাতন করিবার জন্য, শুম্ভ, নিশুম্ভের যুদ্ধের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিয়াছেন। হেড পণ্ডিত মহাশয় নিকটে থাকিয়া সব অবলোকন করিলেন। কথায় বলে ছাগলের পাড়ায় ধান পড়িলে লোকে গরু রাখিবে কেন?

৩। আমাদের বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষকদের দুই মাস অন্তর বেতন পাইবার নিয়ম আছে। কিন্তু অদ্য প্রায় চারি মাস গত হইল, জুন ও জুলাই মাসের বিল মঞ্জুর হইল না। এই দুর্ভিক্ষের সময় ১০।১২ টাকা বেতনভোগী শিক্ষকগণ কি খাইয়া কর্ম্ম করিবে? উপরিস্থ কার্য্যকারকদের কি একটু দৃষ্টি করা উচিত হয় না! সম্পাদক মহাশয় আপনারা কি ইহার কোন উপায় বিধান করিবেন না?

প্রেরিত পত্র সকল।

নড়াইল হইতে প্যারী মোহন মণ্ডল বিশ্বাস লিখিয়াছেন, যে নড়ালের নিকট ভওখালি গ্রামে কাপড় চুরি অপরাধে, শ্রীনাথ মল্লিক, হরি বেহারা ও দিননাথ মণ্ডল, তিনজন ধৃত হইয়া হাজতে আছে। শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাইচরণ; রাইচরণের স্ত্রীকে ধরিয়া আনা হয়, সেই অপমানে রাইচরণ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শ্রীনাথ ও হাজতে বটিদ্বারা আত্মপ্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। কৃত কার্য্য হইতে পারে নাই। দিননাথ পূর্ব্বে ভাল গৃহস্থ ছিল নেশা করিয়া হতভাগা হইয়াছে। পূর্ব্বে চুরি অপরাধে একবার বেত ও একবার মেয়াদ হইয়াছে।

দুইজনার উচিত বক্তা। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, যে সকল বাঙ্গালি সাহেব ভায়ারা, বাবু উপাধি গ্রহণে অসম্মত, তাঁহাদের পুত্রিবাম কি হইবে? তাহার পর পরামর্শ দেন যে, যাহাতে অষ্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কৃত শাদা কয়লা এদেশে আসে, সে জন্য আমরা অনুরোধ করি। আমরা বলি, বাবুদের অষ্ট্রেলিয়াতে পাঠাইলে চলে না?

দুইখানি প্রেরিত পদ্য পত্র। এক খানি যশোর হইতে, যশোরের জলপ্লাবন বিষয়ে, পদ্যটি ভাল নয়। বত্রিশ ছত্রে আটবার 'হায়' আছে। লেখক যশোর ইংরাজি বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্র। পণ্ডিত মহাশয় বালকের দিকে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

অপর পদ্যটি অনাবৃষ্টি বিষয়ে, রাণীগঞ্জ হইতে। পদ্যটি মন্দ নয়। কিন্তু ছাপাইতে পারিলাম না।

বিজ্ঞাপন।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

পুস্তক	মূল্য	মাসুল
বঙ্কিমবাবুরকৃত,		
দুর্গেশনন্দিনী,	১॥০	৵০
মৃণালিনী,	১৲	৵০
কপালকুণ্ডলা,	১৲	৵০
বিষবৃক্ষ,	১৲	৵০
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত,		
যুগলাঙ্গুরীয়	৵১০	/০
ইন্দিরা,	৵১০	/০
মধুমতী,	৵১০	/০
হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত,		
ব্যায়াম শিক্ষা	।০	/০

শব্দ কল্প দ্রুম।

মহাত্মা স্তর রাজা ৮ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত উপরি উক্ত মহাকোষ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি মাসে ২০ ফরমার এক এক—খণ্ড করিয়া বাহির হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাসুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার ৩০ নং রাজাকালী কৃষ্ণর লেন শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাকমাসুল সমেত পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। নবম খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী খণ্ড সকল মুদ্রিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট পাকা গোঁপ ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিবার অব্যর্থ ঔষধ আছে। মূল্য ১॥০, ১৫ দিবসান্তর ব্যবহার করিতে হইবে। প্লীহারও উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে, মূল্য ১ টাকা, চারি দিবস সেবন করিতে হইবে মাত্র। দদ্রুর ঔষধ মূল্য ।০ আনা। গরল ঘায়ের চমৎকার ঔষধ আছে, ৭ দিবস ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে। মূল্য ২ টাকা। বাধক বেদনার মহৌষধ আছে, রোগ কি প্রকার জানিতে পারিলে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। চুঁচুড়া কদমতলার ১৯৮ সংখ্যক ভবনে ডিস্পেনসারিতে প্রাপ্য।

শ্রী শ্রীকান্ত শর্ম্মা,
জনৈক ম্যানেজার হিন্দুস্কুল চুঁচুড়া।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পার তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু, কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর,
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে একজামিনরস অফিস, কলিকাতা।

ইনি কলিকাতার গ্রাহকগণের নিটক হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

হিন্দুবিলাসী।

বিগত ৪ ঠা শ্রাবণ হইতে "হিন্দুবিলাসী" নামক এক খানি ডিমাই ১২ পেজি আকারে মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য রহস্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	১৲
" ষাণ্মাসিক	...	॥৵০
" প্রতি খণ্ডের	...	৵০
বিদেশে ডাকমাশুল		।৵০

যাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা "হিন্দুবিলাসী" সম্পাদক বলিয়া চুঁচুড়া মিসনবিদ্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গৌরচন্দ্র শীল,	চুঁচুড়া ...	২৲
" " নন্দলাল পাল,	ঐ	১॥০
" " গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা	৩॥০
" " তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,	জঙ্গীপুর	১৸০
" " শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	বড়পেটা আসাম	১৸০
" " প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা	৩৲
" " প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়,	ঘাটাল ...	৫।০
" " গোপালচন্দ্র সান্যাল,	কলিকাতা ...	৫৲
" " যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,	খিদিরপুর ...	৫।০
" " হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র,	কলিকাতা ...	৩॥০
" " মহেন্দ্রনাথ বসু,	আলিপুর ...	৩।০

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	... ...	৬।০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	... ...	৩॥০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	... ...	২৲
মাসিক	... ...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	... ...	৶০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রী পাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

সাধারণী

২ ভাগ } চুঁচুড়া—১৯ শে আশ্বিন। রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ৪ঠা অক্টোবর ১৮৭৪ খৃ অব্দ। { ২৫ সংখ্যা।

শিক্ষানবিশের

পদ্য।

এই নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়; মূল্য ছয় আনা। পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। অবিকল ভাবানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, ইহাতে বালক বৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। অনুবাদ কিরূপ, তাহার নমুনা নিম্নে দিলাম।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll;
সুনীল গভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসিবার।
Man marks the earth with ruin—
ধরাধাম ধ্বংশ করে মানবের বল,
his control.
Stops with the shore;
নর গরিমার সীমা সাগর বেলায়,
upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of mans ravage, save his own,
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায়,
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে; মানব যখন
When, for a moment, like a drop of rain
সহসা সাগর গর্ভে বৃষ্টি বিন্দু প্রায়
He sinks into thy depths with bubbling groan
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কেবল তখন
Without a grave, unknell'd uncoffin'd and unknown.
সে দেহ বহন করে? কে করে দহন?
কেবা হরি বোল বলে? কে করে ক্রন্দন?

বিজ্ঞাপন।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির একটী সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটী হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্ এ
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল
কদমতলা, চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
৩০ নং রাজা কালী কৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

যে কারণে অযোধ্যা ইংরাজ সাম্রাজ্য সংযুক্ত হইয়াছে তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহার বহুল বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যখন লর্ড ডালহৌসি "কি গ্রাস করিব, কি গ্রাস করিব," চীৎকার করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রবৎ ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণকুহরে এই জনশ্রুতি প্রবেশ করিল যে অযোধ্যা সুশাসিত হইতেছে না, তথাকার প্রজাবর্গ নবাবের শাসনে সন্তুষ্ট নহে। অমনি মুখব্যাদান পূর্ব্বক অযোধ্যা গ্রাস করিলেন। না করিয়াই করেন কি! তিনি ন্যায়পর, একমাত্র পৃথ্বীশাসননিপুণ জান বুলের বংশোদ্ভব। একজন রাজা আপন পিতৃপিতামহের রাজ্য সুশাসন করিতে পারিতেছেন না, চক্ষে তাহা দেখাও অধর্ম্ম, এই রূপ বিবেচনা তখন তাঁহার মনোমধ্যে বলবতী হইয়া উঠিল। সুতরাং তিনি পরের সম্ব আপন করিয়া লইলেন। এদিকে যে প্রথম পেগেম্বর মুসা (Moses) ঈশ্বরাদেশানুসারে স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, "প্রতিবাসী সম্বে লোভ করিওনা" তাহা তখন তিনি একবারে বিস্মরণ হইয়া গেলেন। রাজ্যশাসন এক, ধর্ম্ম পালন অন্য, এতদুভয়ের পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, ষোল আনা রাজ্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম পালন করা যাইতে পারে না, এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়াই বোধ হয়, লার্ড ডালহৌসি আপন কার্য্যের ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু সে যাহা হউক, ইংরাজ বাহাদুর যে কুশাসনের প্রতিকার করিব দম্ভ করিয়া অযোধ্যার শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কতটা অপনয়নে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

শাসনের ফলাফল বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ শাসিত ব্যক্তি বৃন্দের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। যদি আলজিয়ার্সে ফরাসিস শাসন গুণে তথাকার অধিবাসীগণ ভারতবর্ষীয়গণাপেক্ষা অধিক সুখভোগ করিতেছে, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ইংরাজ শাসনাপেক্ষা ফরাসিস শাসনের ফল উত্তম। এই কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, অবশ্য বলিতে হইবে, ফরাসিস শাসন ভাল, ইংরাজ শাসন মন্দ। তেমনি আমরা যদি স্পষ্ট দেখাইয়া দিতে পারি যে নবাবী আমলে অযোধ্যাবাসীগণ এখন অপেক্ষা অধিক সুখভোগ করিত, তবেই ইংরাজ শাসন যে সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থায় লোকের উপযোগী হইতে পারে না, ইহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইবে। অযোধ্যাবাসীগণ এক্ষণে কোন্ সুখে সুখী তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলায়।

আপাততঃ লোকের সুস্থশরীর ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জীবনোপায় থাকিলেই তাহাদিগকে একপ্রকার সুখী বলা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ অযোধ্যাবাসীদিগের এক্ষণে যে তদুভয় বিষয়েরই অত্যন্তাভাব, তাহা তথাকার চিফ কমিস্যনর রাজস্ব বিবরণী বিজ্ঞাপনীতে আপন মুখে স্পষ্টবাক্যে, স্বীকার করিয়াছেন। অযোধ্যার দুর্দ্দশা তাঁহা কর্ত্তৃক এই রূপ বিবৃত হইয়াছে। "অযোধ্যায় ১৮ বৎসর ইংরাজ শাসনের ফল যদি সংক্ষেপে কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কতকগুলা দুর্দ্দশাপন্ন, নিঃস্ব জমিদার; স্ফূর্ত্তি-শূন্য, পতোন্মুখ মধ্যবিধলোক; কোন প্রকারে দিন আনে দিন খায় এমন কতকগুলা শ্রমজীবী ও অপর কতকগুলা অর্দ্ধ ভোজী, সুতরাং চৌর্য্যক্রিয়াশীল মনুষ্য, মানস পটে অঙ্কিত করুন, তবেই তিনি সহজে তাহা বুঝিতে পারিবেন।" ইংরাজ হইয়া যিনি এরূপ উদারতা সহকারে অযোধ্যায় ইংরাজ শাসনের ফল বর্ণন করিয়াছেন, তিনি আমাদের সহস্র ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এরূপ বর্ণনাতেও অনেকটা সত্যের অভাব রহিয়াছে। চিফ কমিস্যনর, কমিস্যনর ও ডেপুটি কমিস্যনর দিগের নিকট হইতে সমাচার সংগ্রহ করিয়া রাজস্ব বিজ্ঞাপনী লিখিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত ভিতরের কথা তাঁহাদিগের জানিবার সুযোগ অতি অল্প। নিম্নস্থ রাজস্ব ও ফৌজদারী

আদালত সমূহেই অযোধ্যার কৃষিজীবীগণের হৃদয়ভেদকারী দুর্দ্দশা ও দরিদ্রতার প্রত্যহ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। আসিষ্টাণ্ট ও অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরগণ, কোন হতভাগা কাহার ইক্ষুক্ষেত্র হইতে দুই গাছি ইক্ষু চুরি করিয়াছে, কোন দগ্ধকপাল মানব জঠরজ্বালায় অস্থির হইয়া কাহার গোলা হইতে দুই মুঠা মটর লইয়া খাইয়াছে, ইহাদেরই বিচার করণে অর্দ্ধেক সময় ব্যয় করিয়া থাকেন। অপরার্দ্ধ সময় প্রকৃত মনুষ্যনির্যাতন কার্য্যে তাঁহাদিগকে ব্যয় করিতে হয়। মনুষ্য নির্যাতন কার্য্য কেন বলিলাম তাহার উত্তর দিতেছি। যেখানে প্রজাগণের এমন ভয়ানক দুর্দ্দশা, সেখানে যে জমিদারের খাজানা বাকি পড়িবে, তাহা বিচিত্র নহে। সেই বাকি খাজানার জন্য সর্ব্বদা নালিশ হইতেছে ও আসিষ্টণ্ট কমিস্যনর মহাশয়গণ প্রজাদিগের নিকট হইতে মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা বাক্য, ও আর্ত্তনাদ ভিন্ন অন্য উত্তর না পাইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে ডিক্রী প্রদান পূর্ব্বক যথার্থই মানবহত্যা করিতেছেন। তবে এই সকল ডিক্রী মত সমুদায় কার্য্য হওয়া সম্ভব নহে তাহাতেই কথঞ্চিৎ রক্ষা। যিনি ডিক্রী পাইলেন তাঁহার ডিক্রী প্রায়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে। তিনি করিবেন কি? প্রজাকে ভূমিচ্যুত করিবেন? তাহাতে সে বিশেষ ক্ষতি বিবেচনা করে না। তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া নিলাম করিবেন? প্রজার সম্পত্তির মধ্যে ২।৪ সের শস্য, ২।৩ লোটা ও একখানি খাটিয়া, তাহার মায়া সে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু আইনের লিখনানুসারে যদি কার্য্য হইতে পারিত, তবে গুরু করভারগ্রস্ত অযোধ্যানিবাসী দীন ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ও মুসলমান প্রজাগণের কি সর্ব্বনাশ হইত। তাহা নাকি হয় না, তাহাতেই তাহারা অদ্যাপি তালুকদার ও তহসীল চাপরাসীদিগের সহিত কোমর বাঁধিয়া কলহ করিতে সমর্থ হইতেছে। যাহার কিছু নাই সে চোর বা দস্যুর ভয় করিবে কেন?

অযোধ্যার এমন দুর্দ্দশা কেন হইল ইংরাজ রাজকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় তাঁহারা বলিবেন যে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অযোধ্যার জন সংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, খাদ্যের বৃদ্ধি সে পরিমাণ হয় নাই, তাহাতেই তথাকার অধিবাসীদিগকে এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে চীন সর্ব্বাপেক্ষা লোক পরিপূর্ণ। আয়তনের তুলনায় ধরিতে হইলে অযোধ্যা ঠিক তন্নিম্নে। অযোধ্যার প্রত্যেক বর্গমাইলে ৪৬৯ লোকের আবাস, অর্থাৎ ইংলণ্ড অপেক্ষা প্রতি বর্গ মাইলে তথায় ১২৫ জন লোক বেশী বসতি করিয়া থাকে। অযোধ্যা স্কটলণ্ড অপেক্ষা কিছু ছোট, দেনমার্ক অপেক্ষা কিছু বড়; কিন্তু এই দুয়ের অধিবাসী একত্র করিলে যত হইবে, অযোধ্যার অধিবাসী সংখ্যা তাহার দ্বিগুণাপেক্ষাও অধিক। ইহাদিগের সকলেরই খাদ্য স্বদেশজাত শস্য; কারণ নবাবী আমলে যাহা কিছু শিল্প কার্য্যের প্রাদুর্ভাব ছিল, অযোধ্যায় স্বাধীন বাণিজ্য স্রোত প্রবেশ করিয়া সে সমুদায় ভাসাইয়া দিয়াছে। যত দিন লৌহবর্ত্ম প্রভৃতি সভ্যতার বরযাত্র দেশে লব্ধপ্রবেশ হয় নাই, ততদিন স্বদেশ জাত ও স্বদেশ লব্ধ শস্যাদি হইতেই অযোধ্যা নিবাসীদিগের প্রতিপালন হইত। কিন্তু এখন আর সেকাল নাই লৌহবর্ত্ম জালে দেশজড়িত হইয়াছে, দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানির বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে, সর্ব্বত্র ধন ও প্রাণ বিপদশূন্য হইয়াছে, কাজেই টাকার আর তত আদর নাই ও সামগ্রী পত্র ক্রমেই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে।

এই সমস্ত কারণের সহযোগে অযোধ্যায় শ্রমজীবীগণের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, যথার্থ কথা বলিতে কি, তাহা ভাবিলে মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট উপস্থিত হয়। মোটের উপর ধরিতে গেলে তাহাদের টাকা বাড়িয়াছে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই টাকার বিনিময়ে পূর্ব্বে তাহারা যে পরিমাণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাইত, এক্ষণে তাহার তৃতীয়াংশের একাংশও পায় কি না সন্দেহ। এমন অবস্থায় তাহাদের টাকা যদি পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণের অধিক বৃদ্ধি হইত,

তবে তাহাদিগের অবস্থার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই। শ্রমোপজীবীদিগের শ্রম মূল্য দেড় গুণ, কোথাও কোথাও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য তিন গুণেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। নবাবী আমলে একটাকায় এক মণ ময়দা পাওয়া যাইত, এক্ষণে সেই মূল্যে সচরাচর ১১ সের কচিৎ ১৫ সের পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে কাটরা দ্রব্যাদি টাকায় দুই মণ মিলিত, এক্ষণে তাহা ২৩ সেরের অধিক পাওয়া যায় না। দ্রব্যাদি এইরূপ অগ্নিমূল্য হইবার ফল এই হইয়াছে যে নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ আর উদর পূরিয়া আহার পায় না। পূর্ব্বে যাহারা ময়দা খাইত, এক্ষণে তাহাদিগকে ছোলা মটর খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যাহারা অপকৃষ্ট শস্যাদি খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, এক্ষণে তাহাও তাহাদের কপালে আবশ্যক পরিমাণে জুটে না। তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইংরাজাধীন থাকিয়া অযোধ্যাবাসীদিগের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তি গণকে নরকাপেক্ষাও কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। যে রাজার রাজত্বে বাস করিয়া প্রজাবর্গকে প্রত্যহ অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়, সে রাজাকে তাহারা কতই যে মনে মনে অভিসম্পাত প্রদান করে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইংরাজ বাহাদুর বিজ্ঞান শাস্ত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের কোন প্রকার অভিসম্পাতে ভয় নাই। অযোধ্যার শ্রমজীবীগণ যখন আধপেটা খাইয়া, রাত্রিতে ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ ফট্‌ করে ও করযোড়ে ঈশ্বর সমীপে এই বলিয়া আবেদন করে "জগদীশ্বর! এ যন্ত্রণা আর কতদিন ভোগ করিতে হইবে?" তখন কোন ইংরাজ তাহাদের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান থাকিলে তাহাদিগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হয়ত সমীপস্থ বন্ধুকে দেখাইয়া দিয়া বলেন—"দেখ, দেখ! নিগরগুলা পাগলের মত কি চীৎকার করিতেছে!" ইংরাজ রাজ লৌহ বর্ত্ম নির্ম্মাণে নিপুণ, ইন্দ্রভুবন তুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণে নিপুণ, অপূর্ব্ব সেতু ও সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মাণে নিপুণ, কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিপুল বিস্তার সাম্রাজ্যের ভিতর কে খাইতে পাইল, কে খাইতে পাইল না তৎ পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিপুণ নহেন। আজ ঘোর দুর্ভিক্ষে ইংরাজরাজ অন্নদান করিয়া বিস্তর লোকের প্রাণরক্ষা করিতেছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করি, কিন্তু যতদিন তাঁহাদের শাসনাধীন থাকিয়া নিরীহ বর্গ শ্রমশীলব্যক্তি শ্রম করিয়া পূর্ণাহার আহরণে সক্ষম না হইবে, তত দিন আমরা তাঁহাদের সুখ্যাতি ঘোষণা করিতে পারিব না। অযোধ্যাবাসীগণ দশরথের প্রজাকুলোদ্ভব; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রামরাজ্যে বাস করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং রাজা বিদ্যমানে অন্নকষ্ট অথবা উদর পূরণকষ্ট অযোধ্যা কোন অংশে কথঞ্চিৎরূপে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাতে তাহাদের মনো কষ্ট বড়ই হয়। তুমি ইংরাজ, তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে অযোধ্যায়যুদ্ধ বিগ্রহাদির শব্দটি নাই, সর্ব্বত্র সুদীর্ঘ পথ প্রস্তুত করিয়াছি, নদী পারাপারের সুবিধার নিমিত্ত সুদৃশ্য সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছি; বিদ্যালয়, জেল পুলিশ, চিকিৎশালয়, কাছারি প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়াছি, অযোধ্যাবাসীদিগের সুখ বর্দ্ধনার্থ ইহার অধিক আর কি করিব? আমরা বলি, যাহাদিগকে চিরকাল আধপেটা খাইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইল, তাহাদের ঐ সকলে সুখ কি? তাহারা কি বলিয়া করতালি দিতে দিতে ইংরাজের জয়ধ্বনি করিবে? কাঁচা রাস্তা অপেক্ষা পাকা রাস্তায় কি তাহারা ভাল চলিতে পারে? পূর্ব্বে তাহারা বৎসরে একবার কি দুইবার নদী পার হইবার জন্য পারাণি নৌকায় একটা কি দুইটা পয়সা দিত, এক্ষণে সেতু নিবন্ধন তাহাদিগের সেই পয়সা বাঁচিয়া যাইতেছে বলিয়াই কি তাহারা ইংরাজ রাজকে আশীর্ব্বাদ করিবে? বিদ্যালয়? বিদ্যালয়ের সহিত তাহাদের সন্তানাদির কোন সম্বন্ধ নাই। আর যে চিকিৎসালয়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাদের কি উপকার হইবে? আধপেটা খাইয়া যাহার

শরীররুগ্ন হইয়াছে, জগতে এমন কোন্ চিকিৎসাপ্রথা আছে যদ্দ্বারা তাহার উপকার সাধন হয়? তবে থানা, কাছারি ও জেল সংস্থাপনে, তাহাদের কথঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে বটে। জেলই তাহাদের একমাত্র সুখের আবাস; কেন না তথা থাকিলে খাদ্য একখানা চাপাটি ও আচ্ছাদন একখানা কম্বল, ইহা আর তাহাদের কেহ ঘুচায় না।

অযোধ্যায় সামান্য শ্রমজীবীগণের ইংরাজ শাসন গুণে ত এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে; তবে বড় লোকদিগের অবস্থা ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি "নবাবী আমলে আমরা ইহাপেক্ষা সুখীছিলাম" এ শব্দ অযোধ্যার চারিদিকে শব্দিত হইতেছে ও তাহা যে অর্থহীন নহে তাহা সহৃদয় পাঠক মাত্রেই অবশ্য স্বীকার করিবেন। এক্ষণে ইংরাজ বাহাদুরকে যথার্থমত কার্য্য করিতে হইলে যে কুশাসন দমনার্থ তাঁহারা অযোধ্যার শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পারিলেন না বলিয়া অযোধ্যা রাজ্য পিঞ্জরাবদ্ধ ওয়াজিদ আলিশাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। কিন্তু আমরা ততদূর করিতে বলি না, আর বলিলেই বা সে কাহিনী শুনিবে কে? এক্ষণ হইতে তাঁহারা যেন অযোধ্যার শ্রমোপজীবীগণ যাহাতে পরিশ্রম করিয়া সম্পূর্ণ উদরপূর্ত্তি করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের আর অর্দ্ধাশনে কাল যাপন করিতে না হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হয়েন। সকল দেশেই শ্রমজীবীগণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। তাহাদিগকে সুখে রাখিতে পারিলেই যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইল। ঐশ্বর্য্যশালী আপনার সুখ আপনি অন্বেষণ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু একজন সামান্যলোক যে শোণিতশোষক শ্রম করিয়াও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উদরান্ন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে না, ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

উপসংহার কালে ইংরাজ রাজের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদের মনে মনে বোধ হয় এইরূপ অহঙ্কার থাকিবে যে পৃথ্বীশাসন কার্য্যে আমরা অদ্বিতীয়। যেখানে আমরা শাসনকর্ত্তা রূপে প্রবেশ করিব তথা সুখ ও সমৃদ্ধি একবারে উথলিয়া উঠিবে। কিন্তু একা অযোধ্যাই তাঁহাদের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। অতঃপর তাঁহারা যখন ভারতস্থ কোন স্বাধীন বা করদ রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন, তখন যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে যে ক্ষমতা মাত্রই ঈশ্বরের গচ্ছিত ধন। তুমি সেই ধন দৈবানুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়া যদি তাহার সদ্ব্যয় না কর, তবে তোমার ইহকালও নাই পরকালও নাই। বিশেষতঃ যিনি যে পরিমাণে সেই ধনের অধিকারী, তাঁহার কর্ত্তব্যভার অবিকল তদনুরূপ। আর একটি কথা এই হইতেছে যে অমুক রাজ্য ভাল শাসন হইতেছে না, আমি গিয়া সুশাসন করিব, এরূপ বিবেচনা করিয়া হঠাৎ কোন রাজ্যাধিকার করিলে তন্নিবাসীদিগের মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেওয়া হয়। লোকের মনে স্বদেশমায়া যেমন বলবতী, স্বদেশীয় রাজার প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধাও তেমনি বলবতী। মেরুদেশস্থ আইসলণ্ড দ্বীপনিবাসীগণ, যেমন মস্তকে অগ্নি, পদদেশে তুষাররাশি থাকিলেও সহজে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামরাজ্য ভারতে আসিয়া থাকিতে চাহে না, তেমনি স্বদেশীয় রাজা সহস্র অত্যাচার করিলেও, যে যে ভারতবাসীগণ আজও স্বদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে তদ্বিনিময়ে তাহারা সহসা ইংরাজ শাসনাধীন হইতে ইচ্ছুক নহে। সেইজন্য বলিতেছি কুশাসন উচ্ছেদ মানসে ইংরাজ বাহাদুর ভবিষ্যতে যদি কোন ভারতীয় রাজ্যের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করা সৎপরামর্শের কার্য্য বোধ করেন, তবে তথা যথার্থ কুশাসন হইতেছে কি না, প্রজাবর্গ ইংরাজ শাসনসুখ উপভোগ করণে কতটা উৎসুক, এবং তাঁহারা শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রজাদিগের কষ্ট বিমোচনে কতদূর পারগ হইবেন, এই বিষয় গুলি যেন বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখেন। আর তাহা যদি

না দেখেন, তবে এ কথা সে কথা না বলিয়া বলিলেই ত হইল "আমার জোর আমি লইব।" ইংরাজ রাজার ন্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী রাজার মুখে উক্ত কথাকটি মন্দ শুনাইবে না। আর আমরাও তাহাহইলে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে ইংরাজ যতই কেন সভ্যতা লইয়া অহঙ্কার করুন না, "শক্তিই সকল সত্বের মূল" এ কথা তাঁহাদের প্রতি অস্থি ও মজ্জায় স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে।

খণ্ডধর্ম্ম।

আমরা পূর্ব্ব পত্রিকায় বলিয়াছি, যে ধর্ম্ম এবং খণ্ডধর্ম্ম উভয়েরই সমান প্রয়োজন। হিন্দুয়ানী, খ্রীষ্টানী, মুসলমানী, এই সকলকে খণ্ড ধর্ম্ম বলি। উপ্রকার সাধন-ধর্ম্ম না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকে না; সেই রূপ বিভেদ মূলক খণ্ড ধর্ম্ম না থাকিলে জাতিত্ব থাকে না। এবং জাতিত্বই সমাজের মূল।

স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যগত ভাবের নাম খণ্ডধর্ম্ম। মানব হৃদয়ে দুইদিক হইতে দুইটি স্রোতঃ চলিতেছে। একটি অপরটির বিপরীতাভিমুখগামী। একটির নাম স্বার্থ অপরটির নাম পরার্থ বা ধর্ম্ম। স্বার্থের অপর নাম 'অহংকার' পরার্থের অপর নাম "উপকার।" 'অহংকার' আপনার জন্যই বিব্রত; 'উপকার' আপনার দিকে একবার পলকপাতও করেন না। 'স্বার্থ' কিসে কিঞ্চিৎ "লাভ" হইবে, তাই লইয়া ব্যস্ত, এবং পাছে কিছু "ক্ষতি" হইবে সেই ভয়েই সশঙ্কিত। 'ধর্ম্ম' আত্মপ্রসাদেই চরিতার্থ, আত্মগ্লানিতে ভীত। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আডাম স্মিথ মানব হৃদয়ের এই দুই বিভিন্ন ভাবের ফল পৃথগ্রূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন। তৎকৃত অর্থ ব্যবহার (Wealth of Nations) গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধ হয় যে ইহ সংসারের মধ্যে লাভালাভই মূল কথা। দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয় নাটক বা উপন্যাসের কথা মাত্র। আবার সেইরূপ তৎকৃত 'ধর্ম্মভাব' (Moral Sentiments) গ্রন্থে, মানবহৃদয়ের দেবভাব গুলি সেইরূপ জাজ্বল্যকৃত রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক মানব, একাদিক্রমে কখন বিশুদ্ধ দেবভাব বা নিরবচ্ছিন্ন পশুভাব ভরে সংসারে জীবনক্ষেপ করেন না। দেবত্বে এবং অসুরত্বে, মনুষ্যত্ব। মনুষ্য কখন কেবল আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, আবার কখন আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য উন্মত্ত।

ধর্ম্মের ক্রিয়া সম্প্রসারণ; স্বার্থের ক্রিয়া আকুঞ্চন। যে মনুষ্যে স্বার্থ অত্যন্ত প্রবল, সে ক্রমে কুঞ্চিত, অতি কুঞ্চিত, অত্যতি কুঞ্চিত হইয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রমনা হইয়া পড়ে। শঙ্কা ভাব, এবং ভয়োদর্শনাভাবই এই ক্রমশঃ স্বার্থ প্রবলতার মূল। বাঙ্গালি বাবু দিনের দিন এই অত্যতি-কুঞ্চিত ভাব প্রাপ্ত হইতেছেন। কেরাণী বাবু দিনের দিন এমনই স্বার্থপর হইতেছেন, যে আজি কালি তিনি আর তাঁহার অতিধন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ও যৎকিঞ্চিৎ যত্ন করিতে ইচ্ছুক নহেন। আত্ম সেবায় তাঁহার চিত্তবৃত্তি পর্য্যাপ্ত। তিনি দিনে সাহেবের মিষ্ট কথার প্রয়াসী; সন্ধ্যার পর চারি ঔন্স এক্কা নম্বর ওয়ান হইলেই তাঁহার যথেষ্ট, এবং প্রতি শনিবারে পাঁচটা হইতে, রবিবারের রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রমোদোদ্যানে বিভোর লীলা করিতে পারিলেই কৃত কৃতার্থ। তিনি ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। তাঁহার হৃদয় পরমাণু।

সেইরূপ ধর্ম্মের ক্রিয়া সম্প্রসারণ। যে হৃদয়ে ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল, সে হৃদয় আর সমাজ বন্ধন মানে না, জাতি মানে না। এরূপ ধর্ম্ম-প্রবল-মানব—যোগী। যোগীর পক্ষে হিন্দু মুসলমান নাই, আর্য্য যবন নাই। তাঁহার কাছে দেশহিতৈষিতা নাই, স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, বাৎসল্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রণয় নাই; কেবল আছে এক উপকার। এরূপ মানব সংসারে অতি বিরল। ইহাদিগের হৃদয় অত্যতিসম্প্রসারিত; এরূপ সম্প্রসারিত, যে, সে হৃদয়ের গভীরতা একেবারে নাই বলিলেও চলে। সর্ব্ব মত্যন্তং গর্হিতং। অত্যন্ত ধর্ম্ম প্রবলতাও কিছু নহে, অত্যন্ত স্বার্থপ্রবণতাও কিছু নহে। ঘোরস্বার্থানুসন্ধায়ী হইতে যেরূপ সমাজের কোন উপকার নাই সেইরূপ কঠোর যোগী হইতে সমাজের, বা দেশের কোনই উপকার নাই। সুতরাং ধর্ম্ম এবং স্বার্থের সমঞ্জসীকরণ সমাজ রক্ষাপক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মের প্রসারণ ক্রিয়া, এবং স্বার্থের আকুঞ্চন ক্রিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে যাহাতে সমমাণ (Equillibrium) রক্ষা হয়, তাহা সমাজ রক্ষার্থ নিতান্ত আবশ্যক। নহিলে, ধর্ম্মের গুণে হয়ত ক্রমেই বাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে থাকে, আর না হয়ত স্বার্থবলে, ক্রমেই কমিতে কমিতে কমিতে থাকে। ঐ উভয় শক্তি যদ্দ্বারা সমান বল সঞ্চয় করিয়া উভয়ে মিলিয়া স্থিতিস্থাপকতা লাভকরে, সমাজ রক্ষার্থ তাহা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব সমাজ রক্ষার্থ খণ্ডধর্ম্ম নিতান্ত আবশ্যক, কেননা খণ্ডধর্ম্ম দ্বারাই স্বার্থ এবং পরার্থের সমঞ্জসীকরণ হয়।

খণ্ডধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, যে, তুমি কামস্কাট্কা দেশবাসী শীত সন্তানকে এবং এই পুণ্যভূমি ভারতবাসী আর্য্য সন্তানকে এক চক্ষুঃতে নিরীক্ষণ করিও না। তাহার সহিত তোমার স্বার্থ সম্বন্ধ নাই। তোমার সহিত এক তাড়িতে তাহার হৃদয় তাড়িত হয় না। সে তোমার সহিত একভাবী নহে, মহর্ষীজনত্র ঘোষণা করিলে, তোমার মনে যেরূপ ভক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহার মনে সেরূপ হইবে না; ভারতীয় তীর্থ স্থান পর্য্যটন করিলে তোমার যেরূপ অপরূপ আনন্দ হইবে তাহার সেরূপ হইবে না। অতএব হৃদয় কুঞ্চিত কর; তাহাকে পর জ্ঞান কর; বিধর্ম্মী বোধ কর; স্বধর্ম্ম পক্ষপাতী হও। এইরূপ উপদেশ হিন্দু ধর্ম্ম প্রদান করে; এইরূপ উপদেশ পালন করা সকলেরই আবশ্যক। এই উপদেশ পালন করিলে, ধর্ম্ম রক্ষা হয়, সমাজ রক্ষা হয়, দেশ রক্ষা, স্বার্থ রক্ষা হয়, পরার্থ রক্ষা হয়, হৃদয় হয়, একতা হয়। জীবন্ত খণ্ড ধর্ম্ম হৃদয় মধ্যে থাকিলে সকলই হয়।

মৃত বাবু প্রাণ কৃষ্ণ হালদার।

বিগত ১১ই আশ্বিন শনিবার, ৯০ নব্বই বৎসর বয়ক্রমে, প্রাণকৃষ্ণবাবু মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এতন্নগর বাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেই এবং বঙ্গদেশের অনেকেই যে নাম এতদিন শুনিয়াছিলেন, সে প্রাণকৃষ্ণ হালদার আর নাই।

প্রাণকৃষ্ণ, হালদারের অতুল ঐশ্বর্য্য, অসীম বদান্যতা, প্রভূতমানসম্ভ্রম, স্পৃহনীয়সুখসম্পত্তি, সকলই ছিল। প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বিচিত্র প্রমোদভবন * অদ্যাপি সেই ঐশ্বর্য্যের, সেই সম্পত্তির, কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করে। সেই ভবনে প্রাণকৃষ্ণ অজস্র ধনব্যয় করিয়াছেন, সেই ভবনে প্রাণকৃষ্ণ দক্ষিণে গবর্ণর জেনেরেলকে বসাইয়া, নৃত্যগীত দর্শনশ্রবণ করিয়াছেন। সেই ভবনে প্রাণকৃষ্ণ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তদীয় বৃত্তান্ত সকল আমাদের এই ভগ্নাবহ নগরের পক্ষে একণে উপন্যাস বলিয়া বোধহয়। এমনই প্রতাপ, এমনই ঐশ্বর্য্য, এমনই দানশীলতা, এমনই কাণ্ড।

এ হেন প্রাণকৃষ্ণ পাপে লিপ্ত ছিলেন; রাজনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ধন বৃদ্ধি করিতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সকলেই জানেন, তিনি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। প্রাণকৃষ্ণ পাপ করেন, প্রায়শ্চিত্ত করেন; দ্বীপান্তরিত হয়েন; সমুদয় যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আবার বৃদ্ধবয়সে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। জীবন নাটকের তৃতীয়াঙ্কের অভিনয়ক্ষেত্র চুঁচুড়ায় আর না বাস করিয়া, কলিকাতার মানবজঙ্গলে, বনবাসে দিন যাপন করেন; এইরূপে একাদিক্রমে বিংশতি বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া, এতদিন পরে "জলের বিম্ব জলে মিশাইয়া গিয়াছে।"

দোদমা বাজী দেখিয়াছেন? বাজীকর তাহাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র, শোঁও-ও শব্দে বাজী, বায়ুভঙ্গ করিয়া, অন্তরীক্ষ ভেদ করিয়া, অনল বর্ষণ করিতে করিতে, অনল বর্ষণ করিতে করিতে, জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে করিতে, তীব্রবেগে ঊর্দ্ধে উত্থান করিল। সেইবেগ অনুভব করিয়া, সেই বঙ্কার দেখিয়া, সেই প্রণবানুকরণকারী শব্দ আকর্ণন করিয়া, বোধ হইল, যে এমনই বুঝি যুগ যুগান্তর উঠিবে; এইরূপ মনে করিতে না করিতে এক পলকমধ্যে বিরাট ধ্বনি হইল; কঠোর, বিরাট, ব্রহ্মাণ্ডকটাহভেদী শব্দে বাজী ফাটিয়া গেল; অন্ধকার; বোধ হইল, এইবার সব ফুরাইল। কিন্তু, এবার সব ফুরাইল না; সেই ঘোর অন্ধকার হইতে, একটি সূক্ষ্ম শিখা, ধাকি ধাকি, লীকি লীকি, উদ্ধাভিমুখে উঠিতে লাগিল, আবার একবার শব্দ হইল; বাজী আবার ফাটিল; এবার, এবার নীল আকাশে নীল ফুল ফুটিল; শান্ত জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইল; দেখিতে দেখিতে সেই নীলাকাশে নীল ফুল মিশাইয়া গেল। এবার সব ফুরাইল! যে অন্ধকার সেই অন্ধকার! এরূপ দোদমা বাজী দেখিয়াছেন? প্রাণকৃষ্ণ হালদার তাই। ১১ইআশ্বিন নীল আকাশে নীল ফুল মিশাইয়া গিয়াছে।

অনেক অসার ধর্ম্মোপদেশক পাপকে ঘৃণা করিতে বলিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা বলি পাপকে, ভয় কর; পাপকে ভক্তি কর; পাপকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর পাপের মত মর্ম্ম ভেদক উপদেষ্টা আর নাই। প্রাণকৃষ্ণ হালদারের জীবন এই সংসার গ্রন্থের উপদেশ কাণ্ড। প্রাণকৃষ্ণ পাপ পুণ্য, পরীক্ষা, প্রায়শ্চিত্ত। তদীয় জীবনের নাম "চিরদিন কখন সমান না যায়"; তাঁহার জীবনের নাম "শিক্ষা", তাঁহার জীবনের নাম "উদাহরণ"; তাঁহারই জীবনের নাম, "মানব জীবন।"

পুণ্যের সহিত যখন সুখ সম্পত্তি, মানসম্ভ্রম প্রভৃতি ঐহিক ভোগ জড়িত থাকে, তখন সেই সমষ্টির অধঃপতন দেখিলে শরীর মন কাঁপিয়া উঠে, জ্ঞান চক্ষুঃ উন্মীলিত হয়, এবং চিরস্থায়ী শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধনমানযশোরাশি প্রাণকৃষ্ণ দ্বীপান্তরে কারাদণ্ডে; অসংখ্য জন যাঁহাদের নমস্য ৺তারকেশ্বরের মোহান্ত সর্ষপ পেষণ করিতেছেন; বিচত্বারিংশৎবৎসর সম্মানে রাজসেবা করিয়া, কারা প্রেরিত বেজান, চোরের ন্যায় পলায়ন পর হইয়া, বিদেশে পরান্নে জীবন ধারণ করিতেছেন; দ্বৈপায়ন হ্রদ পার্শ্বে নৃপধন দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়া, নিঃসহায়, উরুভঙ্গে শায়িত আছেন।— এ সকল দেখিলে শুনিলে, তোমার হৃৎকম্প হয় না? অধঃপতন দেখিলে অন্তর কাঁপিয়া উঠে না? তাহাতেই বলিতেছিলাম, পাপকে ঘৃণা করিবে কি? পাপকে দণ্ডবৎ কর। তুমি আমি কবে, কি ঘোরতর পাপ করিব? তাহা কে বলিতে পারে? তাহাতেই বলি পাপের অধঃপতন দেখিয়া উপহাস করিও না; সোনাক্ত নিপীড়িত তৈল বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া নিতান্ত অসারতার পরিচয় প্রদান করিওনা; জীবন প্রপাতের বজ্রঘোষধ্বনি হইতে গভীর উপদেশ শিক্ষা কর।

দ্বৈপায়ন হ্রদ পার্শ্বে যখন কুরুবীর দুর্য্যোধন মহানিদ্রায় শায়িত তখন সেই মূষিত-মুকুট-মস্তকে ভীম যেন পদাঘাত করিলেন, যুধিষ্ঠির অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, ভীমকে ভর্ৎসন বাক্যে নিবারণ করিলেন। এই জন্য ভীমকে রাক্ষসাচার বলে, এইজন্য যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মপুত্র বলে। অধঃপতন দর্শনে ভীমের পাপাচার, প্রকাশ পায়। যুধিষ্ঠিরের দেবোপযোগী শোক উথলিয়া উঠে। সকলেরই এই দেব ভাব শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিয়াছিলেন যিনি প্রতিদিন পদ্মজনকে আনান করেন, তিনি মহাশয় ব্যক্তি, প্রাণকৃষ্ণ যত দোষে দোষীই হউন, প্রাণকৃষ্ণ এক জন মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অকাতরে নিত্য নিত্য শত সহস্র লোককে অন্নদান করিতেন, তদীয় বদান্যতা অতুল্য। এই বদান্যতার সহিত পাপের বিবাহ বন্ধন দেখিয়া শিক্ষা কর; সেই বিবাহের ফল স্বরূপ তদীয় জীবন প্রপাতের বজ্রঘোষ ধ্বনি হইতে উপদেশ শিক্ষা কর।

---

* হুগলি কলেজ এই বাড়ীতে এখন আছে।

হুগলির সেশনে বিচার।

গত সোমবার হইতে হুগলির সেপ্টেম্বর সেশন আরম্ভ হইয়াছে। গত শুক্রবার একটী ভয়ঙ্কর মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। থানা ধনিয়াখালির অন্তর্গত খাঁকডা নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ যুবকের উপর এই অভিযোগ উপস্থিত হয় যে সে আপন মাতাকে হত্যা করিয়াছে। মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এই। ব্রাহ্মণ যুবকের এক ডোমনী বেশ্যা ছিল এবং তজ্জন্য তাহার মাতার সহিত তাহার সর্ব্বদা কলহ বিবাদ হইত। ব্রাহ্মণ ঐ ডোমনীকে মধ্যে মধ্যে আপন বাটীতে আনিত এবং তাহার সহিত তথা নিশি যাপন করিত। ডোমনী মধ্যে মধ্যে তাহার উপপতির মাতার সহিত কলহ করিত এবং তাহাকে অপমানের কথা বলিতে ক্ষান্ত থাকিত না। এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কলিকাতায় ছিল। তাহার উপপত্নী তাহার মাতার সহিত বিবাদ করায়, তাহার মাতা তাহাকে একখানি পত্র লিখেন এবং যাহাতে তাহার বেশ্যা অত্যাচার না করে তাহার বিধান করিতে বলেন। ব্রাহ্মণ পত্র পাইয়া বাড়ী আইসে। গত ৪ঠা ভাদ্র রাত্রে তাহার মাতার সহিত ব্রাহ্মণের কলহ হয়। কলহ ব্রাহ্মণের সেই উপপত্নী নদীকে লইয়া। প্রতিবাসী দুই জন তাহা শুনিতে পায়। যে দুইজন প্রতিবাসী এই কলহের কথা শুনে তন্মধ্যে একজন ৫ই ভাদ্র প্রত্যুষে ব্রাহ্মণ যুবক উমাচরণকে কোঁচার টেপ গায় দিয়া আপন বাটীর বাহির হইতে দেখে এবং তাহার স্ত্রী, নদীকে উমাচরণের বাটীর বাহির যাইতে তৎপূর্ব্বে দেখে। যে ব্যক্তি উমাচরণকে প্রত্যুষে বাটীর বাহির হইতে দেখে সে তৎপরে উমাচরণের বাটীর ভিতর যাইয়া দেখে যে তাহার মাতা নিস্তারিণী উঠানে দাওয়ার নীচে কাটা পড়িয়া রহিয়াছে এবং উমাচরণ নীরবে তাহার নিকট বসিয়া আছে। কাটার অবস্থা এইরূপ; মস্তক প্রায় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন; কেবল টুঁটির এক খণ্ড চামড়ার দ্বারা মস্তক দেহে সংযুক্ত। ডাক্তারের জবানবন্দীতে প্রকাশ যে খাঁড়া বা তরবারের দ্বারা ঐ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল; এবং যে আঘাতে নিস্তারিণীর মস্তক ছিন্ন হয় তাহা পশ্চাৎ ভাগ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং যৎকালে ঐ আঘাত প্রদত্ত হয়, সে সময় নিস্তারিণী হেঁট হইয়াছিল। ৫ই ভাদ্র অল্প বেলা হইলে পুলিষ আসিয়া উমাচরণকে গ্রেপ্তার এবং তাহার বাড়ী তদারক করে। তদারকে দেখা যায় যে নিস্তারিণীর শয়ন ঘরের কিয়দংশ গোবর দিয়া নিকান। গৃহ মধ্যে মেজেতে এক বিছানা পাতা এবং তাহার দুই ধার নিকান। বিছানার কাঁথা তুলিয়া দেখা যায় তন্মধ্যে অল্প রক্ত এবং বৃথা বিছানা ছিল তথাকার মেজিয়াতে দুই একটি পদ চিহ্ন—পদ চিহ্ন আসামীর পদ চিহ্নের সহিত মিলে নাই। একটা বগুনাতে একখানি নেতা অল্প কাদা জল এবং তৎসঙ্গে অল্প২ রক্ত চিহ্ন। পুলিষ ঐ গৃহের এক খণ্ড মৃত্তিকা পাঠাইয়া দেন তাহাতেও ডাক্তার সাহেব রক্ত দেখিতে পান। নিস্তারিণীর কাটা দেহের উপর একটা চট থাকে এবং তাহার আঁচলের কাপড়ে রক্ত এই ভাবে ছিল, যে কেহ যেন তদ্দ্বারা তাহার গলদেশ নিঃসৃত রক্ত বন্ধ করিবার যত্ন করিয়াছিল। নিস্তারিণীর অন্য একটি ঘরে কতকগুলি বাসন মাজা পড়িয়াছিল এবং শয়ন ঘরের বাক্স পেঁটরা এবং বিছানাপত্র ছড়ান যেন চুরি বা ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। উমাচরণের পরিধেয় বস্ত্রের কয় স্থান ভিজা থাকে। উমাচরণের মাতা উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে এবং উমাচরণ নীরবে নিকটে বসিয়াছে। এটি প্রতিবাসীরা অনেকেই ৫ই ভাদ্রের প্রভাত সময়ে দেখিয়াছিল। উমাচরণ গ্রেপ্তার হইয়া বলে আমার কে এ সর্ব্বনাশ করিল জানি না, আমি গত কল্য নাচি কুলের বাজারে ছিলাম, পরে বলে ধনিয়াখালির ডাক্তার খানায় গত রাত্রে ছিলাম। সে মাতার মৃতদেহ দেখিয়া কোন প্রকার চীৎকার করে নাই, পুলিষে বা প্রতিবাসীকে সম্বাদ দেয় নাই এবং কে তাহা করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য কিছুমাত্র যত্ন করে নাই; অন্য পক্ষে কিঞ্চিৎ বেলা হইলে পলাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। ধনিয়াখালির ডাক্তার স্পষ্ট বলেন, উমাচরণ সেই রাত্রি তাহার ডাক্তার খানায় ছিল না এবং মোকদ্দমায় ইহাও প্রকাশ যে উমাচরণ ঐ রাত্রি দুই প্রহর একটার সময় এক ব্যক্তি প্রতিবাসীর বাটীতে আগুন আনিতে যায়। আর চৌকিদার উমাচরণ এবং তাহার মাতা নিস্তারিণীর সাড়া দুই প্রহর একটার সময় পাইয়াছিল। উমাচরণের মাতা নিস্তারিণী নষ্ট ছিল, ইহা সপ্রমাণ করিবার যত্ন মহারাণীর পক্ষ হইতে পাওয়া ছিল। যত্ন নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে হইবে। যে ব্যক্তিকে তাহার উপপতি বলিয়া উপস্থিত করায় সে প্রায় হস্ত পদ বিহীন অথর্ব্ব, কেহ নড়াইয়া দিলে নড়িতে পারে, নচেৎ নহে। আর সে এ কথা আপন মুখে অস্বীকার করে। মোকদ্দমায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না বলিলে অন্যায় হয় না, যাহা কিছু প্রমাণ ছিল তাহা অবস্থা ঘটিত। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া জুরি উমাচরণকে দোষী স্থির করিয়াছেন, জজ প্রিন্সেপ সাহেব জুরির রায়ে একরায় হইয়া উমাচরণের ফাঁসীর আদেশ দিয়াছেন। হাইকোর্ট কি করেন বলা যায় না।

সংবাদ।

হিন্দু পেট্রিয়ট জানিয়াছেন যে মান্যবর শ্রীযুক্ত ইডন্ সাহেব বর্ম্মারাজ্যস্থিত প্রজাবৃন্দের মধ্যে যাহাতে সাধারণ বিদ্যাজাল বিকীর্ণ হয় ও যাহাতে তাহারা সকল সংবাদ পায় এতদর্থ একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার আদেশ দিয়াছেন। এই সংবাদপত্রখানি শুদ্ধ বর্ম্মায় প্রচারিত হইবে এইমাত্র কিন্তু আর সকল বিষয়ে ইহা ইংরাজি সংবাদপত্রের ধরণে লেখা হইবে। ইহাতে সংবাদ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখা হইবে।

ফীল্ড সাহেব যে আয়ার নামে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন, ও সেই আয়া এক্ষণে তাঁহার নামে ক্ষতি পূরণের নালিশ করিয়াছে।

হিন্দু প্রকাশ, আহ্লাদিত হইয়াছেন যে বোম্বাইয়ের কেল্লাতে বণিক আটর্ণি ও গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় হিন্দু কেরাণী ও অন্য অন্য কর্ম্মচারি দিগের সুবিধার নিমিত্ত তথায় একটী হিন্দুহোটেল সম্প্রদায় খোলা হইতেছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস্ শুনিয়াছেন যে আউদ, ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের সাজেহানপুর ও কার্নেট নদীর নিকটস্থ অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্য সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে কিন্তু অনেক লোক সাবেক রাস্তা মেরামতে লাগিতেছে ও জলও শীঘ্র কমিতেছে, তজ্জন্য বোধ হয় রেলওয়ে কোম্পানীকে ও সাধারণকে অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে না। লক্ষ্ণৌ টাইমস্ বলেন কার্নোট নদীর ইঞ্জিনীয়ারগণ জলাগমনের রাস্তা অধিক বিশাল পরিমাণে কাটিয়া দেওয়াতে এই জলপ্লাবন ঘটিয়াছে।

বোম্বে গেজেট বলেন আগামী বৎসর আমাদের বড়লাট সাহেব শিমলাযাত্রা করিবেন তদর্থ আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে। সম্ভব বটে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন ঢাকাতে চাউলের দর [illegible] বাড়িয়াছে।

ডেলিনিউসের যশোরস্থ সংবাদ দাতা বলিয়াছেন যশোরে আশ্বিন মাসের মধ্যে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে, তজ্জন্য ফসলের অনেক উপকার হইয়াছে কিন্তু নদী উপছাইয়া সেখানকার বাজার জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে ও নৌকায় বাজার বসিয়াছিল।

ডেলিনিউস, ইংলণ্ড হইতে ইণ্ডিয়া অভিমুখী ব্যক্তি বর্গের যাত্রা বাড়িইবে প্রধান [illegible] আশা করিয়াছেন।

স্পেক্টেটার বলেন, মরান, ফর, ও লক, নামে তিন জন ইংরাজ বার্মিংহামের গলিতে পাদচারণ করিতে করিতে একটি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে তাহার নিজ বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মানা দেখিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিলে, তাহার স্বামী তাহাদিগকে তিরস্কার করাতে, তাহারা তাহাকে ভূমিষ্ঠাতে ফেলিয়া দিল। তৎপরে দ্বার ভগ্ন করত বাটি প্রবেশ করিয়া একটি বৃদ্ধাকে পদাঘাত করিল; পরে অপর একটি যুবতী স্ত্রীলোককেও তাহার শিশু সন্তানকে ভূতলে ফেলিয়া দিল। পুলিস আসিয়া পৌঁছিলে তাহাদিগকে ও আক্রমণ করিল; কিন্তু প্রতিবাসী লোক আসিয়া যষ্টি প্রভৃতি প্রহার দ্বারা তাহাদিগকে ধরিল, তাহারা বিচারালয়ে নীত হইলে দুইজন ১৩ তের মাস ও ৯ নয়মাস কারাবাস ও তৃতীয় জন ২০ বিশ টাকা অর্থদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত হইয়াছে। যাঁহারা কেবল কাকচরিত্র দেখেন, তাঁহাদিগকে হনুমান চরিত্র পুঁথির দুই এক ছত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উক্ত পত্রে আরও বলেন উইলিয়াম জ্যাকসন নামধারী একব্যক্তি, তাহার ভগিনীকে খুন করা অপরাধে, ফাঁসি দ্বারা হত প্রাণ হইয়াছে।

ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে ডোবর প্রণালী আছে; ইহার এক পারে ডোবর এবং অন্য পারে কালে নগর। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ডোবর প্রণালীর নিম্ন দিয়া তলবর্ত্ম (Tunrel) নির্ম্মিত হইতে পারে কি না ইহার আন্দোলন হয়। অধুনা এই বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে সুমহৎ উদ্যোগ হইতেছে। অন্যান্য সমস্ত রেলওয়ে কোম্পানী এই বিষয়টি সমাধা করিবার জন্য ৯৯ বৎসর সময় চায়। কিন্তু এম্, এম্, মাইকেল সিভেলিয়র, লি শে, রথ্স চাইল্ড, এবং লিং লেভেলি যিনি সুয়েজ কানেল কর্ত্তনের সময় আত্যন্তিক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, ইহাঁরা এই বিষয়টি সমাধার্থ ৩০ বৎসর সময় চান এবং অগ্রে চার কোটী টাকা চাহিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে ডোবর প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইহারা প্রথমে ডোবর উপকূল হইতে এবং কালে উপকূল হইতে দুইটি নিম্নাভিমুখী সুড়ঙ্গ কর্ত্তন করিবেন। পরে, সমভাবে সোপান শ্রেণীবিন্যাস করিয়া নিম্নে যোগ করিয়া দিবেন। ভরসা করি ইঁহাদের মহৎ ইচ্ছা সফল হইবে। এটী পৃথিবীর একটি সর্ব্ব প্রধান কীর্ত্তির মধ্যে গণনীয় হইবে।

বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিতকে "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

সম্প্রতি ফ্রেঞ্চ জিওগ্রাফিকেল সোসাইটীতে এম্, [illegible] নিসেপ্স প্রকাশ করিয়াছেন যে, মস্কো পর্য্যন্ত ইকাতেরিণবার্গ হইতে পিকিন দেশের রেলওয়ে, বৎসরেক মধ্যে খুলিবে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে "[illegible]" নামক স্থানে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ রেলওয়েতে দেশীয় ড্রাইভার দ্বারা গাড়ি চালান [illegible] হইয়াছে। [illegible] ড্রাইভারেরা [illegible] কার্য্য হইয়াছেন। ভরসা করি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে দেশীয় গার্ডেরাও কৃতকার্য্য হইবেন।

পারিসে একজন ডাক্তার প্রমাণ করিয়াছেন যে রুড নিবারক [illegible] ও অন্তর সংক্রান্ত উদরাক রোগের [illegible] এবং তাহাতে শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহাতে তথাকার রোগীরা প্রত্যহ দলে দলে কসায়ের দোকানে রক্ত খাইতে যান। সম্ভবতঃ ডাক্তার বাবু ইহাদিগকে রুধিরপায়ী সহচরী করিতে চান। বোধ হয় কার্য্যটি নিজে আইনত।

গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টকে, ইয়ুরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাবর্গের উপর সেসেন্সও আপীলের বিচার করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন।

ইতিমধ্যে লর্ড নর্থব্রুকের জ্বর হইয়াছিল। তিনি এক প্রকার আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড কাউচ নাইনিতাল যাত্রা করিয়াছেন; অচিরে সিমলায় বোধ হয় তৎসন্নিহিত্যাহারে গমন করিবেন।

আগামী বৎসরের জন্য রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর অশ্লীলতা নিবারণী সভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। পূজার পূর্ব্বেই ইহার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা হইবে। অশ্লীলতা নিবারণী সভা প্রকোষ্ঠ হইতে বটতলা কতদূর? এবং নিমতলাই বা কতদূর? যখন একবৎসর মধ্যে বট

তলার দিকে গেলেন না, তখন নিমতলার দিকে গেলেই ভাল হয়।

সিংহলে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়াছে।

হীলি সাহেবের প্রার্থনামতে, আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে যে এবার অবধি স্ত্রীলোকদিগকেও হাতকড়ি দেওয়া যাইতে পারিবে।

পারস্যের রাজা শাহ নসিরুদ্দিন আপনার রাজ্য মধ্যে মহা ধূমধামে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি জার্ম্মান সাম্রাজ্য হইতে ৬০,০০০ চেসীপট কামান আনাইয়াছেন। তিনি কোন্ দলে? রামের না রাবণের? না—"হাঁরন মড়ি, গোদা বাড়ি তুমি কার? না যখন যার, তখন তার।"

১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাস হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৩৬,৭৩,০১২ মণ লবণ আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছে।

জাপানের অন্তঃর্গত জোকোহামানগরে উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এবং এমন প্রবল ঝড় হইয়াছে যে, সেরূপ ঝড় তথায় ত্রিশ বৎসর হয় নাই। ঐ ঝড়কে টাইফুন (Typhoon) বলে। আমরা তুফান বলি।

গত বুধবার এক্সেঞ্জ হলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমস্ত পুস্তকের স্বত্বাধিকার ৩৩০০,টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। [illegible] বেণীমাধব দে কোংর অধ্যক্ষ বাবু রাজকৃষ্ণ দে ক্রয় [illegible]ছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে দেশীয়গার্ড দ্বারা গাড়ি চালাইবার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। হাবড়া ডিষ্ট্রীক্টে, ট্রাফিক ম্যানেজার ৩জন দেশীয়গার্ড মাল গাড়ির জন্য নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা পাইয়াছেন। এতো [illegible] আমাদের কিরিল কপাল। ত্রিশ টাকার চাকরির আর ভাবনা নাই।

গত আগষ্ট মাসে বৃটিশাধিকৃত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বন্দর হইতে ৩১২৫২৫ হন্দর তুলা রপ্তানি হইয়াছে।

ভারতবর্ষে, রেলওয়ে সমাজের কর্ম্মকারকেরা ক্রমশঃ আপনাদের বল বৃদ্ধি করিতেছেন। আশেনশোল, রামপুর, জামালপুর, দানাপুর, বক্সার, মির্জাপুর, জব্বলপুর, কাণপুর, টুণ্ডলা, লাহোর, সাহারানপুর, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, বানারস এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জলার্পিতি নামক স্থানে রেলওয়ের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। ওদিকে আসামবাসিরা তৎপ্রদেশে রেলরোড করিবার জন্য নর্থব্রুকের স্তব করিতেছে।

ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন বালক পদাতিক সৈনিক দলে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এরূপ হুকুম হইয়াছে। বাঙ্গালি চিরদিনই পনের বৎসর বয়সের থাকিয়া যায়।

ইংরাজ সৈন্যদিগকে এবার অবধি আর চীনের চা প্রদত্ত হইবে না; কেবল আসামোৎপন্ন চা-ই প্রদত্ত হইবে। চীনেরা যদি সেইরূপ কেবল পূর্ব্বোপদ্বীপের আফিঙ্গ ক্রয় করে, তাহা হইলে কিরূপ হয়?

জাপানের তুল্য অনুকরণশীল জাতি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, ইহারা বৎসর দুইএর ভিতরে অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে; এমন কি দেশে পার্লিমেণ্ট পর্য্যন্ত করিয়াছে; আবার সামদ্রিক-তাড়িত বার্ত্তাবহযন্ত্র করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন; আসিয়ার মধ্যে প্রধান সভ্যজাতি জাপানবাসিরা। স্বকীয় যত্নের এত সুমধুর পরিণাম।

কিছুদিন পূর্ব্বে কাশ্মীরের মহারাজার কারপরদাজ আদোরজি নাওরজি কতকগুলি বহমূল্য শাল বিক্রয়ার্থ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ গ্রাণ্ট সাহেবকে একখানি শাল, ১০,০০০, টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন। গ্রাণ্ট সাহেব শালের রমণীয়তা দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া স্বীয় কন্যার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তাহা দান করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষীয় শিল্পের বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন। এজেণ্ট বাহাদুর অতি শীঘ্রই কাশ্মীর যাত্রা করিবেন।

১। পণ্ডিত লক্ষ্মী শঙ্কর মিশ্র এম্, এ, বারাণসী কালেজে গণিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

২। বাবু উমেশচন্দ্র সান্যাল এম্, এ, আগরা কালেজে গণিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বাবু প্যারীমোহন বিশ্বাস এম্, এ, বেরেলী কালেজে গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাঁচতোপীর সংবাদদাতার পত্র।

সম্প্রতি জেলা বীরভূমের অন্তঃর্গত শলপাযুগশড়া গ্রামের নিকটস্থ কয়েকটি গ্রামে একটি ঘটনা হইয়াছে। ১১ই আশ্বিন রাত্রি আটটার সময় প্রথমতঃ মেঘাবৃত হয়, এবং অল্প অল্প বায়ু বহিতেছিল। ইতিমধ্যে অতিশয় [illegible] প্রায় ত্রিশ বিঘার ধান্য এবং ৩। ৪ খান গ্রাম উড়াইয়া গিয়াছে। জমিগুলিতে ধান্যের ও জলের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। এই ঝড়ে কৃষাণদের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। ঝড়টী অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল। মহাশয় এরূপ ঝড় আমরা কখন দৃষ্ট করি নাই।

সম্প্রতি একজন বণিক ৫টী ঘোড়া অর্থাৎ পাঁচতোপী আসিতেছিল, পথি মধ্যে কয়েক জন দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বণিক প্রথমতঃ আমার নিকট কিছু নাই বলিয়া অস্বীকার করে। তাহাতে দস্যুরা তাহাকে লাঠি দ্বারা করেক ঘা প্রহার করাতে টাকা দিতে স্বীকার করে। দস্যুরা তাহার সমস্ত টাকা ইত্যাদি লুট করিয়া তাহাকে সাতিশয় প্রহার করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। বণিক লাঠির আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থান দিয়া একজন পথিক যাইতেছিল পথিমধ্যে এই প্রকার ঘটনা দর্শনে তাহাকে জল দিয়া স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে পাঁচতোপী লইয়া আসিয়াছে। বণিককে অনেক চিকিৎসা করাতে প্রাণে বাঁচিয়াছে।

জেলা মুরশিদাবাদের বেনাটুলী গ্রামে একজন গৃহস্থ তাহার স্ত্রীকে সামান্য দোষে হত্যা করিয়াছে। যুবক ধৃত হইয়া বিচারে অর্পিত হয়। তদনন্তর দাওরার বিচারে

তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। যুবকের বয়স অধিক নহে।

আমাদিগের মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মুরশিদাবাদ পরিদর্শন জন্য এস্থানে আসিয়াছিলেন। তিনি ইষ্টিমার যোগে মুরশিদাবাদ আইসেন। তাঁহার আগমনে জেলাস্থ সমস্ত লোক জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সম্মানের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। গবর্ণর বাহাদুর মুরশিদাবাদ পৌছিয়া আদলত প্রভৃতি প্রথমতঃ দর্শন করিয়াছেন। তদন্তর তথাকার কালেজ দর্শন করিয়া, কালেজের প্রিনসিপাল শ্রীযুক্ত হ্যাণ্ড সাহেবের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর কালেজের অবস্থা দর্শন করিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট হন; কালেজ দর্শনান্তর দানশীলা মহামান্যা মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাটী দর্শন করেন। তিনি এই প্রকার অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনে জেলাস্থ অনেক জমিদার কালেক্টরী খাজনা বন্ধের জন্য প্রার্থনা করে। তাহাতে গবর্ণর বাহাদুর সমস্ত নামাঞ্জুর করিয়াছেন।

উলার সংবাদদাতার পত্র।

আজি কালি অনেকে বলিয়া থাকেন যে আমরা এক্ষণে ক্রমে সভ্য হইতেছি, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য কলাপ অবলোকন করিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইতে হয়। আমাদের উলা গ্রামে দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিনটি পাঁচালির দল হইতেছে; পরিণামে এই পাঁচালির দলের ফল কি হয়? অনর্থক অর্থনষ্ট হয়, নিশাজাগরণে উৎকট রোগ [illegible] হয়, আর কি হয়? অমূল্য সময় হয় বৃথা অতিবাহিত হয়। কি দুঃখের বিষয় অদ্যাপিও ভদ্রলোকে এরূপ শোচনীয় কলোৎপাদক আমোদে লিপ্ত থাকেন। তাঁহাদের কি সৎকর্ম্ম নাই? বিশুদ্ধ আমোদ কাহাকে বলে তাহা কি তাঁহারা জ্ঞাত নহেন?

প্রথমতঃ যাঁদের দল, এই দলে কতকগুলিন গোয়াপাত্রা প্রিয় লোক আছেন; তাঁহারা ভদ্রবংশজাত বটেন; কিন্তু, মাদকাশক্ত হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়াছেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক যাঁরা বিপুল অর্থ থাকিতেও বিদ্যোপার্জ্জন না করিয়া এরূপ কুৎসিৎ আমোদে মাতিয়াছেন।

এই স্থলে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। উক্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যাঁদের ওছি, তাঁহার অন্য সকল কার্য্যে প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু তিনি এরূপ জঘন্য কার্য্য করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করেন না, করিলে এরূপ ঘটন ঘটিত না। পাচালির ছড়া ও গীত শ্রবণ করিলে কবির বীণাপাণির সহিত মামাশ্বশুর সম্পর্ক বোধ হয়। আর সুর সারও তথৈবচ। আর দুইটি দল জমীদার বাবু দিগের; এই দলে মাদকাসক্ত লোক বড় নাই এবং সঙ্গীত পটু লোক দিগের প্রক্ষে ভাল বটে; কারণ সঙ্গত মৃদঙ্গে হইয়াথাকে ও দেশীয়ও বিলাতি যন্ত্রাদি আছে এবং গীতের সুর সার ও ভাল। কিন্তু যাহাই হউক পরিণামে ফল এক।

স্বর্ণপুরের সংবাদদাতার পত্র।

ইতিমধ্যে ইষ্টেসান জাগুলীর অধীন পানপুর গ্রামের মাঠের মধ্যে অনুমান এক কাটা ভূমি হইতে অকস্মাৎ খুব গাঢ় ধূম নির্গত হইতে আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকাল হইতে প্রায় সায়ংকাল পর্য্যন্ত সেইরূপ ধূম নির্গত হইয়াছিল কিন্তু ধূম নির্গত ব্যতীত অন্য কোন উৎপাত হয় নাই।

জাগুলীর অধীন প্রায় সকল গ্রামেই জল কষ্ট; পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর। এই সময়ে চাষাদিগের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে; একে সুচারুরূপ ধান্য হয় নাই তৎপরে পাট যাহা হইয়াছে, ঐ পাট নদী বিলে পচাইতে দিতে পারে না। কারণ সেখানকার জল সাধারণের পানীয় ও তথায় পাট পচাইতে দিলে পুলিষ প্রতিবন্ধক হয়। এই সকল গ্রামে অধিক কূপ নাই এইক্ষণে প্রজার সর্ব্বস্ব ধন পাট, কোথায় পচাইতে দেয় ইহা ভাবিয়া হাহাকার করিয়া কান্দিয়া বেড়াইতেছে। এসময়ে গবর্ণমেণ্ট কৃপা করিয়া কোন নদী খনন করিয়া দিলে এ কষ্ট থাকে না, কারণ নদীর জল সাধারণতঃ লোকের পানীয় জল হয় ও পুষ্করণী ও কূপে পাট পচাইতে দিলে প্রজা বাচে; এই পাট পচানোর বিষয় সত্বরে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ না হইলে পরে সমুদায় প্রজার একমাত্র জীবন উপায় পাট, তাহাও মাঠে শুষ্ক হইয়া যাইবেক।

সুদপুরের সম্বাদদাতার পত্র।

সব ডিবিজন কাটোয়ার অন্তঃপাতী সুদপুর ও তদন্তর্গত পল্লীতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। গত বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় এ প্রদেশে ধান্য উত্তমরূপ জন্মে নাই। কিন্তু এ বৎসর ভাদ্র মাসের শেষে এখানে বৃষ্টি হওয়াতে এখন কতক লোকে ধান্য রোপণ করিতেছে ও কেহ২ অনাভাবে রোপণ করিতে পারে নাই। বোধ করি গবর্ণমেণ্ট দয়া না করিলে হয়ত এদেশের লোকগণ এতদিন অনাভাবে মরিয়া যাইত। আনাক মাস হইতে ভাগারী চাউল পাইয়া লোকে তাহাই খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। সুদপুর ও শ্রীনত্তের অন্নছত্রে যাহারা অক্ষম ব্যক্তি তাহারা প্রতিদিন ।।/০। ৮০ ছটাকহিসাবে চাউল পাইতেছে। আমাদের এখানকার সুযোগ্য রিলিফ ইনিস্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় অতি যত্নের সহিত গ্রামে যাইয়া দীনদুঃখী ও অক্ষম ব্যক্তিকে সত্বরেই টীকিট প্রদান করিতেছেন ও প্রত্যহ সকলে নিয়মিত সময়ে চাউল পাইতেছে; কালীপ্রসন্ন বাবুর এরূপ সদগুণ দেখিয়া আমরা তাঁহার প্রশংসা ও সাধারণে পরিচিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু আমাদের একটী প্রার্থনা যে উক্ত ইনিস্পেক্টর বাবু মনোযোগের সহিত তদন্ত করিয়া যাহারা মধ্যবিধ ব্যক্তি দুঃখী লোক তাহাদিগকে সত্বরেই কোন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাধারণের প্রতিষ্ঠাভাজন হউন; না হইলে ত গরিবদের কোন উপায় নাই।

বিজ্ঞাপন।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

পুস্তক	মূল্য	মাসুল
বঙ্কিমবাবুরকৃত,		
দুর্গেশনন্দিনী,	১।০	৵০
মৃণালিনী,	১৲	৵০
কপালকুণ্ডলা,	১৲	৵০
বিষবৃক্ষ,	১৲	৵০
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত,		
যুগলাঙ্গরীয়	৵১০	/০
ইন্দিরা,	৵১০	/০
মধুমতী,	৵১০	/০
হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত,		
ব্যায়াম শিক্ষা	।০	/০

শব্দ কল্প দ্রুম।

মহাত্মা স্তর রাজা ৺ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত উপরি উক্ত মহাকোষ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি মাসে ২০ ফরমার একএক—খণ্ড করিয়া বাহির হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাসুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার ৩০ নং রাজাকালী কৃষ্ণর লেন শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাকমাসুল সমেত পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। নবম খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী খণ্ড সকল মুদ্রিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট পাকা গোঁপ ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিবার অব্যর্থ ঔষধ আছে। মূল্য ১।০, ১৫ দিবসান্তর ব্যবহার করিতে হইবে। প্লীহারও উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে, মূল্য ১৲ টাকা, চারি দিবস সেবন করিতে হইবে মাত্র। দদ্রুর ঔষধ মূল্য ।০ আনা। গরল ঘায়ের চমৎকার ঔষধ আছে, ৭ দিবস ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে। মূল্য ২৲ টাকা। বাধক বেদনার মহৌষধ আছে, রোগ কি প্রকার জানিতে পারিলে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। চুঁচুড়া কদমতলার ১৯৮ সংখ্যক ভবনে ডিস্পেনসারিতে প্রাপ্য।

শ্রী শ্রীকান্ত শর্ম্মা,
জনৈক ম্যানেজার হিন্দুস্কুল চুঁচুড়া।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকায় এক আনা করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধরণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু কলে্‌ক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, ব[illegible]মপুর,
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী,
পে. একজামি[illegible] অফিস, কলিকাতা।

ইনি কলিকাতার গ্রাহকগণের নিটক হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

হিন্দুবিলাসী।

বিগত ৪ ঠা শ্রাবণ হইতে "হিন্দুবিলাসী" নামক এক খানি ডিমাই ১২ পেজি আকারে মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	১৲
" যান্মাসিক	...	॥৵০
" প্রতি খণ্ডের	...	৵০
বিদেশে ডাকমাশুল		।৴০

যাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা "হিন্দুবিলাসী" সম্পাদক বলিয়া চুঁচুড়া মিসনবিদ্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন।

সেতার শিক্ষা।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, যে যাঁহারা [illegible] "সেতার-শিক্ষা" নামক সংগীত পুস্তক কিনিয়াছেন কিম্বা কিনিবেন, তাঁহারা তদন্তর্গত কোন দুর্ব্বোধ্য বিষয় সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাকে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার সবিস্তার ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাইয়া, তাঁহাদের শিক্ষার যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারি। এরূপ করিয়া অনেকে শিখিয়াছেন।

সন্যাসীকাটা } শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
ফাঁসিদেওয়া হইয়া। } মুন্সেফ।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	...	...	...	৩।০
অগ্রিম যাণ্মাসিক	...	...	...	২।০
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	...	...	...	১৷
মাসিক	...	...	...	৵০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য		...	...	৶০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রী পাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য হইলে অন্য নিয়ম করা হইবে।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে শ্রী পাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়

REGISTERED No. 138.

সাধারণী।

৩ ভাগ } চুঁচুড়া—১৬ই কার্ত্তিক। রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১ লা নবেম্বর ১৮৭৪ খৃ অব্দ। { ১ সংখ্যা।

শিক্ষানবিশের

পদ্য।

এই নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণী যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; এবং কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়; মূল্য ছয় আনা। পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। অবিকল ভাষানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, ইহাতে বালক বৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

বিজ্ঞাপন।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটী হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম্ এ
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল
কদমতলা, চুঁচুড়া।
শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
৩০ নং রাজা কালী কৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমি মেহেরপুরের নিজবাটীতে আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছি তাহাতে নিম্ন লিখিত নিয়মাবলি অবধারণ করিয়াছি। যথা;—

পাঠার্থীগণ স্বীয় স্বীয় নাম, ধাম, বয়ঃক্রম, জাতি এবং সংস্কৃত ভাষায় কি প্রকার ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন তৎসমুদয় পত্র দ্বারা আমাকে আগামী ১৫ ই কার্ত্তিক হইতে ১৫ ই অগ্রহায়ণের মধ্যে জানাইবেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে যাঁহাকে মনোনীত করিয়া লেখা হইবে, তিনি নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে এখানে উপস্থিত হইবেন।

ছাত্রগণকে আহার ও বাস স্থানাদি দেওয়া যাইবে এবং যাঁহারা স্বব্যয়ে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদিগকেও নির্ব্বিশেষে অধ্যয়ন করান যাইবে।

পাঠের সুবিধার জন্য ৩ টী শ্রেণী করা হইবে। চরক এবং অন্যান্য গ্রন্থ পাঠার্থীগণ প্রথম, সুশ্রুত এবং অষ্টাঙ্গ গ্রন্থ পাঠার্থিগণ দ্বিতীয়, বাভট ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি সংগ্রহ যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বৃত্তান্ত যিনি জানিতে ইচ্ছুক হইবেন তিনি আমাকে লিখিলেই সমুদয় জানিতে পারিবেন। ইতি সন ১২৮১ সাল ১৭ ই আশ্বিন।

ধন্বন্তরি শ্রীহরিকৃষ্ণ সেন যারিক।
মেহেরপুর।

সেতার শিক্ষা।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, যে যাঁহারা আমারকৃত "সেতার-শিক্ষা" নামক সংগীত পুস্তক কিনিয়াছেন কিম্বা কিনিবেন, তাঁহারা তদন্তর্গত কোন দুর্ব্বোধ্য বিষয় সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাকে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার সবিস্তার ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাইয়া, তাঁহাদের শিক্ষার যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারি। এরূপ করিয়া অনেকে শিখিয়াছেন।

সন্যাসীকাটা } শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
ফাঁসিদেওয়া হইয়া। } মুন্সেফ।